হুমায়ূন আহমেদ

কোথাও কেউ নেই

উৎসর্গ

কাজী হাসান হাবিব

হে বন্ধু, হে প্রিয়

মূর্ছনা
www.MurchOna.com
Archives of eBooks, Music & Videos
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
suman_ahm@yahoo.com

গেটের কাছে এসে মুনা ঘড়ি দেখতে চেষ্টা করল। ডায়ালটা এত ছোট—কিছুই দেখা গেল না। আলোতেই দেখা যায় না, আর এখন তো অন্ধকার। রিকশা থেকে নেমেই একবার ঘড়ি দেখেছিল—সাড়ে সাত। গলির মোড় থেকে এ পর্যন্ত আসতে খুব বেশি হলে চার মিনিট লেগেছে। কাজেই এখন বাজে সাতটা পঁয়ত্রিশ। এমন কিছু রাত হয়নি। তবু মুনার অস্বস্তি লাগছে। কালও ফিরতে রাত হয়েছে। তার মামা শওকত সাহেব একটি কথাও বলেননি। এমন ভাব করেছেন যেন মুনাকে দেখতেই পাননি। আজও সে রকম করবেন।

মুনা গেট খুলে খুব সাবধানে ভেতরে ঢুকল। জায়গাটা প্যাচপ্যাচে কাদা হয়ে আছে। সকালে বাবুকে দু'বার বলেছিল ইট বিছিয়ে দিতে। সে দেয়নি। বারান্দায় বাতিও জ্বালায়নি। পা পিছলে উল্টে পড়লে শাড়ি নষ্ট হবে। নতুন জামদানী শাড়ি। আজই প্রথম পরা হয়েছে। একবার কাদা লেগে গেলে আর তোলা যাবে না। মুনা পা টিপে টিপে সাবধানে এগুতে লাগল।

মামার গলা পাওয়া যাচ্ছে। বকুলকে ইংরেজী পড়াচ্ছেন।সকাল বেলা রাখাল বালক বাঁশি বাজাইতেছিল, বল ইংরেজী কি হবে? বকুল ফোঁপাচ্ছে। চড়টর খেয়েছে হয়ত। ইদানীং মামার মেজাজ বেশ খারাপ যাচ্ছে। মুনা মনে মনে ট্রানস্লেশনটা করতে চেষ্টা করল। রাখাল বালকের ইংরেজী কী হবে? ফারমার বয়? না অন্য কিছু? অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে সে দরজার কড়া নাড়ল—একবার, দু'বার, তিনবার। দরজা খুলতে কেউ এগিয়ে আসছে না। মুনা নিচু স্বরে ডাকল—বকুল, এই বকুল।

বকুল ভয়ে ভয়ে তাকাল বাবার দিকে। শওকত সাহেব ধমকে উঠলেন—একটা ট্রানস্লেশন করতে একদিন লাগে? 'বাঁশি বাজাইতেছিল' এর ইংরেজী কি বল? বকুল ভয়ে ভয়ে বলল—বাবা, মুনা আপা এসেছে। শওকত সাহেব কড়া গলায় বললেন, তোর পড়া তুই পড়। দরজা খোলার লোক আছে। মন থাকে বাইরে, পড়াটা হবে কিভাবে? মাথাতে তো গোবর ছাড়া কিছু নেই। বকুল মাথা নিচু করে ফেলল। তার চোখে পানি আসছে। বাবা দেখে ফেললে আরো রেগে যাবেন। আজেবাজে কথা বলবেন। তিনি একবার রেগে গেলে এমন সব কথা বলেন যে মরে যেতে ইচ্ছা করে। পরশু বলছিলেন—পাতিলের তলার মত মুখ তবু সাজগোজের তো কোন কমতি দেখি না। একশ' টাকার লাগে শুধু পাউডার।

মুনা আবার কড়া নাড়ল। শওকত সাহেব উঁচু গলায় ডাকলেন—বাবু, বাবু। বাবু ফ্যাকাশে মুখে ঘরে ঢুকল। সে পড়ে ক্লাস সেভেনে। রোজ সন্ধ্যায় তার মাথা ধরে বলেই ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকে। শওকত সাহেব বাবুকে দেখেই রেগে উঠলেন—কানে শুনতে পাস না? বাবু ভয়ে ভয়ে তাকাল বকুলের দিকে। শওকত সাহেব হুংকার দিয়ে উঠলেন—দরজা খুলতে পারিস না গরু কোথাকার।

বাবু দরজা খুলল। শওকত সাহেব মুনার দিকে ফিরেও তাকালেন না। কোন রকম কারণ ছাড়াই বকুলের গালে ঠাশ করে একটা চড় বসালেন। ব্যাপারটা ঘটল আচমকা। বকুলের মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠল এক মুহূর্তে। মাথা অনেকখানি ঝুঁকিয়ে সে তার

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

খাতায় কি-সব লিখতে চেষ্টা করল। লেখাগুলি সব ঝাপসা। চোখ থেকে পানি উপচে পড়ছে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শওকত সাহেব কর্কশ স্বরে বললেন—মাথা তোল, ঢং করিস না। বকুল মাথা তুলল না। তার ছোট্ট হালকা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। মুনা শান্ত স্বরে বলল—মামা, এত বড় মেয়ের গায়ে হাত তোলা ঠিক না। শওকত সাহেব কিছু বললেন না।

মুনা আরো কিছু বলবে ভেবেছিল, বলল না। নিজেকে সামলে নিয়ে তার শোবার ঘরে ঢুকল। এ বাড়িতে দুটি মাত্র শোবার ঘর। একটিতে মামা এবং মামী থাকেন, অন্যটিতে থাকে মুনা, বকুল এবং বাবু। মুনার রুমটি অসম্ভব ছোট। তবু সেখানে দুটি চৌকি ঢোকান হয়েছে। এক কোণায় একটা আলনা। আলনার পাশে বকুলের পড়ার টেবিল। টেবিলের উল্টোদিকের ফাঁকা জায়গাটা একটা বিশাল কালো রঙের ট্রাঙ্ক। তার উপরে প্যাকিং বক্সের ভেতর শীতের লেপ-কাঁথা। এখানে ঢুকলেই দম আটকে আসে। পুব দিকের একটা বড় জানালায় আলো-হাওয়া খেলত। শওকত সাহেব পেরেক মেরে সেই জানালা বন্ধ করে দিয়েছেন। তাঁর ধারণা খোলা জানালায় গুণ্ডা ছেলেরা এসিড-ফ্যাসিড ছুঁড়বে। অসহ্য গরমের দিনেও সে জানালা আজ আর খোলার উপায় নেই।

মুনা শোবার ঘরে বাতি জ্বালাল। বাবু বাতির দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আছে। মুনা বলল, আজও মাথা ব্যথা?

হুঁ।

বেশি?

বাবু জবাব দিল না। মুনা বলল, বাবু তুই একটু বাইরে দাঁড়া তো, আমি কাপড় ছাড়ব। বাবু বারান্দায় এসে দাঁড়াল। এক চিলতে বারান্দা। সেখানে একটা ক্যাম্পখাট পাতা আছে। গ্রামের বাড়ি থেকে কেউ এলে এখানে ঘুমুতে দেয়া হয়। বাবু নিঃশব্দে বসল ক্যাম্পখাটে। মাথা ব্যথাটা এখন একটু কমের দিকে। বমি বমি ভাবটাও কেটে যেতে শুরু করেছে। বাবু লক্ষ্য করেছে মুনা আপা বাসায় এলেই তার মাথা ব্যথা কমতে শুরু করে।

মুনা কাপড় বদলে বারান্দায় এসে হাতে-মুখে পানি ঢালল। বাবু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে সে কিছু বলবে। তবে নিজ থেকে সে কখনো কিছু বলে না। জিজ্ঞেস করতে হয়। মুনা বলল, বাবু কিছু বলবি?

হুঁ।

বলে ফেল।

বাকের ভাই আজ দুপুরে জিজ্ঞেস করছিল।

কি জিজ্ঞেস করছিল?

তোমার কথা।

পরিষ্কার করে বল! অর্ধেক কথা পেটে রেখে দিলে বুঝব কিভাবে?

বাবু ইতস্তত করতে লাগল। মুনা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, বল কি বলল?

বলল, কি রে তোর আপামনি নাকি বিয়ে করছে?

তুই কি বললি?

আমি কিছু বলিনি।

কিছুই বলিসনি?

বাবু ইতস্তত করে বলল, বলেছি, আমি কিছুই জানি না। মুনা বিরক্ত স্বরে বলল, মিথ্যা বললি কেন? সত্যি কথাটা বলতে অসুবিধা কী? সত্যি কথা বললে সে কি তোকে মারত? আবার যদি কোনদিন জিজ্ঞেস করে, তুই বলবি—হ্যাঁ বিয়ে করবে। বাবু মুখ

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

ফিরিয়ে নিল, যেন সত্যি কথাটা সে স্বীকার করতে চায় না। এই ব্যাপারটার জন্যে সে যেন লজ্জিত। মুনা কড়া গলায় বলল, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে আছিস কেন? তাকা আমার দিকে। বাবু তাকাল। মুনা হালকা স্বরে বলল, তোরা সবাই এ রকম ভাব করিস যেন আমি মস্ত একটা অন্যায় করে ফেলেছি। একটা মেয়ে যদি একটা ছেলেকে পছন্দ করে এবং বিয়ে করে তাহলে তার মধ্যে লজ্জার কিছুই নেই। তুই যখন বড় হবি তখন তুইও এ রকম পছন্দ করে একটা মেয়েকে বিয়ে করবি।

যাও।

তুই দেখি লজ্জায় একেবারে মরে যাচ্ছিস।

মুনা আপা ভাল হবে না কিন্তু।

তুই মুনা আপা মুনা আপা করিস কেন? শুধু আপা ডাকবি। কিংবা বড় আপা। সঙ্গে আবার মুনা কি জন্যে?

আচ্ছা। আপা, তোমাদের বিয়ে কবে?

সামনের মাসে।

বাবু আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। সে মনে হল বেশ লজ্জা পাচ্ছে। মুনা ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তোরা কেউ আমাকে সহ্য করতে পারিস না। বাবু লজ্জিত স্বরে বলল, কি যে তুমি বল।

ঠিকই বলি। ইট বিছিয়ে রাখতে বলেছিলাম, বিছিয়েছিস? সন্ধ্যার পর বারান্দার বাতি জ্বালিয়ে রাখতে বলেছিলাম তাও তো রাখিস নি।

বাবু কি যেন বলতে চাইল, মুনা তা শোনার জন্যে অপেক্ষা করল না। মামা-মামীর শোবার ঘরে ঢুকল। এই ঘরটিতে কিছু জায়গা আছে। একটা আলমারী, ছোট একটা ড্রেসিং টেবিল; তার পাশে বিয়েতে পাওয়া পুরানো আমলের ভারি খাট, একটা কালো রঙের আলনা। তবুও কিছু ফাঁকা জায়গা আছে।

মুনা ঘরে ঢুকতেই তার মামী লতিফা হাত ইশারা করে তাকে কাছে ডাকলেন। তাঁর হাত ইশারা করে ডাকার ভঙ্গি ও তাকানোর ধরন-ধারণ দেখেই টের পাওয়া যায় কিছু একটা ঘটেছে। মুনা বিছানার পাশেই বসল।

মামী শরীর কেমন?

ভালই।

জ্বর আসেনি তো?

উঁহু।

মুখে উঁহু বললেও বোঝা যাচ্ছে গায়ে জ্বর আছে। চোখ লালচে। কপালের চামড়া শুকিয়ে খড়খড় করছে। চারদিকে অসুস্থ অসুস্থ গন্ধ। লতিফা তাঁর রোগা হাতে মুনার হাত চেপে ধরলেন। গলার স্বর অনেকখানি নিচে নামিয়ে বললেন, তোর মামা যায় নাই।

কেন, যায়নি কেন?

আমি কি করে বলব?

আংটি দেখিয়েছিলে?

হুঁ। আংটি দেখে আরো রাগ করেছে। বাবু সামনে পড়ে গেল তখন। রাগের চোটে ওকে ধাক্কা মেরে ফেলেছে খাটে। জিব কেটে গেছে বোধ হয়। রক্ত পড়ছিল।

বল কি!

হুঁ।

www.MurchOna.com

লতিফা কান্নার মত শব্দ করতে লাগলেন। মুনা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস গোপন করল। আজ দুপুরে লতিফার বড় ভাই মোজাম্মেল হোসেন সাহেবের ছোট মেয়ের আকিকা। সেই উপলক্ষ্যে এ বাড়ির সবার দাওয়াত ছিল। শওকত সাহেব যেতে রাজি হলেন না। দাওয়াত প্রসঙ্গে অত্যন্ত তেতো ধরনের কিছু কথা বললেন, ফকির খাওয়ানোর বদলে আমাদের খাইয়ে দিচ্ছে। তু বলে ডাকলেই যাব নাকি? পেয়েছি কি আমাকে? আমি ভিখিরি নাকি? আমি তো যাবই না—এ বাড়ির কেউ যদি যায় ঠ্যাং ভেঙে দেব।

লতিফা এই জাতীয় কথায় বিশেষ কান দেননি। তাঁর বড় ভাই তাঁকে করুণার চোখে দেখে বলেই হয়ত গোপন সঞ্চয় ভেঙে মুনাকে দিয়ে একটা আংটি কিনিয়ে এনেছিলেন। তাঁর আশা ছিল রাগটাগ ভাঙিয়ে দুপুরের দিকে পাঠাতে পারবেন। কিন্তু পারেননি।

মুনা উঠে দাঁড়াল। শান্ত স্বরে বলল, তুমি খাওয়া-দাওয়া কিছু করেছ? লতিফা জবাব দিলেন না। মুনা বলল, কাল অফিসে যাবার সময় আংটি দিয়ে আসব আর বলব তোমার অসুখের জন্যে কেউ আসতে পারেনি। কথাটা তো মিথ্যাও না। লতিফা কি যেন বললেন। মুনা শোনার অপেক্ষা না করে রান্নাঘরে চলে গেল। ভাত চড়াতে হবে। কাজের ছেলেটি চলে যাওয়ায় খুব ঝামেলা হচ্ছে। সারাদিন অফিস করে চুলার পাশে এসে বসতে ইচ্ছা করে না। বড় খারাপ লাগে।

মুনা আপা, বাবা ডাকে।

মুনা দেখল বাবুর মুখ রক্তশূন্য। যেন বড় রকমের কোন বিপদ আশংকা করছে সে। মুনা স্বাভাবিক ভাবেই বলল, এখন যেতে পারব না। ভাত চড়াচ্ছি, দেরি হবে।

না, তুমি এখন চল।

কি ব্যাপার?

বাবু কিছু বলল না। তার চোখমুখ ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য চেহারা। সে বেশ ভয় পেয়েছে।

শওকত সাহেব চেয়ারে পা তুলে শক্ত হয়ে বসে আছেন। ছোটখাট মানুষ। মাস তিনেক আগেও স্বাস্থ্য ভাল ছিল। এখন অসম্ভব রোগা হয়ে গেছেন। গালটাল ভেঙে একাকার। চুল উঠতে শুরু করেছে। মাথা ভর্তি চকচকে টাকের আভাস। মেজাজও হয়েছে খারাপ। কথায় কথায় রেগে ওঠেন। গতকাল প্রায় বিনা কারণে কাজের ছেলেটিকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন।

শওকত সাহেবের চোখে চশমা। এটি একটি বিশেষ ঘটনা। কারণ চশমা তিনি পরেন না। তাঁর ধারণা চশমা পরলেই চোখ খারাপ হতে থাকবে এবং বুড়ো বয়সে পুরোপুরি অন্ধ হয়ে যেতে হবে। আজ হঠাৎ চশমা চোখে দেয়ার কারণ স্পষ্ট নয়। খুব সম্ভব পরিবেশ বদলাতে চাচ্ছেন।

মুনা ঢোকা মাত্র তিনি ইশারায় তাকে বসতে বললেন। মুনা বসল না। শওকত সাহেব কঠিন স্বরে বললেন, তুই আমার ছেলেমেয়েগুলিকে নষ্ট করছিস।

কিভাবে?

তোর কাছ থেকে সাহস পেয়ে এরা এ রকম করে। সামান্য একটা চড় দিয়েছি, এতেই মেয়ে উঠে গিয়ে বাথরুমে দরজা বন্ধ করে বসে আছে। এতবড় সাহস।

সাহস না মামা, লজ্জা।

লজ্জা? লজ্জার কি আছে এর মধ্যে?

তুমি বুঝবে না মামা।

বুঝব না কেন?

মুনা চেয়ার টেনে মামার মুখোমুখি বসল। শওকত সাহেব নড়েচড়ে বসলেন। মুনাকে কেন জানি তিনি একটু ভয় করেন। মুনা শান্ত স্বরে বলল, এত বড় মেয়ের গায়ে হাত তোলা ঠিক না মামা।

এত বড় মেয়ে কোথায় দেখলি তুই?

মেট্রিক দিচ্ছে তিন মাস পর। সে ছোট মেয়ে নাকি? নিজের মেয়েকে শাসনও করতে পারব না?

না।

না মানে?

না মানে না। আর কিছু বলবে?

তুই এ বাড়ি থেকে যাবি কবে?

বিয়ে হোক তারপর তো যাব। বিয়ের আগে যাই কি করে? নাকি তুমি চাও এখনই চলে যাই?

শওকত সাহেব সিগারেট ধরালেন। মুনা সহজ স্বরে বলল—মামা, তুমি আমার সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করছ কেন?

কি রকম ব্যবহার করছি?

কথাটথা বল না। যেন আমাকে চিনতেই পার না।

রোজ রাতদুপুরে বাসায় ফিরবি আর আমি তোকে কোলে নিয়ে নাচব? এটা ভদ্রলোকের বাসা না? পাড়ার লোকের কাছে আমার ইজ্জত নেই?

কয়েকটা দিন মামা। তারপর তুমি তোমার ইজ্জত নিয়ে থাকতে পারবে।

মুনা উঠে দাঁড়াল।

শওকত সাহেব চুপ করে গেলেন। মুনা বলল, তুমি আর কিছু বলবে? তিনি জবাব দিলেন না। মুনা চলে এল রান্নাঘরে। বাথরুমের দরজা খুলে বকুল বের হয়েছে। তার চোখ-মুখ ভেজা। আচার-আচরণ বেশ স্বাভাবিক। সে আবার তার বাবার কাছে পড়তে গেল। যেন কিছুই হয়নি। শওকত সাহেব শুকনো মুখে মেয়েকে ইংরেজী গ্রামার পড়াতে লাগলেন। বকুল এবার ইংরেজীতে তেইশ পেয়েছে। হেড মিসট্রেস প্রগ্রেস রিপোর্টে লিখে দিয়েছেন ইংরেজীর একজন টিচার রাখার জন্যে।

ভাত চড়াবার আগে মুনা দু'কাপ চা বানাল। বাবুকে দিয়ে এক কাপ পাঠাল মামার কাছে। অন্য কাপটি রাখল নিজের জন্যে। বড় ক্লান্ত লাগছে। রান্নার ব্যাপারে কোন উৎসাহ পাওয়া যাচ্ছে না।

খাওয়া-দাওয়া সারতে রাত হল। ভাদ্র মাস। বিশ্রী গরম। গা ঘামে চটচট করছে। মুনা বকুলকে সঙ্গে নিয়ে বাইরের বারান্দায় মোড়া পেতে বসেছে। কিছু বাতাস পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু শোবার ঘর নরক হয়ে আছে। আজ রাতে ঘুমানো যাবে বলে মনে হয় না। বকুল বলল, আপা তোমরা বাসা পেয়েছ?

না। মালিবাগে একটা ফ্ল্যাট দেখলাম। বেশ ভাল, চার তলায়। খুব হাওয়া, পনেরশ' টাকা চায়।

নিয়ে নাও।

নিয়ে নিলে খাব কি? ও বেতনই পায় পনেরশ'।

তুমিও তো পাও।

আমি পাই নয়শ' পঁচাত্তর। নয়শ' পঁচাত্তরে দুজনের চলবে?

বকুল কিছু বলল না। মুনা হালকা স্বরে বলল, মনে হয় বৃষ্টি হবে। বিজলি চমকাচ্ছে। বৃষ্টি নামলে আজ ভিজব।

www.MurchOna.com

তোমার টনসিলের দোষ। টনসিল ফুলে যাবে।

যা ইচ্ছা হোক, আজ ভিজব। সারা রাত যদি বৃষ্টি হয় সারা রাতই ভিজব। দেখিস তুই।

বকুল অস্পষ্ট স্বরে হাসল। মুনা আপার অনেক পাগলামি আছে। রাতের বেলা বৃষ্টি হলেই সে ভিজে অসুখ বাঁধায়। যেন অসুখ বাঁধাবার জন্যেই ভিজে। বকুল নিচু গলায় বলল, বাকের ভাই তোমার ব্যাপারে খোঁজখবর করছিল জান?

জানি।

খুব নাকি হম্বিতম্বি করছিল?

মুনা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, হম্বিতম্বি মানে? সে হম্বিতম্বি করার কে? তার অনুমতি নিয়ে আমাকে বিয়ে করতে হবে?

বাবুকে নাকি কী সব আজেবাজে কথা বলেছে।

কই বাবু তো আমাকে কিছুই বলেনি। আয় তো যাই জিজ্ঞেস করি।

বকুল উঠল না। তার বসে থাকতে ভালই লাগছে। ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। হয়ত সত্যি সত্যি বৃষ্টি নামবে। এই বাড়ির ছাদ টিনের হওয়ায় বৃষ্টির শব্দ চমৎকার পাওয়া যায়। মুনা বিরক্ত স্বরে ডাকল— এই চল, জিজ্ঞেস করে আসি বাবুকে।

বাবু তো পালিয়ে যাচ্ছে না। আরেকটু বস। তোমাকে একটা মজার ঘটনা বলব।

বকুল মজার ঘটনা বলতে শুরু করার আগেই ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। ভাদ্র মাসের বৃষ্টি বেশিক্ষণ থাকে না। মুনা বকুলকে নিয়ে ভেতরের উঠোনে ভিজতে নামল। বকুল খানিকটা সংকোচ বোধ করছিল কারণ শওকত সাহেব ভেতরের বারান্দায় চশমা পরে বসে আছেন। বকুলের ধারণা তিনি বাজে ধরনের একটা ধমক দেবেন। কিন্তু শওকত সাহেব তেমন কিছুই করলেন না। তাঁর নিজেরও কেন জানি পানিতে নেমে যেতে ইচ্ছা করছিল। এবং এ রকম একটা ইচ্ছার জন্যে লজ্জিত বোধ করছিলেন। মুনা উঁচু গলায় বাবুকে ডাকল, এই বাবু নেমে আয়। বাবু নামল না। ভয়ে ভয়ে তাকাল বাবার দিকে। মুনা বিরক্ত স্বরে বলল— এত ঢং করছিস কেন? আয়।

শওকত সাহেব বাবুকে সুযোগ দেবার জন্যেই হয়ত শোবার ঘরে ঢুকে পড়লেন। বাবু উঠোনে নামতে গিয়ে পা পিছলে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মুনা ফুর্তিবাজের ভঙ্গিতে বলল— বেশ হয়েছে। বকুল হেসে উঠল খিলখিল করে। বাবুও হাসল।

বৃষ্টি পড়ছে ঝমঝম করে। চমৎকার লাগছে এদের। মুনা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসেছে উঠোনে। বকুল একবার বলল— আপা ঠাণ্ডা লেগে যাবে। মুনা নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল— লাগুক।

তোমার টনসিল।

আমার টনসিলের ভাবনা আমি ভাবব। তোর ভিজতে ইচ্ছা না করলে উঠে যা।

তুমি যতক্ষণ থাকবে আমিও ততক্ষণ থাকব।

আমি থাকব সারারাত।

আমিও।

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘনঘন। ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। এক সময় ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়ে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। বাবু শীতে কাঁপতে কাঁপতে বলল— আমি উঠলাম আপা। উঠতে গিয়ে সে আবার পিছলে পড়ল। খিলখিল করে হেসে উঠল মুনা। অন্ধকার বৃষ্টির রাতে সেই হাসি এমন চমৎকার শোনাল।

www.MurchOna.com

২

দশটা থেকে এগারটা এই এক ঘন্টা মামুন, মুনার অফিসে বসে রইল। মুনার দেখা নেই। অপরিচিত লোকজনদের মাঝে বসে থাকা একটা বিরক্তিকর ব্যাপার। সবাই যে অপরিচিত তা নয়, পাল বাবু তাকে চিনতে পেরেছেন এবং বাকি সবার সঙ্গে পরিচয়ও করিয়ে দিয়েছেন— এই যে ইনি মামুন সাহেব। আমাদের মুনা ম্যাডামের সঙ্গে এনার সামনের মাসে বিয়ে হচ্ছে। কেউ কোন উৎসাহ দেখায়নি। সম্ভবত মুনার সঙ্গে এদের সম্পর্ক ভাল নয়। পাল বাবু চা এনে দিয়েছেন এক কাপ। চায়ে ঘন সর। তার মধ্যে একটা বেশ তাজা কালো রঙের পিঁপড়া ভাসছে। মামুন আঙুল ডুবিয়ে পিঁপড়া সরাল। চায়ে চুমুক দিতে ইচ্ছে হচ্ছে না। কিন্তু সময় কাটানোর জন্যে একটা কিছু করা দরকার। মামুন পিঁপড়াটার দিকে তাকিয়ে চায়ে চুমুক দিল। চায়ে অন্য কোন পোকা-মাকড় ডুবে থাকলে কেউ সে চা খায় না কিন্তু পিঁপড়া ডুবে থাকলে কেউ আপত্তি করে না। এর কারণ কী? মামুন সিগারেট ধরাল। এক ঘন্টার মধ্যে এটা হচ্ছে চতুর্থ সিগারেট। বাঁ পাশের ভদ্রলোক ভুরু কুঁচকে তাকাচ্ছেন। তিনি হয়ত সিগারেটের ধোঁয়া সহ্য করতে পারেন না। মামুন লক্ষ্য করেছে যে ক'বারই সে সিগারেট ধরিয়েছে এই লোকটি ভুরু কুঁচকে বিরক্তি প্রকাশ করেছে। একে নির্ভয়ে সিগারেট অফার করে ভদ্রতা দেখান যায়। সিগারেট নেবে না, ভদ্রতাও বজায় থাকবে। মামুন হাসিমুখে সিগারেটের প্যাকেটটা বাড়াল। মামুনকে অবাক করে দিয়ে ভদ্রলোক সিগারেট নিলেন এবং আবার নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

এই অফিসে কাজকর্ম একটু বেশি হয় নাকি? সবাই ব্যস্ত। কোণার দিকে একটি মেয়ে একবারও মাথা না তুলে ক্রমাগত টাইপ করে যাচ্ছে। মুনা বলছিল এই অফিসের বিশ্বাস সাহেবের সঙ্গে মেয়েটির কি নাকি একটা বাজে ঝামেলা হয়েছে। বাজে ঝামেলাটা কি সেটা পরিষ্কার করে বলেনি। আগে মেয়েটি বিশ্বাস সাহেবের সঙ্গে বসত, এখন অফিসের সবার সঙ্গে বসে। মামুন আড়চোখে মেয়েটিকে কয়েকবার দেখল। বাজে ঝামেলাটা কোন্ পর্যায়ের হতে পারে আন্দাজ করবার চেষ্টা করল। তেমন কোন আকর্ষণীয় চেহারা নয়। মোটা ঠোঁট, চাপা নাক।

মামুন সাহেব!

মামুন তাকিয়ে দেখল পাল বাবু এক কপি দৈনিক বাংলা নিয়ে ঢুকেছেন।

বড় সাহেবের ঘর থেকে নিয়ে এলাম। বসে বসে পড়ুন। চা খাবেন নাকি আর এক কাপ?

জ্বি না। ও বোধ হয় আজ আর আসবে না।

আসবে আসবে। মেয়েরা ইন জেনারেল অফিস কামাই করে না। দেরি করে আসে। সাজতে গুজতে দেরি হয়।

পাল বাবু মামুনের পাশের চেয়ারটায় বসলেন। পানের কৌটা বের করলেন। হাসিমুখে বললেন— পান খাবেন?

জ্বি না।

খান একটা, ভাল জর্দা আছে।

মামুন পান নিল। বসে থাকার চেয়ে পান চিবান ভাল। জর্দাটা কড়া। চট করে মাথায় ধরেছে। মুখ ভর্তি হয়ে গেছে পানের পিকে। ফেলার জায়গা নেই, গিলে ফেলতেও সাহস হচ্ছে না। পাল বাবু তরল গলায় বললেন— বাড়ি না, অফিসই মেয়েরা বেশি পছন্দ করে।

www.MurchOna.com

বাড়িতে শতেক রকমের কাজ। ওই রান্না কররে, এই এক গ্লাস পানি দাওরে, এই চা বানাওরে। অফিসে এসব ঝামেলা নেই। মামুন কিছু বলল না, জর্দার রস ভর্তি পিক গিলে ফেলায় তার সত্যি সত্যি বমি বমি লাগছে। সে বলল, এগারটা বিশ বাজে। আজ আর বোধ হয় আসবে না।

যদি আসে কিছু বলতে হবে?

বলবেন ছুটির পর আমার মেসে যেতে। খুব দরকার।

বলব।

পাল বাবু তাকে অফিসের সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। এই লোকটি সম্ভবত ফাঁকিবাজ, শুধু সময় নষ্ট করার চেষ্টা করছে। এখন আবার এক আমসত্তওয়ালার সঙ্গে দরদাম করা শুরু করেছে। দরদামের নমুনা দেখেই মনে হচ্ছে কিনবে না। সময় কাটানোর একটা ব্যাপার।

মামুন হাঁটছে ধীরপায়ে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে চারদিকে। তার মনে ক্ষীণ আশা, হঠাৎ দেখবে মুনা নামছে রিকশা থেকে। কিংবা মাথা নিচু করে দ্রুত হেঁটে আসছে অফিসের দিকে। সে সিগারেট কেনার অজুহাতে পান বিড়ির দোকানটির সামনে মিনিট দশেক দাঁড়াল। মুনার দেখা পাওয়া গেল না।

আজকের দিনটাই মাটি হয়েছে। তিনদিনের ক্যাজুয়েল লিভের আজ হচ্ছে প্রথম দিন। কথা ছিল মুনা অফিসে এসে কোন একটা অজুহাত দেখিয়ে সাড়ে এগারটার দিকে বেরুবে। তারপর দুজনে মিলে বাড়ি দেখতে যাবে কল্যাণপুরে। সেখানে নাকি ন'শ টাকায় চমৎকার একটা দু'রুমের ফ্ল্যাট আছে। কথা দেয়া আছে একটার সময় বাড়িওয়ালা চাবি নিয়ে থাকবেন। হাতে এখনো সময় আছে। নিউ পল্টন থেকে মুনাকে উঠিয়ে নেয়া যায়। কিন্তু মুনার কঠিন নিষেধ যেন কোনদিন তার মামার বাড়িতে মামুন না যায়। নিষেধ সব সময় মানতে হবে এমন কোন কথা নেই। কিন্তু সে রেগে যাবে। একবার রেগে গেলে তার রাগ ভাঙান মুশকিল। দিনের পর দিন কথা না বলে থাকবে। দশটা কথা জিজ্ঞেস করলে একটা কথার জবাব দেবে। তাও এক অক্ষরের জবাব। হ্যাঁ কিংবা না।

মামুন গুলিস্তান থেকে মীরপুরের বাসে উঠল। জর্দা দিয়ে পান খাবার জন্যেই তার মাথাটা হালকা লাগছে। বমি বমি ভাব কাটেনি। কিন্তু সেই সঙ্গে বেশ খিধেও লেগেছে। দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ব্যাপার এক সঙ্গে কিভাবে ঘটছে কে জানে। মামুন একটা সিনেমার কাগজ কিনে ফেলল। প্রথম পাতা জুড়ে তিন রঙা বিশালবক্ষা মেয়ের ছবি। ভালই লাগে দেখতে।

বলা হয়েছিল মেইন রোডের পাশেই দোতলা বাড়ি। আসলে তা নয়, বেশ খানিকটা ভেতরে যেতে হল। বাড়ি দেখে যে কোন আশাবাদী মানুষেরই আশাভঙ্গ হবে, মামুনেরও হল। অর্ধ-সমাপ্ত একটি বাড়ি। সামনে চুনসুড়কির পাহাড়। দোতলায় ওঠার সিঁড়ি এমন যে দুজন মানুষও পাশাপাশি উঠতে পারে না। বাড়িওয়ালা হাজী সাহেবকেও খুব সুবিধার লোক মনে হল না। যেন বাড়ি দেখানোর তাঁর কোন গরজ নেই। দুপুর একটায় আসতে হওয়ায় তাঁর যে কত বড় ক্ষতি হল সেই কথা তিনি চার-পাঁচ বার বললেন। সিঁড়িতে উঠতে উঠতে বললেন, স্ত্রীকে নিয়ে আসবেন বলেছিলেন, আনলেন না কেন?

একটা কাজে আটকা পড়ে গেছে। পরে আসবে।

বারবার তো বাড়ি দেখান যাবে না। নিতে যদি চান আজই বলবেন। নিতে না চাইলেও আজ বলবেন।

দোতলার বারান্দায় উঠেই মামুন বলল, বাড়ি পছন্দ হয়েছে আমি নেব।

না দেখেই পছন্দ, ভাল করে দেখেন।

মামুন হৃষ্টচিত্তে ঘুরে ঘুরে বাড়ি দেখল। চমৎকার বাড়ি। দু'টি বিশাল ঘর। দু'টি ঘরের সঙ্গেই অ্যাটাচড বাথরুম। রান্নাঘরের পাশে ছোট্ট একটা স্টোর রুম। চমৎকার একটা বারান্দা। উথাল-পাথাল হাওয়া খেলছে। হাজী সাহেব বললেন, আপনি আসবেন কবে?

সামনের মাসের দশ-পনের তারিখেই আসব। কিছু অ্যাডভান্স দিয়ে যাই আপনাকে?

অ্যাডভান্স দেয়ার দরকার নেই। আর আপনি যদি সামনের মাসের আগেই উঠতে চান বা জিনিসপত্র রাখতে চান— রাখবেন। তার জন্যে কোন বাড়তি ভাড়া দিতে হবে না।

আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

ধন্যবাদের দরকার নেই। বাড়িটার যত্ন করবেন, সাত তারিখের মধ্যে ভাড়া দিবেন ব্যস। দেশ কোথায় আপনার?

ময়মনসিংহ।

ময়মনসিংহের লোক খুব পাজি হয়। আমার বাড়িও ময়মনসিংহ। তবে আপনি প্রফেসর মানুষ। এইটাই ভরসার কথা।

মেসে ফিরতে ফিরতে চারটা বেজে গেল। ঘরে ঢুকে দেখে মুনা তার চৌকির ওপর একা একা বসে আছে। তার গলায় নীল রঙের একটা মাফলার। নাক দিয়ে ক্রমাগত পানি ঝরছে। দেখেই বোঝা যায় গায়ে জ্বর। মুনা ক্ষুব্ধ স্বরে বলল, সেই কখন থেকে বসে আছি, কোথায় ছিলে? মামুন আজ সারাদিন ভেবেছে মুনার সঙ্গে দেখা হলেই খুব কথা শোনাবে। খুব রাগ করবে। কিন্তু রাগ করা গেল না। মুনার উপর রাগ করা মুশকিল। মামুন গম্ভীর গলায় বলল, একটার সময় আমাদের এক জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল না?

যাব কিভাবে? অফিসেই গিয়েছি দেড়টার সময়। আমার জ্বর, গলা ব্যথা। টনসিল!

আবার টনসিল, বল কী?

বৃষ্টিতে ভিজলাম। আমি ভিজলাম, বকুল ভিজল, বাবু ভিজল। ওদের কারো কিছু হয়নি। আমার অবস্থাই কাহিল।

মুনা অসহায়ের মত মুখ করল। মামুন এগিয়ে এসে হাত রাখল তার গলায়। মতলব ভাল নয়। মুনা বলল, কি অসভ্যতা করছ, হাত সরাও।

না সরাব না।

মামুনের ঘরের দরজা হাট করে খোলা। কখন কে এসে পড়বে। বারান্দায় লোকজন চলাচল করছে। মামুন তার হাত সরিয়ে নিল না। তার হাসি হাসি মুখ দেখে মনে হচ্ছে সে রকম কোন ইচ্ছাও তার নেই। মামুন নরম স্বরে বলল, কাল তোমার কি প্ল্যান?

কোন প্ল্যান নেই, কেন?

চল কাল তোমাকে কল্যাণপুরের বাড়িটা দেখিয়ে নিয়ে আসি।

মুনা হ্যাঁ-না কিছু বলল না। মামুন বলল— দু'একটা ফার্নিচারও কিনব। তুমি সঙ্গে থাকলে ভাল হয়।

কি ফার্নিচার?

বড় দেখে একটা খাট!

এমন অসভ্যের মত কথা বল কেন?

মামুন শব্দ করে হাসল। চোখ ছোট করে বলল, খাট কেনার মধ্যে অসভ্যতার কি দেখলে তুমি?

ভদ্র হয়ে বস।

ঠিক আছে বসছি ভদ্র হয়ে। কাল কখন আসবে বল।

কাল আসতে পারব না, অনেক কাজ আছে। ঘরে কাজের লোক নেই। মামীর অসুখ।

কোন কথা শুনব না। কাল আসতেই হবে। প্লীজ মুনা। দুপুরে কোন রেস্টুরেন্টে বসে খাব। ফাইন হবে।

রেস্টুরেন্টে বসে খাবার মধ্যে ফাইন কী আছে?

আছে, তুমি বুঝবে না। মুনা, আসবে তো?

দেখি।

দেখাদেখি না। আসতেই হবে। সকাল ন'টার মধ্যে চলে আসবে, পজিটিভলি।

মুনা হ্যাঁ-না কিছু বলল না। এখান থেকে সে যাবে মামীর ভাইয়ের বাড়ি। আংটি দিয়ে আসবে। মামুন বলল— কি আশ্চর্য, এখনি উঠছ কেন?

কাজ আছে আমার।

এত কাজের মেয়ে হয়ে উঠলে কবে থেকে?

মুনা কিছু বলবার আগেই মামুন চট করে তার ঠোঁটে চুমু খেল। মুনা সরে গেল মুহূর্তেই। বিরক্ত স্বরে বলল, কেন সব সময় বিরক্ত কর? দরজা খোলা। লোকজন যাওয়া-আসা করছে।

মামুন হাসিমুখে বলল, ঠিক আছে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি।

থাক দরজা বন্ধ করতে হবে না।

তুমি আসছ তো?

দেখি।

কাল ন'টায়। পজিটিভলি।

মামীর ভাই বাসায় ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী ছিলেন। ভদ্রমহিলা মুনাকে দেখেই তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন— কাল তোমরা কেউ আসলে না যে, ব্যাপারটা কী?

মামীর শরীরটা ভাল না।

তোমাদের শরীর তো ঠিক ছিল, না তোমাদের সবার একসঙ্গে শরীর খারাপ হল?

মুনা কিছু বলল না।

শ'দেড়েক লোক খেয়েছে। অথচ নিজের আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। বস তুমি। চা-টা কিছু খাবে?

জ্বি না।

এক বাটি গোশ্‌ত তুলে রেখেছিলাম তোমাদের জন্যে, যাওয়ার সময় নিয়ে যেয়ো।

মুনা ক্ষীণ স্বরে বলল, গোশ্‌তের বাটি নিয়ে যাব কিভাবে?

বাটি নিয়ে যাবে কেন? টিফিন ক্যারিয়ারে ভরে দেব।

মুনাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকতে হল। এ বাড়িতে অনেক লোকজন থাকে। এদের কাউকেই সে ভাল করে চেনে না। সে যে অনেকক্ষণ ধরে একা একা বসে আছে এটা কেউ তেমন লক্ষ্যই করছে না। পাশের কামরায় বেশ কিছু ছেলেমেয়ে ভি সি আর দেখছে।

www.MurchOna.com

একটি মেয়ে এসে এক ফাঁকে বলে গেল— অমিতাভের ছবি হচ্ছে, দেখবেন? বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করে ছুটে চলে গেছে।

মুনা টিফিন বক্সের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। কাজের ছেলেটি তার সামনে একটা পেপসির বোতল রেখে গেছে। বাড়ির কর্ত্রী টেলিফোন ধরতে গিয়ে আর ফিরছেন না। মুনা ঘড়ি দেখল, সাড়ে ছ'টা বাজে। আজও বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে।

৩

মুনার মনে হল তার জ্বর আসছে।

মুখ তেতো, মাথায় ভোঁতা একটা যন্ত্রণা। সকালে নাশতা খেতে গিয়ে টের পেল গলা ব্যথা আরো বেড়েছে। গলা দিয়ে কিছুই নামছে না। মুনা ক্লান্ত স্বরে বলল— বকুল, একটু গরম পানি করে দে, গোসল করব। বকুল সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

নাশতা শেষ করে যা। বলা মাত্রই দৌড়াতে হবে নাকি?

আমার নাশতা খাওয়া হয়ে গেছে।

বকুল রান্নাঘরে ঢুকে গেল। মুনা বলল, মামা কোথায় রে বাবু?

সকালবেলা কোথায় যেন গেছেন।

নাশতা খেয়ে গেছেন?

না। বকুল বলেছিল চা খেয়ে যেতে।

মুনা বিরক্ত হয়ে বলল, বকুল বকুল করছিস কেন? কতবার বলেছি আপা বলতে।

আপাই তো বলি।

আবার মিথ্যা কথা? চড় খাবি।

গার্গল করেও লাভ হল না। পানি বেশি গরম ছিল, মাঝখান থেকে জিব পুড়ে গেল। বকুল বলল, তোমার চোখ লাল হয়ে আছে। শুয়ে থাক গিয়ে। মুনা কিছু বলল না। বকুল ইতস্তত করে বলল, ফজলু ভাইদের বাসায় একটু যাব আপা? মুনা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, কেন?

যেতে বলেছিল আমাকে। খুব নাকি দরকার।

কী দরকার?

জানি নাকি, শুধু বলেছেন খুব জরুরী। বোধ হয় ভাবীর সঙ্গে আবার ঝগড়া-টগড়া হয়েছে।

সেটা ওদের স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার, তুই কেন যাবি?

বকুল আর কিছু বলল না। ফজলুর রহমান সাহেব গলির ওপাশেই থাকেন। মাস ছয়েক হল এসেছেন। খুব সামাজিক ধরনের মানুষ। এসেই আশেপাশের সব বাড়িতে গেছেন। বিয়ের সময় নিজে এসে দাওয়াত করে গেছেন। মুনার নিজের ধারণা লোকটি গায়ে-পড়া ধরনের। প্রথম আলাপেই খালা, খালু, আপামনি ডাকাডাকি তার ভাল লাগেনি। বকুলের সঙ্গে ভদ্রলোকের স্ত্রীর খুব খাতির। এটাও মুনার ভাল লাগেনি। অবিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে একজন বিবাহিত মহিলার এত ভাব থাকা ঠিক না। বকুল আবার বলল, আপা যাব?

মুনা জবাব দিল না। ব্যাপারটা সে এড়িয়ে যেতে চায়। কিন্তু বকুলের চোখে-মুখে আগ্রহ ঝলমল করছে। মুনা বলল, কি নিয়ে তোদের এত গল্প?

www.MurchOna.com

বকুল মাথা নিচু করে হাসতে লাগল। তার গালে লাল আভা। নিশ্চয়ই নিষিদ্ধ গল্পগুজব হয়। নতুন বিয়ে হওয়া মেয়েরা সুযোগ পেলেই অন্য মেয়েদের সঙ্গে রাতের অন্তরঙ্গতার গল্প করতে চায়। মুনা এ ধরনের অনেক গল্প শুনেছে। শুনতে ভালই লেগেছে। বকুলেরও নিশ্চয়ই লাগে।

আপা যাব?

না, রান্নাবান্না করতে হবে না? আজ আমি বাইরে যাব। ফিরতে সন্ধ্যা হবে।

জ্বর নিয়ে কোথায় যাবে?

মুনা জবাব দিল না। বকুল বলল— বেশিক্ষণ থাকব না আপা। যাব আর আসব। যাই?

ঠিক আছে যা।

লতিফা বিছানা ছেড়ে উঠলেন দশটার দিকে। আজ তাঁর শরীর বেশ ভাল। দশ-বারো দিনের মধ্যে আজ এই প্রথম ঘর ছেড়ে বের হলেন। বাবু ছুটে গিয়ে মাকে বসার জন্যে একটা মোড়া এগিয়ে দিল। তিনি অবশ্যি বসলেন না। দেয়াল ধরে ধরে বসার ঘরে চলে এলেন। বাবু বলল, বেশি হাঁটাহাঁটি করবে না মা। লতিফা বললেন, তোর বাবা কোথায়?

জানি না।

বকুল, বকুল কোথায় গেল?

ফজলু ভাইদের বাসায় গেছে। ডেকে নিয়ে আসব?

না ডাকতে হবে না।

তিনি একটি বেতের চেয়ারে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লেন।

মুনাকে বল তো আমাকে এক কাপ আদা চা দিতে।

মুনা আপার জ্বর, শুয়ে আছে। আমি বানিয়ে দেই?

না থাক। হাতটাত পুড়বি।

না হাত পুড়ব না।

বাবু খুব উৎসাহ নিয়ে চা বানাতে গেল। লতিফা এলেন তার পেছনে পেছনে। বিরক্ত স্বরে বললেন, ইস কী অবস্থা রান্নাঘরের।

তোমাকে একটা চেয়ার এনে দেব মা? বসবে?

না চেয়ার লাগবে না।

লতিফা নোংরা মেঝেতেই পা ছড়িয়ে বসলেন। বাবু বলল, মা দেখ তো লিকার কড়া হয়ে গেছে?

না ঠিকই আছে। মুনার জ্বর কি খুব বেশি?

হুঁ। ঐ দিন বৃষ্টিতে সবাই ভিজলাম তো। কারো কিছু হল না, মুনা আপার টনসিল ফুলে গেল।

চায়ে চুমুক দিয়েই লতিফার বমি বমি ভাব হল। শরীরটা গেছে। তিনি সাবধানে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর পা কাঁপছে।

চা খাবে না?

উঁহু তুই খেয়ে ফেল। শরীরটা খারাপ লাগছে। শুয়ে থাকব। মুনাকে বল তো একটু আসতে।

www.MurchOna.com

তিনি নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। তাঁর মনে হল আর কোনদিন এ ঘর থেকে বেরুতে পারবেন না। বাকি জীবনটা এ ঘরেই কাটাতে হবে। আজকাল প্রায়ই তাঁর এ রকম মনে হয়। মুনা এসে দেখল লতিফা কাঁদছেন। সে না দেখার ভান করে সহজ ভাবেই বলল— ডেকেছিলে মামী?

তুই একটু বোস আমার পাশে।

মুনা বসল। লতিফা কী বলবেন মনে করতে পারলেন না। কি-একটা যেন বলতে চেয়েছিলেন। বেশ কিছুদিন ধরে এ রকম হচ্ছে। কিছুই মনে থাকছে না।

কি জন্যে ডেকেছিলে মামী?

এম্নি এম্নি ডাকলাম! শরীরটা বড় খারাপ।

তোমার নিজের জন্যেই তোমার শরীর ঠিক হচ্ছে না মামী। দুপুর একটার আগে কিছু মুখে দাও না। রুগীদের আরো বেশি করে খেতে হয়।

ইচ্ছা করে না, বমি আসে।

আসলে আসুক।

লতিফা ক্লান্ত স্বরে বললেন, বকুলের একটা বিয়ের ব্যবস্থা কর। তোর মামাকে বল। মুনা অবাক হয়ে বলল, কেন? ওর কি বিয়ের বয়স হয়েছে নাকি? কী যে তুমি বল।

বয়স খুব কমও তো না। নভেম্বর মাসে পনেরো হবে।

পনেরো বছর বয়সে কোন মেয়ের বিয়ে হয় নাকি?

বিয়ে দিলেই বিয়ে হয়। আমার বিয়ে হয়েছিল চৌদ্দ বছর বয়সে।

তুমি বলছ তেত্রিশ বছর আগের কথা।

লতিফা ক্ষীণ স্বরে বললেন, আমার শরীর ভাল না। তুইও চলে যাচ্ছিস। আমার সাহস হয় না। তোর মামাকে বল ঐ ছেলেটার সঙ্গে কথা বলতে। তুই বললে শুনবে।

কোন্ ছেলেটার সঙ্গে?

বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল যে। গ্রীন রোডে ফার্মেসী আছে ছেলেটার। মামা মিডফোর্ডের ডাক্তার।

বাঁটু বাবাজীর কথা বলছ? তিন ফুট বামুন?

লতিফা ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। মুনা বলল, বকুলের বিয়ে প্রসঙ্গে আমি কারো সঙ্গে কোন কথাটথা বলতে পারব না। ওর মত সুন্দরী মেয়ে খুব কম আছে। ওর বিয়ে নিয়ে কোন ঝামেলা হবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

লতিফা মৃদু স্বরে বললেন, আমি বেশি দিন বাঁচব না। মুনা বিরক্ত হয়ে বলল, না বাঁচলে, তাই বলে বাচ্চা মেয়েকে ধরে বিয়ে দিতে হবে? এই সব কী?

তুই চলে গেলে ঝামেলা হবে।

কী ঝামেলা হবে?

ছেলেরা চিঠিফিঠি লেখে।

চিঠি তো লিখবেই। সুন্দরী মেয়েদের এইসব সহ্য করতে হয়। এসব কিছু না।

মুনা উঠে চলে এল। বকুল গিয়েছে দেড় ঘন্টা আগে, এখনো ফেরার নাম নেই। কখন রান্না হবে কে জানে। মামা বাজার নিয়ে ফিরবেন কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না। মুনা একবার ভাবল ভাতটা চড়িয়ে দেয়। কিন্তু আগুনের কাছে যেতে ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে জ্বর চেপে আসছে।

বাবু গম্ভীর হয়ে বসার ঘরে বসে আছে। মুনাকে ঢুকতে দেখে সে কি মনে করে হাসল। মুনা বলল, ছুটির দিনে ঘরে বসে আছিস কেন? বাইরে খেলাধুলা করগে।

বাবু আবার মুখ টিপে হাসল।

হাসছিস কেন?

এম্নি।

আমার জ্বর কি-না দেখ তো।

হুঁ তোমার জ্বর।

গায়ে হাত না দিয়েই টের পেয়ে গেলি?

বাবু লজ্জিত মুখে কাছে এগিয়ে এল। তার হাত বেশ ঠাণ্ডা; তার মানে বেশ জ্বর গায়ে। বাসায় কোন থার্মোমিটার নেই। জ্বর কত বোঝার উপায় নেই।

মুনা আপা তুমি শুয়ে থাক, আমি মাথার চুল টেনে দেব।

চুল টানতে হবে না, তুই বকুলকে ডেকে নিয়ে আয়। এক্ষুণি যা। এতক্ষণ কেউ অন্যের বাড়িতে থাকে?

বাবু সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। মুনা আপার কাজ করতে তার এত ভাল লাগে। সারাক্ষণই ইচ্ছা করে কিছু একটা করে মুনা আপাকে খুশি করতে।

বকুলই রান্না করল। ভাত ডাল এবং ইলিশ মাছের ঝোল। শওকত সাহেব ভর দুপুরে বাজার নিয়ে এসেছেন। রান্না করতে তাই দুটো বেজে গেল। শওকত সাহেব দু'বার এসে খোঁজখবর নিলেন তরকারী নেমেছে কিনা। বকুল তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে সব কিছুই কেমন এলোমেলো করে ফেলতে লাগল।

খেতে বসে শওকত সাহেব কঠিন কঠিন কিছু কথা বললেন। এত বড় মেয়ে সামান্য একটা তরকারী রাঁধতে পারে না কেন এই নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করলেন। গলা টেনে টেনে বললেন, লবণ কী সস্তা হয়েছে? আধাসের লবণ দিয়ে দিয়েছিস তরকারীতে। সবটা তুই একা খেয়ে শেষ করবি।

বকুলের লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করল। শওকত সাহেব প্লেট ঠেলে দিয়ে হাত ধুতে গেলেন। বকুল বাবুকে ফিসফিস করে বলল, লবণ খুব বেশি হয়ে গেছে?

হুঁ।

শুধু মাছটা খা। ডালের সঙ্গে মিশিয়ে খা।

তুমি খাবে না?

না।

বকুল সত্যি সত্যি কিছু মুখে দিল না। নিজের জন্যে তার খুব কষ্টও হল না। এটা তার অভ্যেস আছে। প্রায়ই সে রাগ করে না খেয়ে থাকে।

মুনা দুটা প্যারাসিটামল খেয়েছে। মাথা ধরা তবু কমেনি। আরো যেন বেড়েই যাচ্ছে। আজ কোথাও বেরুনোর কোন প্রশ্নই ওঠে না। মামুন অপেক্ষা করে করে মহা বিরক্ত হবে। মুনা ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। মামুনের সঙ্গে যে ক'বার কোথাও যাবার প্রোগ্রাম করা হয়েছে সে ক'বারই এ রকম ঝামেলা।

মুনা আপা।

কি।

কিছু খাবে না?

না। মামীকে খেতে দিয়েছিস?

মা ভাত খাবে না। রুটি বানিয়ে দিতে বলছে।

বানিয়ে দে। আটাটা গরম পানিতে সেদ্ধ করে নিবি। নয় তো রুটি নরম হবে না।

ঘরে আটা নেই।

বাবুকে দোকানে যেতে বল।

বাবু যেন কোথায় গেছে। আমি গিয়ে নিয়ে আসব?

না, তুই কি যাবি। মামাকে গিয়ে বল।

আমি বলতে পারব না। তুমি বল।

ঠিক আছে, আমিই বলব।

শওকত সাহেব কোন রকম বিরক্তি প্রকাশ না করেই আটা আনতে গেলেন। বকুল বলল— আপা, টিনা ভাবীর বাচ্চা হবে। মুনা বলল, এখনই বাচ্চা হবে কি, সেদিনই না বিয়ে হল।

সেদিন না। ছয় মাস এগার দিন হয়েছে।

তোর দেখি একেবারে দিন-তারিখ মুখস্থ। এত খাতির কেন তোর সাথে?

খাতির কোথায় দেখলে? আর খাতির হওয়াটাও কি খারাপ?

বেশি হওয়াটা খারাপ। বেশি কোনটাই ভাল না।

কেন?

মুনা প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না। সে লক্ষ্য করল বকুল আজকাল বেশ কঠিন ভঙ্গিতে কথা বলছে। এটা ভাল লক্ষণ। মেয়েদের এত পুতুপুতু থাকলে চলে না।

বকুল বলল— মুনা আপা, ওরা শুক্রবারে কাবলিওয়ালা দেখতে যাবে। ইণ্ডিয়ান অ্যাম্বেসীর অডিটোরিয়ামে। আমাকেও সাথে যেতে বলছে। আমার জন্যেও টিকিট এনেছে।

ওরা স্বামী-স্ত্রী দেখতে যাবে, তাদের মধ্যে তুই যাবি কেন?

আমি তো যেতে চাই না। ওরা জোর করছে। আপা যাব?

শুক্রবার আগে আসুক তারপর দেখা যাবে।

তুমি আগে থেকে বাবাকে বলে রাখবে, নয় তো শেষে রাজি হবে না। তুমি আজ আর কোথাও যাবে না?

না।

বকুল মৃদু হেসে বলল, মামুন ভাই অপেক্ষা করে থাকবে। মুনা কিছু বলল না। বকুল তরল গলায় বলল, আমার কেন যেন মনে হচ্ছে তিনি তোমাকে দেখার জন্যে আজ এখানে চলে আসবেন।

বকুল লক্ষ্য করল মুনা এই প্রসঙ্গটি পছন্দ করছে না। সে কিছুটা বিব্রত বোধ করল। প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, তোমার চোখ লাল টকটকে হয়ে আছে। শুয়ে থাক না।

সন্ধ্যার দিকে মুনার জ্বর খুবই বাড়ল। শওকত সাহেব একটা থার্মোমিটার কিনে আনলেন। জ্বর একশ তিনের কাছাকাছি। তিনি থমথমে স্বরে বললেন, বৃষ্টির মধ্যে ঝাঁপাঝাঁপি, জ্বর তো হবেই। শরীর বেশি খারাপ লাগছে? মুনা ক্লান্ত স্বরে বলল, কানের কাছে বকবক করলে খারাপ লাগে। তুমি যাও তো এ ঘর থেকে। শওকত সাহেব নড়লেন না। পাশেই বসে রইলেন।

বাতি নিভিয়ে দাও মামা, চোখে লাগছে।

বাবু বাতি নিভিয়ে বারান্দায় একা একা বসে রইল। বকুল রাতের রান্না চড়িয়েছে। একা একা রান্নাঘরে তার একটু ভয় ভয় লাগছে। সে বেশ কয়েকবার বাবুকে ডেকেছে। বাবু আসেনি। লতিফার পানির তৃষ্ণা হয়েছিল। ক্ষীণ কণ্ঠে কয়েকবার পানির কথা বললেন। কেউ শুনল না। তিনি আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। বেশিক্ষণ জেগে থাকতে পারেন না। চোখ জড়িয়ে আসে।

মুনা বলল, মামা তুমি আমার পাশে এ রকম বসে থাকবে না তো! অন্য ঘরে যাও।

তোর কোন অসুবিধা করছি নাকি?

করছ। ভোস-ভোস করে সিগারেট টানছ। গন্ধে থাকতে পারছি না।

শওকত সাহেব আধখাওয়া সিগারেটটা ফেলে দিলেন। মৃদু স্বরে বললেন, গ্রীন ফার্মেসীতে বলে এসেছি, ডাক্তার এলেই পাঠিয়ে দেবে।

মুনা পাশ ফিরল।

গায়ের ওপর কাঁথাটা দিয়ে রাখ না। ফেলে দিচ্ছিস কেন?

গরম লাগছে তাই ফেলে দিচ্ছি। ঠাণ্ডা লাগলে আবার দেব। তুমি ও-ঘরে গিয়ে বস না মামা।

শওকত সাহেব উঠলেন না। গলার স্বর অনেকখানি নামিয়ে বললেন, তোর বাবা তোর বিয়ের জন্যে আলাদা করে কিছু টাকা দিয়ে গিয়েছিল আমাকে। নয় হাজার টাকা। সেই আমলে নয় হাজার টাকা অনেক টাকা। বুঝলি মুনা, টাকাটা সংসারে খরচ হয়ে গেছে।

খরচ হয়েছে ভাল হয়েছে। এখন চুপ কর।

আমি প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ছয় হাজার টাকা তুলে রেখেছি। তুই নিয়ে নিস। বাকিটা পরে দেব। ভাগে ভাগে দেব।

মামা আমাকে কোন টাকা-পয়সা দেয়ার দরকার নেই। তোমরা না দেখলে আমার যাওয়ার জায়গা ছিল? তুমি আমাকে যে আদর কর তার দশ ভাগের এক ভাগ নিজের ছেলেমেয়েদের কোনদিন করেছ? আর আজ তুমি টাকার কথা তুললে? ছিঃ ছিঃ!

না মানে . . . ।

মাঝে মাঝে তুমি এমন সব আচরণ কর যে মেজাজ ঠিক থাকে না।

কী করলাম?

এই যে দুপুরে খেতে বসে চেঁচামেচিটা করলে। বেচারী বকুল কেঁদেকেটে অস্থির। ভাত খায়নি দুপুরে।

ননীর পুতুল একেকজন। ধমক দিলে খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। চড় দিয়ে দাঁত ফেলে দিতে হয় এদের।

তুমি যাও তো মামা, ওকে দু'একটা মিষ্টি কথা বল। আমার কানের কাছে বসে ঘ্যান ঘ্যান করবে না।

শওকত সাহেব উঠে পড়লেন। বারান্দায় গিয়েই প্রচণ্ড একটা ধমক দিলেন বাবুকে— বই নিয়ে বসার কথাটা বলে দিতে হবে?

বাবু শুকনো মুখে বই আনতে গেল।

অংক বই আর খাতা নিয়ে আয়। গায়ে তো কারো বাতাস লাগে না? শক্ত মার দিলে হুঁশ হবে। তার আগে হুঁশ হবে না। শয়তানের ঝাড়। দুপুর বেলা হুট করে কোথায় গিয়েছিলি?

www.MurchOna.com

বাবু কোন জবাব দিল না। অংক খাতা ও বই নিয়ে বসল। তার মুখ সাদা হয়ে গেছে। বাবাকে সে খুব ভয় পায়। শওকত সাহেব রান্নাঘরে উঁকি দিলেন। বকুল বাবাকে দেখে জড়সড় হয়ে গেল।

রান্নাঘরটাকে একেবারে দেখি পায়খানা বানিয়ে রেখেছিস। গুছিয়ে-টুছিয়ে নিতে পারিস না। কোনটাই তো দেখি হয় না। পড়াশুনা না, কাজকর্মও না। করবিটা কি? কারো বাড়িতে ঝিগিরিও তো পাবি না। এক কাপ চা বানিয়ে দিয়ে যা।

বকুল ক্ষীণ স্বরে বলল, দুধ চা?

একটা হলেই হল। তোর মা কিছু খেয়েছিল দুপুরে?

রুটি খেয়েছিল।

মুনার জন্যে হালকা করে বার্লি বানা। লেবুর রস দিয়ে লবণ দিয়ে ভাল করে বানা। বার্লি আছে না ঘরে?

আছে।

শওকত সাহেব চলে গেলেন। তখন বকুলের মনে পড়ল ঘরে বার্লি নেই। এই কথাটা এখন বাবাকে বলবে কে? রাগে নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে। সে বাবার জন্যে চায়ের পানি চড়াল। ঘরটা একটু গোছাতে চেষ্টা করল। তার আবারও কেন জানি ভয় ভয় করছে। রান্নাঘরে একা থাকলেই একটা ভয়ের গল্প মনে হয়। ঐ যে রান্নাঘরে একটি বউ একা একা মাছ ভাজছিল হঠাৎ জানালা দিয়ে একটা রোগা কালো হাত বেরিয়ে এল। নাকি সুরে একজন কে বলল—মাঁছ ভাঁজা দেঁ। তাছাড়া আজ দুপুরেও ভাবী পাঁচ-ছ'টা ভূতের গল্প বলেছে। তাঁর কোন খালার নাকি জ্বীনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। সেই জ্বীন সুন্দর সুন্দর সব জিনিসপত্র এনে দিত। একবার নাকি একটা ফুলের মালা এনে দিয়েছিল যার সবগুলি ফুল কুচকুচে কালো রঙের। দিনের বেলা গল্পগুলি শুনে হাসি এসেছে কিন্তু এখন আবার কেমন ভয় ভয় লাগছে। সবগুলি গল্পই মনে হচ্ছে সত্যি। ভাবী বলছিল—তুমি যা সুন্দর, সাবধানে থাকবে ভাই। ভর দুপুরে আর সন্ধ্যায় এলোচুলে থাকবে না। বকুল অবাক হয়ে বলেছিল, এলোচুলে থাকলে কি হয়?

খারাপ বাতাস লাগে।

খারাপ বাতাস লাগে মানে?

জ্বীন-ভূতের আছর হয়। সুন্দরী মেয়েদের ওপর জ্বীনের আছর হওয়া খুব খারাপ। সারা রাত এরা ঘুমুতে দেয় না। বিরক্ত করে।

কিভাবে বিরক্ত করে?

এখন বুঝবে না। বিয়ে হওয়ার পর বুঝবে।

এই বলে ভাবী মুখ টিপে টিপে খুব হাসল। রহস্যময় হাসি।

কি বকুল শুনতে চাও কিভাবে বিরক্ত করে?

না শুনতে চাই না।

অবশ্যি অনেকে সেটা পছন্দও করে। আমার ঐ খালার কথা বলছিলাম না— সেই খালা জ্বীন না এলে এমন অস্থির হয়ে যেত কাপড়-টাপড় খুলে ফেলে বিশ্রী কাণ্ড করত।

এখন তিনি কোথায় থাকেন?

চাঁদপুরে। এখন আর এইসব নেই। খুব ভাল মানুষ। এক ওভারশীয়ারের সাথে বিয়ে হয়েছে। তিন ছেলেমেয়ে। জ্বীন-ভূতের কথা আর কিছুই মনে নেই।

www.MurchOna.com

ডাক্তার এল সাড়ে ন'টার সময়। তার সঙ্গে এল বাকের। বাকেরের গায়ে চকচকে লাল রঙের একটা শার্ট। শার্টের পকেটে ফাইভ ফাইভের প্যাকেট উঁচু হয়ে আছে। তার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর। যেন অসুখের ব্যাপারে দারুণ চিন্তিত। বাকেরকে দেখে মুনার বিরক্তির সীমা রইল না। তাকে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে— এ বাড়িতে যেন কোনদিন না আসে। তবু কেমন নির্লজ্জের মত এসেছে। আর বাবুর কাণ্ড, একেবারে শোবার ঘরে নিয়ে আসতে হবে। সে তো আর ডাক্তার না। মুনা বিরক্ত চোখে তাকিয়ে রইল। বাকের বলল, খুব ফ্লু হচ্ছে চারদিকে। কাহিল অবস্থা। জ্বর বেশি নাকি তোমার?

মুনা জবাব দিল না। তাকাল ডাক্তারের দিকে। এই ডাক্তার এ পাড়ায় নতুন এসেছে। দেখে মনে হয় নাইন-টেনে পড়ে। স্টেথিসকোপ হাতে নিয়ে এমন ভাবে চারদিক দেখছে যেন যন্ত্রটি নিয়ে সে কি করবে মনস্থির করতে পারছে না। কিংবা হয়ত স্টেথিসকোপ বুকে বসাতে সাহস করছে না। মুনা বলল, আমার গলাটা দেখুন। ঢোঁক গিলতে পারি না।

ডাক্তার সাহেব গলায় ছোট্ট একটা টর্চের আলো ফেললেন। বাকের বলল, দেখি আমি টর্চ ধরছি, আপনি দেখুন ভাল করে। ডাক্তারের কিছু বলার আগেই সে টর্চ নিয়ে নিল। মুনা বলল, আপনি বসার ঘর গিয়ে বসুন না। ওঁকে দেখতে দিন।

উনিই তো দেখছেন। আমি দেখছি নাকি? আমি কি ডাক্তার? হা হা হা।

ডাক্তার সাহেব বললেন, কানে ব্যথা আছে?

জ্বি না।

আপনার কি আগেও টনসিলের প্রবলেম ছিল?

জ্বি।

বাকের একগাল হেসে বলল, একেবারে ছেলেবেলা থেকে মুনার এই প্রবলেম। বৃষ্টির একটা ফোঁটা পড়ল, ওম্নি তার গলা ফুলে গেল। পিকিউলিয়ার।

ডাক্তার সাহেব নিচু স্বরে বললেন, একটা থ্রোট কালচার করা দরকার। বাকের বলল, দরকার হলে করবেন। একবার কেন দশবার করবেন। হা হা হা।

মুনা বলল, আপনারা বসার ঘরে গিয়ে বসুন। আমি চা দিতে বলি।

বাকের বলল, চা-টা কিচ্ছু লাগবে না। রোগীর বাসায় কোন খাওয়া-দাওয়া করা ঠিক না। কি বলেন ডাক্তার সাহেব? ডাক্তার কিছু বললেন না। বকুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমাকে একটু পানি দেবেন? হাত ধোব।

এই প্রথম বোধ হয় বয়স্ক একজন কেউ বকুলকে আপনি বলল। বকুলের গাল টকটকে লাল হয়ে গেল মুহূর্তেই। সে অনেকখানি মাথা নিচু করে ফেলল। বাকের বলল, সাবান আর পানি নিয়ে আস বকুল। পরিষ্কার দেখে একটা টাওয়ালও আনবে।

মুনা বলল, বাকের ভাই, আপনি বসার ঘরে চলে যান। মামার সঙ্গে কথা বলুন। এই ঘরটা গরম।

ফ্যানটা ছাড় না।

ফ্যান নষ্ট। কয়েল নষ্ট হয়ে গেছে।

তাই নাকি! আচ্ছা সকাল বেলা লোক পাঠিয়ে দেব—খুলে নিয়ে যাবে। মদনাকে বললেই এক ঘন্টার মধ্যে ঠিক করে দেবে।

ঝামেলা করতে হবে না।

কোন ঝামেলা না। মদনা শালাকে একটা ধমক দিলেই হবে।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

বাকের বেশ নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করল। চকচকে লাইটার বের করে অনেক সময় নিয়ে সিগারেট ধরাল।

ডাক্তার সাহেব বারান্দায় হাত ধুতে গিয়ে মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, কী নাম আপনার? উত্তর দিতে বকুলের খুব লজ্জা লাগতে লাগল। তার মনে হল যেন এর উত্তর দেয়াটা ঠিক না। সে অস্পষ্ট স্বরে বলল, বকুল। আমাকে তুমি করে বলবেন। আমি ইস্কুলে পড়ি।

তাই নাকি! কোন্ স্কুলে?

মডেল গার্লস স্কুলে?

মেট্রিক দেবে এবার?

জ্বি।

সায়েন্স?

জ্বি না।

সায়েন্স পড়লে ভাল করতে। ডাক্তার হতে পারতে। ডাক্তারের খুব দরকার আমাদের। মেয়ে ডাক্তারের দরকার আরো বেশি।

বকুল কিছু বলল না। জগে করে পানি ঢেলে দিতে লাগল। ডাক্তার সাহেবের হাত পরিষ্কার করতে অনেক সময় লাগল। যাবার সময় তিনি ভিজিটও নিলেন না। কেন ভিজিট নিচ্ছেন না সেই কারণটিও স্পষ্ট করে বলতে পারলেন না। হড়বড় করে যা বললেন তার মানে হল— সবার কাছ থেকে তিনি ভিজিট নেন না। ডাক্তারি তো কোন ব্যবসা না। ব্যবসায়ী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটাকে দেখা ঠিক না ... ইত্যাদি।

তারা বেশ কিছু সময় বসার ঘরে বসে রইল। ডাক্তার সাহেব বললেন তিনি চা খান না, তবুও শেষ পর্যন্ত চা খেলেন। বাকের বলল ঘরে কাজের লোক নেই এটা তাকে বললেই একটা ব্যবস্থা করতে পারত। বাবুকে সে ছোটখাট একটা ধমকও দিল, রোজ দেখা হয়, আমাকে বললেই পারতি।

পরদিন সকালে মদন মিস্ত্রীর লোকজন এসে ফ্যান খুলে নিয়ে গেল। বলে গেল বিকেলের মধ্যে দিয়ে যাবে। তার কিছুক্ষণ পর এলেন ডাক্তার সাহেব। তিনি নাকি পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন— রুগী কেমন আছে দেখে যেতে এসেছেন। বকুল তাঁকে চা বানিয়ে খাওয়াল। চা'টা তাঁর কাছে খুব চমৎকার লাগল। কোন্ দোকান থেকে চায়ের পাতা কেনা হয়েছে তা জানতে চাইলেন। বকুল চোখ-মুখ লাল করে তার সামনে বসে রইল। তার মানে হল এরকম একটি চমৎকার ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে হলে খুব ভাল হত। ডাক্তার সাহেব যাবার আগে বললেন, বকুল যাই। বকুলের কিছু-একটা বলা উচিত। কিন্তু সে বলতে পারল না।

৪

পাল বাবু অবাক হয়ে বললেন, এ কি অবস্থা ম্যাডাম!

মুনা বলল, ক'দিন খুব ভুগলাম। টনসিলাইটিস। আপনারা ভাল তো?

ভালই। তিন দিনের জ্বরে কারো এমন অবস্থা হয় জানতাম না। আপনার দিকে তাকান যাচ্ছে না। গেছো পেত্নীর মত লাগছে। রাগ করলেন নাকি?

মুনা রাগ করল না, তবে বিরক্ত হল। পাল বাবু বড় বিরক্ত করতে পারেন। মেয়েদের টেবিল বেছে বেছে বসবেন, সামান্য জিনিস নিয়ে বকবক করে মাথা ধরিয়ে দেবেন।

আপনার ভাবী স্বামী এসেছিলেন। তারো দেখলাম মুখ শুকনো। সিক লিভের দরখাস্ত করেছেন শুনে মুখ আরো শুকিয়ে গেল। উনি গিয়েছিলেন নাকি আপনাদের ওখানে?

না যায়নি।

সেটাই ভাল, ঘন ঘন শ্বশুরবাড়ি যাওয়া ভাল না। এই আমাকে দেখেন, প্রতি বৃহস্পতিবার শ্বশুরবাড়ি যাই--- শুক্র, শনি দু'দিন থাকি। এতে লাভটা কী হয়েছে জানেন? শ্বশুরবাড়িতে প্রেস্টিজ আমার কিছুই নেই।

মুনা শুকনো গলায় বলল, তাই নাকি?

হ্যাঁ। গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে শ্বশুরমশাই আমাকে বললেন, বাবা রেশনটা একটু তুলে দিতে পারবে? চিন্তা করেন অবস্থা, জামাইকে বলছে রেশন তুলতে।

মুনা সবচেয়ে উপরের ফাইলটা খুলল। কিছু-একটা নিয়ে ব্যস্ত হওয়া। পাল বাবু খানিকক্ষণ বকবক করে অন্য টেবিলে যাবে। দশটা এখনো বাজেনি। অফিস ফাঁকা। ইলিয়াস সাহেব আর ফখরুজ্জামান সাহেব শুধু এসেছেন। ওদের টেবিল ঘরের শেষ প্রান্তে। মুনার সঙ্গে তাদের তেমন আলাপও নেই। তবু ফখরুজ্জামান সাহেব এসে জিজ্ঞেস করলেন— শরীর ঠিক হয়েছে? খুব কাহিল হয়েছেন দেখি। মুনা বলল, আপনারা ভাল ছিলেন সবাই? বলেই মনে হল কথাটা খুব মেয়েলী হয়ে গেল। তিন দিন পর এসেই আপনারা ভাল ছিলেন সবাই জিজ্ঞেস করাটা আদিখ্যেতার মত।

কী হয়েছিল আপনার, ফ্লু?

মুনা জবাব দেবার আগেই পাল বাবু বললেন— ম্যাডামের হয়েছে টনসিলের ব্যারাম, হা হা হা।

কিছু কিছু লোক থাকেন এমন বিশ্রী স্বভাবের। পাল বাবুর মত আরেকজন আছে সিদ্দিক সাহেব। সব সময় গলা নিচু করে এমন ভাবে কথা বলবেন যেন মনে হয় ষড়যন্ত্র করছেন। ম্যাচের কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাবেন এবং কাঠিগুলো টেবিলের ওপর ফেলে রেখে যাবেন। অসহ্য।

বড় সাহেবের বেয়ারা মুনির এসে বলল, আপনেরে স্যার ডাকে। পাল বাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, অফিস তো এখন শুরু হয় নাই, এখনই কিসের ডাকাডাকি? যাও বল দশ মিনিট পরে আসবে। না না ম্যাডাম, ডাকা মাত্রই ছুটে যাওয়া ঠিক না। বসেন চা খান, তারপর যান। চায়ের কথা বলে এসেছি।

চা তো আমি বেশি খাই না।

আরে খান না। খাওয়ার পর একটা পান খান, মাইন্ড একটা জর্দা আছে। মুর্শিদাবাদ থেকে আমার এক মামাশ্বশুর পাঠিয়েছেন।

মুনাদের অফিসের বড় সাহেব লোকটি ছোটখাট। বালক বালক চেহারা কিন্তু লোকটি কাজ জানে এবং কাজ করতেও পারে। কাজ জানা সমস্ত মানুষদের মত সেও অফিসের খুব অপ্রিয়। তাঁর নামে নানান রকম গুজবও আছে। টিফিন টাইমে সে নাকি মেয়েদের ঘরে ডেকে নিয়ে যায়। এবং কাজের প্রশংসা করবার ছলে পিঠ চাপরায় কিংবা হাতে ধরে। একবার নাকি ডিসপ্যাস সেকশনের নিনু খানের ব্লাউজ খুলে ফেলেছিল। বিরাট কেলেংকারি। মুনির সেই সময় চা নিয়ে ঢুকেছিল বলে তার চাকরি যায় যায় অবস্থা।

মুনার সঙ্গে এরকম কিছু এখন পর্যন্ত ঘটেনি। তবু যতবারই সে বড় সাহেবের ঘরে ঢোকে ততবারই দারুণ অস্বস্তি ভোগ করে। আজও সে ঢুকল ভয়ে ভয়ে। ইসরাইল সাহেব তীক্ষ্ণ চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, খুব কাহিল হয়েছেন তো?

জ্বি স্যার। টনসিল ফুলে গিয়েছিল।

ভালমত চিকিৎসা করান। কেটে ফেলে দিন। নয়ত রেগুলার অফিস কামাই হবে। গত তিন মাসে আপনি নয় দিন ছিলেন সিক লিভে। ফাইলটা সেদিন দেখলাম।

মুনা কিছু বলল না। ইসরাইল সাহেব গম্ভীর স্বরে বললেন, বসুন দাঁড়িয়ে আছেন কেন? মুনা আড়ষ্ট হয়ে সামনের একটি চেয়ারে বসল। ইসরাইল সাহেব থেমে থেমে বললেন, না দেখে চিঠিতে সই করেন কেন? টাইপিস্টরা ভুল করেই। কাজেই এদের টাইপ করা প্রতিটি শব্দ চেক করতে হয়। বিশেষ করে ফিগারগুলো।

মুনা ঠিক বুঝতে পারল না ঝামেলাটা কি। বড় রকমের কিছু হওয়ার কথা না। সে চিঠিপত্র দেখেই সই করে।

এনকো কর্পোরেশনের কাছে লেখা চিঠিতে স্পষ্ট লেখা হয়েছে এগার হাজার নয়শ' ছত্রিশ। একচুয়েল ফিগার হবে এগার হাজার ছয়শ' ছত্রিশ। কমন মিসটেক, ছয় হয়েছে নয়। আমি জাস্ট আউট অব কিউরিওসিটি ফাইলটা আনিয়ে দেখি এই ব্যাপার।

মুনা সাবধানে একটি নিঃশ্বাস ফেলল। ইসরাইল সাহেব বললেন, এর জন্যেই ডেকেছিলাম, যান।

স্লামালিকুম স্যার।

ওয়ালাইকুম সালাম। শুনুন, আপনার শরীর বেশি খারাপ মনে হচ্ছে। আজ দিনটা বরং রেস্ট নিন। ঘন্টা খানিক থেকে ফাইলপত্র অন্য কাউকে বুঝিয়ে দিয়ে চলে যান।

মুনা থ্যাংক ইউ বলতে গিয়েও বলতে পারল না। এই লোকটির সামনে সে ঠিক সহজ হতে পারে না। মুনা ক্ষীণ স্বরে বলল, স্যার যাই।

ঠিক আছে যান। তারেক সাহেব থাকলে একটু পাঠিয়ে দেবেন।

জ্বি আচ্ছা স্যার।

ঘন্টা খানিক থেকে চলে যেতে বললেও মুনা লাঞ্চ ব্রেক পর্যন্ত থাকল। জমে থাকা কাজগুলি নিখুঁতভাবে করতে চেষ্টা করল। মাথা হালকা হয়ে আছে। খুব মন দিয়ে কিছু পড়তে গেলেই আপনাতেই চোখ বন্ধ হয়ে আসে। চোখ বন্ধ করে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিতে হয়। তারেক একবার বলেই ফেলল, ঘুমাচ্ছেন নাকি আপা?

নারে ভাই। মাথা ঘুরছে।

বড় সাহেব যেতে বলেছে চলে যান না। জরুরী কাজ যা আছে দিয়ে যান আমার টেবিলে, অবসর পেলে করে দেব।

কাজ তেমন নেই কিছু।

তাহলে শুধু শুধু বসে আছেন কেন? মুনিরকে বলেন একটা রিকশা ডেকে দেবে।

মুনা মুনিরকে ডাকল। অফিসের আশেপাশে রিকশা পাওয়া যায় না। মোড় থেকে ডেকে আনতে হয়। এ রকম এক অন্ধগলিতে এত বড় অফিস কোম্পানি কেন বানাল কে জানে। অফিস থাকবে মতিঝিলে।

তারেক, যাই ভাই।

ঠিক আছে আপা যান। কাল কথা হবে। বাসার দিকেই তো যাবেন?

হুঁ।

মুনা অফিসের এই একটিমাত্র ছেলেকে নাম ধরে ডাকে এবং তুমি বলে। যদিও সে নিশ্চিত তারেক বয়সে তারচে বড়ই হবে। তুমি ডাকার ব্যাপারটিও কিভাবে শুরু হয়েছে মুনা নিজেও জানে না। প্রায় অবাক হয়েই একদিন সে লক্ষ্য করেছে তারেক আপনি বললেও সে নিজে বলছে তুমি। মামুনের সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারটা এত পাকাপাকি না থাকলে অফিসে এই নিয়ে একটা আলোচনা হত। পাল বাবু সস্তা ধরনের কিছু রসিকতা করারও চেষ্টা করতেন।

www.MurchOna.com

রিকশায় উঠেই মুনার মনে হল বাসায় এই সময় ফিরে কোন লাভ নেই। দুপুরে ঘুমুলেই সারাটা বিকাল এবং সারাটা সন্ধ্যা তার খুব খারাপ কাটে। রাতের বেলা ঘুম আসে না। রাত দুটো তিনটে পর্যন্ত জেগে থাকতে হয়। মুনা রিকশাওয়ালাকে বলল মগবাজারের দিকে যেতে। এ সময় মামুনের মেসে থাকার কথা নয়। তাকে পাওয়া যাবে না এটা প্রায় একশ' ভাগ সত্যি। তবু একবার দেখে গেলে ক্ষতি নেই কোন। না পাওয়া গেলে কলেজে গিয়ে খোঁজ নেয়া যাবে। সে পথে রিকশা থামিয়ে এক প্যাকেট বেনসন এণ্ড হেজেস কিনল। মামুন খুশি হবে। কোন বইতে যেন পড়েছিল পুরুষরা সবচে খুশি হয় যখন তারা মেয়েদের কাছ থেকে সিগারেট উপহার পায়। মামুনকে সে আগেও কয়েকবার সিগারেট দিয়েছে, কোনবারই মনে হয়নি সে খুব খুশি হয়েছে। এমন ভাবে প্যাকেট খুলেছে যেন এটা তার প্রাপ্য। আজও তাই করবে।

মামুন মেসে ছিল না। তার পাশের রুমের আলম সাহেব বললেন, উনি তো টেলিগ্রাম পেয়ে দেশে গেছেন। তার এক বোন মারা গেছে, আপনি কিছু জানেন না?

না।

অনেক দিন ধরে অসুস্থ ছিল। উনার সবচে ছোটবোন।

মুনা একটু বিব্রত বোধ করতে লাগল। এতবড় একটা ব্যাপার মামুন তাকে কোনদিন বলেনি। তার একটি ছোট বোন আছে তা সে জানত কিন্তু এই বোনের এমন একটা অসুখ তা মামুন কোনদিন বলেনি।

বসবেন আপনি?

জ্বি না, বসব না। ও দেশে গেছে কবে?

পরশু সকালে। টেলিগ্রাম এসেছে তার আগের রাত্রে। ট্রেন ছিল না, যেতে পারেনি।

কবে আসবে কিছু বলে গেছে?

জ্বি না কিছু বলেনি। আজ-কালের মধ্যে এসে পড়বে। মরবার পর তো আর কিছু করার থাকে না, শুধু শুধু ঘরে বসে থেকে হয়টা কি?

মুনা ক্লান্ত ভঙ্গিতে এসে রিকশায় উঠল। কড়া রোদ এসেছে। চকচক করছে চারদিক। তাকালেই মাথা ধরে যায়। মুনা হ্যান্ড ব্যাগ খুলে সানগ্লাস বের করল। রোদটা খুব চোখে লাগছে।

সানগ্লাস ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত। চোখে পরবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক কেমন মেঘলা হয়ে যায়। একটু যেন মন খারাপও লাগে। মুনা ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। অস্পষ্ট ভাবে তার মনে হতে লাগল—মামুন কখনো তার নিজের ভাইবোন মা বাবার কথা নিয়ে তার সঙ্গে গল্প করেনি। এমন একজন অসুস্থ বোন ছিল তার এটাও পর্যন্ত বলেনি। না-বলার পেছনে কোন যুক্তি নেই। মুনার খুব জানতে ইচ্ছে হল এই বোনটি কি ওর খুব আদরের ছিল? নামই বা কি তার? নাম মামুন বলেছিল, খুবই কমন একটা নাম বলে এখন মনে পড়ছে না। রোকেয়া বা সাবিহা জাতীয়।

মুনার মনে হল একটা চিঠি লিখে রেখে এলে ভাল হত। অল্প কয়েক কথায় সুন্দর একটা চিঠি—

"হঠাৎ করে তোমার বোনের মৃত্যু সংবাদ শুনলাম।

সে যে অসুস্থ তাতো তুমি কখনো বলনি।....."

www.MurchOna.com

চিঠিটা ঠিক হচ্ছে না। অভিযোগের ভঙ্গি এসে পড়ছে। কেন অসুস্থতার খবর আগে বলা হয়নি সেই নিয়ে অভিযোগ। পুরোপুরি মেয়েলী অভিমান। মৃত্যুর মত এত বড় একটা ব্যাপারের পাশে মেয়েলী অভিযোগ একেবারেই মিশ খায় না।

মুনা মনে মনে চিঠিটা অন্যভাবে লিখতে চেষ্টা করল। এবং এক সময় খুবই অবাক হয়ে লক্ষ্য করল তার চোখ ভিজে উঠেছে। কেন মামুন তাকে আগে বলল না?

বকুলদের স্কুলে কোনদিনই পুরোপুরি ক্লাস হয় না। প্রায় দিনই সেভেনথ পিরিয়ডে ছুটি হয়ে যায়। আজ সেভেনথ পিরিয়ডে রেহানা আপার ক্লাস। এই ক্লাসটা হবে না ধরেই নেয়া যায়। কারণ রেহানা আপার অনেক রকম যোগাযোগ আছে। সে সব নিয়ে তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয়। মেয়েদের টিফিন এবং কোঅপারেটিভের দোকান তিনিই চালান। 'গার্লস গাইড' এবং 'সবুজ সেবিকা'র ব্যাপারগুলিও তাঁকে দেখতে হয়। নিয়মিত ক্লাস নেবার সময় কোথায় তাঁর। কিন্তু আজ তাঁকে ক্লাসে আসতে দেখা গেল। তাঁর মুখ গম্ভীর, হাতে প্রকাণ্ড একটা গ্লোব। তিনি ক্লাসে ঢুকেই ব্ল্যাকবোর্ডে বড় বড় করে লিখলেন "জলবায়ু"। জলবায়ু তিনি গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে পড়িয়েছেন, কেউ অবশ্যি তাঁকে সেটা বলল না।

ফরিদা তুই বল জলবায়ু মানে কি?

ফরিদা ফ্যাকাশে মুখে দাঁড়িয়ে রইল। তিনি তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ছাত্রীদের মোট সংখ্যা গুণতে লাগলেন। সব মিলিয়ে আটত্রিশ জন ছাত্রী উপস্থিত। তিনি মুখ অন্ধকার করে বললেন, আটত্রিশ জন প্রেজেন্ট, কিন্তু টিফিন এনেছিস একচল্লিশটা, কেন?

ক্লাস ক্যাপ্টেন অনিমার মুখ শুকিয়ে গেল।

বল একচল্লিশটা টিফিন কেন?

অনিমা আমতা আমতা করতে লাগল।

চুরি শিখে গেছিস এই বয়সেই, বাবা কি করে?

অনিমার মুখে কথা জড়িয়ে গেল। রেহানা আপা আরো গম্ভীর হয়ে বললেন, জলবায়ু কাকে বলে বল দেখি? এটি একটি কাঁচা কাজ হয়ে গেল। কারণ অনিমা খুবই ভাল ছাত্রী। জলবায়ু কি এটি সে তাঁর চেয়েও অনেক গুছিয়ে বলল।

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের জলবায়ু কী বল?

আপা এটা এখনো পড়ান হয়নি?

সব কিছু পড়িয়ে দিতে হবে? নিজে নিজে পড়া যায় না? তুই আজ ক্লাস শেষে আমার সঙ্গে দেখা করবি। বসছিস কি জন্যে? বসতে বলেছি? দাঁড়িয়ে থাক। ফরিদা তুইও দাঁড়িয়ে থাক।

তিনি প্রায় দশ মিনিট ধরে মেয়েদের মিথ্যা বলার অভ্যাস এবং চুরি করার অভ্যাসের উপর বক্তৃতা দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। ক্লাসে টু শব্দও হল না। তিনি কপালের ঘাম মুছে ক্লান্ত স্বরে বললেন, বকুল ক্লাসে এসেছে?

সবচে পেছনের বেঞ্চ থেকে বকুল ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়াল।

তোকে গতকাল টিফিন পিরিয়ডে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলাম, করেছিলি?

আপা আমি গিয়েছিলাম, আপনি হেড আপার সঙ্গে কথা বলছিলেন।

কথা কি আমি সারা জীবন ধরে বলছিলাম? পাঁচ মিনিট দাঁড়ান গেল না?

বকুল প্রায় আধা ঘন্টা দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু সে কিছু বলল না।

আজ ক্লাস শেষ হবার সাথে সাথে আসবি। বাংলাদেশের জলবায়ু কি রকম বল?

বকুল ঘামতে লাগল।

বইয়ের সঙ্গে কারো কোন সম্পর্ক নেই? মৌসুমী বায়ু কাকে বলে? কেউ জান না? কে জানে? হাত তোল।

শুধু অনিমা হাত তুলল। তিনি অনিমাকে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। বিমর্ষ মুখে বাংলাদেশের জলবায়ুর কথা বলতে লাগলেন। গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহেও একই কথা বলেছিলেন। তাঁর মনে নেই। ক্লাসের মেয়েরা ঘন্টা পড়ার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। ঘন্টা আর পড়ছেই না। তাদের মনে হল তারা অনন্তকাল ধরে ক্লাসে বসে আছে।

বকুল টিচার্স কমন রুমে ভয়ে ভয়ে উঁকি দিল। রেহানা আপা হাত নেড়ে নেড়ে অংক আপার সঙ্গে কথা বলছেন। তিনি ইশারায় বকুলকে অপেক্ষা করতে বললেন। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে কে জানে। অন্য ছাত্রীরা সব চলে যাচ্ছে। স্কুল ঘর দ্রুত ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। আজ তার একা একা যেতে হবে। বকুল কিছুক্ষণ পর পর্দা ফাঁক করে আবার উঁকি দিল। রেহানা আপা এবং অংক আপা দুজনেই খুব হাসছেন। অংক আপা কখনো হাসেন না। তাঁর হাসি দেখে বকুল খুবই অবাক হল। অংক আপা বকুলকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে গেলেন। রেহানা আপার মুখ অবশ্যি এখনো হাসি হাসি। তিনি চটের ব্যাগটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

বকুল তুই আয়, হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি। রাস্তার মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দেব। তারপর রিকশা নিয়ে চলে যাবি। কাল যখন স্কুলে আসবি তখন মনে করে তোর একটা ছবি নিয়ে আসবি।

বকুল অবাক হয়ে তাকাল। রেহানা আপা বললেন, শাড়ি পরা ভাল ছবি আছে?

জ্বি না আপা।

তাহলে এক কাজ কর, আজ বিকেলেই একটা তুলিয়ে ফেল। চুলগুলি সামনে ছড়িয়ে দিবি। যাতে কত লম্বা সেটা টের পাওয়া যায়।

বকুল ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, জ্বি আচ্ছা।

খুব দরকার, ভুলে যাবি না যেন আবার।

বকুল কথা বলল না। রেহানা আপা বললেন, তুইই তো সবার বড়, তাই না?

জ্বি আপা।

ক' ভাই-বোন তোরা?

এক ভাই এক বোন।

বাহ্, ছোট ফ্যামিলী তো। একদিন যাব তোদের বাসায়। তোর মাকে বলিস।

জ্বি আচ্ছা।

পড়াশুনা করছিস তো ঠিকমত?

করছি।

লাস্ট বেঞ্চে বসিস কেন সব সময়? ফার্স্ট বেঞ্চে বসবি। মনে থাকবে?

থাকবে।

রেহানা আপা রাস্তার মোড়ে বকুলের জন্যে একটা রিকশা ঠিক করে, রিকশাওয়ালার হাতে দু'টাকা ভাড়া দিয়ে দিলেন।

www.MurchOna.com

বকুল হুড তুলে দে। হুড না তুলে মেয়েদের রিকশা করে যাওয়া আমার পছন্দ না।

বকুল সারা পথ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। মেয়েদের কাছে রেহানা আপার ছবি চাওয়া কোন নতুন ব্যাপার না। তিনি উপরের ক্লাসের সুন্দরী মেয়েদের কাছে (বেছে বেছে, সবার কাছে না) ছবি চান এবং তার দিন দশেকের মধ্যে সেই সব মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়। আজেবাজে বিয়ে নয়, ভাল বিয়ে।

রেহানা আপার ধারণা ক্লাস টেনে পড়া মেয়েরা হচ্ছে বিয়ের পাত্রী হিসেবে সর্বশ্রেষ্ঠ। এই সময়টা মেয়েরা ছেলেদের সম্পর্কে প্রথম কৌতূহলী হয় এবং প্রেম করবার জন্যে ছোঁক ছোঁক করে। বিয়ের পর হাতের কাছে স্বামীকে পায় বলেই প্রথম প্রেম হয় স্বামীর সঙ্গে। সে প্রেম দীর্ঘস্থায়ী হয়। ক্লাস টেনে পড়া মেয়েদের সম্পর্কে তাঁর নানা রকম থিওরি আছে। এই সব থিওরি তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে প্রচার করে থাকেন।

শওকত সাহেব বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বকুলকে রিকশা থেকে নামতে দেখে অবাক হলেন। তাকে রিকশা ভাড়া দেয়া হয় না। স্কুল এত দূর নয় যে, রিকশা করে যাওয়া-আসা করতে হবে। সংসারে কোন কাঁচা পয়সা নেই। বকুল বোধ হয় মুনার কাছ থেকে নিচ্ছে। মুনা এই সংসারে নানান ভাবে টাকা খরচ করে। এটা তাঁর পছন্দ নয়। কোন বইতে যেন পড়েছিলেন, যে সংসারে মেয়েদের রোজগারের টাকা খরচ হয় সেই সংসারের কোন আয়-উন্নতি হয় না।

বকুল ঘরে ঢুকল খুব ভয়ে ভয়ে। তার ধারণা ছিল বাবা অকারণেই তাকে একটা ধমক দেবেন। 'দেরি হল কেন?' 'রিকশা করে এসেছিস কেন?' কিন্তু শওকত সাহেব তেমন কিছুই করলেন না। মেয়ের দিকে ভালমত তাকালেনও না।

চারদিক ফাঁকা ফাঁকা। মুনা আপা বা বাবু কেউ নেই। সে মা'র ঘরে উঁকি দিল। লতিফা হাত ইশারায় তাকে কাছে আসতে বললেন। তাঁর চোখ জ্বলজ্বল করছে, যেন বড় একটা কিছু ঘটেছে। তিনি ফিসফিস করে বললেন, তোর বাবার কি হয়েছে?

কেন? হবে আবার কি?

মিষ্টি কিনে এনেছে।

কোথায় মিষ্টি?

ঐ দেখ ড্রেসিং টেবিলের উপর।

বকুল অবাক হয়ে দেখল সত্যি সত্যি এক প্যাকেট মিষ্টি। সে বলল, তুমি জিজ্ঞেস কর নি কিছু?

না, তুই জিজ্ঞেস করে আয়।

মুনা আপা আসুক, সে জিজ্ঞেস করবে।

লতিফা নিজের মনে বললেন, আজ তোর বাবা চেঁচামেচি রাগারাগি কিছুই করেনি। অফিস থেকে এসেছেও সকাল সকাল।

বকুল বলল, আজ তোমার শরীর কেমন?

ভালই। যা তোর বাবাকে চা বানিয়ে দে। ঘরে মুড়ি আছে। পেঁয়াজ-মরিচ দিয়ে মেখে দে।

বকুল বারান্দায় গেল। বাবা আগের মতই হাঁটাহাঁটি করছেন। কারো জন্যে অপেক্ষা করছেন বোধ হয়। বকুল ক্ষীণ স্বরে ডাকল—বাবা।

কি?

চা আনি?

আন।

চায়ের সঙ্গে কিছু খাবে? ঘরে মুড়ি আছে। মেখে দেই।

দে। বেশি করে ঝাল দিবি। আর শোন, মিষ্টি এনেছি। তোর মাকে দে। তুইও খা।

বকুল ভয়ে ভয়ে বলল, মিষ্টি কি জন্যে?

এমনি আনলাম।

শওকত সাহেব সিগারেট ধরিয়ে বিব্রত ভঙ্গিতে কাশতে লাগলেন। মিষ্টি এনে তিনি যেন একটা অপরাধ করে ফেলেছেন।

বকুল ছবির কথা তুলল রাতের খাবার সময়। অন্য সবার খাওয়া হয়ে গেছে। মুনা এবং সে বসেছে শেষে। এ-কথা সে-কথার পর বকুল খুব স্বাভাবিক ভাবে রেহানা আপার ছবি-চাওয়ার কথা বলল। মুনা খাওয়া বন্ধ করে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, কেন, ছবি দিয়ে কি হবে?

আমি কি করে জানব আপা?

তুই কিছু জিজ্ঞেস করিসনি?

না।

ঠিক কি কি কথা হয়েছে তোর সাথে?

বকুল কথাগুলো গুছিয়ে বলতে চেষ্টা করল। কিন্তু ঠিকমত বলতে পারল না। মুনা বলল, শাড়ি পরা ছবি চেয়েছে?

হ্যাঁ।

তোকে বিয়ে দিতে চায় নাকি?

বকুল কোন জবাব দিল না।

কি, কথা বলছিস না কেন?

বোধ হয়।। আপা এ রকম মেয়েদের কাছে ছবি চায়। তারপর ওদের বিয়ে হয়ে যায়। শায়লার এ রকম বিয়ে হল। ডাল নাও আপা। ডাল নিয়ে খাও।

খেতে ইচ্ছা করছে না।

মুনা প্লেট ঠেলে উঠে দাঁড়াল।

তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছ আপা?

তোর ওপর রাগ করব কেন? তুই আয়, তোর সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে।

বাবু বিছানায় শুয়ে বই পড়ছিল। পড়ার ভঙ্গি দেখে মনে হতে পারে গল্পের বই। কিন্তু গল্পের বই না। বাবা যে কোন সময় ঘরে ঢুকতে পারেন—রাত দশটার আগে হাতে গল্পের বই দেখলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

মুনা ঘরে ঢুকতেই বাবু হাসিমুখে বলল, ফ্যান দেখেছ আপা? নতুন ফ্যান। বাকের ভাই বলে গেছেন পুরানটা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত এটা থাকবে। মুনা বিরক্ত চোখে ফ্যান দেখল। কিছু বলল না। বাবু বলল, আরাম করে ঘুমান যাবে, ঠিক না আপা?

হুঁ। তোর আজ মাথা ব্যথা হয়নি?

না।

বিকেলে খেলতে গিয়েছিলি?

হুঁ।

এখন থেকে রোজ যাবি। নিয়মিত খেলাধুলা করলে মাথা ব্যথা থাকবে না। ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, যাবি।

www.MurchOna.com

আচ্ছা যাব।

যা তো আমার জন্যে একটা পান নিয়ে আয়। কেমন যেন বমি বমি আসছে।

বাবু পান আনতে গিয়ে আর ফিরল না। শওকত সাহেব তাকে আটকে ফেললেন। ইংরেজী বানান ধরতে লাগলেন। মসকুইটো, এমব্রয়ডারী, ইনকুইজিটিভনেস এই জাতীয় বানান। বাবু তালগোল পাকিয়ে ফেলতে লাগল। যেটাতেই সে আটকাচ্ছে সেটাই ডিকশনারী খুঁজে বের করতে হচ্ছে। এবং বিশবার করে সশব্দে বানান করতে হচ্ছে।

রান্নাঘর গুছিয়ে বকুল যখন শোবার ঘরে উঁকি দিল তখন রাত দশটা বাজে। মুনা ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছে। বকুল মৃদু স্বরে ডাকল, আপা।

কি?

ঘুমাচ্ছ নাকি?

না।

কি যেন বলবে বলেছিলে আমাকে।

মুনা একটা লম্বা বক্তৃতা তৈরি করে রেখেছিল কিন্তু বক্তৃতাটা দেয়া গেল না। সে শুধু বলল, তুই রেহানা আপাকে বলিস, আমার বাবা ছবি দিতে রাজি হলেন না। বকুল বলল, এটা কেমন করে বলব?

অন্য কথাগুলি যেমন করে বলিস ঠিক তেমনি বলবি।

আপা দারুণ রাগ করবে।

রাগ করলে করবে। রাগ কমানোর জন্যে বাচ্চা একটা মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে? তুই কী বুঝিস বিয়ের?

আপা আস্তে। বাবা শুনবে।

মাস্টারদের দায়িত্ব হচ্ছে পড়ানো। বিয়ে দেয়া না। যখন সময় হবে তখন আপনাতেই বিয়ে হবে। এই নিয়ে তোর এত চিন্তা কিসের?

আমি আবার কখন চিন্তা করলাম?

ছবি দেয়ার ব্যাপারে তোর এত আগ্রহ কেন?

তুমি বুঝতে পারছ না। আপা খুব রাগ করবে।

রাগ করলে করবে। যা আমার জন্যে একটা পান বানিয়ে আন। বাবুকে পাঠিয়েছিলাম, সে আর ফিরবে না। আটকে গেছে।

আপা নতুন ফ্যান দেখেছ?

দেখলাম।

বাকের ভাই নাকি এসে অনেকক্ষণ ছিল। অনেক গল্পটল্প করল।

কার সঙ্গে করল?

বাবার সঙ্গে। বাবা আজ সকাল সকাল ফিরেছিলেন। বাকের ভাই এসেই গল্প জুড়ে দিল। কাল-পরশুর মধ্যে একটা কাজের লোকও এনে দেবে বলেছে।

এনে দিলে তো ভালই। তুই যা, পানটা নিয়ে আয়।

আমার সাহসে কুলাচ্ছে না। বাবার সামনে দিয়ে যেতে হবে। তুমি নিজেই যাও না আপা।

মুনা উঠে বসল। বকুল বলল, মিষ্টি কি জন্যে আনলেন এটাও একটু জিজ্ঞেস করবে। জানতে ইচ্ছা করছে।

www.MurchOna.com

জানতে ইচ্ছে হলে তুই নিজেই জিজ্ঞেস কর।

আমার এত সাহস নেই।

বসার ঘর থেকে শওকত সাহেব ডাকলেন, বকুল—বকুল। বকুল মুখ অন্ধকার করে উঠে গেল।

শওকত সাহেবের সামনে বাবু কানে ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। তার চোখ লাল। বকুল এসে ঢুকতেই শওকত সাহেব বললেন, পাটিগণিত নিয়ে আয়।

৫

টেলিগ্রামে লেখা ছিল—ফরিদা সিরিয়াস, কাম ইমমিডিয়েটলি। মামুন ধরেই নিয়েছিল সে মারা গেছে। আলম সাহেবকে যাবার বেলায় বলেও গেল, বোনটা মারা গেছে বোধ হয়। মৃত্যুর খবরে লোকজন সব সময়ই হকচকিয়ে যায়, আলম সাহেবও হকচকিয়ে গেলেন।

কীভাবে মারা গেছে?

সে সব কিছু লেখেনি—অসুস্থ ছিল। ওর মৃত্যুটা আমাদের সবার জন্যেই রিলিফ। বড় কষ্টে ছিল।

তাই নাকি?

জ্বি। বাড়িতে গেলে ঘুমাতে পারতাম না। চিৎকার করত সারা রাত। চোখে দেখা যায় না এমন কষ্ট।

হয়েছিল কি?

স্নায়ুর মধ্যে কি যেন হয়েছে। চিকিৎসা নেই কোন। ব্যথা কমানোর ইনজেকশন দিয়েও কিছু হয় না। বাড়ি যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছিলাম।

কথা খুবই সত্যি। মামুন গত এক বছরে একবার মাত্র গিয়েছিল—একদিন থেকে পালিয়ে এসেছে। সারারাত উঠানে মোড়া পেতে কাটিয়েছে। ভয়ংকর একটা রাত। এখন বাড়িতে গেলে সে রকম কোন ঝামেলা হবে না। ঘুমানো যাবে।

তাদের গ্রামের বাড়িটি সুন্দর। পাকা দালান। পেছনের পুকুরটি বুজে গেছে। এটা ঠিকঠাক করতে হবে। মুনাকে নিয়ে গ্রামে আসতে হবে। সে কোনদিন গ্রাম দেখেনি। গ্রাম সম্পর্কে তার ধারণা খুবই খারাপ। ধারণা পাল্টে যাবে।

মামুন বাড়ি পৌঁছল সন্ধ্যার পর। চারদিকে কেমন অস্বাভাবিক নীরবতা। বসার ঘরের বারান্দায় হারিকেন জ্বালিয়ে কয়েকজন মুরব্বি বসে আছেন। মামুনকে দেখেই তাঁরা এগিয়ে এলেন। মৃদু স্বরে কি সব যেন বলতে লাগলেন। কিছুই বোঝা গেল না। মামুনের বড় চাচা বললেন, তোমার লাগি অপেক্ষা। তুমি না আওনে দম বাইর হইতাছে না। যাও ভিতরের বাড়িত যাও। ভইনের সাথে কথা কও।

ফরিদা বড় খাটটায় পড়ে আছে। ঘরে দুটো হারিকেন। একটা কুপী। অনেক মেয়েদের ভিড়। মামুন ঘরে ঢুকতেই ফরিদার গোঙানি থেমে গেল। সে পরিষ্কার গলায় ডাকল, ভাইজান!

মামুন অসহায়ের মত তাকাল চারদিকে।

ভাইজান বড় কষ্ট।

www.MurchOna.com

হারিকেনের আলোয় চকচক করছে ফরিদার চোখ। চোখগুলো এখনো এত সুন্দর?

ফরিদার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে। টেনে টেনে শ্বাস নিচ্ছে। মামুনের কি উচিত কাছে গিয়ে বসা? হাতে হাত রাখা। কিন্তু জন্তুর মত শব্দ যে করছে সে কি ফরিদা? একজন কে হারিকেন উঁচু করে ধরলেন। ভালমত দেখাতে চান বোধ হয়। কী আছে দেখানোর?

ফরিদা শ্বাস টানার ফাঁকে ফাঁকে বলল, গত বছর আপনি আসছিলেন কিন্তু আমার সঙ্গে কোন কথা বললেন না। আমার মনে কষ্ট হয়েছে।

এমন কোন মনের কষ্ট আছে যা এই তীব্র শারীরিক যন্ত্রণাকে স্পর্শ করতে পারে? মামুন ঘোলাটে চোখে তাকাতে লাগল চারদিকে।

একজন বুড়ো মহিলা বললেন, পশ্চিম দিকে মুখ কইরা দেন। কলমা তৈয়ব পড়েন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।

শ্বাসকষ্ট সন্ধ্যা রাত্রিতে শুরু হলেও ফরিদা মারা গেল পরদিন সকাল ন'টায়। একেকবার কষ্টটা কমে যায়, সে চোখ বড় বড় করে তাকায় সবার দিকে। সেই তাকানো দেখেই মনে হয় সে বুঝতে পারছে সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে এবং তার জন্যে সে খুশি। সে অপেক্ষা করছে আগ্রহ নিয়ে।

মামুন বাড়ি যাবার সময় ঠিক করে রেখেছিল দু'দিন থাকবে। কলেজ থেকে ছুটি নেয়া হয়নি। কাউকে কিছু বলে যাওয়া হয়নি। দু'দিনের বেশি থাকার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু সে থাকল এগারো দিন। বারো দিনের মাথায় ঢাকায় ফিরে এল। তার মুখ ভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি; অনিদ্রাজনিত কারণে চোখ লাল। আলম সাহেব তাকে দেখে আঁতকে উঠলেন। মামুন শুকনো হাসি হেসে বলল, সব ভাল তো?

ভাল, সবই ভাল। আপনি কেমন?

ভালই। চিঠিপত্র আছে কিছু?

জ্বিনা, চিঠিপত্র নেই।

মুনা খোঁজ করেছিল?

জ্বি, এসেছিল একদিন।

মামুন আর কিছুই জিজ্ঞেস করল না। সারাদিন কাটাল ঘুমিয়ে। সন্ধ্যাবেলা একা একা একটা সিনেমা দেখতে গেল—'দি বিস্ট'। একজন মানুষ পূর্ণিমা রাতে কেমন করে নেকড়ে হয়ে যায় তার গল্প। প্রথমদিকে গল্পটি কিছুই ধরা যাচ্ছিল না। শেষ দিকে দারুণ জমে গেল। মামুন অবাক হয়ে লক্ষ্য করল সে বেশ উত্তেজনা অনুভব করছে। শেষ দৃশ্যে সুন্দরী একটি তরুণী মেয়ের কৌশলের কাছে জন্তুটির পরাজিত হবার ঘটনাটি তাকে অভিভূত করে ফেলল। চারদিকে হাততালি পড়ছে। সে বহু কষ্টে হাততালি দেবার লোভ সামলাল। প্রথম থেকে ছবিটি মন দিয়ে না দেখার জন্যে তার আফসোসের সীমা রইল না।

মেসে রাতে খাবার ব্যবস্থা আছে তবুও সে হেঁটে হেঁটে নবাবপুরের এক দোকানে বিরিয়ানী খেতে গেল। ছাত্র থাকাকালীন দল বেঁধে এখানে আসত। অনেক দিন পর আবার আসা। সব কিছু আগের মত আছে। একশ বছর পরেও বোধ হয় দোকানটা এ রকমই থাকবে। তবে বিরিয়ানী আগের মত লাগল না, চাল পুরোপুরি সেদ্ধ হয়নি। লবণও কম হয়েছে। আগে তেঁতুলের টক দিত। এখন বোধ হয় দিচ্ছে না। কাঁচা মরিচে কোন ঝাল নেই। মিষ্টি মিষ্টি লাগছে খেতে। মামুন প্লেট শেষ না করেই উঠে পড়ল। ঘুমঘুম লাগছে কিন্তু মেসে ফিরে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোরও কোন অর্থ হয় না।

মামুন সদরঘাট লঞ্চ টার্মিন্যালে চলে গেল। অনেককাল আগে দল বেঁধে সবাই আসত এখানে। একবার নৌকা ভাড়া করেছিল আধা ঘন্টার জন্যে। বশিরের জন্যে নৌকা ডোবার উপক্রম হয়েছিল। মামুন একটি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল। লঞ্চ টার্মিনাল আগের মত নেই। অনেক দিন আসা হয় না এদিকে। সব বদলে যাচ্ছে।

আলম সাহেব জেগে বসে ছিলেন। মামুনকে আসতে দেখে উঠে এলেন—কোথায় ছিলেন এত রাত পর্যন্ত? মামুন অস্পষ্ট ভাবে হাসল। আপনি যাওয়ার পরপরই আপনার বান্ধবী এসেছিলেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত ছিলেন। মামুন কোন উৎসাহ দেখাল না।

আপনাকে কাল সকালে তাদের বাসায় যেতে বলেছেন।

কাল যাব কিভাবে, কাল কলেজ আছে।

কাল শুক্রবার না। কাল তো ছুটি।

ও হ্যাঁ।

চিঠিও লিখে গেছেন একটা। আপনার টেবিলে রেখে দিয়েছি। আর ভাত-তরকারীও ঢাকা দিয়ে রেখেছি। আপনার শরীর ভাল তো মামুন সাহেব?

জ্বি ভাল।

চোখ লাল হয়ে আছে।

সারাদিন ঘুমিয়েছি তো তাই।

সন্ধ্যাবেলা কোথায় গিয়েছিলেন?

একটা ছবি দেখলাম। নাজ সিনেমায়। দি বিস্ট। ভাল ছবি।

আলম সাহেব অবাক হয়ে বললেন, সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন?

জ্বি। মনটা ভাল ছিল না। তাই ভাবলাম যাই দেখে আসি।

ভালই করেছেন।

ছাত্র জীবনে খুব ছবি দেখতাম। রোমান হলিডে ছবিটা মোট এগারো বার দেখেছিলাম। ঐ মেয়েটার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম।

মামুন চিঠিটা পড়ল। দু'লাইনের চিঠি। 'আগামীকাল আমাদের বাসায় দুপুরে ভাত খাবে। সকালে চলে আসবে।' ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না। ওদের ওখানে যাওয়ার ব্যাপারে মুনার খুবই আপত্তি। মামা পছন্দ করেন না। একবার গিয়ে তো বেইজ্জতী অবস্থা। ভদ্রলোক একটা কথাও বললেন না। সালামের জবাব পর্যন্ত দিলেন না। রাগ দেখাবার জন্যে তার সামনেই কাজের মেয়েটাকে বিনা কারণে এমন একটা চড় দিলেন যে মেয়েটা উল্টে চেয়ারের ওপর পড়ে গেল। বিশ্রী অবস্থা।

মামুন সাহেব।

জ্বি।

ভাত খান।

না ভাত খাব না। ভাত খেয়ে এসেছি।

চা খাবেন? চলেন মোড়ের দোকান থেকে চা খেয়ে আসি।

মামুন কোন রকম আপত্তি করল না। চা খেতে গেল। আলম সাহেব হালকা স্বরে বললেন, দুঃখ-কষ্ট সংসারে থাকেই। দুঃখ-কষ্ট নিয়ে বাঁচতে হয়। জন্ম নিলেই মৃত্যু লেখা হয়ে যায়। কি বলেন?

তাতো বটেই।

www.MurchOna.com

আপনি এই সব নিয়ে ভাববেন না।

না আমি ভাবি না।

চা খেতে খেতে আলম সাহেব মৃদু স্বরে বললেন, দাড়ি-টাড়িগুলি কেটে ফেলেন। ভাল লাগছে না।

জ্বি কাটব। কালই কাটব।

মুনা সকাল থেকেই মামুনের জন্যে অপেক্ষা করছিল। এগারোটার দিকে তার কেন যেন মনে হল মামুন আসবে না। এ রকম মনে হবার কারণ নেই। কিন্তু মনে যখন হচ্ছে তখন সে সত্যি আর আসবে না। মামুনের প্রসঙ্গে এটা একটা পরীক্ষিত সত্য। যদি কখনো মুনার মনে হয় মামুনের সঙ্গে দেখা হবে না, তখন হয় না।

শওকত সাহেব ফর্সা একটা পাঞ্জাবী পরে অপেক্ষা করছিলেন। মুনা গিয়ে বলল, মামা, তোমার কোথাও যাবার থাকলে যাও, ও আসবে না।

আসবে না কেন?

তা আমি কি করে বলি। হয়ত খবর পায়নি।

শওকত সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। রাগী গলায় বললেন, আসতে বললে আসবে না—এর মানে কি? যখন আসতে বলা হয় না তখন তো দশবার আসে।

এটা তো মামা ঠিক বললে না। সে এ বাসায় একবারই এসেছিল। তুমি একটি কথাও বলনি। উল্টো এমন ব্যবহার করেছ লজ্জায় আমার মরে যেতে ইচ্ছা করেছে। তোমার বোধ হয় মনে নেই।

শওকত সাহেব বিরক্ত স্বরে বললেন, বাবুকে ঠিকানা দিয়ে পাঠা, ও গিয়ে নিয়ে আসুক।

তুমি হঠাৎ এত ব্যস্ত হলে কেন?

বিয়েটা কবে হবে কি, এইটা ফয়সালা করতে চাই। লোকজন কথা বলাবলি শুরু করেছে।

মুনা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, কে আবার কী কথা বলল?

নওয়াব সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, ভাগ্নীর বিয়ে দিচ্ছেন কবে? তিনি তোদের দেখেছেন এক রিকশায় যেতে। আমি লজ্জায় বাঁচি না। বিয়ের আগে কোন মেয়ে, ছেলের সঙ্গে এক রিকশায় যেতে পারে? দেশটা তো বিলাত-আমেরিকা এখনো হয়নি।

মুনা কিছু বলল না। শওকত সাহেব সিগারেট ধরালেন। দামী সিগারেট। আজকের এই বিশেষ উপলক্ষে তিনি পাঁচটি ফাইভ ফাইভ কিনেছেন।

মুনা, যা বাবুকে ঠিকানা দিয়ে পাঠা।

না, ওর যেতে হবে না।

মুনা রান্নাঘরে ঢুকল। বকুল সারা সকাল চুলোর পাশে বসে। তার ফর্সা গাল লাল টুকটুক করছে। মুনাকে ঢুকতে দেখে সে হাসিমুখে বলল, পোলাওটা খুব ভাল হয়েছে আপা।

পোলাও কেন? পোলাও কে করতে বলেছে?

বাবা।

আমি না বললাম সিম্পল ব্যবস্থা করতে—আমরা যা খাই।

বকুল কিছু বলল না, মুখ টিপে হাসল। মুনা বিরক্ত মুখে বলল, হাসছিস কেন?

তুমি আসলে আপা খুশিই হয়েছ, কিন্তু মুখে বলছ এই কথা, এ জন্যেই হাসছি।

কি সব পাকা পাকা কথা বলছিস। গা জ্বালান কথা। এই বয়সে এত পাকা কথা বলা লাগে না।

বকুল বিব্রত ভঙ্গিতে বলল, রাগছ কেন আপা? ঠাট্টা করছিলাম।

এ রকম ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না।

গোশতের লবণ একটু দেখবে আপা।

আমি দেখতে পারব না, তুই দেখ। চুলা খালি থাকলে আমাকে একটু চা করে দে। মাথা ধরেছে। আমি শুয়ে থাকব।

মামুন ভাই এত দেরি করছেন কেন আপা? তুমি কখন আসতে বলেছ?

মুনা তার কথার জবাব না দিয়েই চলে গেল। বকুল ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। গত কয়েক দিন থেকেই মুনা আপা তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছে। কেন করছে কে জানে। রেহানা আপা ছবি চাইলে সে কী করতে পারে? সে তো বলতে পারে না—না আপনি ছবি চাইতে পারবেন না। কেন ছবি চাইবেন?

বকুল চায়ের কাপে চা ঢালল। আর তখনই বাবু এসে গম্ভীর স্বরে বলল—ডাক্তার সাহেব এসেছে। বকুলের হাত কেঁপে গেল। বাবুর মুখ রাগী রাগী। যেন ডাক্তারের আসা একটা অপরাধ। এবং এর জন্যে বকুল দায়ী। বকুল বলল, ডাক্তার এসেছে তো আমি কি করব? বাবু বলল, কথা বলছে বাবার সঙ্গে।

বলছে বলুক, যা তুই মুনা আপাকে চা দিয়ে আয়।

বাবু আগের চেয়েও গম্ভীর হয়ে বলল, তুমি ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলে কেন?

বকুল চমকে উঠল। ক্ষীণ স্বরে বলল, কে বলল?

আমি দেখলাম।

ডেকেছিল তাই গিয়েছিলাম—কী হয়েছে তাতে?

আমি মুনা আপাকে বলে দেব।

দিস। যা এখন চা নিয়ে যা।

বাবু চা নিয়ে চলে গেল। সে অবশ্যি মুনা আপাকে কিছুই বলবে না। তার স্বভাবের মধ্যে এটা নেই। একজনের কথা অন্যজনকে কখনো বলবে না। তবু বকুলের হাত-পা কাঁপতে লাগল।

ডাক্তারের কাছে যাওয়াটা এমন কিছু নয়। সে স্কুল থেকে ফিরছিল—চিশতি মেডিকেল কর্ণারের কাছে আসতেই দেখে ডাক্তার সাহেব বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি তার দিকে তাকিয়েই হাসিমুখে ডাকলেন, এই যে বকুল, এই। এস দেখি। বকুল নিশ্চয়ই না-শোনার ভান করে চলে যেতে পারে না। সে গিয়েছে। ডাক্তার সাহেব বলেছেন, ইস ঘেমে-টেমে কি অবস্থা। ভেতরে এসে ফ্যানটার নিচে দাঁড়াও তো। ঠাণ্ডা কিছু খাবে? বকুল ক্ষীণ স্বরে বলল, জ্বি না। তিনি শুনলেন না। একটা ছেলেকে পাঠালেন খুব ঠাণ্ডা দেখে এক বোতল পেপসি কিংবা কোক নিয়ে আসতে। বকুল বলতে গেলে কোন কথাই বলেনি। পেপসি অর্ধেক শেষ করে চলে এসেছে। ভয়ে তার সমস্ত শরীর কাঁপছিল। কেউ

www.MurchOna.com

যদি দেখে ফেলে। তার ধারণা ছিল কেউ দেখেনি। কিন্তু ধারণা সত্যি নয়। বাবু দেখেছে। বকুলের কান্না পেতে লাগল। তার ভয় হচ্ছিল এক্ষুণি কেউ এসে বলবে, ডাক্তার সাহেব তোমাকে ডাকে। কিন্তু কেউ সে রকম কিছু বলল না। বকুল নিজের মনে রান্না সারতে লাগল। সে ভেবে পেল না তাকে নিয়ে কেন এত ঝামেলা হচ্ছে।

বাবু এসে বলল, ডাক্তার সাহেবকে এক কাপ চা দাও। বকুল নিঃশব্দে চা বানাতে লাগল। বাবু বলল, ডাক্তার সাহেব মিষ্টি নিয়ে এসেছেন। তার এক বোনের মেয়ে হয়েছে—এই জন্যে। বকুল কিছুই বলল না।

কড়া নাড়ার শব্দে মামুনের ঘুম ভাঙল। সে দরজা-জানালা বন্ধ করে শুয়েছিল। চারদিক অন্ধকার। সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে নাকি? মামুন ক্লান্ত স্বরে বলল, কে?

আমি। আমি মুনা।

মামুন তেমন কোন আবেগ অনুভব করল না। আজ দুপুরে ওদের ওখানে খেতে যাবার কথা। যাওয়া হয়নি। তার জন্যে তেমন কোন অনুশোচনাও হল না।

মুনা বলল, কি হয়েছে তোমার?

কিছু হয়নি।

যাওনি কেন?

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। শরীরটা ভাল না।

মামুন হাই তুলল। টেনে টেনে বলল, এস ভেতরে এসে বস।

মুনা একবার ভাবল বলবে—না বসব না। এবং গম্ভীর মুখ করে চলে যাবে। কিন্তু যেতে পারল না। মুখ ভর্তি দাড়িতে এমন অদ্ভুত লাগছে মামুনকে। মুখের ভাব ধরা যাচ্ছে না। মুখ কেমন রোগা রোগা। সারাদিন ঘুমানোর জন্যে চোখ লাল। মুনা ভেতরে ঢুকল।

বস, চেয়ারটায় বস। চা খাবে?

হুঁ।

কাউকে পেলে হয়। ছুটির দিন তো। লোকজন থাকে না। এই বলেই মামুন বেশ শব্দ করে হাসতে লাগল, যেন খুব-একটা হাসির কথা। মুনা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে দেখতে লাগল।

তুমি বসে থাক। আমি হাত-মুখটা ধুয়ে আসি। একা একা বসে থাকতে ভয় লাগবে না তো?

ভয় লাগবে কেন?

মামুন আবার হেসে উঠল। সুস্থ মানুষের হাসি না। ছাড়া ছাড়া হাসি। হাসার সময় কেমন অদ্ভুত ভাবে গা দোলাচ্ছে।

হাত-মুখ ধুতে মামুনের অনেক সময় লাগল। তার মনেই রইল না ঘরে একজন অপেক্ষা করছে। কাজের ছেলেটি দু'কাপ চা দিয়ে গেছে। সেই চা পিরিচ দিয়ে ঢেকে রাখা সত্ত্বেও জুড়িয়ে জল হয়েছে।

মামুন বিস্বাদ ঠাণ্ডা চা'তেও চুমুক দিয়ে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল। মুনা বলল, চা ভাল লাগছে?

হ্যাঁ ভালই তো।

ঠাণ্ডা না?

একটু অবশ্যি ঠাণ্ডা।

আগে তো ঠাণ্ডা চা মুখেই দিতে পারতে না।

www.MurchOna.com

মামুন চুপ করে রইল। মুনা বলল, দুপুরে কিছু খেয়েছ?

না।

কেন, খাওনি কেন?

ঘুমিয়ে পড়লাম। দশটার দিকে ঘুমিয়ে পড়লাম। ক্ষিধেও হয়নি।

এখন হয়েছে?

হুঁ।

চল আমার সঙ্গে।

কোথায়?

আমাদের বাসায়। রাতে খাবে।

ঠিক আছে চল।

কাপড় বদলাতে বদলাতে মামুন বলল, তোমার শরীর ভাল মুনা?

হ্যাঁ ভাল।

টনসিলের ঐটা কমেছে, তাই না?

হ্যাঁ। তুমি দাড়ি রেখেছ কেন?

দাড়ি রাখব কেন? কয়েক দিন কাটা হয়নি সেই জন্যে—।

তোমাদের বাড়ির খবর বল।

বাড়ির কোন খবর নেই। ছোট বোনটা মারা গেছে।

ওর কথা তো তুমি আমাকে কখনো কিছু বলনি।

মামুন চুপ করে রইল। মুনা বলল, তুমি নিজের কথা কখনো কাউকে কিছু বল না। এটা ঠিক না। এতে মনের ওপর চাপ পড়ে।

হুঁ।

তোমার ভাই-বোনদের কথা আমি কিছুই জানি না।

মামুন চাপা স্বরে বলল, ঐ একটিই বোন আমার। মরবার সময় খুব কষ্ট পেয়েছে। খুব কষ্টের মৃত্যু।

সব মৃত্যুই কষ্টের, সুখের মৃত্যু তো কিছু নেই।

তাও ঠিক।

মামুন হাসতে চেষ্টা করল। সিগারেট ধরিয়ে খুব উৎসাহের সঙ্গে টানতে শুরু করল। মুনা ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, কষ্টের ব্যাপারগুলি নিয়ে বেশি চিন্তা করা ঠিক না।

না চিন্তা করি না তো। ঐ সব নিয়ে আমি ভাবি না। চল যাই।

মুনা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, দাড়িটা কেটে ফেল। খুব খারাপ দেখাচ্ছে।

খুব খারাপ লাগছে, না?

হ্যাঁ।

কোন-একটা সেলুনে গিয়ে কাটাতে হবে। দাড়ি বেশি বড় হয়ে গেছে, নিজে নিজে কাটা যাবে না। মেসের সামনেই একটা আছে সেখানে কাটাব।

একটি ছেলে শেভ করাচ্ছে। তার পাশেই একটি রূপসী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে—দৃশ্যটি অদ্ভুত। লোকজন কৌতূহলী হয়ে দেখছে। মামুন খানিকটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। বিব্রত স্বরে বলল—তুমি বাইরে যাও না। এখানে দাঁড়িয়ে থাকার দরকার কি? মুনা কিছু বলল না, বাইরেও গেল না। তার কেন জানি পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেই ভাল লাগছে।

www.MurchOna.com

দাড়ি কাটার পর মামুনকে আরো রোগা এবং ফর্সা দেখাচ্ছে। তারা একটা রিকশা নিল। রিকশায় উঠলেই মামুন এক হাতে মুনাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করে। আজ সে রকম কিছু করল না। লাজুক প্রেমিকের মত সংকুচিত ভাবে বসে রইল। মুনা বলল, তোমরা ক'ভাই-বোন? মামুন জবাব দিল না। মুনার মনে হল এই প্রশ্নটি সে আগেও করেছে—মামুন এড়িয়ে গেছে। মনের ভুলও হতে পারে। হয়ত জবাব দিয়েছে, মুনার মনে নেই। নাকি এই প্রশ্ন সে কোনদিন করেনি?

মুনা আবার জিজ্ঞেস করল, ক'ভাই-বোন তোমার?

দু'ভাই এক বোন।

অন্য ভাইটি কি করেন?

ছোটবেলায় মারা গেছে। পানিতে ডুবে মারা গেছে।

মুনা কিছু বলল না। মামুন বলতে লাগল—আমরা দু'ভাই পুকুরে গোসল করতে গিয়েছিলাম। আমি সাঁতার জানি না ও জানে। একটা পেতলের কলসী উল্টে তার কানায় ধরে সাঁতার কাটছি, হঠাৎ...। মুনা বলল—থাক বলার দরকার নেই। শুনতে চাই না।

শুনতে চাইবে না কেন? শোন। কলসী হাতছাড়া হয়ে গেল হঠাৎ। ডুবে যেতে ধরেছি, বড় ভাই সাঁতরে এসে আমাকে ধরল। মরিয়া হয়ে আমি তাকে জড়িয়ে ধরলাম এবং ডুবে গেলাম দুজনেই।

মুনা প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে বলল—হুডটা তুলে দাও না।

মামুন হুড তুলল না। গাঢ় স্বরে গল্প শেষ করতে লাগল—তারপর কি হয়েছে শোন, দুজনকে আধমরা অবস্থায় উদ্ধার করা হল। একজন বাঁচল, একজন বাঁচল না।

মুনা ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। মামুন বলল—আমরা ছিলাম তিনজন। এখন আছি একজন। এবং আমার কি মনে হয় জান? আমার মনে হয় আমিও থাকব না।

সে তো কেউই থাকবে না।

না তুমি বুঝতে পারছ না। আমি নিজেও বেশিদিন বাঁচব না।

রিকশা থামিয়ে মামুন সিগারেট কিনল। জর্দা দিয়ে পান বানিয়ে রিকশায় উঠে এল। মুনা অবাক হয়ে বলল—পান খাবে নাকি?

হুঁ। কেমন যেন বমি বমি আসছে। আমার শরীরটা বেশি ভাল না মুনা।

মুনা তার হাত ধরল। তাদের পরিচয় প্রায় তিন বছরের। এই দীর্ঘদিনে আজই প্রথমবারের মত মুনা নিজ থেকে তার হাত বাড়াল এবং এর জন্যে তার কোন রকম লজ্জা লাগল না। মুনা নরম স্বরে বলল—তোমার গা গরম। মনে হয় জ্বর আছে।

থাকতে পারে। মাথা ধরে আছে।

এই মাথা ধরা নিয়ে সিগারেট টানছ?

অভ্যাস। অভ্যাসের বসে টানছি। টানতে ভাল লাগছে না তবু টানছি।

ফেলে দাও।

মামুন সিগারেট ফেলে দিয়ে হালকা স্বরে বলল—এখন কেমন জানি একা একা লাগে। এই মাসের মধ্যে একটা বিয়ের তারিখ হলে তোমার আপত্তি আছে? কল্যাণপুরের বাসাটাও তোমাকে দেখিয়ে আনব। কাল সময় হবে?

অফিস ছুটির পর হবে।

আজ তোমার মামার সঙ্গে কথা বলে একটা ডেট করে ফেলি। কি বল?

এত বড় একটা দুঃসংবাদের পর হুট করে বিয়ের তারিখ ফেলা কি ঠিক হবে? যাক কয়েকটা দিন।

না আমার ভাল লাগছে না। আজই সব ঠিকঠাক করব।

বাকি রাস্তা কাটল চুপচাপ। দুজনের কেউই কথা বলল না।

৬

এই বাবু, যাস কোথায়? শুনে যা এদিকে।

বাবু এগিয়ে গেল। বাকের ভাই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। বাবু ভয়ে ভয়ে বলল, কি?

বাকের, সানগ্লাস খুলে কাঁচ পরিষ্কার করতে করতে বলল—কাল সন্ধ্যায় কে এসেছিল তোদের বাসায়?

কেউ না।

লম্বা করে, ফর্সা মত একটা ছেলে ঢুকল, মুনা ছিল সাথে। কে সে? চোখে চশমা।

বাবু তৎক্ষণাৎ কোন জবাব দিতে পারল না। অসহায় ভাবে এদিক-ওদিক তাকাল। কী বলা উচিত বুঝতে পারছে না।

এই ছেলের সাথেই মুনার বিয়ে হচ্ছে নাকি?

হুঁ।

এটা বলতে এতক্ষণ লাগল কেন? টান দিয়ে বাঁ কান ছিঁড়ে ফেলব। আমার সাথে ফাজলামি। বিয়েটা কবে?

সামনের মাসের তিন তারিখে।

বাকের সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে হঠাৎ উদাস হয়ে গেল। ঠাণ্ডা গলায় বলল—যা ভাগ। বাবু তবুও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। লজ্জায় তার চোখে পানি এসে যাচ্ছিল। বহু কষ্টে সে পানি সামলানোর চেষ্টা করছে। বাকের সব সময় তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। সে যখন ক্লাস ফাইভে পড়ত তখন বাকের, একবার একটা চড় বসিয়ে দিয়েছিল। কেন দিয়েছিল বাবু বহু চেষ্টা করেও বের করতে পারেনি। সে ফিরছিল স্কুল থেকে। হঠাৎ বাকেরের সঙ্গে দেখা, সাইকেলে করে কোথায় যেন যাচ্ছে। বাবুকে দেখে সাইকেল থামিয়ে নেমে পড়ল। কড়া গলায় ডাকল—এই এদিকে আয়। বাবু এগিয়ে যেতেই কথা নেই বার্তা নেই প্রচণ্ড এক চড়। বাবু কিছু বুঝে উঠবার আগেই বাকের সাইকেলে উঠে চলে গেল। যেন কিছুই হয়নি।

আজকের রাগের কারণটা অবশ্যি স্পষ্ট। বাবু সে কারণ ভালই বুঝতে পারে। তার মনে ক্ষীণ সন্দেহ, এক কালে মুনা আপার সঙ্গে বাকের ভাইয়ের কিছুটা ভাব ছিল। কে জানে বিয়ের দিন এসিড-ট্যাসিড ছুঁড়ে মারবে হয়ত। দারুণ মন খারাপ করে বাবু ঘরে ফিরল। সে বড় ভয় পেয়েছে।

মুনা বাইরে বেরুবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। মামুনের সঙ্গে কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস কেনার কথা। সংসার তৈরি হবার আগেই সংসারের জন্যে জিনিসপত্র কেনার কথা ভাবতে কেমন লজ্জা লজ্জা লাগে। আবার ভালও লাগে আজ তারা কিনবে চায়ের কাপ পিরিচ। রান্নার জন্যে বাসন-কোসন। গত রাতে সব... ঘুমিয়ে পড়ার পর মুনা লম্বা একটা লিস্ট

www.MurchOna.com

করেছে। তার সারাক্ষণই ভয় এই বুঝি বকুল জেগে উঠে চোখ কচলে জিজ্ঞেস করবে, কি করছ আপা? বকুলের ঘুম খুব পাতলা। একটু নড়াচড়া হলেই জেগে উঠে বলে, কি হয়েছে আপা? কি হয়েছে?

মুনা ঘর থেকে বেরুবার আগে বলে গেল ফিরতে দেরি হবে। বকুলকে বলল ভাত চড়িয়ে দিতে। বকুল চাপা হেসে বলল, ভাত ক'জনের জন্যে রান্না হবে? ঠিক করে বলে যাও।

ক'জনের জন্যে রান্না হবে মানে?

মামুন ভাইও কি এখানে খাবেন?

মুনা ধমক দিতে গিয়েও দিতে পারল না। মামুন ইদানীং বেশ কয়েকবার এখানে ভাত খেয়েছে। বকুল বলল, মামুন ভাই আজ এখানে খেলে মুশকিল হবে। খাবার কিছু নেই, ডিমও নেই।

মুনা কোন উত্তর না দিয়ে গম্ভীর হয়ে পড়ল। মামুনের রাতে এখানে খাওয়ার ব্যাপারটা তার নিজেরও পছন্দের নয়। কিন্তু সে আজকাল রাত আটটার দিকে হঠাৎ এসে পড়ে, এবং বসার ঘরে চুপচাপ বসে থাকে। মামা তার সঙ্গে কোন কথা বলেন না। তাতে সে কোন রকম অস্বস্তি বোধ করে না। বকুল যখন গিয়ে বলে—মামুন ভাই, আপনি কী এখানে খাবেন? সে সঙ্গে সঙ্গে বলে, হ্যাঁ। দাও ভাত দাও।

ঘরে খাবার কিন্তু খুব খারাপ।

অসুবিধা নেই।

আসুন তাহলে। ভাত বাড়ছি।

মামুন সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসে। যেন সে ভাতের জন্যেই এতক্ষণ বসে ছিল। এমন লজ্জা লাগে মুনার। মামুন কেমন যেন অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে। কোন কিছুতেই কোন উৎসাহ নেই।

বকুল বলল—মুনা আপা, এই শাড়িতে কিন্তু তোমাকে ভাল লাগছে না। বদলে যাও। সবুজ শাড়িটা পর। মুনা গম্ভীর গলায় বলল, শাড়ি-টাড়ি নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। যা পরেছি সেটাই যথেষ্ট। তোর এসব নিয়ে ভাবতে হবে না।

রাগ করছ কেন?

পাকামো কথা শুনে রাগ করছি।

বকুল আহত স্বরে বলল, পাকা কথা কি বললাম? শাড়িটাতে তোমাকে মানাচ্ছে না। এর মধ্যে পাকামির কি আছে?

মুনা লক্ষ্য করল বকুল বেশ শীতল স্বরে তর্ক করছে। এই স্বভাব তার আগে ছিল না। আগে সে কোন কথার জবাব দিত না। আজকাল দিচ্ছে। প্রেমে পড়লে মেয়েদের স্বভাব-চরিত্র পাল্টায়। বকুল কারো প্রেমে-ট্রেমে পড়েনি তো? মুনা বলল, চায়ের পাতা শেষ হয়েছে বোধ হয়। বাবুকে দিয়ে আনিয়ে রাখ।

টাকা? টাকা দেবে কে? দোকানে এখন বাকি বন্ধ।

মুনা নিঃশব্দে একটা দশ টাকার নোট বের করল। শওকত সাহেব ঘরে না থাকলে টুকিটাকি কেনা এখন মুশকিল। শওকত সাহেব আগে সংসার খরচের কিছু টাকা লতিফাকে দিতেন। ইদানীং আর দেন না। আধা সের লবণ কেনার টাকাও এখন তাঁর কাছে চাইতে হয়।

বকুল বলল, তুমি ফিরবে কখন আপা?

সন্ধ্যার আগেই ফিরব। কেন?

না এমি জিজ্ঞেস করলাম। শাড়িটা বদলে যাও না আপা। প্লীজ। আর যাবার আগে

www.MurchOna.com

মা'র সঙ্গে দেখা করে যাও। আজ বেশ কয়েকবার তোমাকে খোঁজ করেছেন। খুব নাকি জরুরী।

কই আগে তো বলিসনি?

আগে মনে ছিল না। এখন মনে পড়ল।

মুনা শাড়ি বদলাল না। বকুলের কথায় শাড়ি বদলানোর কোন মানে হয় না। তাছাড়া এটা এমন কোন খারাপ না। গত সপ্তাহেই বকুল বলেছিল সুন্দর মানিয়েছে। এক সপ্তাহ আগে যে শাড়িতে মানায় এক সপ্তাহ পরে তাতে মানায় না, এ কেমন কথা?

লতিফা আজ বেশ সুস্থ। গত রাতে ভাল ঘুম হয়েছে। সকালে নাশতা খেয়েছেন। দুপুরে ভাত খেয়ে ঘুমিয়েছেন। সারাদিনে একবারও জ্বর আসেনি। অনেক দিন পর প্রথমবারের মত তাঁর মনে হয়েছে হয়ত শরীর আবার আগের মত হবে। সংসার ফিরে পাওয়া যাবে। তাকে কেউ আর এড়িয়ে চলবে না।

মুনা বলল, তুমি ডেকেছিলে নাকি মামী?

লতিফা উজ্জ্বল চোখে বললেন, বোস তুই। অনেক কথা আছে। আমার পাশে বোস।

তোমার শরীর আজ মনে হয় ভাল?

হুঁ। জ্বর নেই। দেখ গায়ে হাত দিয়ে দেখ।

মুনা তাঁর কপালে হাত রাখল। গা ঠাণ্ডা। জ্বর সত্যি সত্যি আসেনি। লতিফা আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কি, জ্বর আছে?

না। এখন বল কি বলবে। আমার হাতে সময় নেই। এক জায়গায় যাব।

দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে আয়।

এমন কি কথা দরজা বন্ধ করতে হবে?

আহ্ বন্ধ করতে বলছি কর না।

মুনা অবাক হয়েই দরজা বন্ধ করল। লতিফা বিছানায় উঠে বসলেন—গতকাল বকুলের ইস্কুলের একজন মিসট্রেস বাসায় এসেছিলেন। মুনা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, কে? রেহানা আপা?

হুঁ। বকুলের জন্যে একটা বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। খুবই ভাল ছেলে। ভাল বংশ। উনার দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়।

মুনা বিরক্ত স্বরে বলল, এই সব আমি শুনতে চাই না। বাদ দাও তো।

সবটা না শুনেই এ রকম করছিস কেন? সবটা আগে শোন। বাবা-মা'র একমাত্র ছেলে। জাপানে গেছে গত বছর। কম্পিউটার না কিসে যেন ডিগ্রী করেছে। বকুলকে সে দেখেছে। খুব পছন্দ হয়েছে।

দেখল কোথায়?

ছেলে এই মিসট্রেসের কাছে গিয়েছিল। তারপর উনি বকুলকে ক্লাস থেকে ডেকে নিয়ে যান। বকুল অবশ্যি কিছু বুঝতে পারেনি।

মুনা বলল—বুড়ো ছেলে, বাচ্চা মেয়েকে বিয়ে করতে চায়, ওর মাথা-টাথা কি খারাপ নাকি? এইসব চিন্তা বাদ দাও তো মামী। লতিফা অবাক হয়ে বললেন—এ রকম ছেলে পরে তুই পাবি কোথায়? ছেলের ছবি আছে। ছবি দেখ তুই। ছবি দেখার পর...।

আমার ছবি-টবি দেখতে হবে না।

আগেই রাগ করছিস কেন? বকুলের একটা ভাল বিয়ে হোক এটা তুই চাস না?

চাইব না কেন, চাই। কিন্তু ওর বিয়ের বয়স হতে হবে তো? কেন এত ব্যস্ত হয়েছ?

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

মেট্রিকটা অন্তত পাস করতে দাও। ছেলে অপেক্ষা করুক।

না, ছেলে অপেক্ষা করতে পারবে না। তিন মাসের ছুটিতে এসেছে, বিয়ে করে বউ নিয়ে যাবে। তুই অমত করিস না। তোর মামার সঙ্গে কথা বলছিলাম, সে রাজি আছে।

আমাদের রাজি আর অরাজিতে কিছু আসে যায় না। বকুল কিছুতেই রাজি হবে না। কেঁদে বাড়ি মাথায় তুলবে। কেন বুঝতে পারছ না?

লতিফা গম্ভীর স্বরে বললেন, না ও কাঁদবে না।

বুঝলে কি করে কাঁদবে না?

বকুলের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। ওর মত আছে। বলেছে আমাকে।

বল কি তুমি!

লতিফা টেনে টেনে বললেন, রাজি কেন হবে না বল? মেয়ে তো বোকা না। যথেষ্ট বুদ্ধি আছে। কোনটাতে ভাল হবে এটা সে জানে।

জানলে তো ভালই। বিয়ে দিয়ে দাও। আর কি?

মুনা মুখ কালো করে উঠে দাঁড়াল।

যাচ্ছিস কোথায়? কথা শেষ হয়নি আমার।

কথা শোনার আমার তেমন কোন ইচ্ছা নেই। তোমরা নিজেরা নিজেরাই শোন।

বকুল ভাত চাপিয়েছে। তার মুখ একটু বিষণ্ণ। মুনা আপা অকারণে তার উপর এতটা রাগ করবে সে ধারণাও করেনি। সবাই তার সঙ্গে এমন খারাপ ব্যবহার করে কেন? বকুল দেখল মুনা দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সে অবাক হয়ে বলল, তুমি এখনো যাওনি?

না।

কী করছিলে? এতক্ষণ ধরে মা'র সঙ্গে এমন কি আলাপ?

মুনা কড়া গলায় বলল, গতকাল তোর টিচার এসেছিল এই কথা তুই আমাকে বললি না কেন?

তুমি রাগ করবে এই জন্যে বলিনি।

শুনলাম জাপানের ঐ ছেলের সঙ্গে বিয়েতে তোর মত আছে। মামীকে নাকি তুই বলেছিস?

বকুল জবাব দিল না। মুনা তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, কথার জবাব দে। চুপ করে আছিস কেন?

বকুল থেমে থেমে বলল—মা আমাকে খুব আগ্রহ করে বলছিল। তার মুখের উপর না বলতে খারাপ লাগল। মা বেশিদিন বাঁচবে না। তাঁকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করছিল না।

মুনা তাকিয়ে রইল বকুলের দিকে। বকুল সহজ স্বরে বলল—তোমার মা যদি এ রকম অসুস্থ হত আর সে যদি তোমার হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে বিয়ের কথা বলত তাহলে তুমিও রাজি হতে। হতে না?

এ রকম বাজে তর্ক কার কাছ থেকে শিখেছিস?

বকুল জবাব দিল না। মাথা নিচু করে বসে রইল। আজ সে একটা ছাপা শাড়ি পড়েছে। এত সুন্দর লাগছে তাকে দেখতে। মুনা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। আরো কড়া কড়া কিছু কথা বলতে গিয়েও বলতে পারল না। প্রতিমার মত একটি কিশোরীকে কোন কড়া কথা বলা যায় না। মুনা কোমল স্বরে বলল, কাঁদছিস কেন তুই? বকুল চোখ মুছে বলল, তোমরা সবাই আমার সঙ্গে এ রকম করবে আর আমি কাঁদতে পারব না?

সেকেণ্ড পিরিয়ডে রীতা আপার ক্লাস। ইংলিশ সেকেণ্ড পেপার। রীতা আপাকে ছাত্রীরা

www.MurchOna.com

আড়ালে ডাকে রয়েল বেঙ্গল। ভয়ানক রাগী। এবং তিনি বেছে বেছে এমন সব ছাত্রীদের পড়া জিজ্ঞেস করেন যারা সেদিন শিখে আসেনি। সবার ধারণা—কপালের মাঝখানে তাঁর একটা তিন নম্বর চোখ আছে, যেই চোখ দিয়ে তিনি দেখে ফেলেন কে পড়া করেছে কে করেনি।

বকুল বসে বসে ঘামছিল। রীতা আপা ক্লাসে ঢুকে প্রথম প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করবেন তাকে। প্রথম দাঁড়াতে বলবেন। তারপর শীতল চোখে তাকাবেন। ক্লাসের সমস্ত সাড়াশব্দ যখন থেমে যাবে তখন প্রশ্ন করবেন। প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করবেন আলাদা আলাদা ভাবে। এবং এমন প্রশ্ন করবেন যার উত্তর ক্লাসের কেউই জানে না।

আজও তাই হল। রীতা আপা ঢুকেই বললেন—বকুল দাঁড়া। বকুল দাঁড়াল। আপা তাকে অবাক করে দিয়ে বললেন, কমন রুমে চলে যা। রেহানা আপা তোকে ডাকছেন। বই-খাতা নিয়ে যা।

রেহানা আপা দারুণ ব্যস্ত। হাতে একগাদা কাগজপত্র কিন্তু মুখ হাসি হাসি। বকুল তার পাশে দাঁড়াতেই তিনি বললেন—বকুল, তুই বাড়ি চলে যা। আজ বিকেল পাঁচটার সময় তোকে দেখতে আসবে, মাকে বলবি। সাজগোজ বেশি করবার দরকার নেই। ছেলের মা আর এক ফুপু আসবে। খবর না দিয়ে হঠাৎ গিয়ে দেখার কথা। সেজেগুজে থাকলে বুঝে ফেলবে। বুঝেছিস?

বকুল মাথা নাড়ল। সে বুঝেছে।

যা একটা রিকশা নিয়ে বাড়ি চলে যা। শাড়ি পরে থাকবি। কামিজটামিজ না। আর শোন, দুপুরে কাঁচা হলুদ দিয়ে গোসল করিস, রঙ খুলবে। অবশ্যি তোর রঙ খারাপ না। চাপা রঙ। এটাই ভাল।

বকুল সরাসরি বাড়ি এল না। গেল টিনা ভাবীদের বাড়ি। অনেক দিন পর আসা। টিনা ভাবী ঘুমুচ্ছিল। সে ঘুমঘুম চোখে দরজা খুলে দিল।

কেমন আছ ভাবী?

আর কেমন আছি। আমাদের খোঁজখবর কে করে? তোর ফজলু ভাই দারুণ রেগে আছে, তোকে মজা দেখাবে। কাবলিওয়ালা দেখতে এলি না কেন?

বাসা থেকে আসতে দেয়নি। মুনা আপা নট বলে দিয়েছিল।

এরকম দারোগা আপা জোগাড় করলি কোত্থেকে?

বকুল মৃদু হাসল।

তোর এই আপাকে আমার একেবারে সহ্যই হয় না। কি রকম পুরুষ পুরুষ মেয়ে।

বকুল অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। মুনা আপার নামে কেউ কিছু বললে তার খারাপ লাগে। টিনা ভাবী বললেও লাগে। যদিও তার প্রায়ই মনে হয় টিনা ভাবীকেই সে সবচে বেশি ভালবাসে।

তোর বিয়ে হচ্ছে—এ রকম একটা গুজব শোনা যাচ্ছে, এটা কি সত্যি?

বলেছে কে তোমাকে?

যেই বলুক, সত্যি কি না বল?

না সত্যি না।

টিনা ঘাড় কাত করে হাসতে লাগল। বকুল বলল, হাসছ কেন?

এম্নি।

এই ক'দিনের মধ্যে তোমার পেট অনেকখানি বড় হয়ে গেছে ভাবী।

তা হয়েছে। আমার মনে হয় যমজ। দুজন আছে এখানে।

যমজ হলে ভালই হয়।

তোর হোক তখন বুঝবি—ভাল কি মন্দ। রাতে ঘুমুতে পারি না। সবচে অসুবিধা তোর ভাইয়ের। বেচারা ক'দিন ধরে দারুণ মনোকষ্টে আছে।

কেন?

তা বলা যাবে না।

টিনা রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসতে লাগল। বকুল লজ্জা পেয়ে গেল। টিনা বলল, তুই এমন টমেটোর মত লাল হয়ে গেলি কেন? বুঝতে পেরেছিস নাকি কি জন্যে মনোকষ্টে আছে?

না।

আবার মিথ্যা কথা। ঠিকই বুঝেছিস। আজ তুই সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকবি। তোর ফজলু ভাই আসুক, তারপর যাবি। সে অনেকদিন তোকে না দেখে মন খারাপ করে আছে।

আজ থাকতে পারব না ভাবী, আমার কাজ আছে।

কি কাজ? এত কাজের লোক হলি কবে থেকে? বস গল্প করব। বিছানায় পা উঠিয়ে বস না।

বকুল বসল। টিনা এসে বসল তার পাশে। একটা হাত রাখল বকুলের কোলে। মৃদু স্বরে বলল, তুই দিন দিন যা সুন্দর হচ্ছিস। আমারই লোভ লাগে।

কি যে বল তুমি।

যে তোকে বিয়ে করবে সে প্রথম তিন মাস এক ফোঁটাও ঘুমুতে দেবে না। সারা রাত জাগিয়ে রাখবে। যদি না রাখে আমার নাম বদলে ফেলব।

থাক তোমার নাম বদলানোর দরকার নেই।

টিনা মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল। তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে বলল—আমার চেহারা-ছবি তো দেখছিস। এই আমাকেই তোর ভাই এক মাস রাতে ঘুমুতে দেয়নি। সারা রাত জেগে থাকি দিনের বেলায় ফাঁক পেলেই ঘুমাই। শ্বশুর বাড়িতে সবাই হাসাহাসি করে।

বকুল কিছু বলবে না ভেবেও বলে ফেলল, এখন আর তোমাকে জাগায় না?

নাহ্। আগের মত না।

বকুল বিকেল তিনটা পর্যন্ত থাকল সেখানে। টিনা ভাবীর সঙ্গে কথা বলা একটা নেশার মত। কিছুতেই উঠে আসতে ইচ্ছে করে না। পুরুষদের নিয়ে এমন সব মজার মজার গল্প সে জানে শুধু শুনতে ইচ্ছা করে। আজ সে এমন একটা গল্প বলেছে যে শুনলেই গা ঝিমঝিম করে।

টিনা ভাবীর এক খালার বিয়ে হয়েছে রাজশাহীতে। টিনা ভাবী তখন মাত্র মেট্রিক দিয়েছে। সেও গিয়েছে বিয়েতে। সমবয়সী মেয়েরা শাড়ি পরে ছুটোছুটি করছে। সেও করছে। রাত ন'টার সময় বর এল। সবাই ছুটে গেল গেট ধরতে। সে গেল ছাদে। সেখান থেকে সমস্ত ব্যাপারটা ভাল করে দেখা যাবে। তখন হঠাৎ ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। ছাদে পাঞ্জাবী পরা একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলল, ও খুকী ভয় লাগছে? তারপর...।

গল্প শেষ হবার পর বকুল ক্ষীণ স্বরে বলল, তুমি ফজলু ভাইকে বলেছ এই ঘটনা?

পাগল হয়েছিস? সবাইকে সব কথা বলা যায়! মেয়েদের অনেক কথা পুরোপুরি গিলে ফেলতে হয়।

ঐ লোকটির সঙ্গে আর দেখা হয়েছিল?

না। আর হলেই কি? তুই দেখি গল্প শুনে ঘামতে শুরু করেছিস। মেয়ে হয়ে জন্মানোর অনেক কষ্ট রে বকুল।

এ সময় বাড়িতে মা ছাড়া অন্য কারো থাকার কথা নয়। কিন্তু বকুল অবাক হয়ে দেখল বাবা খালি গায়ে বারান্দায় ক্যাম্পখাটে বসে আছেন। তাঁরো কি অফিস ছুটি? নাকি তিনি খবর পেয়েছেন রেহানা আপা আসবেন ছেলের মাকে নিয়ে?

শওকত সাহেবের মুখ অত্যন্ত বিমর্ষ। খালি গায়ে থাকার জন্যেই হয়ত তাঁকে দেখাচ্ছে বুড়ো মানুষের মত। তিনি বকুলের দিকে না তাকিয়েই বললেন—আজ ক্লাস হয়নি? কি অবস্থা, তিন মাস পর মেট্রিক পরীক্ষা।

বকুল কিছু বলল না। মেট্রিক পরীক্ষার এখনো অনেক দেরি। সেদিন মাত্র ক্লাস টেনেই হাফ ইয়ার্লি হল। কিন্তু বাবার মাথায় কি করে যেন তিন মাস ঢুকে গেছে।

ইস্কুলে পড়ায় না?

পড়ায়।

আর পড়ায়। পড়াশোনা কি দেশে আছে? ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি দে।

বকুল পানি নিয়ে এল। শওকত সাহেব তৃষ্ণার্তের মত পানি পান করলেন। তৃষ্ণা মিটল না।

আরেক এক গ্লাস পানি দে।

সরবত বানিয়ে দেব? ঘরে কাগজি লেবু আছে।

দে। তোর মার শরীর আজ কেমন?

ভাল।

ভাল? এর নাম ভাল। বিছানা থেকে নামতে পারে না—আর শরীর ভাল। খাওয়া-দাওয়া করেছে?

আমি তো জানি না। সকালে ইস্কুলে চলে গেলাম।

যা আগে খোঁজ নিয়ে আয়। মা-বাপের দিকে একটু লক্ষ্য রাখিস। এটা আবার বলে দিতে হয় কেন?

লতিফা জেগেই ছিলেন। বকুলকে ঢুকতে দেখে মাথা উঁচু করে বললেন—তোর বাবা এসেছে নাকি? কথা শোনা যাচ্ছে।

এসেছে।

দরজা খুলল কিভাবে?

দরজা খোলা ছিল বোধ হয়।

না। আমি নিজের হাতে বন্ধ করলাম। তুই জিজ্ঞেস করে আয় দরজা খুলল কিভাবে?

জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। আমি পারব না।

জিজ্ঞেস করতে অসুবিধা কি? তোকে তো খেয়ে ফেলবে না।

বকুল বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকাল। অসুস্থ হবার পর লতিফার এমন হয়েছে। সামান্য ব্যাপারে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েন।

বকুল, তোর বাবা রোজ এমন সকাল সকাল বাড়ি আসছে কেন?

রোজ আসছে নাকি?

www.MurchOna.com

কালও তো একটার সময় চলে এসেছে। এর আগের দিন এসেছে দু'টার সময়।

অফিসে কাজ-টাজ বোধ হয় বেশি নেই।

কাজ থাকবে না কেন? কি যে বলিস। যা তো জিজ্ঞেস করে আয়—রোজ এত সকাল সকাল আসে কেন?

আমি জিজ্ঞেস করতে পারব না মা।

তাহলে ডেকে দে, আমি জিজ্ঞেস করছি।

ঠিক আছে দিচ্ছি—তুমি কিছু খেয়েছিলে মা?

দুধ-মুড়ি খেয়েছি। যা তোর বাবাকে আসতে বল।

শওকত সাহেব নিঃশব্দে সরবত খেলেন। গ্লাস শেষ করে বিরক্ত স্বরে বললেন, ছেঁকে দিতে পারলি না, লেবুর ছোবরায় গ্লাস ভর্তি। কোন-একটা কাজ ঠিকমত করতে পারিস না, না?

বকুল চুপ করে রইল। শওকত সাহেব বললেন, তোর মা কিছু খেয়েছে?

হ্যাঁ। দুধ-মুড়ি।

রোজ দুধ-মুড়ি। মুড়ির মধ্যে আছেটা কি? এর চাইতে এক বাটি ডাল খেলে পুষ্টি বেশি হয়। যত বেকুবের মত কাজ।

বকুল ক্ষীণ স্বরে বলল, মা তোমাকে ডাকে।

এখন তার ভ্যাজর ভ্যাজর শুনতে পারব না। আমার পাঞ্জাবী এনে দে-বাইরে যাব।

কখন ফিরবে?

শওকত সাহেব জবাব দিলেন না। ছেলে-মেয়েদের সব কথার তিনি জবাব দেন না।

রেহানা আপা আসার কথা বিকাল পাঁচটায়, তিনি চারটার মধ্যেই চলে এলেন। তার সঙ্গে অসম্ভব বেঁটে এবং অতিরিক্ত মোটা এক মহিলা। ইনিই সম্ভবত ছেলের মা। আরেকজন তাঁর মত বেঁটে কিন্তু দারুণ রোগা—ছেলের ফুপু হবেন। রেহানা আপা বকুলকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন—শাড়ি পরতে বলেছিলাম না? এখনো ইস্কুলের ড্রেসই পরে আছিস? মাথায় বুদ্ধি-শুদ্ধি কিছু আছে না সবটাই গোবর?

আপনি বলেছিলেন পাঁচটার সময় আসবেন।

পাঁচটার সময় আসব বলেছি বলেই তুই পাঁচটা বাজার দু'মিনিট আগে কাপড় বদলাবি? আর তুই পা ছুঁয়ে সালাম করলি না কেন?

এখন করব?

এখন করবি কোন্ অজুহাতে? যাবার সময় করিস। আর মুখ এমন আমসি করে আছিস কেন? হাসিমুখে থাক। তাই বলে কথায় কথায় হাসার দরকার নেই।

ছেলের মাকে বকুলের পছন্দ হল। খুব রসিক মহিলা। ছোটখাট জিনিস নিয়ে মজার মজার রসিকতা করতে লাগলেন। এবং এক ফাঁকে বকুলকে বললেন—আমাকে দেখে অনেকেই মনে করে আমার ছেলেমেয়েগুলি বোধ হয় আমার সাইজের। আসলে তা না, ওরা সবাই ওদের বাবার মত লম্বা। তবে আমি নিশ্চিত আমার নাতিগুলি হবে আমার সাইজের। এই বলেই তিনি খুব হাসতে লাগলেন। হাসি এমন আন্তরিক যে সবাই তাতে যোগ দিল। বকুলের সঙ্গে তার কথাবার্তা হল খুবই কম। একবার শুধু জিজ্ঞেস করলেন—

তোমার ভাল নাম কি মা? তার উত্তর শোনার জন্যেও অপেক্ষা করলেন না, অন্য প্রশ্ন করলেন। বেশ মহিলা।

যাবার সময় বকুল পা ছুঁয়ে সালাম করতেই তিনি তাকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেলেন। অনেকদিন বকুলকে এমন ভাবে কেউ আদর করেনি।

৭

মামুন বলল—কি কেমন দেখছ? বাসা পছন্দ হয়? মুনা এতটা আশা করেনি। সে মুগ্ধ কণ্ঠে বলল, খুবই সুন্দর। তুমি মোটামুটি বলছিলে কেন? মামুন হাসতে শুরু করল।

এস পেছনের বারান্দাটা দেখ।

পেছনেও বারান্দা আছে নাকি?

থাকবে না মানে। এখন বল বাসা কেমন?

চমৎকার! সত্যি চমৎকার।

একটু দূর হয়ে গেল তাই না?

হোক দূর।

বসবার কোন ব্যবস্থা নেই। মামুন পা ছড়িয়ে মেঝেতে বসল—জিনিসপত্র কিনে ঘর-দুয়ার গোছাও এখন। চল আজ ফেরার পথে বড় দেখে একটা খাট কিনে ফেলি।

তোমার মাথায় শুধু খাট ঘুরছে।

তা ঘুরছে। ফোমের একটা গদি কিনব—বুঝলে মুনা। সাড়ে নশ' টাকা দাম।

বাজে খরচ করার পয়সা আমাদের নেই।

ঐটা আমি কিনবই, তুমি যাই বল না কেন। দাঁড়িয়ে আছ কেন বস।

মামুন হাত ধরে মুনাকে টেনে পাশে বসাল। কেমন নির্জন চারদিক। একটু যেন গা ছমছম করে। মুনা ক্ষীণ স্বরে বলল—হাত সরাও, প্লীজ।

এ রকম করছ কেন তুমি? আমার উপর বিশ্বাস নেই তোমার?

মুনা জবাব দিল না। মামুন তাকে কাছে টানল। গাঢ় স্বরে বলল—এমন শক্ত হয়ে আছ কেন? কেউ তো দেখছে না।

চল আজ যাই, সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

হোক সন্ধ্যা তুমি বস তো।

তুমি এ রকম কর, বসতে ভাল লাগে না।

কিচ্ছু করব না তুমি সহজ হয়ে বস।

ওয়ার্ড অব অনার?

হ্যাঁ, ওয়ার্ড অব অনার। শুধু আমার হাত থাকবে তোমার হাতে। নাকি তাতেও আপত্তি?

না তাতে আপত্তি নেই।

মামুন গাঢ় স্বরে বলল—চল তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরে ফেলি—আর ভাল্লাগছে না। আগে যে রকম কথা ছিল সে রকমই করি। কাজীর অফিসে গিয়ে ঝামেলা মিটিয়ে দি।

মামা রাজি হবে না। ছোট করে হলেও একটা অনুষ্ঠান করতে হবে।

www.MurchOna.com

মুনার কথা শেষ হবার আগেই মামুন তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। মুনা কোন বাধা দিল না। তারা সন্ধ্যা না মিলানো পর্যন্ত থাকল সেখানে।

রহস্যময় কিছু সময় কাটল তাদের।

মুনা রোজ ভাবে সকাল সকাল ঘুমুতে যাবে কিন্তু রোজই দেরি হয়। আজও দেরি হল। বারোটার সময় বাতি নেভাতে যেতেই বকুল বলল, একটু পরে আপা। আর পাঁচ পৃষ্ঠা বাকি আছে। মুনা বিরক্ত স্বরে বলল—মশারির ভেতরে বসে গল্পের বই পড়িস কেন? চোখ নষ্ট হবে। আর প্রতিদিন একটা করে বই জোগাড় করিস কোত্থেকে?

ফজলু ভাই এনে দেয়।

আমি বারান্দায় বসছি। বই শেষ হলে ডেকে দিস।

আজ গরম নেই। আশ্বিনের শেষাশেষি। শেষ রাতের দিকে ভাল ঠাণ্ডা পড়ে। মুনা ক্যাম্পখাটে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। পাঁচ পৃষ্ঠা বাকি কথাটা মিথ্যা। অনেকখানিই বাকি। মুনাকে ডাকতে কেউ আসে না।

শওকত সাহেবকে বারান্দার দিকে আসতে দেখা গেল। তিনি মুনাকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, অন্ধকারে বসে আছিস কেন? সাড়ে বারোটা বাজে।

এম্নি বসে আছি। তুমি নিজেও তো অন্ধকারে হাঁটাহাঁটি করছ। কিছু খুঁজছ নাকি?

দড়ি আছে?

দড়ি দিয়ে কি করবে?

মশারি খাটাব।

মশারি তো খাটানোই আছে। আবার নতুন করে খাটাবে কি?

শওকত সাহেব থেমে থেমে বললেন—বসার ঘরে বিছানা করছি। আজ থেকে আলাদা শোব।

কেন?

প্রত্যেক দিন রুগীর সাথে শুয়ে শুয়ে শরীরটাই আমার খারাপ হয়ে গেছে।

শওকত সাহেব বিরক্তির ভঙ্গি করে বসার ঘরের দিকে গেলেন। সেখানে সত্যি সত্যি একটা বিছানা করা হয়েছে। নোংরা একটা মশারি খাটানোর চেষ্টাও হচ্ছে। মশারির তিন কোণা শিথিলভাবে ঝুলছে। দড়ির অভাবে চার নম্বর কোণাটির গতি হচ্ছে না। মুনা বলল—দুপুর রাতে দড়ি পাওয়া যাবে না। তুমি একটা কয়েল জ্বালিয়ে শুয়ে থাক।

কয়েল আছে?

আছে, এনে দিচ্ছি। আচ্ছা মামা, সত্যি করে বল তো তোমার কি হয়েছে?

কি আবার হবে? রুগীর সাথে ঘুমাতে চাই না। এর মধ্যে হওয়া-হওয়ির কি আছে?

এই কথা না। তুমি নাকি প্রতিদিন দুপুরে অফিস-টফিস বাদ দিয়ে ঘরে এসে বসে থাক?

কে বলেছে, লতিফা?

হ্যাঁ। ব্যাপার কি?

ব্যাপার কিছু না। অফিসে একটা ঝামেলা যাচ্ছে।

ঝামেলা গেলে তো সেখানেই বেশিক্ষণ থাকা উচিত। কি ঝামেলা বল?

শওকত সাহেব বিরক্ত স্বরে বললেন, ভ্যাজর ভ্যাজর করিস না। কয়েল জ্বালিয়ে দিয়ে যা। আর দেখ হাতপাখা পাওয়া যায় কি না। বিশ্রী গরম।

www.MurchOna.com

গরম কোথায়? বেশ তো ঠাণ্ডা।

শওকত সাহেব গুম হয়ে বসে রইল। এখন তিনি আর কথা-টথা বলবেন না। মুনা কয়েল আনতে গেল। মামীর ঘরের ড্রয়ারে এক প্যাকেট কয়েল আছে।

লতিফা জেগে ছিলেন। মুনা ড্রয়ার খুলতেই তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, তোর মামা আলাদা ঘুমাচ্ছে কেন রে?

এই ঘরে গরম লাগে। বাতাস-টাতাস নেই।

ফ্যান আছে তো।

ফ্যানের বাতাসে তার ঘুম হয় না। একেক জনের একেক স্বভাব।

লতিফা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, এতদিন তো ঘুম হয়েছে। আজ হবে না কেন? বলতে বলতেই তার গলা ভারি হয়ে এল। মুনা এসে বসল বিছানার পাশে। লতিফা বললেন, এক সময় তোর মামা, আমাকে বিয়ে করবার জন্যে কত কাণ্ড করেছে।

এই গল্প মুনার জানা। মামীর কাছ থেকে অসংখ্য বার শুনেছে। আজ রাতে আরেকবার হয়ত শুনতে হবে।

মুনা, কি সব পাগলামি কাণ্ড যে সে করেছে। একবার শুনলাম সে বিষ খাবে। এক বোতল র‍্যাটম না কি যেন জোগাড় করেছে। আমি ভয়ে বাঁচি না। কি কেলেঙ্কারি কাণ্ড। বাড়িতে সবাই দোষ দিচ্ছে আমাকে। আমি কি জানি বল? আমার সঙ্গে কোনদিন তার একটা কথাও হয়নি।

বলতে বলতে শাড়ির আঁচলে লতিফা চোখ মুছলেন। প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে মুনা বলল, বকুলের হবু শাশুড়ী নাকি লম্বায় দেড় ফুট? বিয়ের ডেট-ফেট ফেলে দিয়েছ নাকি মামী?

না ডেট হয়নি। বিয়ে নিয়ে কোন কথাবার্তাই হয়নি।

দুই বেয়ানে কি নিয়ে গল্প করলে?

লতিফা খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন। সম্ভবত মনে করতে চেষ্টা করছেন। কিছুই মনে করতে পারলেন না। মুনা বলল, শুয়ে থাক মামী। বাতি নিভিয়ে দেই। লতিফা চাপা স্বরে বললেন, আমি বেশিদিন বাঁচব নারে।

বুঝলে কিভাবে?

কয়েকদিন আগে স্বপ্নে দেখলাম আমি আর তোর মা দুজনে বসে ভাত খাচ্ছি। স্বপ্নে মরা মানুষদের সঙ্গে খেতে বসা দেখা খুব খারাপ। যে দেখে সে আর বাঁচে না।

কি দিয়ে ভাত খাচ্ছিলে?

লতিফা জবাব দিলেন না। চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইলেন। মুনা বাতি নিভিয়ে বের হয়ে এল। বুকলের পাঁচ পৃষ্ঠা এখনো শেষ হয়নি। মুনা কোন কথা না বলে বাতি নিভিয়ে দিল। বকুল বলল, আর একটা পাতা আপা, প্লিজ।

কোন কথা না, ঘুমো।

এই পাতাটা শেষ না করলে আমার ঘুম আসবে না।

ঘুম না এলে জেগে থাক। কথা বলিস না। কি বই এটা?

উপন্যাস।

কার লেখা?

সতীনাথ ভাদুড়ির—অচিন রাগিনী। ফজলু ভাই এনে দিয়েছেন লাইব্রেরী থেকে।

ভাল নাকি খুব?

www.MurchOna.com

মোটামুটি।

মোটামুটি? তুই যে ভাবে পড়ছিস তাতে তো মনে হয় রসগোল্লা ধরনের উপন্যাস।

বকুল খিলখিল করে হেসে উঠে জড়িয়ে ধরল মুনাকে। মুনা বিরক্ত স্বরে বলল, হাত উঠিয়ে নে। গরম লাগছে। বকুল হাত সরাল না। আরো কাছে ঘেঁষে এসে বলল, তুমি এত ভাল কেন মুনা আপা?

জানি না কেন। বিরক্ত করিস না।

বকুল মৃদু স্বরে বলল, একটা গল্প বল না আপা।

কি মুশকিল, রাত দেড়টার সময় গল্প কিসের?

একটা বল আপা। তোমার পায়ে পড়ি? ভূতের গল্প। সত্যি সত্যি তোমার পায়ে ধরছি কিন্তু।

আহ্ কেন সুড়সুড়ি দিচ্ছিস?

আপা প্লীজ, প্লীজ।

মুনাকে গল্প শুরু করতে হল। ওপাশের বিছানা থেকে বাবু ক্ষীণ স্বরে বলল, একটু জোরে বল আপা, আমিও শুনছি। মুনা অবাক হয়ে বলল, এখনো জেগে আছিস?

হুঁ। ঘুম আসছে না, কি করব?

এইটুকু বয়সে আবার ঘুম আসবে না কেন? আজও মাথা ধরেছিল?

বাবু অস্পষ্ট ভাবে কি যেন বলল। পরিষ্কার বোঝা গেল না। মুনা উঁচু গলায় বলল—কি বলছিস ভাল করে বল। ধরেছিল?

হ্যাঁ।

কাল সকালে মনে করিস তো একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।

ঠিক আছে।

গল্প শেষ হতে হতে অনেক রাত হয়ে গেল। বকুল বলল, বাথরুমে যেতে হবে তুমি একটু দাঁড়াও। বাবুরও বাথরুম পেয়ে গেল। বাবু বলল, আজ না ঘুমিয়ে সারারাত গল্প করলে কেমন হয় আপা? মুনা বিরক্ত স্বরে বলল, ফাজলামি করিস না, বাথরুম শেষ করে ঘুমুতে যা। আর একটি কথাও না।

তারা তিনজন দরজা খুলে বাইরে বেরিয়েই দেখল শওকত সাহেব উবু হয়ে বারান্দায় বসে আছেন। অন্ধকার বারান্দা। তাঁর হাতের জ্বলন্ত সিগারেট শুধু ওঠানামা করছে। মুনা ডাকল—মামা! তিনি ফিরে তাকালেন। কোন উত্তর দিলেন না।

একা একা কি করছ মামা?

কিছু করছি না।

শওকত সাহেব নিঃশব্দে ঘরের ভেতর ঢুকে গেলেন। বকুল চাপা স্বরে বলল, বাবার কি হয়েছে মুনা আপা? মুনা বলল, কিছুই হয়নি। ঘুম আসছে না তাই বসে ছিল বারান্দায়। কেন জানি বকুলের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। বাবার বসে থাকার ভঙ্গিটা কেমন দুঃখী দুঃখী। তার মনে হল বাবা লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদছিল। মানুষের কত রকম গোপন দুঃখ থাকে। তার নিজেরও আছে। প্রায়ই সে এ রকম একা একা কাঁদে। তার মত দুঃখ তো বাবা-মা'দেরও থাকতে পারে। ভাবতে ভাবতেই বকুলের চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। অল্পতেই তার কান্না পায়।

www.MurchOna.com

৮

সকাল ন'টার মত বাজে।

বাকের জলিল মিয়ার চায়ের দোকানের সামনে বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। কড়া রোদ বাইরে। বাকেরের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। জলিল মিয়া ডাকল—বাকের ভাই, আসেন চা খান। বাকের জবাব দিল না। সব কথার জবাব দেয়া ঠিক না। এতে মানুষের কাছে পাতলা হয়ে যেতে হয়। সে এগিয়ে গিয়ে পান-বিড়ির দোকানটার সামনে দাঁড়াল। বেশ কয়েকজন কাস্টমার দাঁড়িয়ে আছে সেখানে, দোকানদার সবাইকে বাদ দিয়ে হাসি মুখে জিজ্ঞেস করল, কি দিব বাকের ভাই?

সিগ্রেট দে।

ফাইভ ফাইভ?

বাকের এমন ভাবে তাকাল যেন সে দারুণ বিরক্ত হয়েছে। তাকে ক্ষমা করে দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, অন্য কোন সিগ্রেট খাই? দোকানদার জীভে কামড় দিয়ে একটা সিগ্রেট বের করল। বাকের গম্ভীর গলায় বলল, এক প্যাকেট দে। সে একটা চকচকে একশ টাকার নোট ছুঁড়ে ফেলল।

আজ তার মন নানান কারণে খারাপ হয়ে আছে। গত রাতে খবর পাওয়া গেছে ইয়াদ চাকরি পেয়েছে। দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টা ইয়াদের সঙ্গে ওঠাবসা অথচ এই খবরটা ইয়াদ তাকে দেয়নি। অন্যের কাছে জানতে হল। খবরটা যাচাই করবার জন্যে সে সাত সকালে গিয়েছিল ইয়াদের বাড়ি। ইয়াদ হাই তুলে বলল, আর কতদিন এম্নি এম্নি ঘুরব? আর চাকরিটাও খারাপ না। ঘোরাঘুরি আছে। টি এ ডি এ পাওয়া যায়।

কবে থেকে চাকরি?

সামনের মাসের এক তারিখ থেকে। দেরি আছে। চল যাই চা খেয়ে আসি। নাশতা করেছিস?

চা খেতে খেতেই বাকের একবার বলল, আমরা চারজন মিলে যে স্পেয়ার পার্টস-এর দোকান দেব বলেছিলাম তার কি?

আরে দূর এইসব কি আর হয় নাকি? দুইজন তো ভেগেই গেল, বিয়ে-সাদী করে একেবারে গেরস্ত।

তুই আর আমি দুইজনে মিলে করতে পারতাম।

পয়সা কই?

ইয়াদ খানিকক্ষণ পরই গলা নিচু করে বলতে লাগল, বড় ভাই এদিকে আবার ফ্যাচাং বাঁধিয়ে ফেলেছে। আই এ পাস এক মেয়ের সাথে সম্বন্ধ করে ফেলেছে। মেয়ে কালো কিন্তু সুইট দেখতে। একটু অবশ্যি রোগা।

বাকের একটি কথাও বলল না। গম্ভীর হয়ে রইল। ইয়াদ নিজের মনেই কথা বলে যেতে লাগল—আমি নিজে তো মেট্রিকটাও পাস করতে পারলাম না। এদিকে বউ হল গিয়ে আই এ। শালা কেলেঙ্কারি অবস্থা। এখন বউ যদি বি এ পড়তে চায় তাহলে গেছি। বড় ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়ে গেলাম। ইয়াদের মুখ দেখে মনে হল না ঝঞ্ঝাটের জন্যে সে বিরক্ত। বরং মনে হল সে সমস্ত ব্যাপারটাই বেশ উপভোগ করছে।

বাকের চা শেষ না করেই উঠে এল। এটা ঠিক যে পাড়ার সবাই তাকে খাতির করে। কিন্তু দল ভেঙে যাচ্ছে। এ সব লাইনে দল ভেঙে গেলে খাতির থাকে না। দেখতে দেখতে

www.MurchOna.com

চ্যাংড়ারা উঠে আসবে। গত সপ্তাহেই তার চোখের সামনে মজনু সিগারেট টানতে টানতে রিকশায় উঠল। একটা চড় দিলে দুটো চড়ের জায়গা নেই যার তার এতবড় সাহস।

বাকের জলিল মিয়ার চায়ের স্টলে ঢুকল। জলিল মিয়া নিজেই গলা উঁচিয়ে ডাকল—গফফর, গরম পানি দিয়া ভাল কইরা বাকের ভাইরে চা দে। কাপ ধুইয়া দিস। বাকের বসে রইল উদাস ভঙ্গিতে। এখানে চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া এখন আর কোন কাজ নেই। ইস্কুলের সময় হয়ে গেছে, পাড়ার মেয়েরা ইস্কুলে রওনা হয়েছে দল বেঁধে। দেখতে এত ভাল লাগে। বাকের লক্ষ্য করতে লাগল কোন ছোকরা মাস্তান শিসফিস দেয় কিনা। টেনে জীভ ছিঁড়ে ফেলবে সে। তার পাড়ায় মেয়েছেলের অসম্মান হতে দেবে না।

মুনা ঘর থেকে বেরুল দশটার দিকে। অফিসে পৌঁছতে পৌঁছতে নিশ্চয়ই এগারোটা বেজে যাবে। রোজ দেরি হয়। কালও সে ঘর থেকে বের হয়েছে এগারোটায়। বাকের চায়ের স্টল ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল।

এই যে মুনা অফিসে যাচ্ছ নাকি?

হ্যাঁ। সকালবেলা আর কোথায় যাব?

মামাকে বলবে কাজের মেয়ে একটা জোগাড় করেছি।

ঠিক আছে বলব।

বাকের সঙ্গে সঙ্গে আসতে শুরু করল। মুনা কিছু বলল না। বাকের হালকা স্বরে বলল, তোমাদের অফিসে যাব একদিন। মেয়েছেলেরা কাজ করছে দেখতে ভাল লাগে।

আপনারা কিছু করবেন না, গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াবেন। মেয়েরাও যদি তাই করে তাহলে হবে কিভাবে?

তোমাদের জন্যেই তো কিছু করতে পারি না। মেয়েরা সব কাজকর্ম নিয়ে নেয়। বাংলাদেশ একেবারে নারীমহল হয়ে যাচ্ছে। আমরা এখন অন্দরে ঢুকে রান্নাবান্না করব। হা হা হা।

বাকের রাস্তা কাঁপিয়ে হাসতে লাগল। নিজের কথা তার নিজেরই খুব মনে ধরেছে। সে বড় রাস্তার মোড় পর্যন্ত গেল। এই সময় রিকশা পাওয়া মুশকিল, কিন্তু সে ছুটোছুটি করে রিকশা নিয়ে এল। রিকশাওয়ালাকে গম্ভীর গলায় বলল, আপামণিকে তুরন্ত নিয়ে যাবি। মুনার ধন্যবাদ জানিয়ে কিছু-একটা বলা উচিত। কিন্তু সে কিছু বলল না। বাকের বলল—মুনা, ভাড়া দিতে হবে না।

কেন? দিতে হবে না কেন?

দিয়ে দিয়েছি।

বাকের উদাস ভঙ্গিতে সিগারেট ধরাল। তার এখন কিছু করার নেই। মোটর পার্টস-এর দোকানে আগে এই সময়টায় আড্ডা দিতে বসত—সে আড্ডাটা এখন আর নেই। লোকজন আসে না। একা একা কতক্ষণ বসে থাকা যায়? সে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে হাঁটতে লাগল। কোন কিছুই তাকে আকর্ষণ করছে না। রাস্তার পাশে রিকশাওয়ালার সঙ্গে ভাড়া নিয়ে প্যাসেঞ্জারের ঝগড়া বেঁধে গেছে। অন্য সময় হলে প্যাসেঞ্জারের পক্ষ নিয়ে রিকশাওয়ালার গালে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিত। আজ সে ইচ্ছেও হল না। মুনার সঙ্গে রাস্তাঘাটে দেখা হবার পর তার এ রকম হয়। বেশ কিছু সময় কিছুই ভাল লাগে না।

বাকের গ্রীন ফার্মেসীতে উঁকি দিল। ডাক্তার ছেলেটি এখনো আসেনি। সে এলে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ বসা যেত। বাকের গম্ভীর গলায় বলল—ডাক্তার কখন আসবে?

www.MurchOna.com

দুপুরের পরে।

দেখি টেলিফোনটা দেখি।

ফার্মেসীর নীল শার্ট পরা লোক বিরক্ত স্বরে বলল—ফোন তালা দেয়া। চাবি নেই। এই লোকটি নতুন এসেছে, তাকে বোধ হয় ঠিক চেনে না। বাকের ঠাণ্ডা গলায় বলল, চাবি না থাকলে তালা ভাঙার ব্যবস্থা কর। লোকটি তাকিয়ে আছে সরু চোখে। বাকের থমথমে গলায় বলল, ফাজলামি কথাবার্তা আমার সাথে বলবে না। চড় দিয়ে চাপার দাঁত ফেলে দেব। টেলিফোন তালা দেওয়া। তোমার বাবার টেলিফোন?

লোকটি টেলিফোন বের করল। সত্যি বোধ হয় চাবি নেই। সেফটিপিন দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তালা খুলল।

কাকে ফোন করা যায়? মুনাকে করলে কেমন হয়? মাঝে মাঝে সে মুনার সঙ্গে কথা বলে। মুনা ভীষণ বিরক্ত হয়। তবু করে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে টেলিফোনটি বড় সাহেবের ঘরে। মুনাকে ডেকে আনতে হয়। আজও তাই হল। বড় সাহেব তাকে লাইনে থাকতে বলে মুনাকে আনতে খবর পাঠালেন।

হ্যালো, আমি বাকের।

কি ব্যাপার?

রিকশা ভাড়া দাওনি তো? আমি অলরেডি দিয়ে দিয়েছিলাম।

সে তো আপনি আমাকে বলেছিলেন। আবার টেলিফোন কেন?

তোমার কাছ থেকে আবার সেকেণ্ড টাইম ভাড়া নিল কি না সেটা জানার জন্যে. রিকশাওয়ালারা যা হারামি হয়। হা হা হা।

আর কিছু বলবেন?

না। তোমাদের বিয়ের ডেট হয়েছে নাকি?

না এখনো হয়নি।

হ্যালো মুনা, আমার কানেকশন আছে, আমি হাফ প্রাইসে একটা কম্যুনিটি সেন্টার ভাড়া করে দেব। জাস্ট দশ দিন আগে আমাকে বলতে হবে।

ঠিক আছে বলব। এখন টেলিফোন রাখি?

হ্যালো শোন—তোমাদের ঐ ফ্যানটার কিছু করা গেল না। অসুবিধা নেই, যেটা আছে সেটা ইউজ কর। নো প্রবলেম।

ঠিক আছে, এখন রাখছি আমার কাজ আছে।

মুনা টেলিফোন নামিয়ে রাখল। বাকের অলস ভঙ্গিতে চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল, একটা খুব ঠাণ্ডা দেখে পেপসি নিয়ে আস তো। বলবে, বাকের ভাই চায়।

নীল শার্ট পরা লোক পেপসি আনতে গেল। বাকের রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

শওকত সাহেব অফিসে এলেন লাঞ্চের পর। সবাই তখনো লাঞ্চ সেরে ফেরেনি—অফিস ফাঁকা ফাঁকা। শওকত সাহেবের মনে হল সবাই তাকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করছে। ডিসপ্যাস সেকশনের মল্লিক বাবু তাঁকে দেখেই যেন হঠাৎ করে ফাইলপত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। শওকত সাহেব বললেন, ভাল আছেন মল্লিক বাবু? মল্লিক বাবু অতিরিক্ত ব্যস্ততার সঙ্গে বললেন, জ্বি ভাল। আপনি ভাল তো?

বড় সাহেব আছেন?

আছেন অফিসেই আছেন। যান না, দেখা করুন গিয়ে।

www.MurchOna.com

শওকত সাহেব বড় সাহেবের কাছে গেলেন না। যাবার সাহস সঞ্চয় করতে তাঁর কিছু সময় লাগবে। ছোকড়া মত একটি ছেলেকে দেখা যাচ্ছে— ক্যাশ সেকশনে। নতুন অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে নাকি? মল্লিক বাবু বললেন, চা খাবেন?

জ্বি না।

ক্যাশ সেকশনের নতুন ছেলেটি আড়চোখে তাঁর দিকে তাকাচ্ছে। তাঁর খবর শুনেছে বোধ হয়।

জসিম সাহেব ঢুকলেন। খুব ফুর্তিবাজ লোক। রসিকতা না করে এক সেকেণ্ডও থাকতে পারেন না। শওকত সাহেবকে দেখে তিনিও কেমন জানি হকচকিয়ে গেলেন। শুকনো হাসি হেসে বললেন, কি ভাল?

জ্বি ভালই।

দেখা হয়েছে বড় সাহেবের সঙ্গে?

জ্বি না। দেখা করতে বলেছেন?

না কিছু বলেননি। তবে আমার মনে হয় দেখা করা উচিত। ইনকোয়ারি কমিটি রিপোর্ট দিয়েছে।

শওকত সাহেব কাঁপা গলায় বললেন, কি রিপোর্ট?

জসিম সাহেব উত্তর না দিয়ে তার ড্রয়ার খুলে কি নিয়ে যেন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

বড় সাহেবের কাছে কি এখনই যাব?

যান এখুনি যান। দি আরলিয়ার দি বেটার।

শওকত সাহেব ভীত স্বরে বললেন, কিছু শুনেছেন রিপোর্ট সম্বন্ধে?

জ্বি না ভাই। কিছু শুনিনি।

তিনি কথাটা মাটির দিকে তাকিয়ে বললেন। তার মানে এটা মিথ্যা। সরাসরি চোখের দিকে তাকিয়ে কেউ মিথ্যা বলতে পারে না। মিথ্যা বলতে হয় অন্যদিকে তাকিয়ে।

বড় সাহেব মানুষটি ছোটখাট। হাসিখুশি ধরনের। সহজে রাগ করেন না। কড়া ধরনের কথা বলতে পারেন না। কিন্তু তিনিও গম্ভীর। শওকত সাহেবকে দেখে মুখ অন্ধকার করে বললেন, ইনকোয়ারি কমিটির রিপোর্ট ভাল না শুনেছেন বোধ হয়?

শওকত সাহেব মূর্তির মত বসে রইলেন।

ইনকোয়ারি কমিটির সুপারিশ হচ্ছে, যে টাকার গরমিল দেখা যাচ্ছে সেটা আপনি দশ দিনের ভেতর যদি ফেরত দেন তাহলে আপনার বিরুদ্ধে কোন পুলিশ অ্যাকশন নেয়া হবে না। আর তা না হলে কেইস পুলিশে হ্যাণ্ডওভার করা হবে, বুঝতেই পারছেন একটা কেলেংকারি ব্যাপার হবে। আপনি টাকাটা ফেরত দিয়ে দেন।

টাকা আমি কোথায় পাব স্যার?

বড় সাহেব সরু চোখে তাকিয়ে রইলেন।

আমি স্যার কিছুই জানি না।

এটা তো শওকত সাহেব ঠিক বললেন না। আপনি না জানা মতে এটা হওয়া সম্ভব না। কাজটা করেছেন কাঁচা। আমি নিজেও ইনকোয়ারি কমিটির একজন মেম্বার—এটা ভুলে যাচ্ছেন কেন? থানা-পুলিশ হলে একটা বেইজ্জতী ব্যাপার হবে, তার হাত থেকে বাঁচার ব্যবস্থা করুন। শুধু শুধু এখানে বসে থেকে সময় নষ্ট করবেন না। হেড ক্লার্কের কাছে ইনকোয়ারি কমিটির রিপোর্টের কপি আছে। সেটা নিয়ে যান। ভাল করে পড়ুন।

www.MurchOna.com

৯

বকুলের বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে এই খবরটি বকুল কাউকে বলেনি। টিনা ভাবীকে পর্যন্ত না। অথচ বকুল অবাক হয়ে লক্ষ্য করল ক্লাসের সবাই এটা জানে। সেকেণ্ড পিরিয়ডে ইংরেজী আপা আসেননি। সবাই খুব হৈচৈ করছে। অনিমা গিয়ে এক ফাঁকে বোর্ডে লিখল—আজ বকুলের গায়ে হলুদ, কাল বকুলের বিয়ে। দারুণ হাসাহাসি শুরু হল। হাসতে হাসতে একজন অন্যজনের গায়ে গড়িয়ে পড়ছে। বকুল বেঞ্চে মাথা রেখে কেঁদে ভাসাতে লাগল।

ফোর্থ পিরিয়ডে ছুটি নিয়ে চলে গেল টিনা ভাবীদের বাসায়। ভেবেছিল পাঁচটা পর্যন্ত থাকবে—কিন্তু টিনা ভাবীর দেশের বাড়ি থেকে লোকজন এসেছে। বাসা ভর্তি মানুষ। কিছু কিছু দিন এমন খারাপ ভাবে শুরু হয়। বাসায় ফেরার পথে ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

এই যে বকুল না? এ রকম মাথা নিচু করে হাঁট কেন? গাড়ির নিচে পড়বে।

বকুল কি বলবে ভেবে পেল না।

এস পেপসি খেয়ে যাও।

জ্বি না, লাগবে না।

লাগবে না কেন। লাগবে। আস তো। চল ফার্মেসীতে বসি, যা গরম।

গরম কোথায়? আজ তো ঠাণ্ডা।

এই তো কথা ফুটছে। আমার তো ধারণা ছিল তুমি কথা বলতেই জান না।

জানব না কেন?

বকুল অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, সে বেশ কথার পিঠে কথা বলছে।

কয়েকদিন আগে কি তুমি শাড়ি পরে কোথাও গিয়েছিলে? নীল শাড়ি?

টিনা ভাবীর বাসায় গিয়েছিলাম।

আমি চিনতেই পারিনি। সারাক্ষণ ভাবছিলাম চেনা চেনা লাগছে অথচ চিনছি না কেন? আচ্ছা বকুল বল তো, কাদের পথে দেখলে চেনা চেনা মনে হয়, কিন্তু আসলে ওরা চেনা নয়।

বকুল অনেক ভেবেও কিছু বলতে পারল না। ডাক্তার ছেলেটি হাসতে হাসতে বলল, টিভি বা সিনেমায় যারা অভিনয় করে ওদের রাস্তায় দেখলে চেনা চেনা মনে হয়—ঠিক না?

আমি ওদের কাউকে কখনো রাস্তায় দেখিনি।

আমি অনেক দেখেছি।

সুবর্ণাকে দেখেছেন কখনো?

না তাকে দেখিনি।

আমি দেখেছি। আমি আর অনিমা একদিন নিউ মার্কেটে গিয়েছিলাম। তখন তাকে দেখলাম কাগজ কিনছে। প্রিন্টের সাদা শাড়ি পরা ছিল।

বকুল প্রায় পাঁচটা পর্যন্ত ফার্মেসীতে একটি টুলের ওপর বসে বসে গল্প করল। এতটা সময় গিয়েছে সে নিজেও বুঝতে পারেনি।

বাসায় ফিরতে ভয় ভয় লাগছিল। তার মনে হল বাবু নিশ্চয়ই আজও দেখেছে এবং হয়ত বলে দেবে মুনা আপাকে। কিংবা কে জানে বাবা নিজেই হয়ত দেখেছেন। তিনি

পাঁচটার দিকে মাঝে মাঝে অফিস থেকে ফেরেন। বেছে বেছে হয়ত আজই ফিরেছেন। বকুল ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

বাড়িতে কেউ নেই। বাবা, মুনা আপা বাবু কেউই ফেরেনি। দশ-এগারো বছরের একটা কাজের মেয়েকে দেখা গেল, তার নাম 'সখী'। এ রকম অদ্ভুত নাম থাকে নাকি মানুষের? যতবার তার নাম ধরে ডাকা হয় ততবারই এমন হাসি লাগে। লতিফা এক সময় বিরক্ত হয়ে বললেন, ওকে সখিনা ডাকবি। সখী ডাকছিস কি?

যে নাম ওর বাবা-মা রেখেছে সেটা ডাকব না?

না ঐ নামে ডাকতে হবে না। সখিনা ডাকবি।

মেয়েটা খুব কাজের। অল্প সময়ের মধ্যেই ঘর-দুয়ার গুছিয়ে ঝকঝকে করে ফেলেছে। বকুলকে জিজ্ঞেস করল, চা খাবে কি না। লতিফা চিন্তিত মুখে বললেন এই মেয়ে বেশিদিন থাকবে না। যারা কাজ জানে তারা এ বাড়িতে বেশিদিন টেকে না।

লতিফার শরীর আজ বেশ ভাল। অনেক দিন পর তিনি আজ রান্নাঘরে ঢুকে হালুয়া বানালেন। সবাই চায়ের সঙ্গে খাবে। গরম পানি দিয়ে ভালমত গোসল করলেন। তাঁর শরীর বেশ ঝরঝরে লাগছে। বকুল বলল—তুমি গোসল-টোসল সেরে এমন সেজেগুজে বসে আছ কেন?

সাজগোজের কি দেখলি? পরিষ্কার একটা শাড়ি পরলাম শুধু।

তোমাকে বেশ ফ্রেশ লাগছে মা।

লতিফা মনে মনে খুশি হলেন। শরীর যদি সত্যি সত্যি সেরে গিয়ে থাকে তাহলে শক্ত হাতে এবার সংসারের হাল ধরতে হবে। সব জলে ভেসে যাচ্ছে।

বকুল।

কি?

তোর রেহানা আপা আর আসে না ক্লাসে?

আসবে না কেন, রোজই আসে।

তোর বিয়ের কথা কিছু বলে না?

না।

তুই নিজে কিছু জিজ্ঞেস করিস না?

কি যে তুমি বল মা। আমি গিয়ে জিজ্ঞেস করব—আমার বিয়ের কি করলেন আপা?

লতিফা হেসে ফেললেন। মনে মনে ভাবলেন বড় কথা শিখেছে তো এই মেয়ে। মেয়েরা কত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায়। কয়েকদিন আগেও খালি গায়ে ফ্রক পরে ঘুরে বেড়াত, আজ বিয়ের কথা হচ্ছে। হয়ত সত্যি সত্যি বিয়েও হয়ে যাবে। জাপানে না কোথায় চলে যাবে এইটুকু মেয়ে। একদিন তারও ছেলেমেয়ে হবে। ওদেরও বিয়ের বয়স হবে। লতিফার চোখ ভিজে ওঠার উপক্রম হল। বকুল বলল, তুমি শুয়ে থাক তো মা। আবার জ্বর এসে যাবে।

আসবে না। আয় বারান্দায় একটু বসি।

তারা দুজন বারান্দায় মোড়া পেতে বসল।

তোমার শরীর সত্যি সত্যি সেরে গেছে নাকি মা?

বোধ হয় সেরেছে। বাবুর স্কুল ছুটি হয় কখন?

এখন ছুটি হয়ে গেছে। ও খেলতে যায়, সন্ধ্যা হয় আসতে আসতে।

আর মুনা? ও কখন আসে?

www.MurchOna.com

একেক দিন একেক সময় আসে।

বলতে বলতেই শওকত সাহেবকে লম্বা পা ফেলে আসতে দেখা গেল। লতিফা বললেন—তোর বাবার শরীরটা খুব খারাপ হয়েছে তো।

হুঁ।

যত্ন করার কেউ নেই। কখন খায় কি করে কে জানে।

বকুল বলল, চল ভেতরে যাই মা। বাবা এখানে আমাদের বসে থাকতে দেখলে রাগ করবেন।

শওকত সাহেব কিন্তু রাগ করলেন না। এমন ভাবে ওদের দিকে তাকালেন যেন ঠিক চিনতে পারছেন না। সন্ধ্যাবেলা বই নিয়ে বসবার জন্যেও কাউকে বললেন না। নতুন কাজের মেয়েটা তাঁর চোখের সামনে একটা গ্লাস ভেঙে ফেলল, তিনি শুধু মৃদু স্বরে বললেন—কাজকর্ম সাবধানে করবি। অন্য সময় হলে এর জন্যে চড়-চাপড় মারতেন। চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলতেন। রাতের বেলা খাবারও খেলেন নিঃশব্দে। মুনা একবার বলল, তোমার শরীর ভাল তো মামা?

হুঁ ভাল।

অফিসের ঝামেলা মিটেছে?

হুঁ মিটেছে।

লতিফা বসেছেন ওদের সঙ্গে। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এখনো তাঁর জ্বর আসেনি। মাথা একটু হালকা লাগছে। এ ছাড়া শারীরিক আর কোন অসুবিধা নেই। তিনি নিজেও ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না। বকুল বসেছে তাঁর পাশে। তিনি একবার বললেন—দেখ তো আমার গা গরম কি না। বকুল বলল—না। অসুখটা তাহলে বোধ হয় সেরেই গেল। তাঁর চোখ চকমক করতে লাগল। শওকত সাহেব খাওয়া শেষ করে উঠবার সময় বললেন—মুনা, তুই একটু শুনে যা।

অফিসের ঝামেলার ব্যাপারটা মুনা শুনল। শান্ত স্বরে বলল—এটা কতদিন আগের ব্যাপার?

এক মাস।

এতদিন তুমি এটা হজম করে রেখেছিলে?

শওকত সাহেব জবাব না দিয়ে সিগারেট টানতে লাগলেন।

এখন ওরা পুলিশ কেইস করবে?

হুঁ। টাকাটা রিকভার না হলে করবে।

তোমাকে তো তাহলে ধরে নিয়ে যাবে হাজতে।

হুঁ।

টাকার ব্যাপারে তুমি কিছু জান?

না। কিছুই জানি না।

মুনা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—তুমি জান না এটা ঠিক না মামা। তুমি জান। তবে তুমি একা এটা করনি তা ঠিক। এত সাহস তোমার নেই। সঙ্গে অন্য লোক ছিল। তুমি খানিকটা শেয়ার পেয়েছ? কত পেয়েছ?

শওকত সাহেব চুপ করে রইলেন। মুনা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, কত পেয়েছ?

www.MurchOna.com

দশ হাজার।

আমাকে যে ছ'হাজার দিতে চেয়েছিলে সেটা এখান থেকেই?

হ্যাঁ।

বাকি চার হাজার কোথায়?

ধার-টার ছিল। শোধ দিয়েছি।

ঐ দিন যে মিষ্টি আনলে সেটা কি এই টাকা থেকে?

শওকত সাহেব জবাব দিলেন না। দ্বিতীয় সিগারেট ধরিয়ে খুকখুক করে কাশতে লাগলেন। মুনা বলল—মামা, তুমি কাল সকালেই অফিসে গিয়ে বলবে, আমি টাকাটা ফেরত দেব, তবে আমাকে দু'মাস সময় দিতে হবে।

দু'মাসের মধ্যে কোথায় পাব এত টাকা?

পাবে না। তবে এর মধ্যে আমরা বকুলের বিয়ে দিয়ে দেব। তোমাকে জেলে নিয়ে ঢোকালে ঐ মেয়ের কি আর বিয়ে হবে, না পড়াশোনা হবে? যত সুন্দরীই হোক চোরের মেয়েদের আমাদের সমাজে জায়গা নেই। বুঝলে মামা? তুমি কালই অফিসে যাবে এবং দু'মাস সময় নেবে।

ঠিক আছে নেব।

মুনা উঠে পড়ল। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এল না তার। সে বুঝতে পারল বকুলও জেগে আছে, কিন্তু সাড়াশব্দ দিচ্ছে না। সে কি কিছু আঁচ করতে পারছে?

বকুল?

কি?

জেগে আছিস তো কথা বলছিস না কেন?

বাবা এতক্ষণ ধরে কি বললেন?

তেমন কিছু না। তোর বিয়ে নিয়ে কথা হল। বুঝলি বকুল, আমি অনেক ভেবে-টেবে দেখলাম অল্প বয়েসে বিয়ে হয়ে যাওয়াটা খারাপ না। এর কিছু কিছু ভাল দিকও আছে।

বকুল ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল।

এই সময়ে মেয়েদের মনে প্রচুর ভালবাসা থাকে। ভালবাসাটা খুবই জরুরী। সব কিছুর অভাবই সহ্য করা যায়, কিন্তু ভালবাসার অভাব সহ্য করা যায় না।

বকুল ক্ষীণ স্বরে বলল, তোমাকে একটা কথা বলব মুনা আপা?

বল।

তুমি রাগ করবে না তো?

রাগ করবার মত কথা না হলে রাগ করব কেন? বল কি বলবি?

বকুল মুনার কাছে সরে এসে আলতো করে একটা হাত রাখল তার গায়ে। প্রায় ফিসফিস করে বলল, ক্লাস টেনের একটা মেয়ে যদি কোন ছেলেকে পছন্দ করে তাহলে সেটা কি খারাপ মুনা আপা?

মুনা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, ছেলেটা কে?

বকুল জবাব না দিয়ে দু'হাতে মুনাকে জড়িয়ে ধরল। মুনা লক্ষ্য করল বকুল থরথর করে কাঁপছে।

www.MurchOna.com

ভোরবেলা সূর্য ভাল ভাবে ওঠার আগেই বাড়িতে পুলিশের ওসি এবং তিনজন কনস্টেবল এল। তাদের সঙ্গে সার্চ ওয়ারেন্ট আছে। জিনিসপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে তারা টাকা খুঁজল।

লতিফা রক্তশূন্য মুখে দরজা ধরে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। মাঝে মাঝে কিছু-একটা বলতে চেষ্টা করলেন। কেউ তা বুঝতে পারল না। শওকত সাহেব বসে রইলেন বেতের চেয়ারে। তিনি খুব ঘামতে লাগলেন। তার ঠিক সামনেই বসেছেন ওসি সাহেব। এ জাতীয় দৃশ্য তিনি তাঁর জীবনে অনেক দেখেছেন। কাজেই এ দৃশ্য তার মনে কিছুমাত্র রেখাপাত করল না। তবু তিনি একবার লতিফার দিকে তাকিয়ে বললেন, ভয়ের কিছু নেই, আপনি শান্ত হয়ে বসুন।

এই ভোরবেলাতেও বাড়ির সামনে এবং তার লাগোয়া রাস্তায় প্রচুর লোক জমে গেল। এই বাড়িতে একটি মেয়ে খুন হয়েছে এ রকম একটা গুজব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। রোদ বাড়তে লাগল কিন্তু কৌতূহলী মানুষের ভিড় কমল না।

সার্চ শেষ হতে হতে আটটা বেজে গেল। ওসি সাহেব বললেন, শওকত সাহেব আপনার নামে একটা ওয়ারেন্ট আছে, আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। ভয়ের কিছু নেই, জামিনের ব্যবস্থা হবে। মুনা বলল, আমি কি যেতে পারি আপনার সঙ্গে?

হ্যাঁ নিশ্চয়ই পারেন। একজন পুরুষ মানুষ হলে ভাল হত। উকিল-টুকিলের ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক ছুটাছুটির ব্যাপার আছে।

মুনা বাবুকে পাঠাল পরিচিত যদি কাউকে পাওয়া যায়। আশেপাশের বাসার অনেকের সঙ্গেই এদের চেনা-জানা তবু কেউ আসতে রাজি হল না। সাবধানী মানুষ, ইচ্ছা করে কোন বাজে ঝামেলায় জড়াতে চায় না।

বাকেরকে শুধু পাওয়া গেল। সে ঘুমুচ্ছিল। খবর পেয়েই ছুটে এসেছে। তার মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। সিগারেট ধরিয়ে দায়িত্বশীল মানুষের মত সে মুনাকে বলল, নো প্রবলেম, এক ঘন্টার মধ্যে জামিনে ছাড়িয়ে আনব। ছেলেখেলা নাকি। তোমরা সব দরজা বন্ধ করে বসে থাক। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে কোন উত্তর দেবে না। ঘরে টাকা-পয়সা আছে তো?

বকুল তার ঘরে একা একা বসে ছিল। শওকত সাহেবকে বের করে নিয়ে যাবার সময় সে শুধু বেরিয়ে এল। অত্যন্ত কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস করল, আমার বাবাকে আপনারা কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? ওসি সাহেব সে প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না। শওকত সাহেব অপ্রকৃতিস্থ মানুষের মত চারদিকে তাকাতে লাগলেন। উপদেশ দেবার মত ভঙ্গিতে বললেন, ঠিকমত পড়াশোনা করিস মা। দুইদিন পর মেট্রিক পরীক্ষা।

বাসার সামনে অসম্ভব ভিড়, সেই ভিড় ঠেলে তারা এগুতে লাগল। শওকত সাহেব শিশুদের মত শব্দ করে কাঁদতে লাগলেন। বাকের তাঁর একটা হাত ধরে আছে। সে মৃদু স্বরে বলল—মামা কাঁদবেন না। কিচ্ছু হবে না, এক ঘন্টার মধ্যে জামিন হবে। আমার চেনা লোকজন আছে।

বাসার সামনে লোকের ভিড় বাড়তেই লাগল।

উকিল ভদ্রলোক দেখতে পান-বিড়ির দোকানদারের মত।

রোগা দড়ি পাকান চেহারা। কথাও ঠিকমত বলতে পারেন না—জড়িয়ে যায়। কিন্তু তিনি নাকি ফৌজদারী মামলায় একজন মহা ওস্তাদ আদমী। তাঁর হাতে মামলা গেলে নাকে তেল দিয়ে ঘুমান যায়।

কিন্তু মুনা বিশেষ ভরসা পাচ্ছে না। তাকে সামনে বসিয়ে উকিল সাহেব গভীর যত্নে

www.MurchOna.com

দাঁত খোঁচাচ্ছেন। তাঁর ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে প্রতিটি দাঁতের গোড়ায় গোশত আটকে আছে এবং এই মুহূর্তেই সেগুলো বের করা দরকার।

মুনার পাশের চেয়ারে বসে আছে বাকের। তার ভাবভঙ্গি খুব বিনীত। বাকেরই তাকে এখানে নিয়ে এসেছে। বাকেরের ধারণা এই লোক এক নম্বর আসল জিনিস, খাঁটি বাঘের বাচ্চা।

বাঘের বাচ্চারা এত দীর্ঘ সময় নিয়ে দাঁতের পরিচর্যা করে তা মুনার জানা ছিল না। সে অস্বস্তি নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। উকিল সাহেব মাঝে মাঝে দাঁত খোঁচান বন্ধ রেখে এক দৃষ্টিতে মুনার দিকে তাকাচ্ছেন। তাঁর দৃষ্টি মুনার বুকের কাছে এসে থমকে যাচ্ছে। এমন নির্লজ্জ মানুষও আছে নাকি?

আসামী আপনার কে হয়?

আমার মামা।

আপন মামা? মায়ের ভাই?

জ্বি।

মুনা ভেবে পেল না—আপন মামা না পর মামা, তার সঙ্গে এই মামলার সম্পর্ক কি? নাকি উকিল-মোক্তারদের স্বভাবই হচ্ছে খামোকা প্রশ্ন করা।

ভয়ের কিছু নেই, ক্রিমিন্যাল মিস এপ্রোপ্রিয়েশন। চারশ তিন ধারা। ম্যাক্সিমাম পেনাল্টি হচ্ছে দু'বছরের জেল। এত নার্ভাস হবার তো কিছু দেখি না। ডোন্ট গেট নার্ভাস।

মুনা নড়েচড়ে বসে রুমাল দিয়ে নাক ঘসল। বড্ড ঘাম হচ্ছে। এ জন্যেই বোধ হয় তাকে নার্ভাস দেখাচ্ছে।

আপনার নাম কি?

মুনা।

মিস না মিসেস?

এই সব কি ধরনের প্রশ্ন? মুনা মৃদু স্বরে বলল—মিস।

মিস মুনা, এখন আপনি বলুন আপনার মামা কি চুরি সত্যি সত্যিই করেছেন?

মুনা কি জবাব দেবে ভেবে পেল না। তাকাল বাকেরের দিকে। বাকের দাঁত বের করে হাসছে। কেন হাসছে কে বলবে। এটা একটা লজ্জায় ফেলার প্রশ্ন, এতে হাসির কিছু নেই।

উকিল সাহেব অ্যাসট্রেতে একগাদা থুথু ফেলে সেদিকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাকিয়ে রইলেন। যেন এই মুহূর্তে থুথুটায় বিরাট একটা কিছু ঘটবে। সেই ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করতে চান। এক সময় তাঁর দেখা শেষ হল। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন—চুরি যদি না করে থাকেন তাহলে খালাস করে আনা মুশকিল। আর যদি সত্যি চুরি করে থাকেন সহজেই খালাস হয়ে যাবে।

মুনা অবাক হয়ে বলল, তার মানে?

অপরাধীদের খালাস করা অতি সহজ। এরা যখন অপরাধ করে কিছুটা সাবধান হয়েই করে। কোর্টে অপরাধ প্রমাণ করা কঠিন হয়। আর যারা অপরাধী না, ভাল মানুষ—তারা পড়ে যায় প্যাঁচকলে। হা হা হা।

মুনা অবিশ্বাসী চোখে তাকিয়ে রইল। ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে বললেন, অপরাধীদের খালাস করে আনার মধ্যে একটা আনন্দ আছে। আইনের পশ্চাৎদেশে লাথি বসানোর

www.MurchOna.com

আনন্দ। আমি এটা খুব এনজয় করি।

বাকের শব্দ করে হাসতে লাগল। সে মুগ্ধ। মুনা কিছু বলল না। উকিল সাহেব জড়ানো স্বরে বললেন—এই জাতীয় ছোটখাট মামলা আমি নিই না। তবে আপনারটা নেব।

মুনা একবার ভাবল বলে—আমারটা কেন নেবেন? কিন্তু সে কিছু বলল না। উকিল সাহেবের চোখ তার বুকের ওপর স্থির হয়ে আছে। শাড়ির আঁচল টেনে দেয়া উচিত। সেটা অভদ্রতা হবে। এতটা অভদ্র হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। মুনা বলল, আমরা কি তাহলে উঠব?

হ্যাঁ উঠবেন। যাবতীয় কাগজপত্র এবং আসামীকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন। কবে আসবেন সেটা আমার মুহুরীর কাছ থেকে জেনে যান।

মুহুরী কোথায়?

পাশের ঘরে। আর শুনুন—আমার ফিজ কিন্তু বেশি। এবং ফিজের টাকার সবটা আমি অ্যাডভান্স নেই। আজ এক টাকা কাল আট আনা—এই ভাবে নেই না।

আপনার ফিজ কত?

সেটা বলব কাগজপত্র দেখে।

বাকের দাঁত বের করে বলল, একটু স্যার কনসেশন করতে হবে। গরীব মানুষ স্যার—ভেরী নিডি।

কনসেশন কিছু নেই। অন্যের বেলায় যা আপনাদের বেলাতেও তা। মাছের বাজার তো না।

মুনা বেরিয়ে এসেই বিরক্ত স্বরে বলল—ভেরী নিডি, গরীব মানুষ, এসব বলার দরকার কি?

দরদাম করতে হবে না? বল কি তুমি? বাড়িতে তো তোমার টাকার গাছ নেই।

লোকটাকেও আমার পছন্দ হয়নি। আস্ত ছোটলোক।

ছোটলোক কি বড়লোক এটা দিয়ে আমাদের দরকার কি? আমরা দেখব কাকে দিয়ে কাজ উদ্ধার হয়। এই শালাকে দিয়ে হবে। এ হচ্ছে নাম্বার ওয়ান ধুনকর।

ধনুকর মানে?

ধনুকর মানে হচ্ছে যে ধুনে দেয়। এই শালা ধুনে দেবে। এক ধাক্কায় মামাকে খালাস করে নিয়ে আসবে। এখন যে জিনিসটা লাগবে সেটা হচ্ছে টাকা। মানি। এখন শুরু হবে টাকার খেলা। টাকা-পয়সা কেমন আছে তোমাদের?

মুনা জবাব দিল না। টাকা-পয়সা তেমন কিছু নেই। মামার কাছে ছ'হাজার টাকা ছিল। তার থেকে এখন কত আছে কে জানে। তার নিজের একাউন্টে পাঁচ হাজার টাকার মত আছে। বেতনের টাকা থেকে জমানো। মামীর কিছু গোপন সঞ্চয় আছে। তাঁর ভাই তাঁকে ঈদ উপলক্ষ্যে টাকা-পয়সা যা দেন তার সবটাই মামী জমিয়ে রাখেন। একটা পাই পয়সাও খরচ করেন না।

বাকের বলল, কোল্ড ড্রিংক-ট্রিংক কিছু খাবে? ফান্টা, পেপসি?

মুনা বিরক্ত স্বরে বলল—ঠাণ্ডার মধ্যে ফান্টা-পেপসি খাব কি জন্যে?

তাহলে গরম কিছু খাও। চা খাবে?

আমি এখন কিছু খাব না। আপনি চলে যান, আমার অন্য কাজ আছে।

কি কাজ?

এক জায়গায় যাব।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

চল আমি দিয়ে আসি। আমার এখন কোন কাজ নেই, ফ্রী আছি।

আপনি তো সব সময়ই ফ্রী।

বাকের শুকনো মুখে বলল, মামুন সাহেবের কাছে যাচ্ছ? তিনি তো আমার মত ফ্রী না। কলেজ-টলেজ আছে। তাকে কি এখন পাবে?

মামুন সত্যি সত্যি ছিল না। গতকাল রাতের ট্রেনে দেশের বাড়িতে চলে গেছে। কেন গিয়েছে তা মেসের কেউ বলতে পারে না। কাউকে জানিয়ে যায়নি। মুনা বড়ই অবাক হল। এমন হুট করে চলে যাবে? কিছু বলেও যাবে না। কবে ফিরে আসবে তাও কেউ বলতে পারল না।

বেলা সাড়ে এগারোটা। মুনা বাসায় ফিরে যাবার জন্যে রিকশা নিল, কিন্তু মাঝপথে ঠিক করল অফিসে যাবে। পর পর দু'দিন কামাই হয়েছে। আজ নিয়ে তিন দিন হবে। এটা ঠিক না। কিন্তু অফিসে যেতে ইচ্ছা করছে না। কিছুতেই মন বসছে না।

আকাশে মেঘ করেছে। বৃষ্টি হবে বোধ হয়। রিকশাওয়ালা প্রচণ্ড গতিতে রিকশা টানছে। একটা অ্যাকসিডেন্ট-ট্যাকসিডেন্ট বাঁধাবে। মুনা একবার ভাবল বলবে—আস্তে চালাও ভাই। কিন্তু কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। কেন যেন শুধু কান্না পাচ্ছে। দুঃসময়ে কাউকে কাছে থাকতে হয়।

১০

শওকত সাহেব সারাদিন কোথায় কোথায় যেন ঘুরে বেড়ান। বাসার সঙ্গে সম্পর্ক নেই বললেই হয়। নাশতা খেয়েই বেরিয়ে পড়েন, ফেরেন সন্ধ্যা মেলাবার পর। কারো সঙ্গে কোন কথা বলেন না। হাত-মুখ ধুয়ে বারান্দার ক্যাম্পখাটে শুয়ে থাকেন। বকুল ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে—চা দেব?

তিনি হ্যাঁ-না কিছুই বলেন না। তবে চা এনে দিলে নিঃশব্দে খান। আগের মত 'চিনি কম হয়েছে', 'লিকার পাতলা হয়েছে' বলে চেঁচামেচি করেন না। বকুল যদি বলে—চায়ের সঙ্গে আর কিছু খাবে? মুড়ি মেখে দেব? তিনি মৃদু স্বরে বলেন—না লাগবে না।

রাত বাড়তে থাকে। তিনি বারান্দার বাতি জ্বালান না। অস্পষ্ট আলোতে পত্রিকার একটা পাতা চোখের সামনে ধরে রাখেন। বকুলের বড় মন খারাপ লাগে। খুব ইচ্ছা করে বাবার পাশে এসে বসতে, কিন্তু সাহসে কুলোয় না।

আজও তিনি অন্য দিনের মত ক্যাম্পখাটে বসে আছেন। খালি গা। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। এবার শীত পড়ে গেছে আগেভাগে। শীতে একেকবার তিনি কেঁপে কেঁপে উঠছেন, বকুল একটা পাঞ্জাবী তাঁকে এনে দিল। তিনি যন্ত্রের মত পাঞ্জাবী গায়ে দিলেন। বকুল ভয়ে ভয়ে বলল—বাবা তোমার কি শরীর খারাপ? তিনি কিছুক্ষণ থেকে বললেন—শরীর ঠিক আছে রে মা। বকুলের চোখ ভিজে গেল। গলা ব্যথা ব্যথা করতে লাগল। আর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে সে হয়ত কেঁদেই ফেলবে। সে মাথা নিচু করে তার মা'র ঘরে ঢুকে পড়ল।

লতিফা বললেন—তোর বাবা কি করছে?

বসে আছেন।

মুনা? মুনা এখনো আসেনি?

এসেছে, শুয়ে আছে। মাথা ধরেছে।

www.MurchOna.com

ওকে একটু ডেকে আন।

বললাম না মাথা ধরেছে। এখন ডাকলে রাগ করবে।

লতিফা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর অসুখ খুবই বেড়েছে। নতুন একটা উপসর্গ দেখা দিয়েছে। শ্বাস কষ্ট। এত বাতাস চারদিকে অথচ প্রায়ই নিঃশ্বাস নেবার মত বাতাসের টান পড়ছে তাঁর। সারারাত এ ঘরের সব ক'টি জানালা খোলা থাকে, ফ্যান চলে ফুল স্পীডে। তবু তিনি বাতাস পান না।

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে শ্বাস কষ্ট শুরু হলেই শওকত সাহেব তাঁর পাশে এসে বসেন। মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে, তবু তিনি একটা হাতপাখা নিয়ে বাতাস করেন। লতিফার লজ্জা লাগে। আবার ভালও লাগে।

শওকত সাহেব অনেকদিন পর এ ঘরে ঘুমুতে এলেন। মিনমিন করে একটা অজুহাতও দিলেন—বিছানায় পিঁপড়া উঠেছে। লাজুক ভঙ্গি। বিয়ের প্রথম ক'দিন এ রকম হয়েছিল। দীর্ঘদিন পর যেন বিয়ের প্রথম দিকের রাত ফিরে এল। পৃথিবীতে কিছুই বোধ হয় শেষ হয় না। পুরনো ঘটনা আবার ঘুরেফিরে আসে। অর্থহীন কথাবার্তাও তাঁদের মধ্যে হল। লতিফা বললেন, বকুলের বিয়ে সত্যি সত্যি হলে মন্দ হয় না, কি বল? তিনি বললেন, ভালই হয়।

এ রকম ছেলে পাওয়া ভাগ্যের কথা। ঠিক না?

হুঁ।

তবে বড় বেশি বড়লোক। এত বড়লোকের সঙ্গে সম্পর্ক করতে ভয় ভয় লাগে।

ভয়ের কি?

শওকত সাহেব অন্ধকারে একটা সিগারেট ধরান। বড় মায়া লাগে লতিফার। ইচ্ছা করে একটা হাত গায়ের ওপর উঠিয়ে দিতে কিন্তু লজ্জার জন্যে পারেন না।

যৌবনের কথা অস্পষ্ট ভাবে তাঁর মনে পড়ে। কত রহস্যময় রাত গিয়েছে। গল্প করতে করতেই কতবার ভোর হল। পাখ-পাখালি ডাকতে লাগল। কতবার আফসোস করেছেন—রাতগুলি এত ছোট কেন?

মানুষের সব কিছুই ছোট ছোট। জীবন ছোট। ভালবাসাবাসির দিন ছোট—শুধু দুঃখের কাল দীর্ঘ। ভাবতে ভাবতেই নিজের অজান্তে ফুঁপিয়ে ওঠেন। শওকত সাহেব ব্যস্ত হয়ে বলেন—কি হয়েছে?

কিছু হয়নি?

শ্বাসের কষ্ট?

হুঁ।

পানি খাবে? পানি এনে দেই?

না, কিছু আনতে হবে না। তুমি ঘুমোও।

লতিফা তার রোগজীর্ণ শ্রীহীন হাত বাড়িয়ে দেন। গত রাতটা তাঁরা দুজন জেগেই কাটিয়েছেন। আজও কি সে রকম হবে?

বকুল কেমন রাগী রাগী মুখ করে বসে আছে বিছানার পাশে। এমন বিরক্ত তার মুখের ভাব যে কিছু বলতেই ভরসা হয় না। তবু লতিফা ক্ষীণ স্বরে বললেন—তোর বাবা কি করছে?

একবার তো বলছি মা; কিন্তু করছে না। ক্যাম্পখাটে বসে আছে।

www.MurchOna.com

ডেকে নিয়ে আয় না।

কি জন্যে?

এম্নি। তোকে ডাকতে বলছি ডাক।

বকুল চলে যায়। লতিফা আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করেন। কেউ আসে না এই ঘরে। বকুল নিশ্চয়ই বলেনি কিছু। বাবার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের যোগাযোগ খুব কম। সবাই কেন তাঁকে এত ভয় পায়? ভয় পাওয়ার মত কি আছে এই মানুষটার?

রাত ন'টার দিকে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। মুনা ঘুমঘুম চোখে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। দুটো প্যারাসিটামল খেয়েও তার মাথাধরা সারেনি। কেমন যেন বমি বমি ভাব হচ্ছে এখন। হাত বাড়িয়ে সে বৃষ্টির ফোঁটা ধরতে চেষ্টা করল। তার কিছুই ভাল লাগছে না। তবু সে ফুর্তির আলগা একটা ভাব এনে উঁচু গলায় বলল—এই বাবু, বৃষ্টিতে ভিজবি? বাবু কিছুই বলল না। বকুলও রাজি হল না।

একা একাই উঠোনে নামল মুনা। বৃষ্টির ফোঁটাগুলি অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা। গা কেঁপে কেঁপে উঠছে। তবুও ভালই লাগছে। বাবু বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছে। মুনা আবার ডাকল—এই বাবু আয় না। বাবু কোন জবাব দিল না। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়তে লাগল।

১১

স্কুল টিচারদের বাড়ি যে রকম থাকে রেহানা আপার বাড়ি সে রকম নয়। বাড়ি দেখেই মনে হয় স্কুল মাস্টারি তিনি শখের জন্যে করেন। মুনা অবাক হয়ে চারদিক দেখতে লাগল। ভারি ভারি সোফা। লাল কার্পেট ঝকমক করছে। দেয়ালে কামরুল হাসানের ছবি। তিনটি মেয়ে নদীতে নাইতে নেমেছে। রেহানা আপা বললেন—অরিজিন্যাল পেইনটিং। মুনা বলল—চমৎকার তো!

উনি আমাদের দূর-সম্পর্কের আত্মীয় হন। বাসায় প্রায়ই আসেন।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। তুমি চা-টা কিছু খাও।

জ্বি না। আমার শরীর ভাল না। গলা ব্যথা। রেহানা আপা সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহী হলেন।

টনসিল নাকি?

জ্বি।

এক গ্লাস গরম পানির মধ্যে কয়েক দানা লবণ আর পেঁয়াজের রস দিয়ে গার্গল কর, দেখবে সেরে যাবে।

জ্বি আচ্ছা করব।

এখানেই কর, আমি এনে দিচ্ছি।

মুনা না বলবার সময় পেল না। রেহানা আপা ভেতরে চলে গেলেন। মুনা বসে রইল একা একা। এ বাড়িতে অনেক লোকজন। কিন্তু কেউ বসবার ঘরে উঁকি দিচ্ছে না। তবে বেশ কয়েকবারই টের পাওয়া গেল পর্দার ওপাশে কৌতূহলী মেয়েরা উঁকি দিচ্ছে। কৌতূহলের কারণটি স্পষ্ট হচ্ছে না। তারা কি জেনেছে সে বকুলের বোন। যার সঙ্গে এ বাড়ির কোন-একটি ছেলের বিয়ের কথা প্রায় পাকাপাকি। সে কথাও জানার কথা নয়। মুনা শুধু রেহানা আপাকেই বলেছে—আমি বকুলের বোন। আপনার সঙ্গে কথা বলতে

www.MurchOna.com

এসেছি। তিনি নিশ্চয়ই সে কথা বাড়ির ভেতরে সবাইকে বলেননি। তাঁকে সে রকম মনে হয় না।

মুনাকে গার্গল করতে হল। অপরিচিত কোন বাড়িতে বেড়াতে এসে শব্দ করে গার্গল করা খুব অস্বস্তিকর। কিন্তু উপায় নেই, রেহানা আপা পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বললেন, এখন একটু আরাম লাগছে না?

জ্বি লাগছে।

এস, আমরা বসার ঘরে না বসে অন্য কোথাও বসি।

চলুন।

রেহানা আপা তাকে দোতলার বারান্দায় নিয়ে এলেন। চমৎকার বারান্দা। ছবির মত সাজানো। ধ্বধবে সাদা বেতের চেয়ার। ছোট্ট একটা বেতের টেবিল। এই সাত সকালেও টেবিলের ফুলদানীতে টাটকা ফুল রাখা হয়েছে। রোজই কি এ রকম রাখা হয়? রেহানা আপা বললেন—বল কি বলবে? মুনা ইতস্তত করতে লাগল। কিভাবে কথাটা শুরু করা যায় বুঝতে পারল না।

কোন রকম সংকোচ বা লজ্জা করবে না। বল।

বকুলের ঐ বিয়েটার ব্যাপারে খোঁজ নিতে এসেছিলাম। আমার মামা-মামীর খুব আগ্রহ।

আমাদেরও আগ্রহ। তোমার বোন মেয়েটি ভাল। একটু বোধ হয় বোকা। সেটাও ভাল। বোকা মেয়েরা বৌ হিসেবে ভাল হয়।

মুনা তাকিয়ে রইল। এই নিয়ে আলাপ চালিয়ে যেতে তার ইচ্ছে হচ্ছে না। তবু সে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল—আপনারা একবার বলেছিলেন, পনেরো দিনের মধ্যে কাবিনের ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে চান।

হ্যাঁ তা চাই।

আমাদের কোন আপত্তি নেই। আপনারা যখন বলবেন তখনই আমরা রাজি আছি।

রেহানা আপা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—একটা বড় রকমের প্রবলেম হয়েছে। তোমার সঙ্গে খোলাখুলি বলি। বকুলের বাবা শুনলাম অ্যারেস্ট হয়েছেন। কথাটা বোধ হয় সত্যি। সত্যি না?

জ্বি। ওঁকে একটা মিথ্যা মামলায় জড়িয়েছে।

সেটা তুমি জান এবং আমরা জানি কিন্তু অন্যরা তো জানে না। তারা নিজেদের মত করে ঘটনাটা ব্যাখ্যা করবে। করবে না?

জ্বি করবে।

ব্যাপারটা কি রকম সেনসেটিভ বুঝতে পারছ। পারছ না?

পারছি।

ধর, তোমার নিজের একটি ছেলের তুমি বিয়ে দিচ্ছ। বিয়ের এক সপ্তাহ আগে হঠাৎ দেখলে মেয়ের বাবাকে পুলিশ চুরির দায়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছে—কেমন লাগবে তোমার?

আপা ওটা একটা মিথ্যা মামলা। বিশ্বাস করুন।

বিশ্বাস করব না কেন? বিশ্বাস করছি। চা খাও, দাঁড়াও চা দিতে বলি।

মুনা না বলবার আগেই রেহানা আপা চা আনতে ভেতরে চলে গেলেন। ফিরে এলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। চা বোধ হয় তৈরিই ছিল। শুধু চা নয়, সঙ্গে প্রচুর খাবার-দাবার।

www.MurchOna.com

রেহানা আপা আন্তরিক স্বরে বললেন, খাও কিছু খাও। আমার বাড়ি থেকে কেউ না খেয়ে যেতে পারে না। মুনা ক্ষীণ স্বরে বলল—বিয়েটা তাহলে হবে না?

না। তারা অন্য মেয়ে দেখেছে। কথাও মোটামুটি পাকা করে ফেলেছে।

ও।

দিনাজপুরের মেয়ে। হোম ইকনমিক্সের ছাত্রী। বাবা রিটায়ার্ড সেসন জজ।

মুনা কিছু বলল না। রেহানা আপা বললেন—বকুলের বিয়ে নিয়ে চিন্তা করবে না। ওর বিয়ে আমি দিয়ে দেব। এই ছেলের চেয়েও অনেক ভাল ছেলে জোগাড় করব।

কিভাবে করবেন? ওরাও নিশ্চয়ই বাবা সম্পর্কে জানতে চাইবে।

তা চাইবে। কিন্তু এ সব কথা লোকজন বেশিদিন মনে রাখে না। প্রথম কিছু দিন খুব হৈচৈ হয়, তারপর সবাই ভুলে যায়।

মুনা বলল—আমি উঠি।

একটু বস।

আমার অফিসে যেতে হবে দেরি হয়ে যাচ্ছে।

না দেরি হবে না। আমার এক ননদ গাড়ি নিয়ে এসেছে, তাকে বলেছি সে তোমাকে পৌঁছে দেবে।

মুনা বসে রইল। রেহানা আপা বললেন—কেইস শুরু হবে কবে?

খুব শিগগিরই শুরু হবার কথা।

ভাল উকিল দিয়েছ তো?

দিয়েছি।

আমার নিজের জানাশোনা কিছু উকিল আছে। আমি বললে ওরা বিনা ফী'তে মামলা দেখে দেবে। বলব?

তার দরকার নেই।

বকুল স্কুলে আসে না অনেক দিন থেকে। ওকে স্কুলে আসতে বলবে। পরীক্ষার ডেট দিয়ে দিয়েছে।

মুনা বিস্মিত হল। বকুল স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে তার জানা ছিল না। রেহানা আপা বললেন—বাবা কি করেছে না করেছে তার জন্যে মেয়ে কেন লজ্জিত হয়ে ঘরে বসে থাকবে? তুমি খুব কড়া করে ধমক দিয়ে তাকে স্কুলে পাঠাবে।

জ্বি আচ্ছা।

মুনাকে দিয়ে আবার তিনি গার্গল করালেন। এবং সত্যি সত্যি তার গলা ব্যথা অনেকখানি কমে গেল।

সে অফিসে ঢুকল ভয়ে ভয়ে। গত দু'দিন নানান ছোটাছুটিতে অফিসে আসা হয়নি। ঘন ঘন কামাই হচ্ছে। বড় সাহেবের কানে উঠেছে নিশ্চয়ই। নিজের জায়গায় বসে মুনার ধারণা আরো দৃঢ় হল। সবাই তাকাচ্ছে তার দিকে। পাল বাবু এসে বললেন—বড় সাহেব খোঁজ করেছিলেন আপনাকে।

কবে?

পরশু খোঁজ করলেন। কাল খোঁজ করলেন। আমরা বলেছি অসুস্থ।

কি জন্যে খোঁজ করেছেন—জানেন?

না। যান জেনে আসুন। স্যার আছেন।

মুনা ঠাণ্ডার মধ্যেও ঘামতে লাগল।

বড় সাহেব শুকনো গলায় বললেন—বসুন, দাঁড়িয়ে কেন?

মুনা বসল। এই ঘরটায় ঢুকলেই তার এমন অস্বস্তি লাগে দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। সব সময় মনে হয় এক্ষুণি এই ছোটখাট লোকটি চেঁচিয়ে উঠবে। যদিও কোন সময়ই তিনি তা করেন না।

শরীর খারাপ ছিল?

জ্বি না স্যার, একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি। খুব ছোটাছুটি করতে হচ্ছে।

ঝামেলাটা কি বলুন? অবশ্যি যদি আপত্তি না থাকে। আপনার ঝামেলার জন্যে অফিসের কাজকর্মের ক্ষতি হচ্ছে। কাজেই আপনার সমস্যা জানার রাইট আমার আছে।

মুনা রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল এবং ক্ষীণ স্বরে তার মামার কথা বলল। বড় সাহেব চোখ বন্ধ করে সিগারেট টানতে লাগলেন। তাঁর ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে তিনি কিছু শুনছেন না কিন্তু মুনা জানে তিনি খুব মন দিয়েই শুনছেন।

আপনিই সব দেখাশোনা করছেন?

জ্বি।

বাড়িতে পুরুষ মানুষ কেউ নেই?

আছে স্যার। আমার ছোট ভাই। খুব ছোট। ক্লাস সেভেনে পড়ে।

মামলাটা শেষ হতে কতদিন লাগবে?

উকিল সাহেব বলেছেন এক মাসের মত লাগবে।

বড় সাহেব সিগারেট অ্যাসট্রেতে গুঁজে রাখলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, আপনি মেডিক্যাল গ্রাউন্ডে এক মাসের ছুটির দরখাস্ত করুন। আমি ব্যবস্থা করে দেব। নিজের সমস্যাটা ভালমত মেটান।

মুনা ক্ষীণ স্বরে বলল, থ্যাংকয়্যু স্যার।

বড় সাহেব সহজ গলায় বললেন, আমার বাবা মারা যান যখন আমরা সবাই খুব ছোট। সেই সময় আমার বড় বোন শুধু এম এ পড়তেন। তিনি একটা চাকরি নেন। নানান রকম ঝামেলার মধ্যে দিয়ে আমাদের বড় করতে থাকেন। তিনি কোনদিন ঠিকমত অফিসে যেতে পারতেন না। প্রায়ই অফিস কামাই হত। তাঁর বস প্রতি সপ্তাহেই বলতেন, তোমার চাকরি শেষ। আগামীকাল থেকে আর আসবে না।

মুনা চুপ করে রইল। বড় সাহেব দ্বিতীয় সিগারেটটি ধরিয়ে হাসিমুখে বললেন, কিন্তু ওটা ছিল মুখের কথা। ঐ বড় সাহেব একজন অসাধারণ মানুষ ছিলেন। তিনি আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান করলেন এই অজুহাতে যেন আমার আপা ভালমত অফিসের কাজে মন দিতে পারেন। সবাই বলে মানুষের খারাপ সময়ে কাউকে পাশে পাওয়া যায় না। কথাটা ঠিক না। মানুষকে পাশে পাওয়া যায় দুঃসময়ে। আচ্ছা আপনি যান।

www.MurchOna.com

স্যার স্লামালিকুম।

ওয়ালাইকুম সালাম। যদি কখনো মনে করেন আমাকে দিয়ে কিছু করানো সম্ভব জানাবেন। আমি করব।

অফিসের বাইরে এসে মুনা চোখ মুছল। বড় সাহেবের এই সামান্য কথা তাকে অভিভূত করেছে। মাঝে মাঝে আমরা অতি অল্পেই অভিভূত হই। নিজের টেবিলে ফিরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তারেক এসে উপস্থিত। তার মুখ হাসি হাসি। যেন খুব মজার একটা ঘটনা ঘটেছে। তারেক খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, আপনাকে একটা খবর দেয়া হয়নি, আমি বিয়ে করেছি।

সে কি! কবে?

হুট করে হয়ে গেল। গত পরশু। মায়ের অসুখ শুনে দেখতে গিয়েছিলাম, গিয়ে এই কাণ্ড। তারেক লজ্জিত ভঙ্গিতে মানি ব্যাগ থেকে ছবি বের করল। লম্বা রোগা একটি মেয়ে। মিষ্টি চেহারা। তারেক মৃদু স্বরে বলল অফিসে আপনিই প্রথম জানলেন, আর কাউকে বলিনি। মুনা অস্পষ্ট স্বরে বলল, খুব সুন্দর বউ হয়েছে।

ছবিতে যত সুন্দর দেখা যাচ্ছে, তত সুন্দর সে না। ফটোজিনিক ফেস আর কি। নাম হচ্ছে তনিমা।

সুন্দর নাম।

ডাকনামটাই সুন্দর। ভাল নাম শুনলে চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠবেন। হা হা হা।

তারেক বেশ শব্দ করে হাসতে লাগল। একজন সুখী মানুষের হাসি। দেখতে ভাল লাগে।

তুমি মনে হয় খুব খুশি?

তা বলতে পারেন। আপনাদের বিয়েটা কবে হচ্ছে আপা?

বুঝতে পারছি না।

শুধু শুধু ঝুলিয়ে রাখবেন না। দি আরলিয়ার দি বেটার।

বিয়ে করার পর এ রকম মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ তা হচ্ছে।

বিয়ের ব্যাপারটা তাহলে খুব খারাপ না?

তারেক মৃদু হাসল। মুনা ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। অস্পষ্ট ভাবে তার মনে হল মামুন কি তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে? কি করছে সে এখন গ্রামে? একটা চিঠি লিখবে নাকি? চিঠি লেখার ইচ্ছা দীর্ঘস্থায়ী হল না। প্রচুর কাজ জমে আছে।

১২

শওকত সাহেব সকাল থেকে বসে আছেন। উকিল খুব ব্যস্ত, সময় দিতে পারছেন না। বাকের শওকত সাহেবের পাশেই বসে আছে। মাঝে মাঝে বারান্দায় গিয়ে সিগারেট টেনে আসছে। একবার মুহুরী বলে এল— আমাদের একা কাজ আছে ভাই, কাইগুলি একটু দেখেন না। মুহুরী তাকে পাত্তাই দিল না। বাকের একবার ভাবল গরম দেখাবে। কিন্তু জায়গা খারাপ, গরম দেখানো ঠিক হবে না। ডাক্তার এবং উকিল— এই দু'জায়গায় গরম দেখানো যায় না।

মামা, চা খাবেন?

শওকত সাহেব হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না।

চলুন গলাটা ভিজিয়ে আসি, দেরি হবে মনে হয়। মারাত্মক উকিল। ভিড়টা কেমন দেখলেন। বিকালের আগে চান্স পাওয়া যাবে না।

শওকত সাহেব চা খেতে গেলেন না। একা একা বসে রইলেন। তাঁর খুব-একটা খারাপও লাগছে না। এম্নিতেও তো বসেই থাকতেন। অফিস-টফিসের ঝামেলা তো আর নেই। অবশ্যি গতকাল অফিসে গিয়েছিলেন। কোন কাজের যাওয়া না, এম্নি হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হওয়া। একুশ বছরের অভ্যাস চট করে ছাড়া মুশকিল। তাঁকে দেখে সাধারণ ভাবে একটা মৃদু উত্তেজনা হল। শমসের আলি হঠাৎ খুব আন্তরিক ভঙ্গিতে দু'হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন—আরে শওকত ভাই যে, আসেন আসেন। চেঁচানোটা এত উঁচু স্বরে হল যে অফিসের সবাই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

কোন কাজে এসেছেন নাকি?

নাহ্।

কাজ থাকলে বলেন। এতদিনের সম্পর্ক এক কথায় শেষ করে দিলেন। এটা একটা কথা হল?

শমসের আলি জোর করে তাকে ক্যান্টিনে নিয়ে গেলেন। হঠাৎ করে এই লোকটির এ রকম দরদী হয়ে ওঠার কারণ তাঁর কাছে স্পষ্ট হল না।

তারপর বলেন মামলার তদ্বির কেমন চালাচ্ছেন?

চালাচ্ছি।

ঢিল দেবেন না। একটুও ঢিল দেবেন না। নেন সিগারেট নেন।

শওকত সাহেব সিগারেট নিলেন। শমসের আলি গলা অনেকখানি নিচু করে বললেন— ভেতরের খবর দেই একটা, সাদেক সাহেবের বিরুদ্ধে মামলা উইথড্র করা হচ্ছে। আগে তো দুজনের বিরুদ্ধে চার্জ ছিল। এখন শুধু আপনার বিরুদ্ধে।

তাই নাকি?

গুজবটা এ রকমই। গত মঙ্গলবারে সাদেক সাহেব অফিসে এসেছিলেন—খুব হাসি হাসি মুখ। বিপদ আসে গরীবের উপরে, রুই-কাতলা পার পেয়ে যায়।

শওকত সাহেব কিছু বললেন না। শমসের আলি নিচু গলায় কথা চালিয়ে যেতে লাগলেন— একজনকে উইথড্র করা মানে কেইস দুর্বল করা। চোখ বন্ধ করে ঘুমান, খালাস পেয়ে যাবেন। শুধু খালাস না। চাকরিও ফেরত পাবেন। নাইন্টি নাইন পারসেন্ট গেরান্টি।

শওকত সাহেব প্রায় তিন ঘন্টার মত সময় বিনা কারণে অফিসে বসে কাটালেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন সবাই খুব অস্বস্তি বোধ করছে, তবু তাঁর চলে যেতে ইচ্ছে করছিল না।

তাঁর চেয়ারে নতুন একটি ছেলে এসেছে। প্রথম চাকরিতে ঢুকেছে বোধ হয়। কিছুই জানে না। বারবার চেয়ার ছেড়ে উঠে অন্যকে জিজ্ঞেস করছে। এইসব অল্পবয়সী ছোকড়া দিয়ে কাজ হয়? ফাইলিং শিখতেই এক বছর লাগবে।

উকিল সাহেবের কাছে তাদের ডাক পড়ল একটার দিকে। উকিল সাহেব টিফিন-ক্যারিয়ার খুলে আলু ভাজা এবং পরোটা খাচ্ছেন। এত নামী ডাকি একজন মানুষ আলুভাজা এবং পরোটা দিয়ে লাঞ্চ খায় শওকত সাহেবের ধারণা ছিল না। উকিল সাহেব

www.MurchOna.com

দরাজ গলায় বললেন, বসেন বসেন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বাকের হাত কচলে বলল—স্যার ভাল আছেন?

ভালই আছি।

আমাদের কেইসটা দেখেছেন?

হ্যাঁ দেখলাম। কনভিকসন হবে না। নিশ্চিন্ত থাকেন। এই কেইসে যদি আমার ক্লায়েন্টের কনভিকসন হয় তাহলে তো আমাকে ওকালতি ছেড়ে কাঠমিস্ত্রী হতে হবে। হা হা হা।

উকিল সাহেবের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বাকেরও হাসল। সে মুগ্ধ। শওকত সাহেব ক্ষীণ স্বরে বলল, চাকরি ফিরে পাব?

কনভিকসন না হলে নিশ্চয়ই ফিরে পাবেন। কনভিকসন না হওয়ার মানে হল আপনি অপরাধী নন। যে অপরাধী না তার চাকরি থাকবে না কেন? তবে ওরা যদি কোর্টে না এসে ডিপার্টমেন্টাল অ্যাকশন নিত, তাহলে চাকরি থাকত না। ওরা সেটা নেয়নি। কোর্টে এসেছে। আপনার জন্যে শাপে বর হয়েছে। কোন রকম দুঃশ্চিন্তা করবেন না। ভরসা রাখেন আমার ওপর।

বাকের দাঁত বের করে বলল, আপনার উপরই স্যার ভরসা। নব্বই পারসেন্ট ভরসা আপনার উপর। আর দশ পারসেন্ট আল্লার উপর।

উকিল সাহেব বাকেরের কথা পছন্দ করলেন বলেই মনে হয়। তিনি তাঁর পান খাওয়া কালো কালো দাঁত বের করে হো হো করে হাসতে লাগলেন। যেন খুব-একটা মজার কথা।

বকুল অনেকদিন পর টিনা ভাবীর বাসায় এসেছে। আড়াইটা বাজে। বেড়াতে আসার মত সময় নয়। কিন্তু টিনা ভাবীর বাসায় তার অসময়ে আসতেই ভাল লাগে। বকুল কড়া নেড়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। দরজা খুলল এক অপরিচিত মেয়ে টিনা ভাবীর বোন হবে। তাঁর মত দেখতে।

টিনা ভাবী আছে?

আছে। ঘুমাচ্ছে।

বকুল সরাসরি শোবার ঘরে ঢুকে গেল। টিনা ঘুমাচ্ছিল না। শেষ পর্যায়ে এসে সে খুব কাহিল হয়ে পড়েছে। চিৎ হয়ে ছাড়া ঘুমুতে পারে না। কাত হয়ে শুলেই মনে হয় পেট শরীর থেকে খসে আসবে। সে বিরক্ত স্বরে বলল, বকুল তুই কি মনে করে?

কেমন আছ ভাবী?

জিজ্ঞেস করতে লজ্জা লাগে না? এতদিন পর তুই কি মনে করে এলি?

আসতে ইচ্ছা করছিল না ভাবী। কোথাও যাই না আমি। স্কুলেও যাই না।

তোর বাবা দোষ করেছে, তুই তো কিছু করিসনি?

বাবা কিছু করেনি।

তোদের আচার-আচরণে তো এ রকম মনে হয় না। ঐদিন বাবু যাচ্ছিল বাসার সামনে দিয়ে। আমি এত ডাকলাম, সে ফিরেও তাকাল না। এ রকম ভাব করল যেন শুনতে পায়নি।

বকুল প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে বলল—তোমার পেট তো ভাবী হিমালয় পর্বতের মত হয়ে গেছে।

তা হয়েছে। আগে ভেবেছিলাম যমজ, এখন মনে হচ্ছে যমজ না, তিনজন বাস করছেন। তিন বাচ্চাকে কি বলে ত্রিমজ?

www.MurchOna.com

বকুল খিলখিল করে হেসে ফেলল। বহুদিন এমন প্রাণখুলে সে হাসেনি। সে সন্ধ্যা পর্যন্ত টিনা ভাবীর সঙ্গে থাকল। বাচ্চাদের জন্যে কাঁথা বানান হল খানিকক্ষণ। খানিকক্ষণ ছাদে বসে গল্প হল। তেঁতুল এবং কাঁচা কলার ভর্তা বানিয়ে মহানন্দে খাওয়া হল। এ বড় সুখের সময়।

টিনা একসময় বলল, তুই একবার আমার সঙ্গে সারারাত থাকবি। রাত জেগে গল্প করব।

কি গল্প?

কিছু কিছু গল্প শুধু রাতেই করতে হয়; সেই সব গল্প।

টিনা রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসতে লাগল। বাড়ি ফেরার আগে বকুল হঠাৎ নিচু স্বরে বলল— আচ্ছা ভাবী, যদি কোন মেয়ের কোন ছেলেকে ভাল লাগে তাহলে তার কি করা উচিত? ধর ছেলেটার মেয়েটাকে ভাল লাগছে না। শুধু মেয়েটারই লাগছে।

টিনা বেশ কিছু সময় চুপচাপ থেকে বলল—মেয়েটা যদি তোর মত সুন্দরী হয় তাহলে তার উচিত একদিন ভাল লাগার ব্যাপারটি ছেলেটিকে বলা।

আর যদি অসুন্দর হয়?

টিনা জবাব দিল না। সহজ ভাবেই অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে এল।

তোর বিয়ের কি হল?

কিছু হয়নি।

এর জন্যে কি তোর মন খারাপ?

নাহ্।

বকুল বাড়ি ফিরল মন খারাপ করে। যদিও মন খারাপ করার মত কিছুই ঘটেনি সেখানে।

বাবু আজ স্কুলে যায়নি।

অথচ সকাল বেলা বই-খাতা নিয়ে বের হয়েছে। স্কুলের গেট পর্যন্ত গিয়ে নান্টুকে বলল— আমার মাথা ধরেছে, আজ যাব না। অথচ তার মাথা ধরেনি।

সে অন্যমনস্কভাবে এদিক-ওদিক খানিকক্ষণ ঘুরল। স্কুলের লাগোয়া মিউনিসিপ্যালিটির একটি শিশু পার্ক আছে। সেখানে বসে রইল একা একা। এখান থেকে স্কুলের ঘন্টার শব্দ শোনা যায়। সেকেণ্ড পিরিয়ড শেষ হবার ঘন্টা শুনে সে পার্ক থেকে বেরুল।

রাস্তার পাশে একজন বুড়ো মানুষ ম্যাজিক দেখিয়ে নিম টুথ পাউডার বিক্রি করছিল। সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখল। পুরানো ধরনের ম্যাজিক। চারটা হরতনের বিবি চারটা টেক্কা হয়ে যায়। দড়ি মাঝখানে কেটে রুমাল দিয়ে ঢেকে রাখার পর সেই দড়ি জোড়া লেগে যায়। এই সব হাবিজাবি। বুড়োটা যখন বলল— বাচ্চা লোগ তালি লাগাও। তখন সে চলে এল। ছেলে-বুড়ো সবাই মহানন্দে তালি দিচ্ছে, তার তালি দিতে ইচ্ছা করছে না।

হঠাৎ করে তার মন খারাপ লাগছে। কান্না আসছে। বাবুর ইচ্ছা করল হেঁটে হেঁটে অনেক দূরে কোথাও চলে যায়। দূরের সেই অচেনা দেশে থাকবে শুধু অপরিচিত মানুষ। কেউ তাকে চিনবে না। সেও চিনবে না কাউকে। কেউ ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের স্ত্রীর মত জিজ্ঞেস করবে না—তোমাদের সংসার এখন কে চালাচ্ছে বাবু? কিংবা আলমের বাবার মত কেউ বলবে না— তোমরা নাকি এই বাসা বদলি করছ? সত্যি নাকি?

www.MurchOna.com

বাবুর ইচ্ছে হচ্ছিল বলে, আমরা এ বাড়ি ছাড়লে আপনার কি? কিন্তু সে কিছু বলেনি। সে মুনা আপার মত না। কারো মুখের ওপর সে কথা বলতে পারে না। শুধু চাপা একটা রাগ হয়। রাগের জন্যে মাথা ধরে যায়। প্রথম দিকে অল্প অল্প ধরে, তারপর যন্ত্রণাটা বাড়তে থাকে। ধ্বকধ্বক শব্দ হয় মাথায়। পুলের উপর দিয়ে ট্রেন গেলে যে রকম শব্দ হয় সে রকম শব্দ।

ভাল লাগে না, কিছু ভাল লাগে না। সেদিন ক্লাসের ইরাজুদ্দিন স্যার হঠাৎ বললেন—এই তোর বাবা নাকি জেল হাজতে, সত্যি নাকি? বাবুর কান্না এসে যাচ্ছিল, সে বহু কষ্টে কান্না সামলাল। স্যার আবার বললেন— সত্যি নাকি রে? বাবু চাপা স্বরে বলল, সত্যি না স্যার। বাবুদের ক্লাস ক্যাপ্টেন বলল, মামলা চলছে স্যার। রায় হয় নাই। পড়া বাদ দিয়ে ইরাজুদ্দিন স্যার মামলার ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে উঠলেন। এবং সবশেষে অন্য সবার মত বললেন, সংসার চলছে কিভাবে?

বাবু মনে মনে বলেছিল, আমাদের সংসার যে ভাবেই চলুক তাতে আপনার কি স্যার? আপনি কেন সবার সামনে এইসব কথা বলবেন? কেন আপনি অন্য রকম ভাবে তাকাবেন? কেন আমার বাবার নামে আজে বাজে কথা বলবেন?

কেউ অবশ্যি তার মনের কথা শুনতে পেল না। ভাগ্যিস কেউ মনের কথা টের পায় না। এক সময় ইরাজুদ্দিন স্যার সমাজ পাঠ পড়াতে শুরু করলেন। সে পড়া বাবুর কানে ঢুকল না— তার মাথা ব্যথা শুরু হয়েছে। এবং এত দ্রুত বাড়তে শুরু করেছে যে বাবুর মনে হচ্ছে এই ক্লাস শেষ হবার আগেই মারা যাবে।

সেটা খুব-একটা খারাপ হবে না বোধ হয়। মরার কথা মনে হলেই আগে তার ভয় লাগত। এখন সে রকম লাগে না।

কড়া রোদ উঠেছে। কিন্তু বাতাস ঠাণ্ডা। বাবু উদ্দেশ্যহীন ভাবে এগোতে লাগল। আজ প্রথম যে সে এ রকম করেছে তা না। আগেও কয়েকবার সে স্কুল ফাঁকি দিয়ে হেঁটে হেঁটে অনেক দূর পর্যন্ত গিয়েছে। একবার তো লালবাগ কেল্লার কাছে এসে পথ হারিয়ে ফেলল। যা ভয় লেগেছিল সেদিন। ছেলে ধরার মত দেখতে একটা লোক তার পিছু পিছু আসছিল। আজ অবশ্যি পিছু পিছু কেউ আসছে না। সকালবেলা সবাই নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। বিকালবেলার দিকে এ রকম একা একা হাঁটলে কম করে হলেও দু'তিনজন লোক জিজ্ঞেস করবে, কি খোকা কোথায় যাচ্ছ? আজ এখনো কেউ সে রকম কিছু জিজ্ঞেস করেনি।

শাহবাগের কাছে এসে বাবু দেখল বড় মামা হকারের কাছ থেকে পত্রিকা কিনছেন। সে দ্রুত উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করল। তাকে দেখলেই বড় মামা এক লক্ষ প্রশ্ন করবেন। শুধু প্রশ্ন না, এমন কথা বলবেন যা শোনা মাত্রই মাথা ধরে যাবে।

বড় মামাকে সে কোনদিনই পছন্দ করেনি। মুনা আপার সঙ্গে গণ্ডগোলটার পর সে ঠিক করে রেখেছে, কোনদিন বড় মামার সঙ্গে সে কথা বলবে না। মরে গেলেও না।

বড় মামার সঙ্গে মুনা আপার গণ্ডগোলটার প্রথম অংশ বাবু দেখতে পায়নি। সে গিয়েছিল বিসকিট, চানাচুর কিনতে—মামা এসেছেন, তাঁকে শুধু চা তো দেয়া যায় না। মামা অবশ্যি এসব কিছুই মুখে দেবেন না। চায়ের কাপে তিন চারটা চুমুক দিয়ে উঠে পড়বেন, তবু তাঁকে শুধু চা দেয়া যাবে না।

বাবু বিসকিটের ঠোঙা নিয়ে ঘরে ঢুকেই শোনে বড় মামা চিবিয়ে চিবিয়ে বলছেন—উকিল-টুকিল সব তুমিই ঠিক করেছ? মুনা আপা বলল—হ্যাঁ।

www.MurchOna.com

স্ত্রী-বুদ্ধিতে সংসার চলছে এখন?

কি করব মামা, পুরুষ-বুদ্ধির কাউকে তো পাওয়া গেল না। কেউ তো সাড়াশব্দ করল না।

সাড়াশব্দ করব কিভাবে? কেউ কি কখনো এসেছে আমার কাছে?

আপনার কাছে যেতে হবে কেন মামা? আপনার তো নিজেরই আসা উচিত।

উচিত-অনুচিত আমার শিখতে হবে তোমার কাছ থেকে?

শিখতেই যে হবে এমন কোন কথা নেই, আপনার শিখতে ইচ্ছে না হলে শিখবেন না।

মুখ সামলে কথা বল।

আমার সঙ্গে এমন চিৎকার করে কথা বলবেন না। আশেপাশে লোকজন আছে, ওরা কি মনে করবে?

মামা রেগে অস্থির হয়ে এমন সব কথা বলতে লাগলেন যে, বাবুর সঙ্গে সঙ্গে মাথা ধরে গেল। বকুল কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল—বড় মামা, ছিঃ ছিঃ আপনি মুনা আপাকে এসব কি বলছেন? বড় মামা কাঁপতে কাঁপতে বললেন—ঠিকই বলেছি। একটা কথাও ভুল বলিনি। তোমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখি না এই সব কারণে।

সেই রাতটা যে কি খারাপ কেটেছে বাবুর। মুনা আপার জন্যে এমন কষ্ট হয়েছে। মনে হয়েছে মুনা আপাকে জড়িয়ে ধরে সে খানিকক্ষণ কাঁদে। মুনা আপা অবশ্যি খুব শক্ত মেয়ে। মা যখন বললেন—কিছু মনে করিস না মুনা, রাগের সময় মানুষের মাথার ঠিক থাকে না। তখন মুনা আপা বেশ সহজ ভাবেই বলেছে—এসব আমি পাত্তা দেই না। যার যা ইচ্ছা বলুক।

মুনা আপা যে এসব জিনিস একেবারেই পাত্তা দেয় না, তাও ঠিক না। গভীর রাতে বাবু বাথরুমে যাবার জন্যে জেগে উঠে দেখে—মুনা আপা বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে আছে। অন্ধকারে কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না তবু বাবু পরিষ্কার বুঝল তার গাল ভেজা।

মুনা আপা তাকে দেখে বলল—কি, বাথরুম?

হুঁ।

এক রাতে তিনবার চারবার বাথরুমে যাস, তোর ডায়াবেটিস নাকি?

বলতে বলতেই মুনা আপা শব্দ করে হাসল। কি সহজ স্বাভাবিক আচরণ। যেন তার কিছুই হয়নি। এম্নি এম্নি বারান্দায় বসে আছে। বাবু ভয়ে ভয়ে বলল, তোমার মন খারাপ আপা?

না। মন খারাপ হলে বারান্দায় বসে থাকব কেন? মন ভাল করার জন্যে বারান্দায় কিছু আছে নাকি? ঘুম আসছে না তাই বসে আছি।

ঘুম আসছে না কেন?

কি মুশকিল, ঘুম আসছে না কেন সেটা আমি কি করে বলব? আমি কি ডাক্তার?

দুপুর বারোটার দিকে বাবু মগবাজার চৌরাস্তায় উপস্থিত হল। আর হাঁটতে ভাল লাগছে না। এখন আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে রওয়ানা হওয়া যেতে পারে। যে পথে এসেছে সেই পথেই যাবে না অন্য কোন পথ ধরবে এটা ঠিক করতে বাবুর কিছু সময় কাটল। চেনা পথ ধরে ফেরাই ভাল। কিন্তু নান্টু সব সময় বলে যে পথে আসা হয়েছে সে পথে ফিরে যেতে নেই। সে পথে ফিরলে বিপদ হয়। বাবু কি করবে বুঝতে পারছে না। ঠিক তখন সে একটা অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখল। তার বাবা আইসক্রীমওয়ালার কাছ থেকে আইসক্রীম কিনছেন। নিজের জন্যেই কিনছেন নাকি? বাবুর উচিত পালিয়ে যাওয়া, কিন্তু

সে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে রইল। বাবা একবার তাকালেন তার দিকে। তাঁর চোখে-মুখে চিনতে পারার কোন লক্ষণ ফুটে উঠল না। তিনি বাচ্চা ছেলেমেয়েদের মত লাল রঙের আইসক্রীমটি কামড়ে কামড়ে খেতে লাগলেন। তাঁর বগলে একটি ছাতা। প্রচণ্ড রোদেও ছাতা না খুলে নিশ্চয়ই প্রচুর হাঁটা হাঁটি করেছেন। ঘামে ভেজা মুখ হয়েছে আয়নার মত চকচকে। তিনি আইসক্রীম হাতে রাস্তা পার হলেন। রাস্তা পার হওয়াও শিশুদের মত। কোনদিকে না তাকিয়ে হঠাৎ ছুটলেন। একজন বয়স্ক মানুষ শিশুদের মত এতগুলো কাণ্ড এক সঙ্গে কি ভাবে করে?

বাবু নিজের অজান্তেই ডাকল, বাবা।

শওকত সাহেব থমকে দাঁড়ালেন। সামনেই দাঁড়িয়ে, তবু তিনি যেন তাকে চিনতে পারছেন না।

তুই এখানে!

বাবু জবাব দিল না। শওকত সাহেব জবাবের জন্য অপেক্ষাও করলেন না। সহজ ভাবে বললেন, আইসক্রীম খাবি?

না।

হঠাৎ তৃষ্ণা লেগে গেল।

যেন তিনি ছেলের কাছে কৈফিয়ত দিচ্ছেন।

খা একটা আইসক্রীম। এ্যাই, এ্যাই আইসক্রীমওয়ালা।

বাবুকে আইসক্রীম নিতে হল।

আমাদের সময় লালগুলি দু'পয়সা দাম ছিল, দুধ মালাই একটা ছিল এক আনা করে। চল বাসায় যাই। হেঁটে যেতে পারবি, না রিকশা নেব?

হাঁটতে পারব।

রিকশার চেয়ে হাঁটাটাই আরাম। রিকশায় অ্যাকসিডেন্টের ভয়। পেছন থেকে একটা ট্রাক এসে ধাক্কা দিলে অবস্থা কাহিল।

বাবু সারাক্ষণই ভাবছিল এই বুঝি বাবা জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন, এইখানে কি করছিলি? ইস্কুলে যাসনি কেন? কিন্তু শওকত সাহেব কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। বরং তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল ছেলেকে হঠাৎ রাস্তায় পেয়ে তিনি বেশ খুশি।

রোদ লাগছে নাকি বাবু?

না।

রোদ লাগলে বলিস, সঙ্গে ছাতা আছে। তবে শরীরে রোদ লাগা ভাল। ভিটামিন ডি আছে। এতে শরীরের হাড্ডির খুব পুষ্টি হয়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। এই যে ভিখারীগুলো দেখছিস? সারাদিন হাঁটাহাঁটি করে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখ অসুখ-বিসুখ হয় না।

বাবু অবাক হয়ে বাবার দিকে তাকাল, এমন অদ্ভুত ভাবে কথাবার্তা বলছেন কেন?

আমি সকালবেলা ঘর থেকে বের হয়েই হাঁটা শুরু করি। দুপুর পর্যন্ত হাঁটি আর শরীরে রোদ লাগাই। খুব উপকারী।

বাবু কোন কথা বলল না। নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল। শওকত সাহেব খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললেন, জেলে কতদিনের জন্যে নিয়ে রাখে কোন ঠিক আছে? তখন রোদও পাওয়া যাবে না, হাঁটাহাঁটিও করা যাবে না।

www.MurchOna.com

শওকত সাহেব একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। বাবুর হঠাৎ মনে হল বাবা শুধু কথাবার্তাতেই না দেখতেও কেমন যেন অচেনা মানুষের মত হয়ে গেছেন। হাঁটছেন কেমন কুঁজো হয়ে। অস্বাভাবিক লম্বা লম্বা পা ফেলছেন।

১৩

অনেক দিন পর জলিল মিয়ার চায়ের দোকানে বাকের এসে ঢুকল। আগে রোজ সন্ধ্যায় তাদের একটা আড্ডা বসত। তিন-চার বছর ধরে ভাঙন ধরেছে। একজন একজন করে খসে পড়তে শুরু করেছে। আশফাকের মত ছেলেও বিয়ে করে মদন বলে এক জায়গায় পড়ে আছে। শ্বশুরের সঙ্গে নাকি কাঠের বিজনেস করে। এক বছরের উপর হয়েছে তার কোন খোঁজ নেই। নির্ঘাৎ বাচ্চা বাঁধিয়ে ফেলেছে বাই দিস টাইম।

শেষ পর্যন্ত টিকে ছিল ইয়াদ। তারও দিন শেষ। সকাল-বিকাল চাকরি করছে। ব্রীফকেস নিয়ে ট্যুরে যাচ্ছে। শালা। পুরোপুরি ভেড়ুয়া হয়ে গেছে। দেখা হলেই আই এ পাস মেয়ের কথা শুরু হয়। নানান ধরনের গল্প। পরশুদিন একটি শুনল এ রকম, ইয়াদ নিউ মার্কেটে গিয়ে দেখে তার সেই আই এ পাস একজন বান্ধবীকে নিয়ে শাড়ির দোকানে ঘুরছে। তারা যাতে ইয়াদকে চিনতে না পারে সে জন্যে সে চট করে সানগ্লাস পরে ফেলল। কিন্তু মেয়েটি ঠিকই চিনল। কি সব বলল তার বান্ধবীকে। সেই বান্ধবী তার দিকে চোখ ড্যাব ড্যাব করে তাকাতে লাগল।

অসহ্য। গল্প শুনলেই ইচ্ছা করে একটা চড় বসিয়ে দিতে। ড্যাব ড্যাব করে তাকাচ্ছিল। ড্যাব ড্যাব করে তাকানোর মাল হচ্ছ তুমি। শালা। ফকরামির জায়গা পায় না।

জলিল মিয়ার চায়ের স্টলে ইয়াদ বসে ছিল। তার গায়ে কালো কোট। গলায় লাল রঙের টাই। ক্লীন শেভড। মুখে ক্রীম ঘষেছে বোধ হয়। ভুরভুর করে গন্ধ বেরুচ্ছে। বাকেরকে দেখে সে হকচকিয়ে গেল। বাকের অবহেলার ভঙ্গিতে বলল, তুই এখানে।

আসলাম। দেখা-সাক্ষাত হয় না।

সাজ-পোশাক তো মাশাআল্লাহ ভালই চড়িয়েছিস।

আর বলিস কেন। ওদের বাড়ি থেকে আমাকে দেখতে আসবে। ওর এক দূরসম্পর্কের চাচারও আসার কথা। এক্স মিনিস্টার এল রহমান।

দেখতে আসবে তো তুই এখানে কেন? চায়ের দোকানে দেখতে আসবে নাকি?

বাসায় তো আর সেজেগুজে বসে থাকা যায় না। মনে করবে ইচ্ছে করে সেজে বসে আছি। ওরা এলে রঞ্জু এসে এখান থেকে ডেকে নিয়ে যাবে। ভাবটা এ রকম যেন বাইরে ছিলাম, বাসায় এসেছি।

বাকের চায়ের অর্ডার দিল। ইয়াদের কোনদিকে দৃষ্টি নেই। সে ঘনঘন ঘড়ি দেখছে। পাঁচ মিনিটের মাথায় তিনবার বলল, এত দেরি হওয়ার তো কথা না। এসে গেছে নাকি? বলে এসেছি জলিলের চায়ের দোকানে খোঁজ করতে। কোথায় না কোথায় খুঁজছে কে জানে। রঞ্জু হারামজাদা মহা বেকুব।

উত্তেজনায় ইয়াদ একটা ফাইভ ফাইভ সিগারেট উল্টোদিকে ধরিয়ে ফেলল। বাকের দেখেও কিছু বলল না। ফিল্টারের ধোঁয়া খেয়ে কেশে মরুক। বাকের উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রাস্তার দিকে। জলিল মিয়া বলল, বাকের ভাইকে নতুন পাত্তি দিয়া আর এক কাপ চা দেই?

www.MurchOna.com

না চা লাগবে না।

খান বাকের ভাই। চা এক কাপ যা দশ কাপও তা।

বাকের কিছু বলল না। জলিল মিয়া টেনে টেনে বলল, তারপর দেশের খবরাখবর কিছু বলেন।

বাকের বিরক্তমুখে তাকাল। জলিল মিয়ার স্টলে রাজনৈতিক আলাপ নিষিদ্ধ। দুই-তিন জায়গায় এই কথাগুলো ফ্রেম করে বাঁধানো, কিন্তু রাজনীতিতে জলিল মিয়ার নিজের খুব উৎসাহ। সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে মার্শাল ল' ছাড়া এই দেশের কোন উপায় নেই। কিন্তু এই কথাটা নিজে বলতে পারে না, অন্যের মুখে শুনতে চায়।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কেমন হইছে দেখছেন বাকের ভাই। সিভিল গভর্মেন্টের ক্ষমতা নাই ঠিক করার। যে পরিস্থিতি ব্যবসা-বানিজ্য বন্ধ করা ছাড়া উপায় নাই।

বাকের তিক্ত স্বরে বলল, উপায় না থাকলে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দিলেই হয়। পায়ে ধরে কেউ সাধছে?

জলিল মিয়া খুব অপ্রস্তুত হয়। বাকেরের বিরক্তির কারণ ঠিক বুঝতে পারে না। সে কাউকে বিরক্ত করতে চায় না। বাকেরের দলের কাউকে তো নয়ই।

ইয়াদ বলল, ক'টা বাজে দেখ তো বাকের। শালা এত দেরি করছে কেন?

বাকের কোন উত্তর না দিয়ে উঠে দাঁড়াল। গম্ভীর মুখে বলল, যাই। ইয়াদ বলল, এত সকাল সকাল যাচ্ছিস কোথায়? বস না। শালার এ তো দারুণ টেনশনের মধ্যে পড়লাম।

কাজ আছে।

তোর আবার কি কাজ?

খুব-একটা খারাপ কথা বাকেরের মুখে এসে গিয়েছিল। সে সেটা বলল না। ইয়াদ হারামজাদাটার সঙ্গে মুখ খারাপ করে কোন ফায়দা নেই।

রাস্তা অন্ধকার। বস ক'টি লাইটপোস্টের বাতি আবার চুরি হয়েছে। এই এক সপ্তাহের মধ্যে দুইবার বাতি চুরি গেল। চোরের উপদ্রবটা বড় বেশি হচ্ছে। বাকেরের ধারণা কাজটা করে মিউনিসিপ্যালিটির লোকেরা। মই ফিট করে কোন চোর যাবে বাল্ব চুরি করতে? ধরতে হবে একবার শালাদের। মামদোবাজি বের করে দিতে হবে।

বাকের দেয়াশলাই বের করে ঘড়ি দেখল, ঘড়ি ঠিকই চলছে। আটটা পঁয়ত্রিশ। এত সকাল সকাল বাড়ি গিয়ে হবেটা কি? লাভের মধ্যে লাভ হবে বড় ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। এবং লাট সাহেব বড় ভাই মুখটাকে এমন করবে যেন ভূত দেখছে। বড় অফিসার এদের মেজাজ-মর্জিই অন্য রকম।

রাত এগারটার পর বাড়িতে যাওয়ার অনেক সুবিধা। কারো সঙ্গেই দেখা হয় না। খাবার ঢাকা দেয়া থাকে। খেয়েদেয়ে লম্বা হয়ে পড়লেই সব সমস্যার সমাধান।

সকাল দশটার দিকে ঘর থেকে বেরুলে বড় ভাইয়ের সঙ্গে দেখা না করে দিন পার করে দেয়া যায়। অবশ্যি ভাবীর সঙ্গে দেখা হয়। সূর্যের চেয়ে বালির উত্তাপ বেশি, সেই কারণেই ভাবীর মেজাজ থাকে আকাশে। তিনি সহজ ভাবে বাকেরের সঙ্গে কোন কথাই বলতে পারেন না। যাও বলেন, এমন সব ভাষা ব্যবহার করেন যে বাকেরের প্রতিদিনই একবার বাড়ি ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করে। সেই ইচ্ছা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কারণ বাকের মেয়েমানুষের কথার কখনোই তেমন কোন গুরুত্ব দেয় না। মেয়েমানুষের কাজই হচ্ছে বেশি কথা বলা এবং ফালতু কথা বলা। ফালতু কথাকে এমন গুরুত্ব দিলে চলে?

বাকের সিগারেট ধরাল। প্যাকেটে আর তিনটা সিগারেট আছে, রাত কাটবে না। ঘুম ভাঙলেই তার সিগারেটের তৃষ্ণা হয়। কিন্তু এখন আবার হেঁটে হেঁটে মোড় পর্যন্ত যেতে ইচ্ছা করছে না।

ফজলু সাহেবের বাসার সামনে একটা ছোটখাট ভিড়। বাকের এগিয়ে গেল। বাড়ির ভেতর থেকে মেয়েলী গলায় কান্নার শব্দ।

কি হয়েছে?

কি হয়েছে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। ফজলু সাহেবের পোয়াতী স্ত্রী নাকি খাট থেকে পড়ে গিয়েছে। ফজলু সাহেব গিয়েছেন অ্যাম্বুলেন্স আনতে। বাকেরের বিরক্তির সীমা রইল না। ধামসী এক মহিলা খাট থেকে পড়ে যাবে কেন? কচি খুকু তো না। অ্যাম্বুলেন্স আনতে গেছে মানে? আনতে গেলেই অ্যাম্বুলেন্স চলে আসে নাকি? চলে এলে তো কাজই হত। হাসপাতালে সত্যি সত্যি নিতে হলে হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাতে করেই নিতে হবে।

বাকের ছুটল বেবীটেক্সি ধরে আনতে। এই বেবীটেক্সিতেই টিনার যমজ ছেলে হল। বাকের দাঁতে দাঁত চেপে মনে মনে বলল, বেকুব মেয়েছেলেদের নিয়ে মুসিবত।

বাচ্চা কার মত হয়েছে বকুল? আমার মত না তোর ভাইয়ের মত?

কারো মতই না।

বকুল উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে রইল টিনার দিকে। টিনা ভাবী কেমন অন্য রকম হয়ে গেছে। কি চমৎকার মায়া মায়া চেহারা হয়েছে টিনা ভাবীর।

দুজনকে সামলাবে কিভাবে?

টিনা হাসতে হাসতে বলল, একটাকে তুই নিয়ে যা। অরুণকে নিয়ে যা। অরুণ বড্ড জ্বালায়।

অরুণ কোন্‌টি?

বাঁ পাশেরটি।

দুজনই তো এক রকম।

দূর-দূর এক রকম হবে কেন? চেহারা দু'রকম, কাঁদে দু'রকম করে। ওদের গায়ের গন্ধও দু'রকম।

কি যে তুমি বল ভাবী।

ঠিকই বলি। নে তুই অরুণকে নিয়ে যা।

সত্যি সত্যি কিন্তু নিয়ে যাব।

নিয়ে যাবার জন্যেই তো বললাম। তুই কি ভাবছিস ঠাট্টা করছি?

বকুল খুব সাবধানে একজনকে কোলে তুলল! কি চমৎকার একটা ঘ্রাণ আসছে গা থেকে। বাসি শিউলী ফুলের ঘ্রাণ এত মায়া লাগে কেন? বকুলের চোখে পানি আসার উপক্রম হল।

তোর ভাই যমজ বাচ্চা হওয়া উপলক্ষে আমাকে যমজ শাড়ি দিয়েছে। বাচ্চা-কাচ্চা হলে বউকে শাড়ি দিতে হয় জানিস তো?

না। জানি না।

দিতে হয়। কষ্ট করে বাচ্চা আনে সেই জন্যে দেয়া। দেখ তো শাড়ি দুটো কেমন।

দুটি একই রকম শাড়ি। নীল জমিনের উপর সাদা ফুল।

www.MurchOna.com

খুব সুন্দর ভাবী, তোমাকে দারুণ মানাবে।

একটা শাড়ি তুই নিবি?

বকুল বিব্রত স্বরে বলল, আমি নেব কেন? কষ্ট করবে তুমি, শাড়ি নেব আমি?

দুটাই তো আর নিচ্ছিস না। একটা নিচ্ছিস।

না ভাবী প্লীজ।

না নিলে আমি খুব রাগ করব, ক'দিন কথা বলব না তোর সাথে। তোকে দেবার জন্যেই তোর ভাইকে বলে আমি দুটি শাড়ি আনিয়েছি। শুধু শাড়ি না, ব্লাউজ-পেটিকোট সবই আছে। যা, কাপড় বদলে আয়।

বকুলকে শাড়ি পরে আসতে হল। টিনা দীর্ঘ সময় তার দিকে তাকিয়ে বলল, এখন যা ঐ ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে পেপসি খেয়ে আয়।

বকুলের মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল। টিনা বিরক্ত স্বরে বলল— তুই কি ভাবছিস কেউ কিছু টের পায় না। সবাই সব কিছু টের পায়। তোর ভাইয়ের কাছে শুনলাম। সে দেখেছে তুই ঐ ডাক্তার ছোকরার সঙ্গে বসে কোক না পেপসি কি যেন খাচ্ছিস, আর খুব হাত নেড়ে নেড়ে গল্প করছিস।

বকুলের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। এসব কি বলছে ভাবী। কিন্তু টিনা খুব স্বাভাবিক। বাচ্চার নাভিতে বরিক পাউডার দিতে দিতে বলল, কিছু মানুষই আছে যারা শুধু অল্পবয়সী মেয়েদের সঙ্গে ছোঁক ছোঁক করতে চায়। প্রথমে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, তারপর গায়ে-টায়ে হাত দেয়।

কি যে তুমি বল ভাবী।

ঠিকই বলি। ঘাস খেয়ে তো বড় হইনি।

তুমি যা ভাবছ সে সব কিছু না।

প্রথম প্রথম এ রকম মনে হবে। তারপর দেখবি একদিন হঠাৎ হাতের সঙ্গে হাত লেগে যাবে। যেন একটা অ্যাকসিডেন্ট। তারপর একদিন আশেপাশে লোকজন না থাকলে জড়িয়ে ধরবে। চুমু খাবে।

কি যা তা বলছ?

ঠিকই বলছি। না জেনে বলছি?

ওনার সম্পর্কে এ রকম বলাটা ঠিক না। সব মানুষ তো এক রকম নয়।

সব মানুষই এক রকম। সবারই দুটো করে চোখ, দুটো কান, একটা নাক। খবর্দার আর কোনদিন ঐখানে যাবি না। দরকার হয় সে আসবে, তুই নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবি।

ছিঃ!

এত ছিঃ করতে হবে না। যা বলছি মনে রাখিস।

খুব মন খারাপ করে বাড়ি ফিরল বকুল। নতুন শাড়ি পরে রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসতে কেন জানি তার লজ্জা করছিল। ফার্মেসীর পাশ দিয়ে আসবার সময় খুব ইচ্ছা হল একবার তাকিয়ে দেখে ডাক্তার সাহেব আছেন কি না। কিন্তু কিছুতেই তাকাতে পারল না। তার কেন জানি মনে হল ডাক্তার সাহেব আছেন এবং তিনি তাকে দেখছেন অবাক হয়ে। এক্ষুণি বেরিয়ে এসে ডাকবেন— এই বকুল, এইভাবে পালিয়ে যাচ্ছ কেন?

কিন্তু কেউ ডাকল না। কেউ ডাকেনি শুধুমাত্র এই কষ্টেই তার চোখ ভিজে উঠছিল। কেন তার এ রকম হচ্ছে? এটা কি কোন অসুখ? না অন্য কিছু?

www.MurchOna.com

শওকত সাহেব সুন্দর শাড়ি পরা এই মেয়েটিকে কাঁদতে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। এটি তাঁরই মেয়ে এটা বুঝতে সময় লাগল।

বকুল মা, কাঁদছিস কেন?

কাঁদছি না। কাঁদব কেন শুধু শুধু।

বকুল তাকে পেছনে ফেলে তরতর করে এগিয়ে গেল। শওকত সাহেব অনেকক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলেন একই জায়গায়। তাঁর মেয়েটি এত বড় হয়ে গেছে এটি কেন এত দিনেও তার চোখে পড়েনি?

কাঁদছিল কেন? পাড়ার ছেলেরা কিছু বলেছে? মেয়েটির জন্যে তার নিজের মন কেমন করতে লাগল। এদেরকে অসহায় ফেলে রেখে দীর্ঘ দিনের জন্যে তাকে জেলে ঢুকে পড়তে হবে। উকিল সাহেব যদিও বলছেন কিছুই হবে না, কিন্তু তিনি জানেন ব্যাটা মিথ্যা কথা বলছে। উকিলরা সত্যি কথা বলতে পারে না।

শওকত সাহেব মাথা নিচু করে বুড়ো মানুষের মত হাঁটতে লাগলেন।

মামলার আবার একটি ডেট পড়েছে। এ রকম কি অনন্তকাল ধরেই চলতে থাকবে? উকিল সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, একেকটা মামলা চার-পাঁচ বছর ধরে ঝোলে। ঝোলাটাই ভাল। যত ঝোলে, মামলা তত দুর্বল হতে থাকে। সামনের মাসে আসেন দেখা যাবে।

শওকত সাহেবকে বেশ খুশি খুশি মনে হয়। তিনি যেন সমস্ত ব্যাপারটাকেই এড়াতে চাইছেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছে বুক থেকে পাষাণ ভার নেমে গেছে। তিনি উল্লসিত কণ্ঠে বললেন, চলরে মুনা বাড়ি যাই।

আমি যাব না, তুমি যাও। বাকের ভাইকে নিয়ে যাও।

তুই এখন কি করবি?

অফিসে যাব।

তিনটার সময় অফিসে গিয়ে কি করবি?

আমার কাজ আছে।

কি কাজ?

আছে একটা কাজ। রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঘ্যান ঘ্যান করতে পারব না।

মুনা রিকশায় উঠে বসল। অফিসে পৌঁছতে পৌঁছতে সাড়ে তিনটা বেজে গেল। লোকজন বেশির ভাগই বাড়ি চলে গেছে। যারা যায়নি তারা টেবিলপত্র গুছিয়ে ফেলছে। পাল বাবু ছিলেন। তিনি হাসিমুখে বললেন, আপনার কাজ হয়েছে। লোন স্যাংসন হয়েছে। ঘন্টাখানেক আগে এলে চেক পেয়ে যেতেন। অবশ্যি আজ পাওয়া আর কাল পাওয়া সেম। এখন তো আর ভাঙাতে পারছেন না।

এটা একটা ভাল খবর। টাকাটা পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু মুনা খুশি হতে পারছে না। টাকা খরচ হচ্ছে জলের মত। সামলানো যাচ্ছে না। রিকশা ভাড়াতেই অনেকগুলি টাকা চলে যাচ্ছে। সামনে কি অবস্থা হবে কে জানে। পাল বাবু বললেন, বিয়ে উপলক্ষ্যে লোন নিলেন নাকি?

না।

না কেন? ঐ ঝামেলাটা চুকিয়ে ফেলুন।

দেখি।

www.MurchOna.com

উঠছেন নাকি? কোনদিকে যাবেন? আসুন এগিয়ে দেই। এই টাইমে রিকশা পাওয়া মুশকিল।

কোথায় যাবে মুনা মনস্থির করতে পারল না। বাসায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না। মামুনের খোঁজে যাওয়াও অর্থহীন। সে নিশ্চয়ই ফেরেনি। আর ফিরলেই কি। যে লোক দীর্ঘ দেড় মাস কোন রকম খবর না দিয়ে ডুব দিয়ে থাকতে পারে তার কাছে বারবার যাওয়ার কোন কারণ আছে কি? তারেকের বাসার ঠিকানা জানলে সেখানে যাওয়া যেত। দেখা যেত কেমন মেয়ে বিয়ে করেছে। কিন্তু ওর ঠিকানা জানা নেই। কাঁচা বাজারের দিকে গেলে কেমন হয়, বেশ কিছুদিন ধরে বাজার হচ্ছে না। ডাল ভাত আর ডিম খেতে খেতে অরুচি ধরে গেছে। মুনা ব্যাগ খুলে টাকা গুনল। বাজার করার মত টাকা নেই। তার মানে এই দাঁড়াচ্ছে তার কোথাও যাবার জায়গা নেই। মুনা একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল।

দরজায় খুটখুট শব্দ হচ্ছে। মামুন অবেলায় ঘুমিয়ে ছিল। শীতের শুরুতে বিকেল বেলার ঘুম অন্য রকম একটা আলস্য এনে দেয় শরীরে। বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করে না।

কে?

আমি— আমি মুনা।

মামুন দরজা খুলে বিব্রত ভঙ্গিতে তাকাল। মুনার চোখ-মুখ কঠিন। দেখেই বোঝা যাচ্ছে রেগে আছে।

এস, ভেতরে এস। কেমন আছ বল?

মুনা শুকনো গলায় বলল, এসেছ কবে?

গতকাল। আজ ঠিক করে রেখেছিলাম যাব তোমার ওখানে। ভালই হয়েছে। দেখা হল। রোগা হয়ে গেছ মুনা।

মুনা চুপ করে রইল। মামুন বলল, বুঝতে পারছি খুব রেগে আছ।

রাগব কেন?

এই যে ডুব দিলাম দেড় মাস। এদিকে তোমার এমন দুঃসময়।

আমার দুঃসময়ের সাথে তোমার কি সম্পর্ক? আমি কি তোমাকে বলেছি আমার দুঃসময়ে আমার হাত ধরে বসে থাকতে?

জাস্ট এ মিনিট। আমি মুখ ধুয়ে চায়ের কথাটা বলে আসি। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

মুনা লক্ষ্য করল মামুন বেশ সহজ স্বাভাবিক। দীর্ঘ দিন যে ডুব মেরে ছিল তার জন্যে তার বিন্দুমাত্র লজ্জা বোধ নেই। যেন এটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া তার স্বাস্থ্যও ভাল হয়েছে। দেখেই মনে হয় সে সুখেই ছিল। সুখী সুখী চেহারা।

শুধু চা নয়। চায়ের সঙ্গে পিঁয়াজু এবং বেগুনী। মামুন খুব উৎসাহের সঙ্গে খেতে শুরু করল। মুনা বলল, এতদিন যে ডুব দিয়েছিলে চাকরির অসুবিধা হয়নি?

আরে দূর চাকরি। মাস্টারি করে কিছু হয় নাকি? চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।

ছেড়ে দিয়েছি মানে?

ছেড়ে দিয়েছি মানে ছেড়ে দিয়েছি। চাকরি করব না। ব্যবসা করব। গ্রামের বাড়িতে একটা অয়েল মিল দিচ্ছি। লোনের জন্যে অ্যাপ্লাই করব। সরিষা ভেঙে তেল করা ছাড়া ধান, গম, মসলা, সব ভাঙানো যাবে।

এই সব নিয়েই ব্যস্ত ছিলে?

www.MurchOna.com

রাইট। লোনও পেয়ে যাব।

থাকতে পারবে গ্রামের বাড়িতে?

পারব না কেন? ফাইন বাড়ি আমাদের। তুমি দেখলে মুগ্ধ হবে।

মুনা লক্ষ্য করল মামুন একবারও জিজ্ঞেস করছে না, তোমাদের খবর কি? তোমাদের মামলার কি অবস্থা? মুনা উঠে দাঁড়াল, আমি যাই। সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে।

মামুন হাত ধরে তাকে টেনে বসাল। অবাক হয়ে বলল, সন্ধ্যা হয়েছে তো কি হয়েছে, আমি আছি কি জন্যে? বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসব। এবং রাতে খাব তোমাদের ওখানে। বুঝতে পারছি তুমি রাগ করে আছ আমার ওপর। রাগ ভাঙানোর সুযোগ দাও। না তাও দেবে না।

চুপ করে ছিলে কেন?

নতুন এই আইডিয়া নিয়ে খুব জড়িয়ে পড়লাম। এবং ইচ্ছা করেই তোমাকে কোন খবর দিলাম না। কারণটা হচ্ছে আমি ভেবেছিলাম কোন খবরা খবর না পেয়ে তুমি অস্থির হয়ে বাড়িতে এসে উপস্থিত হবে, এবং সব কিছু দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবে। তখন আমি বলব না আর ফিরে যেতে পারবে না। তোমাদের ঝামেলার কথা আমার তেমন করে মনে হয়নি। আই অ্যাম সরি। রাগ করেছ মুনা?

বলেছি তো আমি রাগ করিনি। আমি সহজে রাগ করি না।

এইবার আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। একদিনের জন্যে হলেও নিয়ে যাব। তোমার খারাপ লাগবে না, ভালই লাগবে। বাড়ি দেখেও তুমি মুগ্ধ হবে। বাড়ির সামনে বাগান করেছি। ওনলি ফর ইউ মাই ইয়ং লেডি। চল ওঠা যাক। বাইরে কোথাও খাব।

না।

চল না, প্লীজ। ফ্রায়েড স্প্রিং চিকেন। চিলি বীফ এণ্ড সুইট এণ্ড সাওয়ার প্রন।

মামুন কাপড় পরতে শুরু করল। সে ধরেই নিয়েছে মুনা যাবে তার সঙ্গে। মুনা তার উল্লাসের কারণটা ঠিক ধরতে পারছে না।

তোমাদের মামলার কি অবস্থা?

ভালই।

ভালই মানে কি? উকিল ভাল দিয়েছ তো?

মুনা জবাব দিল না।

উকিল ভাল হলে খালাস করে নিয়ে আসবে, গায়ে আঁচড়ও লাগবে না। সিরিয়াস সিরিয়াস সব খুনিদের বের করে নিয়ে আসছে। এই দেশে অপরাধীদের সাজা হয় না।

মুনা শীতল স্বরে বলল, আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে যাচ্ছি না।

কেন?

ইচ্ছা করছে না? আমার অনেক রকম সমস্যা আছে, এখন আমি তোমার সঙ্গে বসে ফ্রায়েড চিকেন খেতে পারব না।

ফ্রায়েড চিকেন না খেলে অন্য কিছু খাওয়া যাবে।

আমি বাসায় যাব, মাথা ধরেছে।

রিকশায় দুজনের কোন কথা হল না। মামুন দু'একবার কথা শুরু করতে চেষ্টা করল, লাভ হল না কিছু।

মাথা খুব বেশি ধরেছে নাকি?

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

হুঁ।

আমার সঙ্গে গ্রামে গিয়ে থাকতে তোমার অসুবিধা হবে না তো? মুনা জবাব দিল না।

প্রথম কিছুদিন ফাঁকা ফাঁকা লাগবে, তারপর দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে। কি, কিছু বলছ না কেন?

বললাম তো মাথা ধরেছে।

মুনা গলির মাথায় নেমে পড়ল। সহজ ভাবেই বলল, থাক তোমাকে আসতে হবে না। আমি নিজে নিজেই যেতে পারব। রাস্তার আলো আছে।

আমি সঙ্গে এলে অসুবিধা আছে?

আছে। তুমি এলেই তোমার সঙ্গে বসতে হবে, কথা বলতে হবে। রাতে খাবার দিতে হবে। আমার এখন এসব করতে ইচ্ছা করছে না। মাথা ধরেছে খুব।

তোমার সঙ্গে আমার অনেক পরামর্শ আছে মুনা।

পরামর্শ পরে করা যাবে। সময় তো ফুরিয়ে যাচ্ছে না।

মুনা লম্বা লম্বা পা ফেলে এগুতে লাগল। মামুন তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে।

১৪

লতিফা ছটফট করছিলেন সন্ধ্যা থেকেই—মুনা এসেছে? মুনা এসেছে? বকুল বিরক্ত হয়ে বলেছে—এলে তো তোমাকে বলতাম মা। একশো বার এক কথা বলছ কেন?

আজ সমস্ত দিন লতিফার শরীর খারাপ গেছে। দুপুরে একবার বিছানা থেকে নামতে গিয়ে মাথা ঘুরে উঠল। শরীরটা একেবারেই গেছে। দুপুরে কিছুই খেতে পারেননি। বমি করে উগড়ে ফেলেছেন। সন্ধ্যাবেলা তাঁর বুক কাঁপতে লাগল। পুরানো শ্বাস কষ্ট নয়, অন্য এক ধরনের কষ্ট। তাঁর ভয় করতে লাগল। তিনি চাপা স্বরে কয়েকবার বাবুকে ডাকলেন। কেউ এল না। হয়ত শুনতে পায়নি। কিংবা শুনেও আসছে না। আজকাল সহজে তাঁর কাছে কেউ আসে না।

এক সময় সখিনা এসে ঘর ঝাঁট দিতে শুরু করল। কি অলক্ষুণে ব্যাপার! সন্ধ্যাবেলা কেউ গৃহস্থ বাড়িতে ঝাঁট দেয়? তিনি অনেকক্ষণ উঁচু গলায় বকাঝকা করলেন। তাঁর বুকের ধরফরানি আরো বেড়ে গেল। এক সময় মনে হল ঘরের আলো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। চোখে বিঁধছে। অনেক রাতের দিকে মাঝে মাঝে এ রকম হয়। আলো হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য বেড়ে যায়। তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন মুনার জন্যে। মিনিটে একবার করে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, দেখ তো মুনা এসেছে নাকি?

মুনা এসে তার অবস্থা দেখে বড়ই অবাক হল। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। ব্যাপার কি? মুনা উদ্বিগ্ন স্বরে বলল, মামা ফেরেননি?

বাবু বলল—ফিরেছিলেন, আবার কোথায় যেন গেছেন।

মামী কি রকম করছে তোরা দেখছিস না? যা দৌড়ে ডাক্তার নিয়ে আয়।

লতিফা হাঁপাতে শুরু করলেন। ঘরের আলো এত উজ্জ্বল যে চোখ মেলে রাখা যাচ্ছে না।

মামী খুব খারাপ লাগছে?

হুঁ। তুই আমার হাত ধরে বসে থাক।

মুনা হাত ধরে পাশে বসল। বকুল অবাক হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে আছে, লতিফা তাকালেন বকুলের দিকে। কি সুন্দর একটি মেয়ে, কে বলবে তাঁর মত অতি সাধারণ একটি মায়ের

www.MurchOna.com

কোলে এত সুন্দর একটি শিশু আসবে।

মুনা বলল, দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? একটা ন্যাকড়া ভিজিয়ে এনে কপাল মুছিয়ে দে। বকুল ছুটে গেল রান্নাঘরে। লতিফা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, যত তাড়াতাড়ি পারিস বকুলের বিয়ে দিয়ে দিবি। এত সুন্দর মেয়ে ঘরে বেশিদিন রাখবি না। অনেক সমস্যা হবে!

ঠিক আছে দেব।

পড়াশোনা কপালে থাকলে হবে, না থাকলে হবে না। তুই ওর বিয়ে দিয়ে দিবি। যত তাড়াতাড়ি পারিস।

বিয়ে দিলেই সব সমস্যার সমাধান হয় নাকি মামী?

লতিফা কিছু বললেন না। বকুল মাথায় ভেজা ন্যাকড়া বুলোতে লাগল। তিনি কাঁপা গলায় বললেন—আহ্ ঠাণ্ডা লাগে।

ডাক্তার এল সাড়ে সাতটায়। তারো ঘন্টা তিনেক পরে দীর্ঘ ছ'বছরের রোগযন্ত্রণার অবসান হল। ডাক্তার ছেলেটি বড় অবাক হল। সে এমন ভাবে সবার দিকে তাকাতে লাগল যেন ঘটনাটি সে নিজেও বিশ্বাস করতে পারছে না। তাঁর হাতে এটিই কি প্রথম মৃত্যু?

কিছু কিছু ঘটনা মানুষ দ্রুত ভুলে যেতে চেষ্টা করে। সেই চেষ্টা সচেতন ভাবেই করা হয় এবং সে কারণেই সে লজ্জিতও বোধ করে। মৃত্যু এমন একটি ঘটনা। অতি প্রিয়জনের মৃত্যুও আমরা ভুলে যাবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করি। আমাদের চলা-ফেরা আচার-আচরণে মনে হয় না সেই প্রিয়জন কোনকালে আমাদের মধ্যে ছিল। কেন এ রকম করা হয়? আমাদের নিজেদের ব্যবহারে নিজেরাই অবশ্যি লজ্জিত হই, যার জন্যে প্রিয়জনটির একটি বড় ছবি যত্ন করে দেয়ালে টাঙান হয় এবং একদিন কেউ খুব রাগারাগি করে—ফ্রেমে মাকড়শার জাল, কেউ দেখছে না, ব্যাপারটা কি?

লতিফার মৃত্যুর পর তাঁর কোন ছবি দেয়াল টাঙানো হল না। তবে তাঁর বিয়ের একটি ছবি মুনা বের করে খুব কাঁদল। সেই ছবিতে তাঁকে দেখাচ্ছিল একটি দুষ্টু বালিকার মত। শওকত সাহেবের চোখে চশমা। কেমন ভয় পাওয়া চেহারা। ছবিটি স্টুডিওতে তোলা। স্টুডিওতে তোলা সব ছবিই কেমন মূর্তি মূর্তি হয়। এই ছবিটি সে রকম নয়। প্রাণের একটা ব্যাপার আছে কোথাও। কিংবা এও হতে পারে মানুষের মৃত্যুর পর তাদের সব ছবিতে কিছু প্রাণ সঞ্চার হয়।

লতিফার ঘর আগের মতই আছে। মৃত মানুষদের ঘর দীর্ঘদিন একই রকম থাকে। সহজে সে ঘরের কোন কিছুতে কেউ হাত দিতে চায় না। তবু ঘরটা কেমন যেন আগের মত থাকে না। সূক্ষ্ম একটা পরিবর্তন হয় কোথাও। সে পরিবর্তন সূক্ষ্ম হলেও যে-কেউ ধরতে পারে।

প্রথম রাত এই ঘরে ঘুমুতে এসে শওকত সাহেবের ভয় ভয় করতে লাগল। লতিফার স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখানোর জন্যেই তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করলেন পুরানো দিনের কথা মনে করতে। সমস্তই মনে আছে কিন্তু সে সব নিয়ে ভাবতে ভাল লাগছে না। বরং শওকত সাহেবের মনে হতে লাগল এই ঘরে কে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। খুব সাবধানে পা ফেলছে। নিঃশব্দ পদচারণা। এইবার যেন বসল পাশের চেয়ারটায়। ভয় কাটাবার জন্যে তিনি শব্দ করে কাশলেন। সেই কাশির শব্দে তাঁর নিজেরই ভয় বেড়ে গেল। তিনি চোখ বন্ধ করে ঘুমুতে চেষ্টা করলেন। তখনি মনে হল মাথার উপরের ফ্যান ঘুরতে শুরু করেছে। লতিফা শীতের রাতেও ফ্যান না ছেড়ে ঘুমুতে পারত না। সেই জন্যেই কি? ঘর অন্ধকার, তবুও

www.MurchOna.com

সব কিছু আবছা আবছা দেখা যায়। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফ্যানটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। হ্যাঁ ফ্যান ঘুরছে। শওকত সাহেবের নিঃশ্বাস ভারি হয়ে এল। তিনি চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলেন এবং স্পষ্ট শুনলেন মশারির ওপাশে কেউ যেন মিষ্টি করে হাসল। প্রথম যৌবনে লতিফা যেমন হাসত। শওকত সাহেব ভাঙা গলায় ডাকলেন, মুনা মুনা।

মুনা সম্ভবত বারান্দায় বসে ছিল সে এসে দরজায় ধাক্কা দিল, কি হয়েছে মামা? শওকত সাহেব কাঁপা গলায় বললেন, কিছু না তুই যা।

মামা দরজা খোলো।

শওকত সাহেব দরজা খুলে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

কি হয়েছে?

তিনি জবাব দিলেন না। মুনা বলল—ভয় পাচ্ছ?

হুঁ।

কেন, ভয় পাচ্ছ কেন?

ফ্যানটা ঘুরছে শুধু শুধু।

কোথায় ঘুরছে?

না এখন আর ঘুরছে না। শওকত সাহেব ক্লান্ত স্বরে বললেন, যা ঘুমুতে যা। মুনা বলল, তুমি বরং আমাদের ঘরে ঘুমাও। বাবুর সঙ্গে শুয়ে পড়। আমি এখানে ঘুমাব।

শওকত সাহেব কোন কথা বললেন না। মুনা বলল—যাও মামা আমার কথা শোন। তাছাড়া আজ রাতটা এমনিতেই তোমার উচিত ছেলেমেয়েকে পাশে নিয়ে ঘুমানো।

শওকত সাহেব ক্ষীণ স্বরে বললেন, তোর মামীর উপর বড় অবিচার করেছি রে মুনা।

তা করেছ।

বড় খারাপ লাগছে।

অল্প কয়েকদিন লাগবে, তারপর আর লাগবে না। মানুষ বড় অদ্ভুত প্রাণী মামা।

শওকত সাহেব কোন কথা বললেন না। মুনা চাপা স্বরে বলল, ধর কিছুদিন পর আবার যদি তুমি বিয়ে কর তাহলে প্রথম কিছুদিন ঐ মেয়েটিকে খুব ভালবাসবে, তারপর আবার আগের মত নানান অবিচার শুরু করবে। এবং এক সময় বিছানা-বালিশ নিয়ে আলাদা ঘুমুতে চাইবে। চাইবে না?

শওকত সাহেব একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। মুনা বলল, যাও ওদের ঘরে গিয়ে শোও। ওরা জেগেই আছে, ওদের সঙ্গে দু'একটা কথা-টথা বল।

কি কথা বলব?

যা মনে আসে বল। ওদের সাহস দাও।

বাবু তাঁর বাবাকে পাশে শুতে দেখে কেমন যেন কুঁকড়ে গেল। বকুল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মশারির ভিতর থেকে। শওকত সাহেব ডাকলেন, বাবু! বাবু জবাব দিল না।

ঘুমাচ্ছিস নাকি বাবু?

না।

বকুল ঘুমাচ্ছিস?

না।

www.MurchOna.com

শওকত সাহেব তাদের কি বলবেন বুঝতে পারলেন না। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁর তেমন যোগাযোগ নেই। চিরদিন দূরে দূরে থেকেছেন। একটা আড়াল তৈরি হয়ে গেছে। আজ হঠাৎ করে ওদের কাছে আসা যায় না। ওরা কাঁদছেও না। কাঁদলে বলা যেত কাঁদিস না রে। শওকত সাহেব ক্ষীণ স্বরে বললেন—গরম লাগছে, তাই না? বকুল বা বাবু কেউই কিছু বলল না।

মুনার অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এল না। পায়ের কাছের জানালাটা খোলা। খোলা জানালায় শীতল হাওয়া আসছে। সেই হাওয়ায় সিলিং ফ্যানটি অল্প অল্প ঘুরছে। ঘরে অন্য রকম একটা গন্ধ। রোগের গন্ধ, শোকের গন্ধ, মৃত্যুর গন্ধ। মুনা ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে মৃদু স্বরে ডাকল, মামী। কেউ জবাব দিল না। মৃত্যুর ওপারে অন্য কোন ভুবন আছে কি? না থাকাটা খুব কষ্টের হবে।

মুনার পানির তৃষ্ণা হচ্ছিল কিন্তু উঠে গিয়ে পানি আনার ইচ্ছা হাচ্ছিল না। সে চোখ বন্ধ করে পড়ে রইল। কত অসংলগ্ন কথাই না তার মনে এল। যার সঙ্গে মামীর কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই। খুব ছোটবেলায় নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে লাল রঙের একটা প্রকাণ্ড কাঁকড়া তার দিকে হঠাৎ ছুটে আসতে শুরু করল। অনেক দিন পর সেই দৃশ্যটি পরিষ্কার মনে এল। কেন এল?

শীত করছে। এবার কি আগেভাগে শীত পড়ে গেল নাকি? কাঁথায় শীত মানবে না। লেপ বের করতে হবে শিগ্‌গির। লেপগুলির কি অবস্থা কে জানে। তেলাপোকায় কেটেকুটে সর্বনাশ করে রেখেছে হয়ত। অনেক দিন রোদে দেয়া হয় না।

মুনা বিছানা ছেড়ে উঠল। পানির পিপাসা অগ্রাহ্য করা যাচ্ছে না। দরজা খুলে বের হয়ে সে একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখল। মামা তাঁর ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে ক্যাম্পখাটে বসে আছেন। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আছেন দু জনকে। মামা ধরা গলায় ডাকলেন—মুনা, আয় মা এদিকে।

মুনা গেল না। নিশিরাত্রির এই মুহূর্তটি ওদের। সেখানে তার স্থান কোথায়? সে রান্নাঘর থেকে পানি খেয়ে আবার শুয়ে পড়ল। আজ সারাদিন বড় পরিশ্রম গিয়েছে। বড় ক্লান্ত লাগছে। কিন্তু ঘুম আসছে না। মুনা চেষ্টা করল তার বাবার ছবিটি মনে আনতে। কিছুতেই মনে এল না। শুধু মনে পড়ল প্রচণ্ড একটা শীতের রাতে ছোট খালা তাকে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছেন বাবার ঘরে। চারদিকে অনেক লোকজন, অনেক আলো। ছোট খালা বলছেন—চল মা, বাবাকে একটা চুমু দিয়ে আসবে। লক্ষ্মী মেয়ের মত বাবাকে একটা চুমু দেবে।

বাবার ঘর ভর্তি মানুষ। সবাই কেমন অন্য রকম। বাবা তাকে দেখে কাঠির মত রোগা একটি হাত উঁচু করলেন। মুনা তার খালার গলা জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে উঠল—সে কিছুতেই যাবে না বাবার কাছে। বাবা দুর্বল স্বরে বললেন, ও ভয় পেয়েছে, ওকে নিয়ে যাও। ছোট খালা ঘর থেকে বের করে এনে প্রচণ্ড একটা চড় দিয়ে বলেছিলেন, বোকা মেয়ে।

মুনা কাঁথাটা গলা পর্যন্ত টেনে দিয়ে মৃদু স্বরে বলল—বাবা, ঐ ভয়ংকর রাতে তোমাকে চুমু খেতে পারিনি। কিন্তু তোমাকে আমি লক্ষ লক্ষ চুমু খেয়েছি। কোনদিন তুমি তা জানতে পারবে না। এই দুঃখ আমি সারা জীবন বুকের মধ্যে পুষে হাসিমুখে ঘুরে বেড়াব। কত রকম সুখের ঘটনা ঘটবে আমার জীবনে। ঘর-সংসার হবে, ছেলেমেয়ে হবে। ওরা বড় হবে—ওদের বিয়ে হবে, কিন্তু সেই দুঃখ থাকবেই।

www.MurchOna.com

মৃত্যুর পর কি কোন জগৎ সত্যিই নেই? এই একটিই জীবন আমাদের? কোনদিন বাবার কাছে দু'হাত বাড়িয়ে যাওয়া যাবে না? শৈশবের দিনগুলি কি ভয়াবহই না ছিল। কিছুদিন এর বাড়ি, কিছুদিন ওর বাড়ি। সাত বছর বয়সেই বুঝতে পারল সে একটা উপদ্রবের মত। কেউ তাকে দীর্ঘদিন রাখতে চায় না। তার যখন ন'বছর বয়স তখন একদিন মামা এসে বললেন—মুনা, তুই চলে আয় আমার সাথে। আমার সাথে থাকবি। ছোট খালা বিরক্ত হয়ে বললেন, তোর সাথে থাকবে মানে! তুই একা মানুষ মেসে পড়ে আছিস।

একটা ঘর ভাড়া নেব। এখানে ওর কষ্ট হচ্ছে।

মামা সত্যি সত্যি ঘর ভাড়া করে তাকে নিজের কাছে নিয়ে নিলেন। দু জন মাত্র মানুষ তারা, কত রকম সমস্যা। রাত ন'টা-দশটা পর্যন্ত মুনাকে মাঝে মাঝে একা থাকতে হত। কি যে ভয় লাগত একেক দিন। কিন্তু সে সুখে ছিল। মামা তাকে ভালবাসায় ডুবিয়ে রেখেছিলেন। যার যতটুকু ভালবাসার প্রয়োজন সে বোধ হয় তা কোন না কোন ভাবে পেয়েই যায়। মুনার অস্পষ্ট ভাবে মনে হল সে সুখী হবে। ভালবাসার অভাব তার জীবনে হবে না।

শেষ রাতের দিকে মুনা সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখল। রিকশা করে সে আর মামুন যাচ্ছে। রিকশা যাচ্ছে কোন একটা পাহাড়ী অঞ্চল দিয়ে। অপূর্ব সব দৃশ্য চারদিকে। খুব বাতাস দিচ্ছে। সেই বাতাস অগ্রাহ্য করে মামুন সিগারেট ধরাতে চেষ্টা করছে। একটার পর একটা দেয়াশলাইয়ের কাঠি নষ্ট হচ্ছে। মামুন বড় বিরক্ত হচ্ছে। সে যতই বিরক্ত হচ্ছে মুনার ততই মজা লাগছে।

কত রকম অদ্ভুত স্বপ্নই না মানুষ দেখে।

মামুন ভেবেছিল ঢাকায় খুব বেশি হলে সাতদিন থাকবে।

বেশিদিন থাকা সম্ভব নয়। রাজমিস্ত্রী ঠিক করা আছে, ওরা বসে থাকবে। মেশিন রাখার বেস পাকা হবে। একটা হাফ বিল্ডিং হবে, প্রচুর কাজ। কিন্তু ঢাকা থেকে বের হবার সে পথ পাচ্ছে না। মুনার সঙ্গে সরাসরি কথা হওয়া দরকার। সমস্ত পরিকল্পনাটি তাকে ভালমত বোঝানো দরকার। তাও সম্ভব হচ্ছে না, একটির পর একটি ঝামেলা লাগছে। ছোটখাট ঝামেলাও নয়, বিরাট সব ঝামেলা। এর মধ্যে ইণ্ডাসট্রি-ফিণ্ডাসট্রির কথা বলা যায় না।

তাছাড়া ঢাকায় এসে কেন জানি মনে হচ্ছে মুনা ঠিক আগের মত নেই। তাকে তেমন পছন্দ করছে না, এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করছে। সেদিন ওর অফিসে গিয়েছিল। সে ঠাণ্ডা গলায় বলল, কোন কাজে এসেছ না এম্নি?

জরুরী কথা ছিল কিছু।

এখন তো খুব ব্যস্ত। তুমি চলে যাও, আমি যাব তোমার কাছে।

মামুন রাত আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করল। মুনার পাত্তা নেই। এমন কখনো হয় না। এই মেয়েটির কথার নড়চড় হয় না। মামুন সে রাতেই মুনাদের বাসায় গিয়েছে। মুনা সহজ ভাবেই বলেছে—মাথা ধরেছে, কাজেই তোমার ওখানে যাইনি। তাছাড়া মন-টনও ভাল না, কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। তুমি বস, চা খাও। আমি একটু শুয়ে থাকব।

মামুন রাত প্রায় এগারটা পর্যন্ত বসে রইল। মুনা একবার এসে শুধু চা দিয়ে গেল। শওকত সাহেব এই দীর্ঘ সময় তার সঙ্গে গল্প করলেন। সাপের গল্প। কবে বারহাট্টায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যাবেলা বাইরে বেরুবেন। শার্ট গায়ে দিতেই মনে হল ঠাণ্ডা

www.MurchOna.com

একটা কি যেন গা বেয়ে নেমে যাচ্ছে। হারিকেন আনতেই দেখা গেল কালো কুচকুচে একটা সাপ। আরেকবার চাঁদপুরে ঘুমিয়ে আছেন। মশারি-টশারি সব ফেলা। বাতি নিভিয়ে চাদর গায়ে দিতেই মনে হল ঠাণ্ডা একটা কি যেন পায়ের উপর দিয়ে যাচ্ছে......।

মামুনের মনে হল স্ত্রীর মৃত্যুর কারণেই হোক অথবা অন্য যে কোন কারণেই হোক এই লোকটির মধ্যে বড় রকমের একটা পরিবর্তন হয়েছে। সাপের মত একটা বিষয় নিয়ে কেউ দু'ঘন্টা একনাগাড়ে কথা বলতে পারে না। বিশেষত সেই লোক, যে কপালে বিরক্তির ভাঁজ না ফেলে আগে একটি কথাও বলত না। অথচ এখন একে দেখে কেউ বুঝতে পারবে না এর কোন সমস্যা আছে। একবার হাল ছেড়ে দিলে যেমন একটা নিশ্চিন্ত আলস্যের ভাব চলে আসে মানুষের মধ্যে ওনারও কি তাই হয়েছে? মামুন একবার মামলার প্রসঙ্গ তুলতে চেষ্টা করল— নেকস্ট ডেট কবে পড়েছে মামা?

জানি না কবে। মুনা বলতে পারবে। তারপর শ্রীপুরের গল্পটা শোন। ভাদ্র মাস, নৌকা করে যাচ্ছি শ্রীপুর......।

শ্রীপুরের গল্প শেষ হতে পনের মিনিট লাগল। মুনা এসে বলল যেতে দাও মামা। রিকশা পাবে না। শওকত সাহেব বললেন, রাত বেশি হয়ে গেছে। থেকে যাক না।

না না থাকবে কি?

মামুন উঠে পড়ল। মুনা কি সত্যি সত্যি তাকে অপছন্দ করছে? অপছন্দ করবার মত বাস্তব কোন কারণ কি আছে। ওর একটা দুঃসময় যাচ্ছে এবং তখন মামুন তাকে কোন রকম সাহায্য করেনি। গ্রামের বাড়িতে গিয়ে বসে ছিল। ঝামেলা এড়াবার জন্য যে সে এটা করছে তা তো না।

ফরিদা মারা যাবার পর বাবা মা একলা হয়ে পড়েছেন। নানান রকম কথাবার্তা বলতে শুরু করেছেন। ফরিদাকে নাকি হঠাৎ হঠাৎ দেখতে পান। অসুস্থ ফরিদাকে নয়। স্বাস্থ্যে সৌন্দর্যে ঝলমলে ফরিদাকে। কখনো তাকে দেখা যায় বসে আছে লাল চাদর গায়ে দিয়ে। কখনো বা হেঁটে যায় পাশ দিয়ে। মানসিক ভাবে বাবা মা দুজনেই বিপর্যস্ত। এমন অবস্থায় তার নিশ্চয়ই অধিকার আছে বাড়িতে থেকে যাওয়ার।

তাছাড়া বাড়ির সঙ্গে তার দীর্ঘদিন সম্পর্ক ছিল না। ফরিদার কারণেই ছিল না। বলতে গেলে সে পালিয়ে বেড়িয়েছে। এই নিয়ে তার অপরাধবোধ আছে। সেটা কাটানোর জন্যেও গ্রামে থাকা দরকার। গ্রাম তো সেই পুরোন গ্রাম নেই। পিলার বসছে, ইলেকট্রিসিটি মাস খানিকের ভেতর চলে যাবে। রেডিও-টেলিভিশন সবই চলবে। তেলের কল ঠিকমত কাজ করলে ভাল টাকা-পয়সা আসার কথা। ঢাকায় কলেজের মাস্টারির পুরো বেতনটাই তো চলে যায় বাড়ি ভাড়ায়। সেখানে বাড়ি ভাড়া দিতে হচ্ছে না। চমৎকার বাড়ি আছে নিজেদের। দোতলার দক্ষিণের ঘরটিতে একটা অ্যাটাচড বাথরুমের ব্যবস্থা করলেই পুরোপুরি শহুরে বাড়ি হয়ে যাবে।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এসব কথা বুঝিয়ে বলার মত সুযোগই তৈরি হচ্ছে না। মামুনের ধারণা মুনা তাকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করছে। টেলিফোনের কথাবার্তা থেকে সেটা কিছুটা স্পষ্ট হয়েছে। টেলিফোনের রিসিভার উঠিয়েই মুনা বলেছে—আমার হাতে অনেক কাজ, তুমি কি পরে একবার রিং করবে। দুটোর পর। দুটোর পর টেলিফোন করা হল। সে অফিসে নেই—এর মানে কি? স্পষ্ট কথা হওয়া উচিত। মামুন এখন আর তার বিয়ের ব্যাপারটি ঝুলিয়ে রাখতে চায় না। এই নিয়েও কথা বলতে চায়।

মুনার আশংকা সে বুঝতে পারছে। মামার জেল-টেল হয়ে গেলে এরা যাবে কোথায়?

www.MurchOna.com

সে যদি উপন্যাসের আদর্শ নায়িকার মত ভাবে পরিবারের বাকি সবার জন্যে জীবন উৎসর্গ করবে, বাকি জীবন চিরকুমারী থাকবে তাহলে সে ভুল করবে।

সবার আলাদা আলাদা জীবন আছে। এইসব মহৎ আদর্শ উপন্যাসে এবং সিনেমায় ভাল লাগে। জীবন উপন্যাসও না সিনেমাও না। আর এমন তো না মুনা ছাড়া ওদের অন্য কোন গতি নেই। অবশ্যই আছে। আত্মীয়-স্বজনরা আছে। বকুলের এক মামা আছেন যথেষ্ট ক্ষমতাবান মানুষ।

মুনার এখন যে দুঃসময় তার চেয়েও ভয়াবহ দুঃসময় মানুষের আসে এবং তখন তারা নিজেদের এ রকম করে গুটিয়ে নেয় না। মামুন মনে মনে মুনার সঙ্গে কথাবার্তাগুলি ঝালাই করতে লাগল।

তুমি এখন আর আমার সঙ্গে দেখা করতে আস না কেন?

ভাল লাগে না সেই জন্যে আসি না।

ভাল লাগে না মানে?

মানে-টানে কিছু নেই।

তার মানে আমাকে বিয়ে করবে না?

তোমাকে বিয়ে করব কেন? কি আছে তোমার?

মনে মনে কথাবার্তা বেশিক্ষণ চালিয়ে যাওয়া যায় না। তর্কে মুনা জিতে যায়। এটাও একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। বাস্তবেও তর্কে মুনা জেতে, কল্পনার তর্কেও সে-ই জেতে। অন্তত কল্পনাতে তো মামুনের জেতা উচিত।

অথচ প্রথম পরিচয়ের সময় মুনার এই তার্কিক স্বভাব তার চোখেই পড়েনি। বরঞ্চ মনে হয়েছিল বড় ঠাণ্ডা একটি মেয়ে। ঠাণ্ডা এবং লাজুক। মামুন তার বন্ধুর একটি কাজ নিয়ে গিয়েছিল অফিসে। লাজুক ধরনের মেয়েটি দ্রুত কাজটা করে দিল। মামুন বলল-মেয়েরা এত তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারে জানতাম না তো। সে হেসে বলল-মেয়েদের এত অক্ষম ভাববেন না।

এখন থেকে আর ভাবব না।

মেয়েটি তাকে এক কাপ চা খাওয়াল।

সেই কাজটি নিয়ে মামুনকে পরদিন আবার যেতে হল। মেয়েদের যতটা সক্ষম ভাবা গিয়েছিল কার্যক্ষেত্রে সে রকম দেখা যায়নি। কাগজপত্র ঠিকমত তৈরি হয়নি। মেয়েটি দারুণ লজ্জিত হল। ছুটোছুটি করে আবার নতুন কাগজ তৈরি করে দিল। তাতেও ভুল বের হল। আবার আসতে হল মামুনকে এবং সে হেসে বলল-

আপনার এখানে এসে এসে এমন অভ্যাস হয়েছে যে, কাগজপত্র পুরোপুরি ঠিক হলে মন খারাপ লাগবে। মেয়েটি লাল হয়ে বলল, আপনাকে আর আসতে হবে না। এবার ঠিকঠাক না হলে আমি চাকরি ছেড়ে দেব।

কিন্তু সপ্তাহখানেক পর মামুন আবার এল। লাজুক ভঙ্গিতে বলল-আজ কোন কাজে আসিনি। আপনাকে থ্যাংকস জানাতে এসেছি। থ্যাংকস জানাতে এসে প্রায় দু'ঘন্টা বসে রইল। এই দু'ঘন্টায় সে এক প্যাকেট সিগারেট এবং চার কাপ বিস্বাদ চা খেয়ে ফেলল। কি সব আনন্দের দিনই না গিয়েছে।

১৫

শওকত সাহেবের বাইরে হাঁটাহাঁটির পরিমাণ অনেক বেড়েছে। এখন আর আগের মত দুপুরে খেতে আসেন না। কোন একটা সস্তা হোটেলে ঢুকে পড়েন। খাওয়া-দাওয়া সেরে চেয়ারে বসেই খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নেন। এই নিয়ে হোটেলওয়ালাদের সঙ্গে মাঝে

মাঝে মৃদু বচসা হয়। সেদিন একেবারে হাতাহাতির পর্যায়ে চলে গেল। নীলক্ষেতের এক হোটেলওয়ালা বিরক্ত মুখে বলল-এই যে ঘুমান কেন? ভাত খাইছেন এখন যান। অন্য কাস্টমাররা বসুক।

শওকত সাহেব লজ্জিত হয়েই উঠে পড়লেন। ক্ষেপে গেল অন্য কাস্টমাররা-একজন বুড়ো মানুষ খাওয়ার পর বিশ্রাম করছে, আর তুমি যে জোর করে তুলে দিলে। পয়সাটাই শুধু দেখ।

দেখতে দেখতে ওদের সঙ্গে হোটেলওয়ালার তুমুল লেগে গেল। প্রায় হাতাহাতির উপক্রম। এ সব ক্ষেত্রে যা হয়-হোটেলওয়ালার পরাজয় হল। এবং সে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল-যান ভাই ঘুমান, ঐ বুড়া মিয়ারে একটা বালিশ আইন্যা দে।

শওকত সাহেব দ্বিতীয় দফায় ঘুমুতে গেলেন না। বিল মিটিয়ে চলে এলেন। লোকজন ইদানীং তাকে বুড়ো মিয়া ডাকছে। হঠাৎ করে বুড়ো হয়ে গেছেন নাকি? পান কিনতে গিয়ে খুব নজর করে আয়নায় নিজেকে দেখলেন। চেহারা তো আগের মতই আছে। শুধু কপালের কাছের কিছু চুল ইন্দিরা গান্ধীর মত পেকে গেছে। তবু সবাই কেন বুড়ো ভাবতে শুরু করল।

অবশ্যি বুড়ো হবার অনেক সুবিধাও আছে। বাসে উঠলে সহজেই সিট পাওয়া যাচ্ছে। গতকালই গুলিস্তান যাচ্ছিলেন। লেডিস সিটে বসা অল্পবয়সী একটা মেয়ে বলল-জায়গা আছে বসুন না। মেয়েটি সরে কিছু জায়গা করে দিল।

কোথায় যাওয়া যায়? বাইরে বেশ রোদ। রোদ না কমলে হাঁটাহাঁটি করে আরাম পাওয়া যায় না। কোন পার্ক-টার্কে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিলে কেমন হয়? শওকত সাহেব চলে গেলেন সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে। এই দুপুরের রোদেও জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়ে দেখা গেল। প্রেমের সুবিধা দেয়ার জন্যেই কি সরকার এই পার্ক বানিয়েছেন? এই ধরনের কথা ভাবতে ভাবতে শওকত সাহেব একটা ফাঁকা বেঞ্চ খুঁজে বের করলেন এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমুলেন। বেশ লাগল তাঁর।

আজও তিনি সে রকম করবেন ভাবলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে মত বদলে চলে গেলেন নিজের অফিসে। মল্লিক বাবুর কাছে পঞ্চাশ টাকা পাওনা আছে যদি পাওয়া যায়। আজ মাসের এক তারিখ, হাতে টাকা থাকার কথা। তাঁর নিজের হাত দ্রুত খালি হয়ে আসছে। কয়েকদিনের মধ্যেই হয়ত মুনার কাছে হাতখরচ চাইতে হবে।

আরে আরে শওকত সাহেব যে, কোথায় ডুব দিয়ে ছিলেন?

শওকত সাহেব হকচকিয়ে গেলেন। অফিসের কোথাও যেন সূক্ষ্ম একটা পরিবর্তন হয়েছে। সবাই আগ্রহ নিয়ে তাকাচ্ছে তাঁর দিকে। তাঁর পোস্টে যে নতুন ছেলেটির অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে সে উঠে দাঁড়িয়ে স্লামালিকুম দিল। জসীম সাহেব হাসিমুখে বললেন, এসেছেন ভাল হয়েছে, অনেক কথা আছে। শরীর কেমন আপনার বলেন?

শরীর ভালই।

ভাল কোথায়? আপনি তো ভাই বুড়ো হয়ে গেছেন। এ কি অবস্থা!

সংসারে অনেক ঝামেলা গেল। আমার স্ত্রী মারা গেছেন।

তাই নাকি? আহা বলেন কি? বড় আফসোসের কথা। কোনই খবর রাখি না। ঐদিন অবশ্যি মল্লিক বাবু বলছিলেন-চলেন যাই খোঁজ নিয়ে আসি। ঝামেলার জন্য যেতে পারলাম না। অডিট হচ্ছে। কোন কোন দিন আটটা সাড়ে আটটা পর্যন্ত থাকতে হয়। চলেন ক্যান্টিনে চলেন। চা-টা কিছু খাই।

www.MurchOna.com

চা খাব না। এইমাত্র ভাত খেয়ে এসেছি।

চা না খাবেন অন্য কিছু খাবেন। পেপসি খান। ফান্টা খাবেন? আপনার সাথে কথা আছে।

অফিসের ক্যান্টিনটিরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কাঠের চেয়ার সরিয়ে প্লাস্টিকের চেয়ার দেয়া হয়েছে। টেবিলের উপর পরিষ্কার টেবিল ক্লথ। জসীম সাহেব বললেন, ক্যান্টিনের ভোল পাল্টে গেছে, বুঝলেন তো?

জ্বি।

ক্যান্টিন এখন ইউনিয়নের হাতে। ইউনিয়ন ক্যান্টিন চালাচ্ছে। এখন ইউনিয়ন খুব স্ট্রং। এই জন্যেই আপনাকে খুঁজছিলাম।

কেন আমাকে কেন?

শওকত সাহেব বড়ই অবাক হলেন। ইউনিয়ন তাকে কেন খুঁজছে, সেটা জেনে তাঁর বিস্ময়ের পরিমাণ আরো বাড়ল।

আপনাদের মামলাটার ব্যাপারেই খোঁজ হচ্ছে। আমরা সিরিয়াস চাপ দিয়েছি। আমরা বলেছি, আসল যে আসামী দিব্যি চাকরি করছে বেতন নিচ্ছে। তার বিরুদ্ধে কেইস তোমরা তুলে নিয়েছ। আর যে নিরপরাধ তাকে জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা করছ। আমরা এটা হতে দেব না।

আমি নিরপরাধ না।

আপনি তো এটা বললে হবে না। আমরা ব্যাপারটা জানি। আপনাকে সিগনেচার করতে বলা হয়েছে। আপনি দুর্বল মানুষ, ভয়ের চোটে সিগনেচার করেছেন। আপনার মুখ বন্ধ রাখার জন্য কিছু টাকা আপনার হাতে ধরিয়ে দেয়া হয়েছে, ব্যাস।

শওকত সাহেব কপালের ঘাম মুছলেন।

ইউনিয়নের চাপে ওদের অবস্থা এখন কাহিল। সাপের ব্যাঙ খাওয়ার মত অবস্থা। ফেলতেও পারছে না গিলতেও পারছে না। হা হা হা। বারবার যে আপনার মামলার তারিখ পড়ছে, কি জন্যে পড়ছে? এই জন্যেই পড়ছে। ওরা সময় নিচ্ছে। আপনি এসেছেন যখন এক কাজ করুন। বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করুন।

দেখা করব?

হ্যাঁ। জাস্ট দেখা করবেন। অন্য কিছু বলার দরকার নেই। বড় সাহেব কিছু বললে শুনবেন।

সাহস হয় না।

সাহসের এখানে কি আছে, যান তো। ব্যাটার রি-অ্যাকশনটা কি দেখেন।

বড় সাহেব তাকে প্রথমে চিনতেই পারলেন না। শওকত সাহেব কাঁপা গলায় বললেন, স্যার আমি শওকত। ক্যাশ সেকশনের।

ও আচ্ছা আচ্ছা। একি অবস্থা হয়েছে আপনার?

অনেক রকম বিপদ-আপদ যাচ্ছে স্যার। জানেনেই তো। তার উপর স্ত্রী মারা গেলেন।

তাই নাকি? কবে?

গত মাসের চব্বিশ তারিখ?

আই অ্যাম সরি। আই অ্যাম ভেরি সরি। বসুন বসুন চা খান।

জ্বি না স্যার চা খাব না।

www.MurchOna.com

খাবেন না কেন—খান। সাড়ে তিনটা বাজে, এখন অলমোস্ট টি টাইম।

শওকত সাহেব সংকুচিত ভঙ্গিতে বসলেন। বড় সাহেব বললেন, আপনার নিজের শরীর কেমন?

শরীর ভালই। মামলাটা নিয়ে ঘোরাঘুরি বেশি হয়। বারবার ডেট পড়ে। জেল-টেল যা হবার একবারে হয়ে গেলে ভাল ছিল।

জেলে যাওয়ার মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছেন?

জ্বি স্যার।

বাসায় কে আছে?

আমার একটা মেয়ে আছে ক্লাস টেনে পড়ে, একটা ছেলে আছে ক্লাস সেভেনে পড়ে। আর আমার ভাগ্নী আছে একটি।

বড় সাহেব হঠাৎ বললেন, ধরুন আপনাকে যদি জেলে যেতে হয় তাহলে ওদের দেখাশোনা কে করবে?

আমার ভাগ্নীই করবে স্যার। আমি সেটা নিয়ে চিন্তা করি না। ও খুব তেজী মেয়ে।

বড় সাহেবের ঘরের চা শওকত সাহেবের খুব পছন্দ হল। এই চা ক্যান্টিন থেকে আসে না। আলাদা তৈরি হয়। হালকা লিকার, মিষ্টি মিষ্টি একটা গন্ধ। আসল চায়ের গন্ধ বোধ হয় এ রকমই।

স্যার যাই।

ঠিক আছে যান। আর শোনেন, বেশি চিন্তা করবেন না। স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখবেন। ঐ মামলাটা নিয়ে কোম্পানি চিন্তা-ভাবনা করছে। হয়ত শেষ পর্যন্ত তুলে নেবে। যদিও আমি ঠিক সিওর না।

শওকত সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

আপনি দিন সাতেক পর খোঁজ নেবেন।

শওকত সাহেবের কি করা উচিত? ছুটে গিয়ে বড় সাহেবকে জড়িয়ে ধরা? কেঁদে ফেলা? এর কোনটাই তিনি করতে পারলেন না। বেকুবের মত চারদিকে তাকাতে লাগলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর হেঁচকি উঠে গেল।

মল্লিক বাবু ধারের পঞ্চাশ টাকা ফিরিয়ে দিলেন। গলার স্বর নিচু করে বললেন, এই টাকায় ভাল দেখে দৈ-মিষ্টি কিনে নিয়ে যান। আমোদ-ফুর্তি করেন।

শওকত সাহেব সত্যি সত্যি পঞ্চাশ টাকারই সন্দেশ কিনে ফেললেন। চল্লিশ টাকার কিনলে ভাল হত, রিকশা করে বাসায় ফিরতে পারতেন এখন যেতে হবে হেঁটে হেঁটে। কিন্তু বেশ লাগছে হাঁটতে। কিসের যেন একটা মিছিল বের হয়েছে। তিনি মিষ্টির প্যাকেট হাতে ওদের সঙ্গে মিশে গেলেন। মিছিলের সঙ্গে হাঁটা বেশ মজার ব্যাপার। নিজেকে তখন আর ক্ষুদ্র মনে হয় না। শওকত সাহেব কোন কিছু না বুঝেই দলের সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে হুংকার দিতে লাগলেন—'দিতে হবে দিতে হবে'।

তিনি বাসায় পৌঁছলেন সন্ধ্যাবেলা। বাসায় তখন ছোটখাট একটা উত্তেজনার ব্যাপার চলছে। পুরানো ফ্যানটি নিয়ে আসা হয়েছে। বাকের-এর তত্ত্বাবধানে সেই ফ্যান ফিট করা হয়েছে। সুইচ টিপতেই ফ্যানে এক ধরনের কম্পন দেখা গেল। মেঘ ডাকার মত একটা শব্দ হয়ে সমস্ত বাসা অন্ধকার হয়ে গেল। বাকের বলল—শালা মদনা হারামজাদার সবগুলি দাঁত আমি খুলে ফেলব। বকুল খিলখিল করে হেসে ফেলল।

হাসির কি হল? এর মধ্যে হাসির কি হল? কেউ একটা মোমবাতি আন না। আরে ব্যাপার কি?

হ্যারিকেন, মোমবাতি, কুপী কিছুই পাওয়া গেল না। এ রকম একটা বিশৃঙ্খল অবস্থায় শওকত সাহেব মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর খুব ইচ্ছা ছিল ওরা জিজ্ঞেস করবে মিষ্টি কি জন্যে? কেউ কিছু জিজ্ঞেস করল না।

মুনা এক টুকরো সন্দেশ মুখে দিয়ে থু করে ফেলে দিল—বাসি সন্দেশ। কোত্থেকে আনলে মামা?

শওকত সাহেব রাত আটটায় সন্দেশের দোকানে রওনা হলেন ফিরিয়ে দিয়ে পয়সা নিয়ে আসতে। বয়স হয়েছে টের পাওয়া যাচ্ছে। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। মুনার কাছ থেকে চেয়ে রিকশা ভাড়াটা নিয়ে এলে হত।

ঠাণ্ডাও লাগছে। এবার কি আগেভাগে শীত পড়ে গেল নাকি? গরম চাদরটা সঙ্গে আনলে হত।

১৬

টিনা বিরক্ত হয়ে বলল—দু'ঘন্টা আগে আসবার জন্যে খবর পাঠালাম না?

কাজ ছিল ভাবী।

টিনা রহস্যময় ভঙ্গিতে বলল, অল্পের জন্যে মিস করলি, তোর ডাক্তার এসেছিল। বকুল বড় লজ্জা পেল। ইদানীং টিনা ভাবী কথায় কথায় বলছে—তোর ডাক্তার। কি লজ্জার ব্যাপার, কারো কানে গেলে কি হবে কে জানে।

বাচ্চাদের গা গরম, ডাক্তার ডাকতে হয়। কোন ডাক্তারকে আর ডাকি, তোর ভাইকে বললাম বকুলের ডাক্তারকেই ডাক।

বকুল লাল হয়ে বলল—কি যে তুমি কর ভাবী।

টিনা বকুলের কোলে একটা বাচ্চা তুলে দিল। গা সত্যি গরম, মুখে লাল লাল কি দেখা যাচ্ছে।

ওর কি হয়েছে ভাবী?

কিছু না, মাসি-পিসি। সব বাচ্চাদের হয়। তোকে একটা বিশেষ কাজে ডেকেছি বকুল। একটা না দুটা বিশেষ কাজ। প্রথমটা হচ্ছে নাম ঠিক করেছিস?

উঁহু।

আজকেই নাম চাই। খুব জরুরী।

কেন এত জরুরী কেন?

টিনা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল—বাচ্চাদের দাদা চিঠি দিয়েছে। নাতীদের নাম যেন ফজলুর সঙ্গে মিল রেখে বজলু আর মজনু রাখা হয়। তোর ভাই বলছে, বাবা যা চান তাই রাখ। আমি মরে গেলেও ছেলেদের নাম বজলু মজনু রাখব না। এখন ছেলেদের কত সুন্দর সুন্দর নাম হয়, আর আমার দুটোর নাম হবে বজলু আর মজনু?

বকুল হেসে ফেলল।

টিনা বিরক্ত হয়ে বলল, হাসির কি হল? সুন্দর সুন্দর নাম দশ মিনিটের ভেতর বের কর।

www.MurchOna.com

ঠিক আছে করব, এখন দ্বিতীয় জরুরী কথাটি বল?

তোর ডাক্তারকে আজ বললাম তোর কথা।

তার মানে।

খোলাখুলি বললাম। প্রথমে চা-টা খাইয়ে ভাই সম্পর্ক পাতালাম, তারপর বললাম—তুমি বয়সে আমার ছোট হবারই কথা, কাজেই তুমি বলছি।

বকুল বলল, থাক ভাবী আমি আর শুনতে চাই না।

শুনতে না চাইলে উঠে চলে যা, আমার যেটা বলার সেটা বলে যাচ্ছি। তারপর আমি বললাম—তুমি কি ভাই বকুল নামের কোন মেয়েকে চেন? সে দেখি লজ্জায় টমেটোর মত হয়ে গেল। আমি বললাম—ওকে আমি ছোটবেলা থেকে চিনি। এ রকম মেয়ে পৃথিবীতে খুব কম জন্মায়। তুমি যদি চাও এই মেয়েটির সঙ্গে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করি।

বকুল ভেবেছিল সে কোন জবাব দেবে না, কিন্তু নিজের অজান্তেই সে বলল, উনি কি বললেন?

কি বললেন সেটা শোনার দরকার নেই। শুনলে পায়াভারী হয়ে যাবে। তোর মুনা আপা বাসায় আছে? তার সঙ্গে আমার কথা আছে। আছে বাসায়?

না।

কোথায় গেছে?

জানি না। মামুন ভাইয়ের কাছে বোধ হয়।

কখন আসবে?

সন্ধ্যার পর চলে আসবে।

ঠিক আছে সন্ধ্যার পর আমি যাব তোদের বাসায়।

বকুল জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। তার চোখে পানি চলে এসেছে। সে টিনা ভাবীর কাছে তা গোপন করতে চায়।

টিনা হেসে বলল—কেঁদে গাল ভাসাচ্ছিস কেন বোকা মেয়ে? যা, বাসায় চলে যা। তোর আপাকে বলিস মনে করে আমি আসব। জরুরী কথা আছে তার সাথে।

টিনা এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। বকুল দীর্ঘ সময় বসে বসে কাঁদল। দুজনের কেউই কোন কথা বলল না।

মামুন তাকিয়ে আছে রাগী চোখে।

এমন রাগী চোখে তাকিয়ে থাকার মত তো কিছু হয়নি। মুনার মাথায় সূক্ষ্ম যন্ত্রণা হচ্ছিল। সে বলল—চল যাই, কথা তো শেষ হল।

না শেষ হয়নি, আরো কথা আছে।

মামুন একটা সিগারেট ধরাল। মুনা ঘড়ি দেখল—আটটা প্রায় বাজে বাজে। কল্যাণপুরের হাজি সাহেবের বাসায় আসতে অনেকখানি সময় লেগেছে। এখানে না এলেও চলত। এমন কোন জরুরী কথা মামুনের ছিল না যা শোনার জন্যে তাকে কল্যাণপুরের এই বাসায় আসতে হবে।

মুনার নিজের হাতের কেনা জিনিসপত্র চারদিকে ছড়ান। থালা বাটি চায়ের কাপ। কাঁটা চামচ। বাসায় মোড়া। দেখতে এমন মায়া লাগে। মুনা ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস গোপন করল। দিনের অবস্থা ভাল না। আকাশে মেঘ করেছে। বাড়ি ফেরা দরকার। মামুন হাতের সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে বলল—তুমি তাহলে আমাকে বিয়ে করবে না?

www.MurchOna.com

করব না এমন কথা তো বলিনি। বলেছি এখন না।

একই কথা। এখন না মানে কখনো না।

মুনা চুপ করে রইল। মামুন ধমকে উঠল—কথা বলছ না কেন?

কি বলব?

তোমার মনে কি আছে সেটা বল?

তোমাকে বলার মত তেমন কিছু আমার নেই! তুমি একজন স্বার্থপর মানুষ। আমার ভাল লাগে না।

আর তুমি কি মাদাম তেরেসা?

মুনা ক্লান্ত স্বরে বলল—আমার মাথা ধরেছে। বাসায় যাব। মামুন হঠাৎ উঠে দরজার ছিটকিনি তুলে দিল। মুনা বলল—কি করছ?

তেমন কিছু না।

মামুন বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বাতি নিভিয়ে জড়িয়ে ধরল মুনাকে। মুনা একবার ভাবল আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে। কিন্তু সে চিৎকার করল না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। সত্যি সত্যি কি তার জীবনে এটা ঘটছে?

শওকত সাহেব বললেন, তোর কি হয়েছে মুনা? মুনা বলল, আমার কিছুই হয়নি মামা। আমি বেশ ভাল আছি।

এ রকম লাগছে কেন তোকে?

মাথা ধরেছে।

একা এসেছিস? মামুন আসেনি?

না। একাই এসেছি।

শওকত সাহেব ইতস্তত করে বললেন, একটা খবর আছে মুনা। আজ অফিসে গিয়েছিলাম। বড় সাহেব যেতে বলেছিলেন। অফিসে গিয়ে শুনলাম ওরা কেইস উইথড্র করেছে। চাকরিও ফেরত পাওয়া যাবে।

ভাল।

তোর কি হয়েছে মুনা?

কিছু হয়নি মামা। আমি ভাল আছি।

মুনা ঘর অন্ধকার করে একা একা তার নিজের বিছানায় বসে রইল। পাশের বিছানায় বাবু শুয়ে আছে। বোধ হয় তার মাথা ধরেছে। শওকত সাহেব একবার এসে বিরক্ত স্বরে বললেন—পড়াশোনা কিছু হচ্ছে না। সন্ধ্যা না হতেই ঘুম। মুনা তুই তো কিছু দেখিস না, ডেকে তোল।

মুনা কিছু বলল না। শওকত সাহেব বললেন—বকুল দেখি শাড়ি পরে সেজেগুজে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মুনা সে কথারও জবাব দিল না।

তুই ভাল আছিস তো মা?

ভালই আছি মামা।

রাত দশটার দিকে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। শীতকালের বৃষ্টি। নামলেই ঠাণ্ডা লাগবে। তবু বকুল এসে ফিস-ফিস করে বলল, বৃষ্টিতে একটু ভিজবে আপা?

বকুলের পরনে একটা নীল রঙের শাড়ি। আবার কপালে নীল টিপও দিয়েছে। তার খুব ইচ্ছে হচ্ছে বৃষ্টিতে নামার। সে আবারও বলল, আপা এস না। পায়ে পড়ি তোমার।

আহ্‌ কি সুন্দর লাগছে বকুলকে!

১৭

পরপর তিন কাপ চা খেয়ে ফেলল বাকের।

সে বসেছে জলিল মিয়ার স্টলে। দৃষ্টি এগার নম্বরের বাড়িটির দিকে। কম্পাউন্ডওয়ালা বাড়ি। এক মাস হল ভাড়া দেয়া হয়েছে। সন্দেহজনক ভাড়াটে। নজর রাখতে হচ্ছে সে জন্যেই। তার একটা দায়িত্ব আছে। চোখের সামনে বেচাল কিছু হতে দেয়া যায় না। এটা ভদ্রলোকের পাড়া। সবাই ফ্যামিলি ম্যান। ছেলেমেয়ে নিয়ে বাস করে। এলেবেলে কেউ না।

বাকের হাতের ইশারায় জলিল মিয়াকে ডাকল। জলিল মিয়া ক্যাশ সামলাচ্ছিল। সকাল বেলাটা বিজনেসের আসল সময়। ক্যাশ ফেলে হুট করে উঠে আসা যায় না। কিন্তু না গিয়েই বা উপায় কি? বাকের ভাই ডাকছেন। জলিল মিয়া বহু কষ্টে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলল। বিনীত একটা ভঙ্গি করে বলল, কি বাকের ভাই?

কাছে আসতে বললাম। এক মাইল দূরে থেকে—কি বাকের ভাই? তাড়াতাড়ি আসেন। প্রাইভেট কথা আছে।

জলিল মিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস গোপন করে উঠে এল। বাকের গলার স্বর খাদে নামিয়ে ফেলল।

এগার নম্বর বাড়িটার ব্যাপার কি?

জানি না তো বাকের ভাই।

ভাল করে দেখলে কি মনে হয়।

জলিল মিয়া তাকাল এগার নম্বর বাড়ির দিকে। কিছুই বুঝতে পারল না। আর দশটা বাড়ির মতই। আলাদা কিছু না। নতুন রঙ করা হয়েছে এই যা।

বোঝা যায় কিছু?

জ্বি না।

একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে না, বাড়ির সামনে? কালো রঙের।

হুঁ, তা আছে।

বোঝা যায় কিছু?

জ্বী না।

চোখ-কান বন্ধ করে দোকান করেন, বোঝা যাবে কি? চোখ দুটি খুলে পকেটে রেখে দিলেই হয়। সেইটাই ভাল। ব্যবহার যখন হয় না।

জলিল মিয়া এটাকে রসিকতা মনে করে হাসতে চেষ্টা করল। বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে না কি রিকশা দাঁড়িয়ে আছে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় তার নেই। একদল চোর নিয়ে দোকান চালাতে হচ্ছে। এদিক-ওদিক তাকাবার সময় কি আছে? চায়ের স্টল করতে গেলে ম্যানেজারের দশটা চোখ থাকতে হয়। তাকিয়ে থাকতে হয় দশ দিকে। তার দু'টা মাত্র চোখ।

বাকের ভাই আমি যাই। ক্যাশ খালি।

www.MurchOna.com

বাকের সে কথার জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কালো গাড়িটার মালিক বের হয়ে আসছে। লোকটার উপর চোখ রাখা দরকার। লোকটা মুশকো জোয়ান। চকচকে একটা পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে আছে। তাকে বিদেয় দিতে আঠার-উনিশ বছরের একটা মেয়ে গেটের বাইরে এসেছে। খুব হাত নাড়ছে। লোকটা গম্ভীর।

বাকের এগিয়ে গেল। তার হাতে সিগারেট। মেয়েটাকে কাছ থেকে দেখা দরকার। দুই বোন এবং তাদের মা থাকে এ বাড়িতে। মেয়েদের বাবা থাকে ইরান অথবা ইরাকে। বাড়িওয়ালা তাই বলল। পয়সাওয়ালা ফ্যামিলি। এক বছরের ভাড়া অ্যাডভান্স দিয়েছে। এতেই বাড়িওয়ালা খুশি। এদের নজর শুধু টাকার দিকে। টাকা ঠিকমত পেলেই হল। অন্য কিছু দেখবে না।

বাকের গেটের কাছে পৌছবার আগেই মেয়েটি ভেতরে ঢুকে গেল। চিমশে ধরনের এক বুড়ো এসে গেটে তালা লাগিয়ে দিল। এটাও সন্দেহজনক। সব সময় গেটে তালা থাকবে কেন? তাছাড়া বুড়োর ধরন-ধারনও কেমন কেমন। মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটে। কারো চোখের দিকে তাকায় না। মনে পাপ আছে নিশ্চয়ই। বাকেরের সঙ্গে একদিন অল্প কিছু কথা হয়েছে।

বুড়ো বাজার করে ফিরছিল। দু'হাতে দুটো ব্যাগ। ব্যাগের ভারে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। রীতিমত ঘামছে। বাকের এগিয়ে গিয়ে বলল, কেমন আছেন ভাই?

বুড়ো দারুণ চমকে উঠল। হাত থেকে বাজারের ব্যাগ পড়ে যাবার মত অবস্থা। ব্যাগ নামিয়ে কপালের ঘাম মুছল।

গোটা বাজারটাই কিনে এনেছেন দেখি। এত কি কিনলেন?

আমাকে বলছেন?

আপনাকে ছাড়া আর কাকে বলব? আর কেউ কি আছে আশেপাশে? এত বাজার যে—ব্যাপার কি? পার্টি-ফার্টি নাকি?

সপ্তাহের বাজার।

চলে যাচ্ছেন কেন? দাঁড়ান দুটো কথা বলি। এই পাড়ায় নতুন এসেছেন আলাপ-পরিচয় হয় নাই। আমার নাম বাকের। নেন সিগারেট নেন।

আমি সিগারেট খাই না। অন্যদিন আপনার সঙ্গে কথা বলব। আজ আমার একটু তাড়া আছে।

নামটা বলে যান।

জোবেদ আলী।

মেয়ে দুটির কে হন আপনি?

চাচা। দূর সম্পর্কের চাচা।

জোবেদ আলী হাঁটা ধরল। এবং দু'বার পেছন ফিরে তাকাল। চোখের দৃষ্টি মাছের মত। খুবই সন্দেহজনক।

তালাবদ্ধ গেটের সামনে দাঁড়িয়ে বাকের দ্বিতীয় সিগারেটটি ধরাল। সাড়ে দশটা বাজে। চড়চড় করে রোদ বাড়ছে। রোদের মধ্যে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না। সানগ্লাস সঙ্গে নেই। মাথা ধরে যাবে। বাকের গেটের ভেতর উঁকি দিল। বাড়িটা ভাল সাজিয়েছে। ফুলের টব দিয়ে ছয়লাপ করে ফেলেছে। একটা কুকুরও আছে। এ পাড়ায় কুকুরওয়ালা বাড়ি তাহলে দু'টা হল। বদরুদ্দীন সাহেবের বাড়িতেও কুকুর আছে। সেই

কুকুরটা অবশ্যি দেশী। এদেরটার মত না। এই বাড়ির কুকুরটা উলের বলের মত, দেখলেই লাথি দিতে ইচ্ছে করে। একদিন নির্ঘাৎ লাথি বসাবে। এখনই পা নিশপিশ করছে।

বাকের দেখল মুনা হনহন করে যাচ্ছে। আজও সে দেরি করল অফিসে যেতে। রিকশা পেতে আরো আধঘন্টা লাগবে। অফিসে পৌছতে পৌছতে সাড়ে এগারটা বেজে যাবে। কেউ অবশ্যি কিছু বলবে না। মেয়ে মানুষ হযে জন্মানোর অনেক সুবিধা আছে।

মুনা। এই মুনা।

মুনা থমকে দাঁড়াল।

অফিসে যাচ্ছ নাকি?

হ্যাঁ।

চল, রিকশা ঠিক করে দেই।

রিকশা আমি নিজেই ঠিক করতে পারব।

চল না, আমার চেনা রিকশাওয়ালা আছে। হাফ ভাড়ায় নিয়ে যাবে।

বাকের সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগল। মুনা কিছু বলল না। বলে লাভ নেই। সে আসবেই। সারা পথ বকবক করতে করতে মাথা ধরিয়ে দিবে।

এগার নম্বর বাড়ির ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছ?

কি ব্যাপার?

দুটি মেয়ে মাকে নিয়ে একা থাকে।

তাতে অসুবিধা কি?

না কোন অসুবিধা নাই। মেয়েগুলিই স্কুল-কলেজ কোথাও যায় না বাড়িতেই থাকে। গাড়ি করে নানান কিসিমের লোকজন আসে প্রায়ই। আজ সকালেই একজনকে দেখলাম।

পরের ব্যাপার নিয়ে এত মাথা ঘামান কেন, বাকের ভাই?

বেচাল কিছু কিনা তাই ভাবছি। পাড়ার একটা ইজ্জতের ব্যাপার আছে না? ভেসে যেতে দেয়া যায় না।

পাড়ার ইজ্জতের দায়িত্বটা আপনাকে দিল কে?

না, তা না। দায়িত্ব কিছু না।

বাকের খানিকটা বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। মুনার সঙ্গে দেখা হলেই তার এ রকম হয়। মন কেমন খারাপ হয়ে যায়। বাকের ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে রিকশার খোঁজে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল। এই সময় রিকশা পাওয়া মুশকিল। বড় রাস্তা পর্যন্ত যেতে হবে।

মুনা অফিসে ঢুকতেই পাল বাবু বললেন, আজ এত দেরি করলেন যে? বড় সাহেব তিনবার আপনাকে খোঁজ করেছেন। যান তাড়াতাড়ি যান। ভাল একটা এক্সকিউজ তৈরি করুন। বলবেন—রিকশা এক্সিডেন্ট হয়েছে। মুনা হাসল। বড় সাহেব কাউকে ডাকলেই পাল বাবু অস্থির হয়ে পড়েন। কত রকম অদ্ভুত সাইকোলজী থাকে মানুষের। বেশির ভাগ মানুষই কি অন্যের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায়? পাল বাবু উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, যান। অপেক্ষা করছেন কেন?

যাচ্ছি।

যাচ্ছি বলেও মুনা তার চেয়ারে বসল। টেবিল ভর্তি ফাইল। একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিমছাম টেবিল বোধ হয় তার কখনো হবে না। রোজ একগাদা ফাইল জমা হয়ে থাকবে। বড় বড় ফিগার ভর্তি ফাইল। প্রতি পাতায় দশটা করে ভুল থাকবে। ক্যালকুলেটর টিপে

www.MurchOna.com

টিপে ফিগার চেক করতে করতে মাথা ধরে যাবে এবং বমি বমি ভাব আসবে। কুৎসিত ব্যাপার। পাল বাবু বললেন, আবার বসে পড়লেন কেন?

শরীরটা বিশেষ ভাল না পাল বাবু। ফাইল দেখে মাথা ঘুরাচ্ছে। বমি আসছে। মনে হচ্ছে বমি করে দেব।

মুনা মুখ বিকৃত করল।

স্যারের সঙ্গে দেখা করে আসেন। তারপর রেস্ট নেন। এক গ্লাস লেবুর সরবত খান। শরীর ফ্রেশ হয়ে যাবে। ভিটামিন সি আছে। খুব এফেকটিভ। যান যান দেরি করবেন না, স্যারের সঙ্গে ঝামেলাটা সেরে আসুন। আমি সরবতের ব্যবস্থা করছি।

ঝামেলা করতে হবে না। আমি অফিসে বেশিক্ষণ থাকব না। এক্ষুণি চলে যাব।

কেন?

বলেছি তো আপনাকে, আমার শরীরটা ভাল না। মাথা ঘুরছে।

বড় সাহেব কাকে যেন টেলিফোন করছিলেন। হাত ইশারা করে মুনাকে বসতে বললেন। টেলিফোন নিশ্চয়ই খুব ব্যক্তিগত। তিনি নিচু গলায় কথা বলছেন এবং মনে হচ্ছে মুনার উপস্থিতিতে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছেন। মুনার একবার ইচ্ছে হল বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বড় সাহেব হাত ইশারা করে বসতে বলেছেন। মুনা ইতস্তত করতে লাগল। কথাবার্তা শুনতে ইচ্ছে করছে না, তবু শুনতে হচ্ছে। অফিসের এত বড় একজন মানুষ কেমন অসহায় গলায় কার যেন রাগ ভাঙাবার চেষ্টা করছেন। নিশ্চয়ই তার স্ত্রীর।

বসুন। দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

মুনা বসল। এই লোকটির অফিসে অনেক বদনাম আছে। কিন্তু মুনা কোনটিই বিশ্বাস করে না। তার ধারণা ছোটখাট এই মানুষটি নিতান্তই ভাল মানুষ। শুধু ভাল না, বেশ ভাল।

মিস মুনা!

জ্বি।

ব্যাপার কি বলুন তো? তিন মাসের জন্য ছুটি চেয়েছেন।

আমার স্যার ছুটি পাওনা আছে।

সে তো সবারই আছে। আমারো হিসেব করলে এক বছরের ছুটি পাওনা হবে। তাই বলে কি আমি এক বছরের ছুটি নেব? বলুন?

মুনা জবাব দিল না। তার ধারণা ছিল ছুটি দিতে তিনি আপত্তি করবেন না।

মিস মুনা আপনার কি শরীর খারাপ?

জ্বি না স্যার। শরীর ভালই।

তাহলে এত লম্বা ছুটি দিয়ে কি করবেন? আপনার মামার চাকরি সংক্রান্ত যে ঝামেলা ছিল তাও তো মিটে গেছে বলে আমার ধারণা। মেটেনি?

জ্বি মিটেছে।

বড় সাহেব সিগারেটের প্যাকেট নাড়াতে নাড়াতে বললেন, মেটারনিটি লিভ ছাড়া এত লম্বা ছুটি কখনো দেয়া হয় না। বুঝতে পারছেন? তবে বিয়ে-টিয়ের কোন ব্যাপার হলে মাস খানিক ছুটি নিন।

বিয়ে-টিয়ের কোন ব্যাপার নয় স্যার।

ও আচ্ছা।

স্যার আমি তাহলে উঠি?

ঠিক আছে যান। অফিসে কি রকম কাজের চাপ বুঝতেই পারছেন। ইয়ার এণ্ডিং। নিশ্চয়ই আপনার টেবিলে দশ-পনেরটা ফাইল পড়ে আছে। আছে না?

জ্বি আছে।

বড় সাহেব ফাইলপত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মুনা খুব মন খারাপ করে তার টেবিলে ফিরল। সে ধরেই নিয়েছিল আজ তার ছুটি হবে। এতটা আশা উচিত হয়নি। কেন সে করল কে জানে।

টেবিলে কি ফাইলের সংখ্যা আরো বেড়েছে? মুনা শুকনো মুখ করে তার চেয়ারে বসতেই পাল বাবু বিশাল এক গ্লাস লেবুর সরবত নিয়ে এলেন। সেটা দেখা মাত্র গা গুলাতে শুরু করল।

নিন এক চুমুকে খেয়ে ফেলুন। হেভী ট্রাবল হয়েছে জোগাড় করতে। লেবু কিনে এনে বানানো। ক্যান্টিনওয়ালাকে এক টাকা দিয়েছি চিনির জন্য। তাও ব্যাটা দিতে চায় না। যত ছোটলোক এসে জড় হয়েছে। নিন খান। চুমুক দিন।

রেখে দিন আপনি। আমি ধীরে-সুস্থে খাব। এখন ইচ্ছে করছে না।

মুনা দুপুর পর্যন্ত একনাগাড়ে কাজ করল। একটা থেকে লাঞ্চ ব্রেক। লাঞ্চ ব্রেকের কিছু সময় আগেই সেকশনাল ইনচার্জ মতিন সাহেব এসে বিরস মুখে বললেন, আপনি কি ছুটির দরখাস্ত করেছিলেন? মুনা মাথা নাড়ল। মতিন সাহেবের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভাল নয়। কথাবার্তা তেমন হয় না।

ছুটির দরখাস্ত তো আমার মাধ্যমে যাওয়ার কথা। আপনি সরাসরি করেছেন কেন? ব্যাপারটা কি?

আপনি ঐদিন ছিলেন না—তাই।

ঐদিন ছিলাম না, পরে এসেছি তো। নিখোঁজ তো হয়ে যাইনি। অফিসের একটা ডেকোরাম আছে। আইন-কানুন আছে। সে সব মানা উচিত। নাকি আপনি মনে করেন উচিত না?

মুনা কিছু বলল না। আশেপাশের সবাই তাকাচ্ছে। টাইপিস্ট দুজন টাইপ বন্ধ করে কাগজপত্র নাড়াচাড়া করছে। মতিন সাহেবের কথা শোনার জন্য টাইপ বন্ধ করার প্রয়োজন ছিল না। তিনি বেশ উঁচু গলাতেই কথা বলছেন। ইচ্ছে করেই বলছেন। সবাইকে শোনাতে চান।

মিস মুনা।

জ্বি স্যার।

বড় সাহেবের সাথে আপনার ব্যক্তিগত পরিচয় থাকতে পারে। শুধু আপনার কেন অনেকেরই থাকতে পারে তার মানে এই না যে, সামান্য ব্যাপারেও তার কাছে যেতে হবে। ভবিষ্যতে এটা দয়া করে মনে রাখবেন। প্লীজ।

মুনার চোখ ভিজে উঠল। সে কি বলবে ভেবে পেল না। সরি বলবে না চুপ করে থাকবে? মতিন সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। একটা টাইপ করা কাগজ এগিয়ে দিলেন তার দিকে। থমথমে গলায় বললেন, এই নিন অর্ডার। বড় সাহেব আপনাকে দু'মাসের ছুটি মঞ্জুর করেছেন। যান বাড়ি গিয়ে ঘুমান। কাজের সময়টাতে যদি আপনাদের ছুটির দরকার হয় তাহলে অফিস খোলা রাখার মানে কি? সব বন্ধ করে দিলেই হয়।

মতিন সাহেব কি বলছেন না বলছেন তা মুনার কানে ঢুকছে না। সে টাইপ করা অর্ডারটি দ্বিতীয়বারের মত পড়ছে—"স্বাস্থ্যগত কারণে আপনাকে দু'মাসের ছুটি মঞ্জুর করা

www.MurchOna.com

হল। আপনি ছুটিতে যাবার আগে আপনার দায়িত্ব ডিলিং সেকশনের জুনিয়ার এসিস্টেন্ট জনাব রকিবউদ্দিন ভুইয়াকে বুঝিয়ে দিয়ে যাবে। . . ."

অফিস থেকে বেরুতে বেরুতে পাঁচটা বেজে গেল। পাল বাবু সঙ্গে এলেন রিকশা খুঁজে দেবার জন্যে। আসল কারণ অবশ্যি দু'মাস ছুটি নেবার রহস্যটা জানা। এত কৌতূহল মানুষদের? মানুষের কৌতূহল যদি কিছু কম থাকত তাহলে পৃথিবীটা আরো সুন্দর হত। কিংবা কে জানে হয়ত কৌতূহল আছে বলেই হয়ত পৃথিবী সুন্দর।

হঠাৎ ছুটি নিলেন যে ব্যাপার কি?

এম্নি নিলাম।

আমরা আরো ভাবলাম বিয়ে-টিয়ের ব্যাপার।

না ঐ ব্যাপার হলে আপনারা জানতেন। জানতেন না?

অবশ্যি ঠিক। ওদের সেই কথাই বলছিলাম।

কাদের?

কলিগদের। সবাই জিজ্ঞেস করছিল।

মুনা রিকশায় উঠে পড়ল। ঝকঝকে সুন্দর আকাশ। অপরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাটে লোকজন গিজগিজ করছে কিন্তু আকাশটা কি নির্জন কি পরিষ্কার। মুনার বাসায় ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না। একা একা ঘুরতে ইচ্ছা করছে। কালও অফিস থেকে ফিরে একা একা বেশ খানিকক্ষণ ঘুরেছে। শাহবাগের এক দোকানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেস্ট্রি কোক খেয়েছে। আজও কি সে রকম করবে? নাকি যাবে মামুনের কাছে? একদিন না একদিন তো যেতেই হবে। আজই সেই দিন হতে অসুবিধা কি? এখন অবশ্যি তাকে পাওয়া যাবে না। অপেক্ষা করতে হবে সন্ধ্যা পর্যন্ত। কিংবা কে জানে হয়ত পাওয়া যাবে। না পাওয়া গেলেও কোন ক্ষতি নেই।

মামুন অবাক হয়ে বলল, বিশ্বাস হচ্ছে না তুমি এসেছ। আমার ধারণা ছিল তুমি কোনদিনই আসবে না। তোমাকে শান্ত করবার জন্যে আমাকেই যেতে হবে। রাগ ভাঙাতে হবে। তোমার নেচার তো জানি। আজই যাব ভেবেছিলাম।

যাওনি তো।

না যাইনি। সাহস হয়নি। তোমাকে কি বলব, কিভাবে ক্ষমা চাইব তাই ভাবছিলাম ক'দিন ধরে। মারাত্মক মেন্টাল প্রেসার গেছে এই ক'দিন ধরে। ইউ কেননট ইমাজিন।

এখন কি প্রেসারটা কমেছে?

হ্যাঁ কমেছে। যখন তুমি বলবে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছ তখন পুরোপুরি কমে যাবে। এক মিনিট বস, আমি আসছি।

কোথায় যাচ্ছ?

চা-টা দিতে বলি। যাব আর আসব। রিলাক্স কর।

মামুন চটি ফটফট করতে করতে খুব ব্যস্ত ভাবে নিচে নেমে গেল। নেমে যাওয়ার ভঙ্গি কত সহজ কত স্বাভাবিক। মুনা নিজের মনেই খানিকক্ষণ হাসল। একটি দশ-এগার বছরের ছেলে কৌতূহলী হয়ে উঁকি দিচ্ছে। নতুন কাজের ছেলে বোধ হয়। এই মেসে দু'দিন পরপরই নতুন কাজের ছেলে আসে। কিছুদিন থাকে তারপর কোন-এক বোর্ডারের জিনিসপত্র চুরি করে চলে যায়। একবার মামুনের সব জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়ে গেল। ঐ ছেলেটার নাম ছিল রাখাল। মুনার সঙ্গে ভালই খাতির ছিল। তাকে আসতে দেখলেই ছুটে মামুনকে খবর দিত। মামুন যখন থাকত না সে ঘর খুলে দিত। মেঝেতে বসে গল্প করত।

রাখাল কি কারো নাম হয়? তুই তো আর গরু চড়াস না যে নাম থাকতে হবে রাখাল?

আফা কি করমু কন। বাপ-মায় রাখছে।

হিন্দুদের রাখাল নাম থাকে কিন্তু তুই তো মুসলমান। নামটা বদলান দরকার বুঝলি? সুন্দর দেখে একটা নাম দেব তোর। ঠিক আছে?

জ্বি আইচ্ছা।

মুনা ভেবে রেখেছিল তারা যখন নতুন বাসা করবে তখন রাখালকে মেস থেকে নিয়ে নেবে। যেখানে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চাকরি করে সেখানে একটি চটপটে কাজের ছেলে দরকার। বাজার করবে, রান্না করবে, বাড়ি পাহারা দেবে।

চেহারা দেখে মানুষকে বোঝা বোধ হয় খুব মুশকিল। এই রাখাল যে এই কাণ্ড করবে কে জানত।

মামুন একগাদা খাবার-দাবার এনেছে। ডালপুড়ি, পেঁয়াজু। ফ্লাস্ক ভর্তি করে চা।

মুনা চা খাও। নিজে ঢেলে নাও। পেঁয়াজুগুলি খুব ঝাল। কিন্তু খেতে ভাল।

মুনা চা ঢালল। চা'টা ভাল। বেশ লাগছে খেতে। মামুন তার বিছানায় পা তুলে বসেছে। মাঝে মাঝে পা নাড়াচ্ছে। পা নাচান দেখতে ভাল লাগে না। আগে অনেকবার মামুনকে সে পা নাচানোর জন্যে বকা দিয়েছে। আজ কিছুই বলল না। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

মুনা!

বল।

তুমি আসায় আমি যে কি পরিমাণ খুশি হয়েছি তা তোমাকে বোঝানো মুশকিল। যা দুশ্চিন্তা করছিলাম। ঐ দিনের ব্যাপারটার জন্যে আমি খুব দুঃখিত।

দুঃখিত?

হ্যাঁ। দুঃখিত। লজ্জিত। অনুতপ্ত। ব্যথিত।

এত কিছু এক সঙ্গে?

মামুন লক্ষ্য করল, মুনা চা খাচ্ছে ঠিকই কিন্তু তার মুখ ভাবলেশহীন। যেন সে তার কোন কথা শুনতে পাচ্ছে না। তাকিয়ে আছে দূরে কোথাও।

মুনা!

মুনা তাকাল তার দিকে, জবাব দিল না। মামুন সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, ঐ দিনকার ঘটনাটা আমি জাস্টিফাই করতে অনেক চেষ্টা করেছি। দেখ মুনা, আমাদের বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে আছে। আমরা দুজনে মিলে একটা বাড়ি ভাড়া করেছি। ঘর সাজাবার জিনিসপত্র কিনেছি। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতাটি হয়নি কিন্তু ধরতে গেলে আমরা স্বামী-স্ত্রী। ঠিক না? বল তুমি অ্যাম আই রাইট?

মুনা অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসল। মামুন তা লক্ষ্য করল না। যেন সে ক্লাসে বক্তৃতা করছে এমন ভঙ্গিতে হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলতে লাগল, দেখ মুনা, ঐদিন আশেপাশে কেউ ছিল না। তুমি এবং আমি। হঠাৎ আমার বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে গেল। তুমি ব্যাপারটা কি ভাবে নেবে কিছুই ভাবলাম না। মানে....।

থাক আমি শুনতে চাই না।

শুনতে না চাওয়াটাই ভাল। আমিও বলতে চাই না। তার চেয়ে ভাবা যাক এ জাতীয় কিছু কখনো আমাদের মধ্যে হয়নি, ওটা ছিল একটা দুঃস্বপ্ন।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

মুনা তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। মামুনের কেন জানি মনে হল চোখ দুটিতে কোন প্রাণ নেই। পশুর চোখের মত চোখ। যেখানে আবেগের ছায়া পড়ে না।

মুনা! তুমি কি আমাকে ক্ষমা করেছ?

ক্ষমা চাও তুমি?

হ্যাঁ চাই। ক্ষমা চাব না মানে? কি ভাব তুমি আমাকে, পশু?

না পশু ভাবি না। মানুষই ভাবি।

তাহলে বল তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ।

ঠিক আছে করলাম। এখন আমি উঠব।

পাগল, এখনি উঠবে মানে? রাত আটটা পর্যন্ত থাকবে। তারপর আমি তোমাকে বাসায় পৌঁছে দেব। এবং তোমাদের বাসায় রাতে খাব। তোমার মামার সঙ্গে কথা বলে আমাদের বিয়ের ডেট ফাইন্যাল করব। বিয়েটা এক সপ্তাহের ভেতর সেরে ফেলতে হবে। এমনিতেই যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে।

মামুন অবাক হযে দেখল মুনা উঠে দাঁড়াচ্ছে। সে কি সত্যি চলে যাবে? মামুন হাত ধরে তাকে টেনে বসাতে গেল। মুনা কঠিন স্বরে বলল, হাত ছাড়। মামুন হাত ছেড়ে দিল। মুনা নিচু গলায় প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল, আমি এখানে এসেছিলাম একটা কথা বলবার জন্যে। কথাটা হচ্ছে তোমাকে আমি বিয়ে করব না।

কি বলছ পাগলের মত?

যা বলছি ভেবেচিন্তেই বলছি। আমি এক সপ্তাহ ধরেই ভাবছি। আজ তোমাকে বললাম।

সামান্য একটা অ্যাকসিডেন্টকে তুমি এত বড় করে দেখছ কেন? ভিক্টোরিয়ান যুগের কোন মহিলা তো তুমি না। এ কালের মেয়ে এ যুগের মেয়ে।

আমি কোন যুগের মহিলা জানি না। যে কথাটা বলতে এসেছিলাম বলে গেলাম।

শোন মুনা, শোন আমার কথা শোন। ছেলেমানুষির একটা সীমা থাকা দরকার। আমার কথাটা শোন। শান্ত হয়ে বস।

মুনা কঠিন স্বরে বলল, আমার হাত ছাড় নয়ত আমি চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করব। মামুন হাত ছেড়ে দিল। মুনা ঘর থেকে নিঃশব্দে বের হয়ে এল। একবারও পেছনে ফিরে তাকাল না।

সন্ধ্যা হয় হয় করছে। সন্ধ্যার আগে আগে সবকিছু কেমন অন্য রকম লাগে। পরিচিত ঘর-বাড়ি এমন কি পরিচিত মানুষকেও অপরিচিত মনে হয়। মুনা রিকশা করে বাড়ি ফিরছে। তার বারবার মনে হচ্ছে নিতান্তই অচেনা একটি শহরের অজানা একটি রাস্তায় তার রিকশা যাচ্ছে। এই বোধ হয় ভাল। চেনা মানুষের চেয়ে অচেনা মানুষ ভাল।

মুনা বাড়ি ফিরল সন্ধ্যা পার করে। রিকশা থেকে নেমেই দেখল, বাকের ঠিক আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে বাকেরকে লাগছে ভূতের মত। সে মুনাকে দেখেই লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এল। ভারি গলায় বলল, সন্ধ্যার পর মেয়েদের এমন একা একা ঘোরাফেরা করা ঠিক না। রোজ চেষ্টা করবে সন্ধ্যার আগে ফিরতে।

আপনি কি সারাদিনই এই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন?

আরে না। কি যে বল। আমার কাজ আছে না?

বাকের সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগল। মুনা বিরক্ত গলায় বলল, আপনি আমার পেছনে পেছনে আসছেন কেন? বাকের থমকে দাঁড়াল। অবাক হয়ে বলল, তোমার কি হয়েছে?

www.MurchOna.com

কিছুই হয়নি। হবে আবার কি?

কাঁদছ কেন?

কি আশ্চর্য। আমি কাঁদছি কেন সেই কৈফিয়তও আপনাকে দিতে হবে?

না তা না। তোমাকে কাঁদতে দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। কেউ কিছু বলেছে?

কেউ কিছু বলেনি। আর বললেও আপনার কিছু যায় আসে না। প্লীজ, আমাকে বিরক্ত করবেন না।

না না বিরক্ত করব কেন? যাও বাসায় যাও।

মুনা ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে গেল। বাকের তাকিয়ে রইল। মুনাকে সে ছোটবেলা থেকে দেখে আসছে। তাকে সে কখনো কাঁদতে দেখেনি। কত রকম দুঃখ থাকে মানুষের। মানুষ হয়ে জন্মানোটাই একটা বাজে ব্যাপার।

বাকের এগিয়ে গেল। সাতটার ওপর বাজে। বয়েজ ক্লাবে নাটকের রিহার্সেল শুরু হবে। ছেলে-ছোকরাদের কারবার। বয়স্ক কারো থাকা দরকার। নাটকের জন্যে টাকা তুলে দিতে হবে। চার-পাঁচ হাজার টাকার কমে নাটক নামানো যায় না। এরা হুট করে একটা ডিসিসান নেয় ঝামেলা সামলাতে হয় তাকে।

রান্নাঘরে খুটখাট শব্দ হচ্ছে!

এত রাতে রান্নাঘরে কে? মুনা ঘড়ি দেখল। রাত দুটা। চোর নাকি? বাসন-কোসন নড়াচড়া হচ্ছে। চোররা এত শব্দ করে কিছু করবে না। তাছাড়া সে জেগে আছে। টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। চোর আসার কথা নয়। একবার দেখে এলে হয় কিন্তু কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে। আগে কখনো এ রকম হত না। কিন্তু এখন কোত্থেকে একটা ভয় ঢুকে গেছে মনে। সন্ধ্যার পর পর একা একা রিকশায় চড়তে ভয় করে। দুপুর রাতে ঘুম ভাঙলে ভয় করে।

মুনা নিচু স্বরে ডাকল, বকুল, বকুল! বকুল নড়ল না। তার ঘুম পাথরের মত। টেনে বিছানা থেকে নামালেও ঘুম ভাঙবে না। বিয়ে হলে এই মেয়ের খুব ঝামেলা হবে। স্বামী বেচারা খুব বিরক্ত হবে। পৃথিবীর সব স্বামীরাই বোধ হয় চায়—রাতে গায়ে হাত দেয়া মাত্র স্ত্রী জেগে উঠে আদুরে গলায় বলবে, কি চাও? মুনা এসব আজেবাজে কথা ভাবছে কেন? তার নিজের উপরই রাগ লাগল। সে বকুলের শাড়ি ঠিক করে দিল। এত বড় মেয়ে কিন্তু কি বিশ্রী ঘুমুবার ভঙ্গি।

বকুল, বকুল।

বকুল পাশ ফিরল কিন্তু কোন শব্দ করল না। তার মুখ হাসি হাসি। সুন্দর কোন স্বপ্ন দেখছে বোধ হয়। ওর বয়সে সে শুধু ভয়ের স্বপ্ন দেখত। একটা স্বপ্ন ছিল সাপের। স্বপ্নটা এত স্পষ্ট যে সব সময় মনে হত সত্যি। সে পুকুরে গোসল করতে গিয়েছে। পানিতে পা ছোঁয়াবার সঙ্গে সঙ্গে পানিতে ভাসতে ভাসতে একটা সাপ আসতে থাকে তার দিকে। সে দৌড়াতে শুরু করে। সাপটা তার পিছু ছাড়ে না। সে পাগলের মত কত অলিতে গলিতে ঢোকে কিন্তু সাপটা থাকেই। পেছনে ফিরলেই সে দেখে লাল পুতির মত দুটি চোখ। চেরা জীভ। কি কুৎসিত স্বপ্ন! এম্নিতেই কত ভয়াবহ সমস্যা মানুষের থাকে। ঘুমের মধ্যেও সেসব সমস্যা উঠে আসতে হবে? স্বপ্নটা কেন সব সময় আনন্দের হয় না?

বকুল, বকুল!

কি।

www.MurchOna.com

উঠ তো একটু। রান্নাঘরটা দেখে আসি। কে যেন খুটখাট করছে।

বকুল উঠে বসল, বিছানা থেকে নামল। তার ঘুম কাটেনি। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে সে হেলে পড়ে যাচ্ছে। চোখ আধাবোজা। এখন মুনার মায়া লাগছে। ঘুম না ভাঙালেই হত।

স্বপ্ন দেখছিলি নাকি, এই বকুল।

না। ক'টা বাজে আপা?

দুটা পাঁচ।

তারা দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বারান্দাটা বেশ ঠাণ্ডা। কার্তিক মাসের মাঝামাঝি ঠাণ্ডা হবারই কথা। কিন্তু ঘরের ভেতর গুমট গরম। এখনো ফ্যান ছেড়ে ঘুমুতে হয়। যখন পুরোপুরি শীত পড়বে তখন এই ঘরটি হয়ে যাবে হিমশীতল। কি অদ্ভুত যে বাড়ি।

রান্নাঘরে কিছুই নেই। জানালা বন্ধ। শিকল তোলা। বকুল বলল, ইঁদুর শব্দ করছে আপা। খুব ইঁদুর হয়েছে। এত মোটা একটা ধাড়ি ইঁদুর দেখেছি। মুনা কিছু বলল না। বকুল হাই তুলছে। ঘুম ভাঙিয়ে ওকে তুলে আনাটা খুব অন্যায় হয়েছে।

কে? কথা বলছে কে?

শওকত সাহেবের মোটা গলা শোনা গেল। মুনা বলল, মামা আমি। শওকত সাহেব আর কিছু বললেন না। মুনা ভেবেছিল মামা জিজ্ঞেস করবেন, এত রাতে কি করছিস? তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে আসবেন। কিন্তু তিনি তা করছেন না। মামা কি বদলে যাচ্ছেন? হঠাৎ একা হয়ে পড়লে মানুষ দ্রুত বদলে যেতে শুরু করে। মুনা নিজেও কি বদলাচ্ছে না?

বকুল শোয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়ল। হয়ত প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন দেখতে শুরু করছে। বিড়বিড় করে কি সব যেন বলছে। কেমন গম্ভীর শোনাচ্ছে তার গলা। ঘুমের মধ্যে মানুষের গলার স্বর বদলে যায় নাকি? মুনা বাতি নিভিয়ে দিল। ঘুম আসবে না। বাকি রাতটা কাটাতে হবে জেগে। ইদানীং তার ঘুমের সমস্যা হচ্ছে। সন্ধ্যায় খুব ঘুম পায়। চোখের পাতা খুলে রাখা যায় না এমন ঘুম। বিছানায় শোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম কেটে যায়।

একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। ফ্যানটা বন্ধ করে দিলে হয়। উঠতে ইচ্ছা হচ্ছে না। তবু সে উঠত কিন্তু তার ধারণা হল ফ্যান বন্ধ করলেই আবার গরম লাগতে শুরু করবে। আবার বিছানা ছেড়ে নেমে যেতে হবে ফ্যান ছাড়বার জন্যে। রান্নাঘরে খুটখাট শব্দ হচ্ছে। ইঁদুর। ইঁদুরের উপদ্রব আগে ছিল না। হঠাৎ হয়েছে। শুধু নয় সেই সঙ্গে প্রচুর তেলাপোকা। এত তেলাপোকাও আগে ছিল না। ঐদিন বাবু বলছিল, মা মারা যাবার পর বাড়িটা অন্য রকম হয়ে গেছে। বলে সে নিজেই লজ্জা পেয়ে গেল। এটা একটা সাধারণ সহজ কথা। এর মধ্যে লজ্জা পাওয়ার মত কিছু নেই। মামীর মৃত্যুর পর বাড়িটা সত্যি সত্যি কিছু বদলেছে। মনে হয় বাড়িটা আগের মত নেই। পরিবর্তন কোথায় হয়েছে তা অবশ্যি ধরা যাচ্ছে না।

ভেতরের দিকে দরজা খোলার শব্দ হচ্ছে। মামা জেগেছেন। বারান্দার ইজিচেয়ারে তিনি এখন বসে থাকবেন। রাত তিনটা সাড়ে তিনটার দিকে তিনি জেগে ওঠেন। তারপর তার ঘুম হয় না। বুড়ো বয়সের কত রকম সমস্যা। কিংবা কে জানে এটা হয়ত তেমন কোন সমস্যা নয়। বুড়োদের হয়ত জেগে থাকতেই ভাল লাগে। মামা আজ ইজিচেয়ারে শুয়ে নেই। হাঁটাহাঁটি করছেন। সাড়ে তিনটা কি বেজে গেছে? মুনা ঘড়ি দেখতে চেষ্টা করল। আগের ঘড়িটায় অন্ধকারের সময় দেখা যেত। এটাতে দেখা যায় না। রেডিয়াম ডায়াল নেই। বাতি জ্বালাতে হবে। চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকার চেয়ে বাতি জ্বালিয়ে ঘড়িটা দেখা যেতে পারে। কিছুক্ষণ গল্প করা যেতে পারে মামার সঙ্গে।

www.MurchOna.com

শওকত সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, তুই এখনো জেগে? মুনা মাথা নাড়ল।

প্রায়ই জেগে থাকিস নাকি? বাতি জ্বলা দেখি।

হুঁ থাকি।

শরীর ঠিক আছে তো?

হুঁ আছে।

একটা চেয়ার এনে আমার কাছে সব তো দেখি।

না মামা, আমি এখন শুয়ে পড়ব। ঘুম আসছে।

পাঁচ-দশ মিনিট বস।

মুনা চেয়ার নিয়ে এল। শওকত সাহেব মুনার পিঠে হাত রেখে কোমল স্বরে বললেন, শুনলাম অফিস থেকে ছুটি নিয়েছিস। কি হয়েছে?

কিছু হয়নি। হবে কি? শরীরটা খারাপ তাই ছুটি নিলাম।

মামুনকে তো আর এ বাড়িতে আসতে দেখি না।

আমি আসতে নিষেধ করেছি তাই আসে না। মামা, তোমাকে তো একবার বলেছি ওকে আমি এখন পছন্দ করি না। ঐ প্রসঙ্গ থাক।

একটা মানুষকে এত দিন ধরে পছন্দ করে আসছিস। বিয়ে ঠিকঠাক। এখন হঠাৎ করে....।

মামা, ঐ প্রসঙ্গ বাদ দাও।

বাদ দেব কেন? জানতেও পারব না?

না পারবে না? এত জেনে কি করবে? বেশি জানা ভাল না। মুনা হাসতে চেষ্টা করল। তার ইচ্ছে করছে উঠে চলে যেতে। কিন্তু যেতে পারছে না। কারণ মামা তার পিঠে হাত রেখেছেন। পিঠ থেকে হাত নামিয়ে উঠে চলে যাওয়া যায় না।

মামুনকে একবার আসতে বলিস। ওর সঙ্গে কথা বলব।

মামা, পিঠ থেকে হাত নামাও আমি এখন ঘুমুতে যাব।

এখন আর ঘুমিয়ে কি করবি। ভোর তো হয়ে গেল। তোর তো অফিসও নেই। আয় গল্প করে রাতটা কাটিয়ে দেই।

কিছুক্ষণ শুয়ে থাকব। চোখ জ্বালা করছে।

শওকত সাহেব হাত নামিয়ে নিলেন। তাঁর নিজেরো কেমন ঝিমুনী এসে যাচ্ছে। বয়স হয়ে যাচ্ছে। একটা বয়সের পর সবাই খুব ঝিমুতে পছন্দ করে। ঝিমুনোর মত বয়স কি তাঁর হয়েছে? রিটায়ারমেন্টের এখনো তিন বছর বাকি। বরুন বাবুরও তিন বছর বাকি রিটায়ারমেন্টের। কিন্তু এখনো তাকে জোয়ান মানুষ বলে মনে হয়। জুলপির কাছে কিছু চুল পাকা ছাড়া মাথার সব চুল কালো। ঝিমুতে ঝিমুতে শওকত সাহেব একসময় সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়লেন।

তাকে ডেকে তুলল বকুল। তিনি দেখলেন রোদে চারদিক ঝলমল করছে। এত বেলা হয়ে গেছে তিনি কল্পনাও করেননি।

কটা বাজেরে?

দশটা।

কি সর্বনাশ! আগে ডাকিসনি কেন?

www.MurchOna.com

মুনা আপা নিষেধ করে গিয়েছে।

নিষেধ করলেই হল? আমার কি অফিস-টফিস নেই?

শওকত সাহেব অসম্ভব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। যে ভাবেই হোক এগারটার আগে অফিসে পৌঁছতে হবে। বড় সাহেব এগারটার সময় আসেন। এসেই একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে যান। কে কে এখনো আসেনি সেটা মনে মনে নোট করেন।

বকুল!

জ্বি।

মুনাকে ডেকে আন।

আপা তো বের হয়ে গেছে।

কোথায় গেছে? অফিস থেকে তো ছুটি নিয়েছে শুনলাম।

কোথায় গেছে জানি না বাবা। কিছু জিজ্ঞেস করিনি।

জিজ্ঞেস করিসনি কেন?

কাল জিজ্ঞেস করেছিলাম তাতে খুব রেগে গেল।

রাগলে রাগবে। রোজ জিজ্ঞেস করবি। ওর ব্যাপারটা কি?

জানি না বাবা।

জানি না বললে তো হবে না। জানতে হবে।

মুনা কাঁধে কালো ব্যাগ ঝুলিয়ে হাঁটছে। ক'দিন ধরেই সে এ রকম করছে। উদ্দেশ্যবিহীন হাঁটা। কোন একটি দোকানের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়ান তারপর আবার হাঁটা।

আকাশে গনগনে সূর্য। ঘামে মুনার মুখ চটচট করছে কিন্তু ভাল লাগছে হাঁটতে। মনে হচ্ছে কোথাও কোন বন্ধন নেই। অফিসের তাড়া নেই। ঘর ফেরার আকর্ষণ নেই। শুধুই হেঁটে বেড়ান।

মুনা এগারটার সময় একটা রিকশা নিয়ে নিল। যাবে যাত্রাবাড়ি। যাত্রাবাড়িতে তার এক চাচা থাকেন—মবিন চাচা। তার সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগ নেই। হঠাৎ করেই তার কথা মনে পড়ল। মুনার দুঃসময়ে তিনি কোন রকম দায়িত্ব নেননি। মুখ শুকনো করে বলেছিলেন, নিজের ছেলেমেয়েই মানুষ করতে পারি না আর অন্যের মেয়ে মানুষ করব কি ভাবে? অসম্ভব। মেয়ের মামারা আছে তারা দেখুক। আমি গরীব মানুষ। নিজের চলে না।

মবিন সাহেব বাড়িতেই ছিলেন। তিনি মুনাকে দেখে খুবই অবাক হলেন। ভারি গলায় বললেন, কি রে তুই কি মনে করে? ভাল আছিস?

ভালই আছি। আপনি কেমন আছেন?

আর আমার থাকা। ব্লাড প্রেসার, নড়তে-চড়তে পারি না।

আপনি একা নাকি? আর কেউ নেই?

আছে সবাই আছে যা ভেতরে যা।

সবাই যথেষ্ট খাতির-যত্ন করল। চাচী মুনাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অনেক দুঃখের কথা বললেন। বড় ছেলের বিয়ে দিয়েছেন বৌটা মিচকা শয়তান। এর কথা তাকে লাগাচ্ছে তার কথা ওকে লাগাচ্ছে। বড় মেয়ের এখনো বিয়ে হয়নি কিন্তু ছোটটা বিয়ে করে ফেলেছে। তার একটা বাচ্চাও আছে। জামাইয়ের কোন চাকরি-বাকরি নাই। শ্বশুর বাড়িতে থাকে। মুরব্বিদের সামনে সিগারেট খায়। হায়া-শরম কিছুই নাই। আদব-কায়দা তো নাই-ই।

মুনা অবাক হয়ে লক্ষ্য করল কেউ তার কথা বিশেষ জানতে চাচ্ছে না। সবাই নিজেদের সমস্যা বলতে ব্যস্ত। অন্যের ব্যাপারে কোন মাথা ব্যথা নেই। মুনা থাকতে থাকতেই ছোট মেয়ে তার স্বামীর সঙ্গে একটা কুৎসিত ঝগড়া করে ফেলল। তুই-তুকারি, গালিগালাজ বিশ্রী কাণ্ড। বাইরের একজন মানুষ আছে এ নিয়ে কেউ চিন্তিত নয়। অন্যদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে এটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কিছুক্ষণের মধ্যেই থেমে যাবে।

বাড়ির মানুষজনের মধ্যে নতুন বৌটিকেই বরং ভাল লাগল। তাকে মোটেই মিচকা শয়তান বলে মনে হল না। কথাবার্তা চমৎকার। বেশ বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। মুনাকে তার ঘরে নিয়ে চা বানিয়ে খাওয়ালো। এই ছোট একটুখানি ঘরেই চায়ের সরঞ্জাম এবং কেরোসিন কুকার।

বুঝলেন আপা, এই সংসারে কিছুদিন থাকলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। আলাদা যে বাসা করব সে উপায়ও নেই। ও যা টাকা-পয়সা পায় তাতে সকলের নাশতার খরচটাই ওঠে না।

করে কি সে?

সিনেমায় ছোটখাট পার্ট করে।

বল কি?

হুঁ। বেশির ভাগ গুন্ডার পার্ট পায়। মাথা কামিয়ে অভিনয় করতে হয়।

মুনা বড়ই অবাক হল। তার ধারণা ছিল না আত্মীয়দের মধ্যে কেউ সিনেমার অভিনয় করে।

সংসার চলে কিভাবে?

চলে কোথায়? চলে না। দেশ থেকে চাল-ডাল আসে। বাবা টুকটাক কিছু ব্যবসা করেন। এখন অসুখে পড়ে সেই ব্যবসার খুব খারাপ অবস্থা। কি যে হবে ভাবতেও পারি না।

মুনাকে দুপুর বেলা খেয়ে তারপর আসতে হল। খাবার আয়োজন বেশ ভাল। মাছ, গোশত ভাজাভুজি। অনেক কয়টা পদা বুঝাই যাচ্ছে এটা বিশেষ করে তার জন্যেই করা।

খাওয়া শেষ হবার পর মবিন চাচা নিজেই তাকে রিকশায় উঠিয়ে দিতে এলেন, তোর খোঁজখবর নেই না। নেবার মত অবস্থা আমার না। নরকে বাস করি বুঝলি। ছেলে বিয়ে দিয়ে ডাইনি ঘরে এনেছি। সব ছাড়খার করে দিচ্ছে। এমনি তো খুব মিষ্টি কথাবার্তা। কিন্তু আসলে বিষকন্যা। আসিস মাঝে-মধ্যে। তোর কথা মনে হয় প্রায়ই। ঐদিনও তোর চাচীকে বলছিলাম।

রিকশা ছুটে চলছে। মুনার ঘুম পেয়ে যাচ্ছে। বেশ কষ্ট করে তাকে জেগে থাকতে হচ্ছে। আগামীকাল কোথায় যাওয়া যায় তাই ভাবতে ভাবতে মুনার ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করতে লাগল।

১৮

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মামুনের মন খারাপ হয়ে গেল।

শার্টের পকেটের কাছে এক পয়সা সাইজের একটা ফুটো—তেলাপোকার কাণ্ড। এই শার্ট গায়ে দিয়ে বেরুনো যাবে না। সবাই তাকিয়ে থাকবে। কিন্তু বদলে অন্য কিছু পরতেও ইচ্ছা করছে না। এটা মুনার পছন্দ করে কিনে দেয়া শার্ট। মামুন ভেবে রেখেছিল ওর সঙ্গে দেখা করতে গেলে এটাই পরবে। তাতে মুনার উপর এক ধরনের মানসিক চাপ

তৈরি হবে। লাল স্ট্রাইপের এই শার্ট নিঃশব্দে সারাক্ষণ বলবে—'মুনা, তোমাকে ভালবাসি। তোমাকে ভালবাসি।' মেয়েদের মনস্তত্ত্বে ছেলেমানুষী একটা ব্যাপার আছে। অত্যন্ত বুদ্ধিমান মেয়েরাও এ ধরনের হালকা জিনিস পছন্দ করে।

কিন্তু এটা পরে কি খাওয়া যাবে? ফুটোটা বেশ বড়। সাদা গেঞ্জী দেখা যায় । মামুন আয়নার সামনে মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে মন ঠিক করল। থাকুক ফুটো। এতে একটা সুবিধাও পাওয়া যাবে। মুনা এক সময় নিশ্চিত বলবে—পকেটের ওখানে কি? সে তখন মুখ কালো করে বলবে—হৃদয়ের কাছাকাছি ফুটো হয়ে আছে। খুবই হালকা ধরনের কথা। তবে হালকা ধরনের কথাবার্তাও মাঝে মাঝে শুনতে ভাল লাগে

মামুন মুনার অফিসে ঢুকে আকাশ থেকে পড়ল। মুনা নেই। সে নাকি দু'মাসের ছুটি নিয়েছে। আজ নিয়ে পাঁচ দিন হল। কিন্তু অদ্ভুত কথা! পাল বাবু চোখ কপালে তুলে বললেন, সে কি আপনি জানেন না?

জি না, জানি না।

বলেন কি? কেন জানেন না?

মামুন বিরক্ত হয়ে বলল, আমাকে বলেনি তাই জানি না।

কিন্তু আপনাকে বলবে না কেন? হোয়াই? ঝগড়া চলছে নাকি?

না কিছু চলছে না।

বিরক্তিতে মামুনের চোখ সরু হয়ে গেল। পাল বাবু তার বিরক্তিকে মোটেও আমল দিলেন না। জোর করে তাকে ক্যান্টিনে নিয়ে আলুর চপ এবং চায়ের অর্ডার দিয়ে বসলেন। মামুন শুকনো গলায় বলল, খামোকা এসব আনছেন। আমি কিছুই খাব না।

না খেলে না খাবেন। আমার সঙ্গে দু মিনিট বসতে তো অসুবিধা নেই। আরাম করে বসুন এবং ধীরে-সুস্থে বলুন ব্যাপারটা কি? ঝগড়াটা কি নিয়ে করলেন?

ঝগড়া হয়েছে আপনাকে কে বলল?

এসব বলার দরকার হয় না। আপনার চোখে-মুখে পরিষ্কার লেখা আছে। মান-অভিমানপর্ব বুঝা যায়। হা হা হা।

মামুন কঠিন চোখে তাকিয়ে রইল। আগে এই লোকটিকে ভালই লাগত। আজ কেমন গ্রাম্য লাগছে। কথার ফাঁকে ফাঁকে থুথুর কণা ছিটকে আসছে। কিছু কিছু নিশ্চয়ই পড়েছে চায়ের কাপে এবং আলুর চপে। কুৎসিত দৃশ্য। সহ্য করা মুশকিল।

মামুন সাহেব!

বলুন।

রাগ ভাঙাবার বুদ্ধি আপনাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। সোজা বুদ্ধি। জটিল সমস্যাগুলি সলভ করতে হয় সহজ বুদ্ধি দিয়ে। কঠিন বুদ্ধি খরচ করলে সমস্যাটা আরো জট পাকিয়ে যাবে। চা খাচ্ছেন না তো। ঠান্ডা হচ্ছে।

হোক ঠাণ্ডা। দুপুরে আমি চা খাই না।

তাহলে ঠান্ডা কিছু খান—লাচ্ছি আছে। এই ইনাকে ভাল করে লাচ্ছি দাও।

আপনি শুধু শুধু ব্যস্ত হচ্ছেন আমি কিছুই খাব না।

আরে ভাই খান। খেতে খেতে আমার বুদ্ধিটা শুনুন। কিচ্ছু না—যাবেন, সোজাসুজি পায়ে ধরে ফেলবেন এবং কান্না কান্না গলায় বলবেন—ক্ষমা চাই।

রাগে মামুনের গা জ্বলে গেল। কি রকম ইডিওটিক কথাবার্তা। এ ধরনের কথাবার্তা একজন শিক্ষিত মানুষ বলে কি করে?

বুঝলেন মামুন সাহেব, এপ্রোচটা নাটকীয় কিন্তু এর নাম হচ্ছে কোরামিন ইনজেকশান। এটাতেই রোগের আরাম হবে। আর যদি কাজ না হয় তাহলে আপনি অফিসে এসে আমার ডান গালে একটা চড় দিয়ে যাবেন। হা হা হা।

এখানে বসে সময় নষ্ট করার আর কোন মানে হয় না। যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণই এর বকবকানি শুনতে হবে।

উঠলেন নাকি?

জ্বি উঠলাম।

ল্যাঙ্কি তো মুখেই দিলেন না।

বলছি তো আপনাকে, কিছুই খাব না।

আপনি মিস মুনার বাসায় চলে যান। যা বললাম সেটা করেন। শ্রীকৃষ্ণের মত দেবতা যদি রাধার পা ধরতে পারে তাহলে আপনার ধরতে বাধা কি?

বকুল আজ স্কুলে যায়নি। স্কুল খোলা আছে, টেস্ট পরীক্ষার প্রিপারেশনের জন্যে ক্লাস হচ্ছে না। একা একা বাসায় তার ভয় ভয় লাগছিল। কাজের মেয়েটি তার এক খালার বাড়িতে গেছে এখনো আসেনি। বাবুর স্কুল ছুটি তিনটায়। এতক্ষণ একা একা থাকতে হবে। সে ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠে নিচু গলায় বলছিল—কে? একা ঘরে থাকলেই যত ভুতের গল্পগুলি মনে পড়ে যায়। টিনা ভাবীর কাছে শোনা একটা গল্প তখন থেকেই মনে হচ্ছে—কাটা হাতের গল্প। কবজি পর্যন্ত কাটা একটা হাত মানুষের ঘরে এসে ঢোকে। নানান কাণ্ডকারখানা করে। বকুলের দুপুর থেকে মনে হচ্ছে হাতটা তাদের ঘরে এসেছে। রান্নাঘরে খুটখাট করছে। সে একা একা বসে আছে রান্নাঘরে। তার দুপুরের খাওয়া হয়নি।। বাবু না আসা পর্যন্ত হবেও না। একা একা রান্নাঘরে যাবার প্রশ্নই ওঠে না।

দুটোর সময় দরজার কড়া নড়ল। বকুলের আনন্দের সীমা রইল না। যাক কেউ-একজন এসেছে। সে দরজা খুলে দেখল মামুন ভাই। হেঁটে হেঁটে এসেছেন বোধ হয়। ঘেমে লাল হয়ে আছেন।

কেমন আছ বকুল?

জ্বি ভাল আছি।

মুনা বাসায় নেই?

জ্বি না। আপা নেই।

কোথায় গেছে?

জানি না। কোথায় যেন ঘুরে বেড়ায়।

বল কি।

ভেতরে আসুন মামুন ভাই। আপনি আসায় যা ভাল লাগছে। একা একা খুব ভয় লাগছিল।

একা তুমি?

জ্বি একা।

মামুন ভেতরে ঢুকল। কথাবার্তা কি বলবে ভেবে পেল না। কিছুক্ষণ অবশ্যি অপেক্ষা করা যায়। মামুন বলল, সে সাধারণত কখন ফিরে?

কোন ঠিক নেই। অনেক সময় সন্ধ্যার পর ফিরে।

বল কি?

আপনাদের ঝগড়া হয়েছে তাই না মামুন ভাই?

মামুন ইতস্তত করে বলল, হ্যাঁ হয়েছে। তোমাকে সে কি কিছু বলেছে?

না, মুনা আপা মরে গেলেও কাউকে কিছু বলবে না। আপনাকে একটু চা করে দেই?

উঁহু! ভাত খাইনি এখনো।

আমাদের এখানে খান। আমিও খাইনি।

না ভাত খাব না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে চলে যাব। তুমি আমাকে ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি দাও।

মামুন মুখ কালো করে বসে রইল। বকুল ঠাণ্ডা পানির বদলে ভাত বেড়ে বলল, খেতে আসুন মামুন ভাই। মামুন নিঃশব্দে খাবার টেবিলে গিয়ে বসল। বড় মায়া লাগল বকুলের। কেমন আগ্রহ করে খাচ্ছেন। নিশ্চয়ই খুব ক্ষিধে পেয়েছে।

বকুল!

জ্বি!

আমার ব্যাপারে তোমার আপা তোমাকে সত্যি কিছু বলেনি?

জ্বি না।!

আমি একটা অন্যায় করেছিলাম বুঝলে বকুল। তার জন্যে আমার লজ্জার সীমা নেই। আমি তো মহাপুরুষ না। সাধারণ মানুষ। মহাপুরুষেরাও ভুল করে। অন্যায় করে। করে না?

বকুল অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। মামুন ভাই ক্লাসে বক্তৃতা দেবার মত ভঙ্গিতে কথা বলছেন। ওদের ভেতর কি সমস্যা হয়েছে কে জানে? বড় জানতে ইচ্ছা করছে।

মামুন খাওয়া শেষ হওয়া মাত্র চলে গেল। অদ্ভুত ভঙ্গিতে চলে যাওয়া। যেন সে হঠাৎ সবার উপরে বিরক্ত হয়ে উঠেছে। মনস্থির করছে কিছু-একটা করবে। কেমন থমথমে মুখ।

বাবু এল সাড়ে তিনটার দিকে। শীতের দিন। সাড়ে তিনটায় কেমন বিকেল বিকেল হয়ে যায়। বাবুকে ভাত বেড়ে দিয়ে বকুল বলল, তুই কিছুক্ষণ একা থাকতে পারবি বাবু? আমি ভাবীদের বাসায় পাঁচ মিনিটের জন্যে যাব। বাবু গম্ভীর গলায় বলল, একবার গেলে এক ঘন্টার আগে আসবে না।

যাব আর আসব। উনার ছেলেদের জ্বর। দেখে আসা দরকার। যাই বাবু? লক্ষ্মী ময়না।

আচ্ছা যাও।

একা একা ভয় লাগবে না তো?

আমার এত ভয় নেই।

ইস কি আমার সাহসী। রাতে তো একা একা বাথরুমে যেতে পারিস না।

বাবু কিছু বলল না। কথাটা সত্যি। দিনের বেলা তার কোন ভয় লাগে না। কিন্তু রাত হলেই দারুণ ভয় লাগে।

টিনা ভাবী ঠোঁট উল্টে বললেন, তারপর কি মনে করে? তার মনে ভাবী রেগে আছেন। রাগাই স্বাভাবিক। দু'দিন ধরে খবর পাঠাচ্ছেন আসবার জন্যে। আসা হচ্ছে না।

বাচ্চারা কেমন আছে ভাবী?

তা জেনে তোর কি হবে? ওরা জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকলেই বা কি আর ভাল থাকলেই বা কি?

বকুল বেশ লজ্জা পেল। দুটি বাচ্চার প্রচন্ড জ্বর। হাত-পা এলিয়ে ঘুমাচ্ছে। জ্বরের আঁচে গা কেমন লালাভ হয়ে আছে।

ডাক্তার দেখিয়েছ ভাবী?

হুঁ দেখিয়েছি। তোর ডাক্তারকেই আনিয়েছিলাম। ও ডাক্তারি কিছু জানে না বলে মনে হয়, কি অষুধপত্র দিয়েছে তাতে জ্বর আরো বেড়ে গেছে।

অন্য ডাক্তার দেখাও। দেশে কি আর ডাক্তার নেই? কত বড় বড় ডাক্তার আছে।

অন্য ডাক্তার দেখাব। চক্ষুলজ্জার জন্যে পারছি না। বেচারা রোজ দু'তিনবার এসে খোঁজ নেয় এখন যদি দেখে অন্য ডাক্তার এনেছি....। মহা যন্ত্রণায় পড়লাম বুঝলি।

তুমি আজই অন্য ডাক্তার খবর দাও।

তাই দিতে হবে। তোর ভাই চেঁচামেচি করছে। আমি আজ দিনটা সময় নিয়েছি। আজ দিনের মধ্যে না কমলে অন্য ডাক্তারের কাছে যাব।

ভাবী দেখ, গা ঘামছে। জ্বর বোধ হয় নেমে যাচ্ছে। ঠোঁট চাটছে। ওদের একটু পানি খাওয়াই।

খাওয়া। বোতলে গ্লুকোজ সরবত আছে দেখ। আমি একটু গা ধুয়ে আসি।

পাঁচ মিনিটের জন্যে এসে এক ঘন্টার উপর কাটিয়ে দিল। তার উঠে আসতে ইচ্ছে করছে না। টিনা ভাবী দুই বাচ্চাকে দুই পাশে নিয়ে শুয়ে শুয়ে গল্প করছে। এত ভাল লাগছে দৃশ্যটি দেখতে। একই রকম দেখতে দুটি বাচ্চাকে দু'পাশে নিয়ে শোবার মত আনন্দ বোধ হয় আর কিছু নেই। বকুলের মনে হল—ইস তার যদি এ রকম দুটি বাচ্চা হত। এটা মনে হতেই সে লজ্জায় বেগুনী হয়ে গেল। তার মনে হল টিনা ভাবী তার মনের কথাটা টের পেয়ে ফেলেছে।

বকুল!

কি ভাবী?

তোর বিয়ের কথাবার্তা পাকা করতে হয়। কার সঙ্গে কথা বলব? তোর আসল গার্জেন তো বোধ হয় তোর বোন।

বকুল মাথা নিচু করে বসে রইল। উত্তর দিল না। টিনা হালকা গলায় বলল, তুই কিছু মনে করিস না বকুল— তোর এই বোনটাকে আমার পছন্দ হয় না। কেমন পুরুষ পুরুষ ভাব।

মুনা আপা, খুব ভাল মেয়ে।

ভাল মেয়ে তো বটেই। তোদের ঝামেলার যেভাবে ঝড় সামাল দিয়েছে এ রকম ক'টা পুরুষ পারবে? তবে ব্যাপার কি জানিস বকুল.... তোর আপা হচ্ছে কঠিন ধরনের মেয়ে। মেয়েরা কঠিন হলে ভাল লাগে না। মেয়েরা হবে নরম ধরনের। আহ্লাদী। কথায় কথায় কেঁদে ফেলবে . . . . যেমন তুই?

আমি বুঝি আহ্লাদী?

না আহ্লাদী না। তুই হচ্ছিস মায়াবতী।

মুনা আপা বুঝি মায়াবতী না?

না।

www.MurchOna.com

বকুলের মন খারাপ হয়ে গেল। মুনা আপা সম্পর্কে কেউ কিছু বললে তার ভাল লাগে না। রাগ লাগে।

বকুল, এমন মুখ কালো করে ফেলেছিস কেন?

ভাবী, আমি উঠি?

এখন উঠবি কি? আরেকটু বস। তোর ডাক্তার আসবে কিছুক্ষণের মধ্যে। তার সঙ্গে দুই-একটা কথাটথা বল।

কি যে তুমি বল ভাবী।

বিয়ের আগে কথাটথা বলা হাতের সঙ্গে হাত লেগে যাওয়া এইসব খুব ভাল লাগে। অন্য রকম একটা আনন্দ হয়। বিয়ের পর দেখবি এইসব খুব পানশে লাগছে। শরীরের সঙ্গে শরীরের পরিচয়ের আগের যে প্রেম সেটার মত ভাল আর কিছু নেই।

টিনা ছোট করে নিঃশ্বাস ফেলল। মনে মনে বকুলও একটা নিঃশ্বাস ফেলল। তার কেমন ভয় ভয় করে। এত রহস্য পৃথিবীতে। এইসব রহস্যের মধ্যে বড় হওয়া বেশ কষ্টে।

বকুল। একটু চা করতে পারবি। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। চোখের পাতা মেলে রাখতে পারছি না।

ঘুমাও।

উঁহু। তোর ভাই আসবে। ঘুমিয়ে আছি দেখলে মুখ ভারি হয়ে যাবে। পুরুষ মানুষদের তুই তো চিনিস না। অদ্ভুত জিনিস।

তাই নাকি?

হ্যাঁ তাই।

বাচ্চা দুটি এমন ওদের যন্ত্রণাতেই রাতে ঘুমুতে পারছি না—শেষ রাতে একটু তন্দ্রামত এসেছে তখন তোর ভাই ডেকে তুলল তার নাকি ভীষণ মাথা ব্যথা চুল টেনে দিতে হবে। উঠে গেলাম চুল টেনে দিবার জন্যে— ও আল্লা দেখি মাথা ব্যথা কিছু না তার অন্য কিছু চাই।

বকুল মুখ লাল করে বসে রইল।

পুরুষের মত স্বার্থপর জাত আর তৈরি হয়নি। নিজের বাচ্চারা এমন অসুস্থ এর মধ্যে কেউ কি পারে....

বকুল কথার মাঝেই উঠে দাঁড়াল। মৃদু স্বরে বলল, ভাবী আমি চা বানিয়ে নিয়ে আসি।

লজ্জায় তুই দেখি একেবারে লাল হয়ে গেছিস। এসব খুব সাধারণ ব্যাপার। বিয়ের দু'দিন পর দেখবি ডাল-ভাত হয়ে গেছে।

বকুল চা বানিয়ে এসে দেখে টিনা ভাবী ঘুমিয়ে পড়েছে। তাকে ঘুম থেকে জাগানর কোন মানে হয় না। সে নিজেই চাটা খেল। বাচ্চা দুটির জ্বর আসলেই অনেকখানি কমেছে। এরা ঘুমের মধ্যে হাসছে। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার দুজন একই সঙ্গে হাসছে। একটি স্বপ্নই বোধ হয় দেখছে দুজন। বকুল নিচু হয়ে ওদের কপালে চুমু খেল। কেমন দুধ দুধ গন্ধ। একবার চুমু খেলে মুখ উঠিয়ে নিত ইচ্ছা করে না। বুকের মধ্যে কেমন অদ্ভুত ভাবে শিরশির করে। কেন করে? কোনদিন বোধ হয় তা জানা যাবে না।

বকুল বেরুল চারটার একটু আগে। বেরুনো মাত্র দেখা হল ডাক্তার ছেলেটির সঙ্গে। বকুলের বুক ধ্বক করে উঠল। এক পলকের জন্য দুলে উঠল সব কিছু।

বকুল ভাল আছ?

www.MurchOna.com

জ্বি।

রুগী দেখতে গিয়েছিলে?

হুঁ।

আছে কেমন ওরা?

ভাল।

তোমার তো আর দেখাই পাওয়া যায় না। স্কুলে যাও না?

এখন আমাদের ক্লাস হচ্ছে না।

ক্লাস হচ্ছে না কেন?

টেস্টের প্রিপারেশনের জন্য।

কেমন হচ্ছে প্রিপারেশন?

ভাল। আমি এখন যাই?

এই সপ্তাহের মধ্যেই আমার মা যাবেন তোমাদের বাসায়।

বকুল কিছু বলল না। জহির হাসিমুখে বলল, মাকে তোমার ছবি দেখিয়েছি— মা কি বললেন জান? মা বললেন— মেয়েটার নাকটা এত মোটা কেন? জহির বেশ শব্দ করে হাসতে লাগল। এত লজ্জা লাগছে বকুলের। একই সঙ্গে ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা শুনতেও ইচ্ছা করছে। সম্পূর্ণ দু'রকম জিনিস একসঙ্গে মানুষের মনে আসে কি ভাবে কে জানে।

বকুল!

জ্বি।

তুমি দেখি ঘেমে-টেমে একটা কাণ্ড করছ। এত অস্বস্তি বোধ করছ কেন? এ কালের মেয়েরা কত স্মার্ট থাকে।

আমি যাই এখন।

বকুলের পা পাথরের মত ভারি। বড্ড কষ্ট হচ্ছে পা টেনে টেনে যেতে। কান্না পেয়ে যাচ্ছে। একটা সময় আসবে যখন এই ছেলেটির সঙ্গে সে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করবে। উঠে চলে যাবার কোন তাড়া থাকবে না। কে দেখে ফেলবে এই নিয়ে চাপা আতংক থাকবে না। কি প্রচণ্ড সুখের সময়ই না হবে সেটা। ঝুম বৃষ্টি নামলে তারা দুজনে বৃষ্টিতে ভিজবে। হাত ধরাধরি করে ভিজবে। ভাবতে বকুলের চোখ জলে ভর্তি হয়ে গেল। সুখের কথা ভাবতেও যে কষ্ট হয় কেন কে জানে। এত বিচিত্র কেন পৃথিবীটা। কাউকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে। কাকে সে জিজ্ঞেস করবে?

১৯

মামুন এসেছিল। দুপুরে ভাত খেয়েছে।

এই খবরে মুনা বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখাল না। সে আজ একগাদা জিনিসপত্র কিনে বাড়ি ফিরেছে সন্ধ্যা পার করে। তিনটা বড় বড় প্যাকেট তার হাতে। উৎসাহ নিয়ে কি কি সে কিনল তাই দেখাচ্ছে। জিনিসপত্রগুলি বিচিত্র। একটা গ্লোব। ব্যাটারী লাগান। সুইজ টিপলেই পৃথিবী ঘুরতে থাকে। একটা নব ঘুরিয়ে পৃথিবীর ঘূর্ণনের বেগ কমান বা বাড়ান যায়। মুনা উজ্জ্বল মুখে বলল, জিনিসটা সুন্দর না? বাবু অবাক হয়ে বলল, হ্যাঁ সুন্দর। এটা কি জন্যে কিনেছ?

www.MurchOna.com

পছন্দ হয়েছে তাই কিনেছি। আসল জিনিসটা দেখলে মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে।

কি সেটা?

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর দেখবি। শাড়ি কিনলাম দুটা। দেখ তো বকুল কেমন।

শাড়ি দেখে বকুল অবাক। কি চড়া রঙ চোখ ধাঁধিয়ে যায়। দেখেই বুঝা যাচ্ছে খুব দামী শাড়ি।

শাড়িগুলি কেমন কিছু বলছিস না কেন?

গায়ে কটকট করবে।

করুক কটকট। আমি কি বুড়ি হয়ে গেছি যে সাদা শাড়ি পরতে হবে?

রাতের খাবার-দাবার শেষ হয়ে যাবার পর আসল জিনিসটা বেরুল। একটি ক্যাসেট প্লেয়ার। ছোটখাট চমৎকার একটা জিনিস। বাবু অবাক হয়ে বলল, কত দাম আপা?

তেইশ'শ টাকা। জিনিসটা কেমন?

সুন্দর খুব সুন্দর! এত টাকা কোথায় পেলে তুমি?

ব্যাংকে যা ছিল খরচ করে ফেললাম। কি হবে টাকা জমিয়ে? পাঁচটা ক্যাসেট কিনেছি কোন্‌টা দিব বল। রবীন্দ্র সঙ্গীত না হিন্দী। হিন্দী ক্যাসেট আছে তিনটা। একটা আছে পুরনো দিনের গান। কোন্‌টা দেব বল?

বকুল বা বাবু কেউ কিছু বলল না। মুনা মহা উৎসাহে নিজেই একটি ক্যাসেট চালু করল।

শওকত সাহেব তাস খেলে রাত ন'টার দিকে বাড়ি ফিরে শুনলেন—গান হচ্ছে—মাটি মে পৌরণ, মাটি মে শ্রাবণ, মাটি মে তনবন জায়গা যব মাটি মে সব মিল যায়গা।

শওকত সাহেব বড়ই অবাক হলেন।

বাকের ঠিক করল আজ বিকেলে যাবে ও-বাড়িতে। ব্যাপারটা তলিয়ে দেখা দরকার। দুটি মেয়ে ছিল ক'দিন ধরে দেখা যাচ্ছে তিনটে মেয়ে। তিন নম্বরটি বেঁটে ধরনের। মোটাসোটা। তবে এ অন্য দুজনের চেয়েও সুন্দর, গায়ের রঙ সোনার মত। মাথা ভর্তি চুল। এর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়েছে একদিন মুদির দোকানে এসেছে কিসমিস কিনতে। কালো একটা চশমায় মুখ ঢাকা। শীতের দিনের বিকেলে যখন চারদিক এমনিতেই অন্ধকার তখন এ রকম একটা কালো চশমার মানে কি মুখ ঢেকে রাখা না?

জোবেদ আলীকে জিজ্ঞেস করেছিল মেয়েটির কথা। জোবেদ আলী গম্ভীর মুখে বলেছে— ওদের চাচাত বোন। চিটাগাং-এ থাকে। বেড়াতে এসেছে।

কি পড়ে?

বি এ ফার্স্ট ইয়ার।

এখানের দুজন ওরা কি পড়ে?

এরা আই এ পড়ে।

কলেজে-টলেজে তো দেখি না।

ভর্তি হয়নি এখনো। ট্রান্সফার নিয়ে এসেছে।

ও আচ্ছা।

ভর্তি নাও হতে পারে। বাবার কাছে চলে যেতে পারে।

www.MurchOna.com

ইরানে?

না ইরাকে।

এই ইরান-ইরাক ব্যাপারটাও সন্দেহজনক। পোস্টম্যানকে বাকের জিজ্ঞেস করেছিল— বিদেশী চিঠিপত্র এদের কেমন আসে? পোস্টম্যান বলেছে—এই ঠিকানায় এখনো চিঠিপত্র আসা শুরু করে নাই। এর মানে কি? দু'মাস হয়ে গেছে এর মধ্যে চিঠিপত্র দিয়ে কেউ খোঁজ করবে না?

সবচে যা সন্দেহজনক, মেয়ে তিনটি পাড়ার কোন বাড়িতে এখন পর্যন্ত যায়নি। এই বয়সের মেয়েরা দিনরাত ঘরে বসে থাকবে কেন? তাছাড়া এরা প্রচুর গয়না পরে। অবিবাহিত মেয়েরা সাজগোজ করে ঠিকই এত গয়না পরে না। ব্যাপারটা নিয়ে ইয়াদের সঙ্গে আলাপ করলে ভাল হত। কিন্তু ইয়াদ হারামজাদাটা বিয়ের পর ভেরুয়া নাম্বার ওয়ান হয়ে গেছে। সেই তেজ সেই সাহসের কিছুই নেই। মাথার মধ্যে তার শুধু সংসার ঘুরছে। সেদিন গিয়ে দেখে গামছা পরে কমোড পরিষ্কার করছে। বেরিয়ে এসে বলল, কি করব বল বৌয়ের পরিষ্কার বাতিক। চাকর-বাকরের হাতে দিলে কিছুই হয় না। তুই নিজের চোখে দেখ কেমন ঝকঝকে করে ফেলেছি।

তোর বৌ কোথায়?

বাপের বাড়ি গেছে। আজ থাকবে সেখানে। আমাকে যেতে হবে। নয় তো তোর সঙ্গে জম্পেশ আড্ডা দিতাম। শালা আড্ডা দেওয়াই ভুলে গেলাম।

না গেলেই হয় শ্বশুর বাড়িতে। থেকে যা আড্ডা দেই। পাড়ায় একটা ব্যাপার হচ্ছে এটা বলি।

ইয়াদ আঁতকে উঠল। হতাশ মুখ করে বলল, কোন উপায় নেইরে ভাই। আমি না গেলে ভূমিকম্প হয়ে যাবে। ওর আবার আমি পাশে না থাকলে ঘুম হয় না। ভূতের ভয়। অল্প বয়সের মেয়ে বিয়ে করে যারা ভুল করেছি রে ভাই।

রাগে গা জ্বলে যাবার মত কথা। ইয়া ধামড়ি মেয়ে বলে কি-না অল্প বয়সের মেয়ে।

পাড়ার সমস্যা কি বল শুনি। অনেকদিন যাওয়া হয় না। সবাই আছে কেমন?

ভালই।

নাটক হচ্ছে নাকি? বদরুলের সঙ্গে দেখা হল? বই কোন্‌টা নামাচ্ছিস?

জানি না এখনো।

তারপর বল কি ব্যাপার?

বাকের বলতে শুরু করতেই ইয়াদ তাকে থামিয়ে দিল। মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, মেঝেতে ছাই ফেলিস নারে দোস্ত। বউ রাগ করে। দাঁড়া এসট্রে দিচ্ছি। কার্পেটে ছাই ফেললে তোলা মুশকিল। আটার মত লেগে যায়।

বাকেরের মুখ তেতো হয়ে গেল। কি ছিল আর কি হয়েছে। বিয়ে তো আরো মানুষে করে কিন্তু এ রকম কেউ হয়? হারামজাদার পাছায় লাথি দিয়ে মুখে দুধের বোতল ধরিয়ে দিতে হয়।

ইয়াদ বাহারি একটা এসট্রে এনে রাখল।

কেমন অদ্ভুত এসট্রে দেখলি। কচ্ছপের মত। সুন্দর না?

হুঁ।

দাম কত বল দেখি?

www.MurchOna.com

জানি না কত। আমি উঠলাম।

এখনি উঠবি? কি যেন বলবি বলছিলি।

আরেক দিন বলব।

আচ্ছা আসিস আরেক দিন।

বাকেরের আফসোসের সীমা রইল না। এত পয়সা খরচ করে এখানে আসাটা ভুল। শালা ভেড়ুয়া। পাড়ার একটা ব্যাপার কিন্তু কোন উৎসাহ নেই। এ কি অবস্থা। অথচ এক কালে এরই আশা-ভরসা ছিল।

সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বাকের গেটে টোকা দিল। এরা একটা দারোয়ানও দেখি রেখেছে। দারোয়ানটার মধ্যে ড্যাম কেয়ার ভাব। দারোয়ান খসখসে গলায় বলল, কারে চান?

গেট খোল।

কারে চান বলেন?

আরে তুই তো মহা মাতবর দেখছি। চড় দিয়ে চাপার দাঁত ফেলে দিব। বাড়ি কোথায় তোর?

চুপ, মুখ সামলাইয়া কতা কন।

হারামজাদা বলে কি?

মেয়ে দুটির মা বের হয়ে এলেন। সাদা সিল্কের শাড়ি। পরনে চোখে রিমলেস চশমা। সিনেমার বড়লোক ছেলের মা'র মত চেহারা। ভদ্রমহিলা চিকন স্বরে বললেন, কি হয়েছে খসরু?

আম্মা ঝামেলা করতাছে।

গেট খুলে দে।

ভদ্রমহিলা এগিয়ে এসে মধুর গলায় বললেন, এস বাবা। এস। নতুন লোক, কার সঙ্গে কি ব্যবহার করতে হয় জানে না। বাকের খাতির-যত্নের বহরে হকচকিয়ে গেল।

বসার ঘরটি সুন্দর করে সাজানো। দেয়ালে তিনটা জলরঙ ছবি। ঝুলন্ত হ্যাংগারের অর্কিড। নিচু নিচু সোফা। তরমুজ আকৃতির ছ'টা বাতি রূপালী শিকলে ঝুলছে।

বাবা, তোমাকে তো চিনতে পারলাম না।

আমার নাম বাকের।

ও আচ্ছা। জোবেদ আলী বলেছে তোমার কথা।

নতুন এসেছেন খোঁজ-খবর নিতে আসলাম।

ভাল করেছ। খুব ভাল করেছ। মেয়েগুলিকে নিয়ে একা একা থাকি। বস বাবা কি খাবে?

কিছু খাব না।

তা কি হয়? প্রথম এসেছ।

তিনি নিজেই ওঠে গিয়ে মিষ্টি নিয়ে এলেন। রূপোর গ্লাসে পানি। কিন্তু মেয়েগুলি আসছে না, উঁকি-ঝুঁকিও দিচ্ছে না।

তুমি করে বলছি রাগ হচ্ছ না তো।

www.MurchOna.com

জ্বি না।

জোবেদ আলী বলছিল, তোমরা নাকি নাটক করছ?

জ্বি একটা হচ্ছে।

কি নাম নাটকের?

নাম ঠিক হয় নাই।

নাটক তো খুব খরচান্ত ব্যাপার। টাকা-পয়সা জোগাড় হচ্ছে কিভাবে?

চাঁদা তুলে। সবাই দিচ্ছে।

কই আমার কাছে তো তোমরা কেউ আসনি?

বাকের অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে সন্দেশ ভেঙে মুখে দিল। সুন্দর একটা গন্ধ সন্দেশে। বাকের কান খাড়া করে রাখল যদি ভিতর থেকে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায়। কোন রকম সাড়াশব্দ নেই।

বাকের উঠে আসার সময় ভদ্রমহিলা তাকে এক হাজার টাকা দিলেন নাটকের খরচের জন্য। বাকেরের মুখ শক্ত হয়ে গেল। রহস্য পরিষ্কার হতে শুরু করেছে।

আবার এস বাবা।

জ্বি আসব।

নাটকে আমার খুব শখ ছিল। এখন কিছুই নেই।

বেরুবার সময় দারোয়ান সালাম দিয়ে গেট খুলে দিল। বাকের এই প্রথম দেখল মেয়ে তিনটি বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে তাকে। তার দিকে চোখ পড়তেই দুটি মেয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। বেঁটেটা শুধু দাঁড়িয়ে রইল। এদের কারো নাম জানা হল না। জিজ্ঞেস করা দরকার ছিল।

দারোয়ান গেটে তালা লাগাচ্ছে। বাকের ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল, মেয়েগুলির নাম কি জান? দারোয়ান এমন ভাবে তাকিয়ে রইল যেন প্রশ্নটা বুঝতে পারছে না।

নাম জান না ওদের?

জ্বি না।

কি ডাক?

বড় আফা, ছোট আফা, মাইঝা আফা।

ও আচ্ছা।

বেঁটে মেয়েটি এখনো দাঁড়িয়ে আছে। বাকের গেটের কাছে দাঁড়িয়েই সিগারেট ধরাল। এই সিগারেটটা সে এখানে দাঁড়িয়েই শেষ করবে। দেখবে মেয়েটা কি করে। মেয়েটি ভিতরে ঢুকে গেল। শুধু দারোয়ান গেটের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে।

২০

শওকত সাহেব অবাক হয়ে বললেন, আপনাকে তো চিনতে পারলাম না।

আমার নাম ফজলু। ফজলুর রহমান।

আমি আপনাদের পাশেই থাকি। ঐ যে লাল দালানটা। লোহার গেট। গেটের পেছনে কামিনি ফুলের গাছ আছে। আমি আগেও কয়েকবার এসেছি আপনার বাসায়।

শওকত সাহেব খুব লজ্জা পেলেন। একই পাড়ায় পাশাপাশি থেকে চিনতে না পারাটা লজ্জার ব্যাপার। এক সময় সবার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। এখন একেবারেই নেই। অফিসে যান। অফিস থেকে ফিরে এসে বারান্দায় বসে থাকেন। এ রকম হয়ে যাচ্ছেন কেন?

www.MurchOna.com

আমার স্ত্রীর সঙ্গে বকুলের খুব ভাব। ওরা প্রায়ই গল্পগুজব করে। আমার স্ত্রীর নাম হচ্ছে টিনা।

ও আচ্ছা। বসুন ভাই বসুন। বয়স হয়ে গেছে কিছু মনে থাকে না।

আমাকে নাম ধরে ডাকবেন। বকুল আমার স্ত্রীকে টিনা ভাবী ডাকে। আমি বলতে গেলে আপনার ছেলের মত। বকুলের সঙ্গে আমার ভাই সম্পর্ক।

তাই নাকি?

জ্বি। কাজেই আপনিও যদি ভাই ডাকেন তাহলে ঝামেলা হয়ে যাবে। সম্পর্কটা ঠিক থাকা দরকার।

ফজলু উঁচু গলায় হাসতে লাগল। শওকত সাহেব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। কি কথাবার্তা চালাবেন? কথা বলতে ইচ্ছাও হচ্ছে না। ক্লান্তি লাগছে। শরীর ভাল না, শুয়ে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে। তাঁর আবার মনে হল বয়স হয়ে গেছে। তিনি দ্রুত বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন।

আপনি বসুন আমি বকুলকে ডেকে দিচ্ছি।

ওকে ডাকার দরকার নেই। আমি আপনার সঙ্গেই কথা বলতে এসেছি। দরকারে এসেছি। একটা দরকারী কথা বলব।

বলুন।

তার আগে এক কাপ চা খাব। বাসা থেকে চা না খেয়ে বেরিয়েছি। টিনা বলল, তুমি চাচার সঙ্গে কথাটা সেরে এসেই চা খাও। আমি ভাবলাম মন্দ কি।

শওকত সাহেব চিন্তিত মুখে চায়ের কথা বলে এলেন। তার সাথে এমন কি কথা থাকতে পারে? পাড়ার কোন ব্যাপার কি? হতে পারে। মাঝে মাঝে হঠাৎ দু'একজন মানুষ এসে পাড়া দরদী হয়ে যায়। ক্লাবট্রাব করে। একবার কি একটা পরিচ্ছন্ন কমিটি হল। তিনি হলেন সেই কমিটির মেম্বার। সপ্তাহখানিক এর-ওর বাড়িতে চা খাওয়া ছাড়া সেই কমিটি কিছু করেনি। একদিনের জন্যে একজন মেথর ভাড়া করে এনেছিল সে ঘন্টা তিনেক কোদাল দিয়ে নর্দমা নাড়াচাড়া করে কুড়ি টাকা নিয়ে ভেগে গেল। পরিচ্ছন্ন কমিটিরও সমাপ্তি।

আমি বকুলের বিয়ের একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।

শওকত সাহেব নড়েচড়ে বসলেন। ইতস্তত করে বললেন, বকুলের বিয়ে? আমি তো ঠিক....

আগে সবটা শুনে নিন। তারপর আপনার যা বলার বলবেন। আমি এবং আমার স্ত্রী দুজনই বকুলকে খুব পছন্দ করি। আমি ওকে দেখি নিজের বোনের মত। ওর যাতে ভাল হয় তাই আমরা দেখব—এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

ফজলু থামল। কারণ বকুল চা নিয়ে ঢুকেছে। অবাক হয়ে তাকাচ্ছে তাঁর দিকে। বকুলের চোখে স্পষ্ট ভয়ের ছাপ।

বকুল, কেমন আছ?

জ্বি ভাল।

তোমার ভাবী জলপাইয়ের একটা আচার বানিয়েছে, একবার গিয়ে চেখে আসবে। নিজ দায়িত্বে চাখবে। হা হা হা।

বকুল হাসিতে যোগ দিল না। কাপ নামিয়ে চলে এল। তার বুক টিপটিপ করছে।

www.MurchOna.com

আজই কি সেই দিন? হয়ত বা। টিনা ভাবী বলেছিল সে নিজেই আজকালের মধ্যে প্রস্তাব নিয়ে আসবে। তা না করে কি ফজলু ভাইকে পাঠিয়েছে? ফজলু ভাই কি গুছিয়ে কিছু বলতে পারবে? সে নিশ্চয়ই সব এলেবেলে করে দেবে। কি বলতে কি বলবে। তাছাড়া আগেই বাবার সঙ্গে কথা বলছে কেন? আগে মুনা আপার সঙ্গে কথা বলা দরকার— মুনা আপা যদি প্রথমেই বলে— 'না' তাহলে তো এ নিয়ে আগানোই যাবে না। যদি কোন কারণে 'হ্যাঁ' বলে ফেলে তবেই শুধু বাবার সঙ্গে কথা বলা উচিত। তার আগে নয়।

বকুল দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। কথাবার্তা তেমন কিছু শোনা যাচ্ছে না। ফজলু ভাইয়ের কথা দু'একটা শোনা গেলেও বাবার কথা কিছুই কানে যাচ্ছে না। বাবু তার ঘর থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ছে। এমন চেঁচিয়ে পড়লে কিছু শোনা যায়? বকুলের ইচ্ছে করছে বাবুকে গিয়ে বলে—এত চেঁচিয়ে পড়ছিস কেন? মনে মনে পড়তে পাড়িস না। কিন্তু বাবুকে এসব কিছুই বলা যাবে না। সে একশটা কথা বলবে—চেঁচিয়ে পড়লে কি হয়? তোমার তো কোন অসুবিধা হচ্ছে না। হয়ত একটা ঝগড়াই বাঁধিয়ে বসবে। বাবু এখন কথায় কথায় তার সঙ্গে ঝগড়া বাঁধাচ্ছে।

বকুল!

বকুল চমকে উঠল। মুনা আপা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে আছে। সরু চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। কি সর্বনাশ।

কি করছিস এখানে?

কিছু না আপা।

বকুল এগিয়ে এল ভয়ে ভয়ে। তার মুখ শুকিয়ে গেছে। বুক ধ্বকধ্বক করছে। মুনা আপা নির্ঘাৎ জেরা করতে শুরু করবে।

বসার ঘরে কে কথা বলছে?

ফজলু ভাই।

ফজলু ভাইটা কে?

টিনা ভাবীর হাসবেণ্ড।

তুই কি আড়ি পেতে কথাবার্তা শুনবার চেষ্টা করছিলি?

না আপা।

না আপা মানে? আমি তো বেশ খানিকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছি তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস। কি করছিলি?

চা দিতে গিয়েছিলাম আপা।

চোখ-মুখ এমন লাল হয়ে আছে কেন? ব্যাপারটা কি?

কিছু না আপা।

তোর বিয়েটিয়ে নিয়ে কোন কথা?

আমি জানি না।

বকুল এই শীতেও ঘামতে লাগল। বড় লজ্জার ব্যাপার হয়ে গেল। তার ইচ্ছে করছে মুনা আপার সামনে থেকে ছুটে পালিয়ে যেতে। কিন্তু পা দুটি হয়ে আছে পাথরের মত। বকুল খুব সহজ ভাবে হাসতে চেষ্টা করল পারল না। মুনা আপা এখনো তাকিয়ে আছে তার দিকে। তাঁর মুখ থমথম করছে। কেন যে দরজার পাশে দাঁড়াতে গিয়েছিল।

ছেলে ডাক্তার। ছেলের বাবা নেত্রকোনা শহরের নামকরা উকিল ছিলেন—আবদুস

সোবহান সাহেব। রাজাকাররা স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মেরে ফেলেছে। নেত্রকোনা শহরে ওদের বিরাট বাড়ি আছে। সেই বাড়িতে ছেলের মা এবং ছোট ভাই ছাড়া আর কেউ থাকে না। ঢাকাতে মোহাম্মদপুরে ওদের একটা দোতলা বাড়ি আছে। তিন হাজার টাকা ভাড়া আসে বাড়ি থেকে।

ছেলে দেখতে কেমন?

আমার কাছে তো ভালই মনে হয়। আপনি নিজেও তো দেখেছেন। এই বাড়িতে তো সে আসে। মানে অসুখ-বিসুখ হলে তাকে আনা হয়। ডাক্তার জহির।

শওকত সাহেব অবাকই হলেন। ছেলেটিকে তাঁর পছন্দ। ভদ্র ছেলে। বয়সও কমই মনে হয়। ফজলু হাসিমুখে বলল, ছেলে কেমন কি তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে, আপনার মেয়ের ছেলেকে খুব পছন্দ।

কি বলছেন এসব?

ঠিকই বলছি। আমার স্ত্রীর সঙ্গে বকুলের কথা হয়েছে। আপনি বকুলকে ডেকে জিজ্ঞেসও করতে পারেন।

আরে না। আমি এসব জিজ্ঞেস করব কেন?

জিজ্ঞেস করে নেয়াটা ভাল। তাছাড়া আজকালকার যুগে ছেলেমেয়ের নিজেদের পছন্দে বিয়ে হওয়াটাই ভাল। তাতে সমস্যা কমে যায়।

বকুল বাচ্চা মেয়ে সে আবার...।

বাচ্চা মেয়েদের তো পছন্দ-অপছন্দ থাকতে পারে। পারে না?

শওকত সাহেব ইতস্তত করে বললেন, আমি মুনার সঙ্গে আলাপ করে দেখি। মুনা রাজি হবে না।

দেখুন কথা বলে। আমার স্ত্রীও উনার সঙ্গে কথা বলবেন। আমারও মনে হয় বিয়েটা বকুলের জন্য ভালই হবে। আমি উঠি এখন।

আরে না বসুন। আরেক কাপ চা খান। বকুল, বকুল।

ফজলু উঠে দাঁড়াল। হাসিমুখে বলল, এখন আর চা খাব না। বাসায় গিয়ে গোসল করব। আমি আবার অফিস থেকে ফিরেই গোসল করি।। অনেক দিনের অভ্যাস।

দরজা পর্যন্ত গিয়ে ফজলু আবার ফিরে এল।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। ছেলের মা এখন ঢাকায় আছেন। কয়েক দিন ঢাকায় থাকবেন। সম্ভব হলে এর মধ্যে বকুলকে দেখিয়ে দিন।

শওকত সাহেব মুখ কালো করে বললেন, মুনা কিছুতেই রাজি হবে না। ওর ইচ্ছা বকুলের পড়াশোনা আগে শেষ হোক।

রাজি না হলে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করাতে হবে। দিনকাল খারাপ। মেয়ে বিয়ে দেয়া এখন মহা সমস্যা। ছেলে পাওয়া যায় না। বিয়ের যুগ্যি ছেলেদের কোন চাকরি-বাকরি নেই। বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তা ঠিক।

এই আমাকেই দেখুন না, সামান্য চাকরি তবু ডিসট্রিক্ট জজের মেয়ের প্রস্তাবও এসেছিল। ডাক্তার-ইঞ্জিনীয়ার ছেলেদের তো গায়েই হাত দেয়া যায় না। ঠিক বলছি না?

জ্বি ঠিকই বলছেন।

মেয়ের বিয়ে দিয়ে ঝামেলা চুকিয়ে দিন।

দেখি মুনার সঙ্গে কথা বলে।

www.MurchOna.com

শওকত সাহেব রাত দশটার সময় মুনাকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বলতে লাগলেন। শীত খুব বেশি পড়েছে। তার অফিসের কে যেন বলছিল শ্রীমঙ্গলে বরফ পড়েছে। আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে। এ রকম শীত কখনও পড়ত না। বুড়ো মরা শীত একেই বলে। ইত্যাদি।

মুনা বেশ খানিকক্ষণ মন দিয়ে মামার কথা শুনল। তারপর হাসতে হাসতে বলল, এই ভদ্রলোক তোমাকে কি বললেন সেটা বল, শুনে চলে যাই। কেন শুধু শুধু দেরি করছ? শওকত সাহেব গম্ভীর হয়ে গেলেন।

উনি কি বকুলের বিয়ে কথা বলতে এসেছিলেন?

বুঝলি কি করে?

আন্দাজ করলাম। ডাক্তার ছেলে?

হুঁ।

তুমি কি বললে?

আমি না-ই করে দিয়েছি। বলেছি মেয়ের বয়স খুবই কম। পড়াশোনা করছে। এখন তুই ভেবে দেখ। তুই যা বলবি তাই। আসল গার্জেন হলি তুই।

মুনা হাই তুলে বলল, বিয়ে দিয়ে দাও।

শওকত সাহেব বুঝতে পারলেন না এটা কি সে ঠাট্টা করে বলছে না সত্যি সত্যি বলছে। তিনি চোখ বড় করে তাকিয়ে রইলেন।

বিয়ে হয়ে যাওয়াটাই ভাল।

কেন? ভাল কেন?

বকুল হচ্ছে বউ টাইপ মেয়ে। বিয়ের জন্যে মনে মনে সে তৈরি হয়েছে।

কি বলছিস তুই!

ঠিকই বলছি। ছেলেটাও ভাল। দেখি তো প্রায়ই।

তুই ভালমত চিন্তা করে তারপর বল। ফট করে হ্যাঁ বলার দরকার কি? এমন কোন তাড়া তো নেই।

চিন্তা করেই বলছি। ওরা নিজেরা আগ্রহ করে আসছে সেটা দেখা দরকার। এ রকম আগ্রহ নিয়ে বকুলের জন্যে খুব বেশি ছেলে আসবে না।

আসবে না কেন? বকুল কি দেখতে খারাপ?

খারাপ হবে কেন? বকুলের মত রূপসী মেয়ে কমই আছে। কিন্তু বিয়ে-টিয়ের ব্যাপারে শুধু মেয়েটাকে কেউ দেখে না সব কিছু মিলিয়ে দেখে। বিয়ের কোন আলাপ হলেই সবাই জানাবে তুমি চুরির দায়ে এক সময় জেলে গিয়েছিলে। চোরের মেয়েদের ভাল বিয়ে হয় না।

শওকত সাহেব মুখ কালো করে ফেললেন। এ রকম কঠিন একটা কথা মুনা এমন স্বাভবিক ভাবে বলল? মুখে এতটুকু আটকাল না।

বিয়ে দিয়ে দাও মামা। বকুলের ঐ ছেলেকে খুবই পছন্দ।

ওর পছন্দের কথাটা আসছে কেন?

আসবে না কেন? নিশ্চয়ই আসবে। বিয়েটা তো সেই করছে।

পছন্দ করবার জন্যে ছেলেকে সে পেল কোথায়?

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

পেয়েছে যে ভাবেই হোক। সেটা আমাদের দেখার ব্যাপার না। মামা, আমি উঠলাম।

বোস, আরেকটু বোস।

না মামা, আমার শরীরটা ভাল লাগছে না।

বকুল আড়চোখে মুনার দিকে তাকিয়ে আবার নিজের বইপত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। যেন পৃথিবীর কোন দিকে তার দৃষ্টি নেই। বাবু বসেছে তার উল্টো দিকে। সে পড়ছে চেঁচিয়ে। মুনা শুয়ে পড়ল। বাবু বলল, আপা আমরা বসার ঘরে গিয়ে পড়ব? বাতি নিভিয়ে দেব এ ঘরের?

দে।

এত সকাল সকাল শুলে পড়লে যে আপা?

এম্নি, ভাল লাগছে না।

মাথায় হাত বুলিয়ে দেব?

না লাগবে না।

বকুল এবং বাবু বাতি নিভিয়ে বসার ঘরে চলে গেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার এ ঘরে চলে এল। ঘর অন্ধকার। বারান্দা থেকে আলো এসে তেরছা ভাবে মুনার গায়ে পড়েছে। সেই আলোর জন্যেই হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক মুনাকে খুব অসহায় লাগছে। বকুল ক্ষীণ স্বরে বলল, আপা ঘুমিয়ে পড়েছ?

না।

বসি একটু তোমার পাশে?

বোস।

বকুল মাথার কাছে বসল। বেশ কিছু সময় দু'জনের কেউ কোন সাড়াশব্দ করল না। এক সময় বাবু এসে উঁকি দিল।

আপা তোমরা এমন চুপচাপ বসে আছ কেন?

মুনা হালকা গলায় বলল, ইচ্ছে করলে তুইও এসে বোস। বাবু এল না। চলে গেল এবং আবার চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান পড়তে লাগল। মুনা বলল— হঠাৎ এমন চেঁচিয়ে পড়া ধরেছে কেন বল তো? এ রকম মাইক লাগিয়ে কেউ পড়ে? বকুল হেসে ফেলল। মুনার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল, ওদের কোন স্যার নাকি চেঁচিয়ে পড়তে বলেছেন। এতে নাকি পড়া তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয়।

তোর পড়া কেমন হচ্ছে রে বকুল?

হচ্ছে।

ভালমত পড়। বিয়ে যদি হয় তারপরও পড়াশোনা চালিয়ে যাবি।

বিয়ের কথা উঠল কেন?

ভাল করেই জানিস কেন উঠল। তুই তো আড়ি পেতে শুনছিলি।

বকুল চুপ করে গেল। মুনা হালকা গলায় বলল, অল্প বয়সে বিয়েটা খারাপ না। মন কোমল থাকে। সংসারের খারাপ দিকগুলি চোখে পড়ে না।

তুমি হঠাৎ এমন কথা বলছ কেন আপা? আগে তো এ রকম বলতে না।

মানুষ তো সব সময় এক রকম থাকে না।

www.MurchOna.com

তুমি বদলে যাচ্ছ আপা।

হ্যাঁ বদলে যাচ্ছি। বয়স হচ্ছে। খুঁজে দেখলে দু'একটা পাকা চুলও বোধ হয় পাবি।

বকুল নিচু গলায় বলল, আপা তুমি কাঁদছ?

কি বলছিস পাগলের মত? কাঁদব কেন শুধু শুধু?

তোমার গলাটা অন্য রকম শুনাল।

অন্য রকম মানে?

কেমন যেন ভারি ভারি। কান্না চেপে রাখলে যেমন লাগে।

মনে হচ্ছে খুব কান্না বিশারদ হয়ে গেছিস।

মুনা নিচু গলায় হাসল। বকুলও হেসে ফেলল।

বকুল এক কাপ চা বানিয়ে আন তো। মাথা ধরেছে। আদা থাকলে আদা দিস। না থাকলে লিকার চা। আর দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে যা। আলো চোখে লাগছে।

বকুল চা বানিয়ে ফিরে এসে একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখল। মুনা ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। কান্নার দমকে সে বারবার কেঁপে উঠছে। মুখে শাড়ির আঁচল গুঁজে সে কান্না চেপে রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। বকুল হতভম্ব হয়ে দরজার পাশেই দাঁড়িয়েই রইল। একবার শুধু বলল, চা এনেছি আপা। মুনা কিছুই বলল না। বকুল নিজেও তা চোখ মুছতে লাগল। কাউকে কাঁদতে দেখলেই তার কান্না পায়। সে ভাঙা গলায় ডাকল, আপা।

কি?

তোমার কি হয়েছে আমাকে বলবে?

কিছুই হয়নি। তুই এ ঘর থেকে যা। চায়ের কাপ টেবিলের উপরে রেখে চলে যা।

২১

বাকের একটা মোটর সাইকেল যোগাড় করেছে।

মটর সাইকেলটা মজিদের। তাকে বলেছে—দশ মিনিটের জন্যে দে তো গুলিস্তান যাব আর আসব। মজিদ কিছুক্ষণ গাঁইগুঁই করলেও শেষটায় বিরসমুখে চাবি দিয়েছে। সেটা মঙ্গলবারের কথা। আজ হচ্ছে বৃহস্পতিবার। এর মধ্যে মজিদ দশবারের মত বাকেরের বাসায় এসেছে। নোট লিখে গেছে। জলিলের চায়ের দোকানে খবর দিয়েছে কোন লাভ হয়নি। বাকেরের কোন হদিস নেই।

মোটর সাইকেল জিনিসটা বাকেরের বেশ পছন্দ। কেনা সম্ভব নয়। এক সঙ্গে এতটা টাকা তার হাতে আসে না। ভাগ্যক্রমে মজিদের জিনিসটা যখন সঙ্গে আছে যতদূর সম্ভব ব্যবহার করা যাক। এর মধ্যে পেছনের একটা ল্যাম্প ভেঙে চূরমার। এটা ঠিক না করে মজিদের জিনিস তার কাছে ফেরত দেয়াও এক ঝামেলা। সে ল্যাম্প সারাতে দু'শ টাকার মত লাগে। এও আরেক যন্ত্রণা। দু'শ টাকা তার সাথে নেই। ইয়াদের কাছে চাওয়া যায় কিন্তু ঐ শালা খচ্চরের কাছে যেতে ইচ্ছা করছে না।

বাকের অবশ্যি শেষ পর্যন্ত যাওয়াই ঠিক করল। ইয়াদকে ধরতে হবে তার অফিসে। মতিঝিল পাড়ায় অফিস। একবার এসেছিল এখন কি খুঁজে বের করতে পারবে? জায়গা-টায়গা তার মনে থাকে না। দৈনিক বাংলার মোড়ে এসে সে একটা মজার দৃশ্য দেখল। হকার স্ট্যান্ডের সামনে মুনা দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগে ম্যাগাজিন দেখছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

www.MurchOna.com

ম্যাগাজিনের পাতা উল্টায় পুরুষেরা। একজন মেয়েও যে এ রকম করতে পারে তা সে ভাবেনি। বাকের তার মটর সাইকেল রেখে এগিয়ে এল।

মুনা, কি করছ?

দেখতেই পাড়ছেন কি করছি। পত্রিকা পড়ছি।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পত্রিকা পড়ছ মানে?

বসে বসে পড়ার কোন উপায় নেই। চেয়ার-টেবিল দেয়নি দেখছেন না।

মুনার এই জিনিসটা বাকেরের ভাল লাগে। চটাচট জবাব দিবে। এক সেকেণ্ডও ভাববে না। যেন জবাবটা তৈরিই ছিল। বাকের এ রকম গুছিয়ে কিছু বলতে পারে না।

মুনা, একটু এদিকে আস তো জরুরী কথা আছে।

মুনা এগিয়ে এল।

বলুন কি ব্যাপার?

আইক্রীম খাবে?

আইসক্রীম খাব কেন শুধু শুধু।

না মানে কড়া রোদ তো।

কড়া রোদ উঠলেই লোকজন আইসক্রীম খায়?

বাকের কি বলবে ভেবে পেল না। মুনা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, এটা কি আপনার জরুরী কথা?

না। ইয়ে শুনলাম বকুলের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে— সত্যি নাকি?

হুঁ।

ডাক্তারের সাথে?

হ্যাঁ, ডাক্তারের সাথে। জহির উদ্দিন।

ভেরি গুড। ছোকরা খারাপ না ভালই। ক্যমুনিটি সেন্টার ভাড়া নিয়েছ? না নিয়ে থাকলে নিও না। হাফ খরচে বাড়ির সামনে প্যাণ্ডেল খাটিয়ে ব্যবস্থা করে দেব। নো প্রবলেম।

মুনা হেসে ফেলল। বাকের অবাক হয়ে বলল, হাসছ কেন?

বেকার যুবকরা সামান্য একটা কাজ পেলে কেমন লাফিয়ে ওঠে তাই দেখে হাসছি।

বাকের মিইয়ে গেল। মুনা বলল, আইসক্রীম খাব না তবে চা খেতে পারি। আশেপাশে ভাল চায়ের দোকান আছে?

আশেপাশে না থাকলেও কোন অসুবিধা নেই। আমার সঙ্গে মোটর সাইকেল আছে।

কি আছে?

মোটর সাইকেল। ভটভটি।

মোটর সাইকেলে আপনার পিছনে বসে চা খেতে যাব? পাগল হয়েছেন নাকি? আশেপাশে কোথাও চায়ের স্টল থাকলে চলুন যাই।

তোমার অফিস নেই?

না ছুটি নিয়েছি।

কি জন্যে?

ঘুরে বেড়াবার জন্যে।

www.MurchOna.com

বাকের কিছুই বুঝতে পারল না। খুঁজে পেতে চায়ের স্টল একটা বের করল। মেয়েদের জন্যে কেবিন আছে। মুনা ঠোঁট উল্টিয়ে বলল, কোন্ নরকে নিয়ে এসেছেন আপনি?

কি করব, ভাল কিছু নেই এদিকে। উঠে পড়বে?

এসেছি যখন চা খেয়েই যাই।

আমি একটা সিগারেট ধরালে তোমার অসুবিধা হবে মুনা?

না অসুবিধা হবে না।

বাকের খুব কায়দা করে সিগারেট ধরাল। এবং এই সঙ্গে খুব সাবধানে মানিব্যাগটা ঠিক আছে কিনা দেখল। চা খাবার পর যদি দেখা যায় মানিব্যাগ আনা হয়নি কিংবা পকেট মার গেছে তাহলে সর্বনাশ। মেয়েমানুষের কাছে হাত পাততে হবে। বেইজ্জতি ব্যাপার হবে।

চা'টা ভালই বানিয়েছে কি বল মুনা?

ভাল কি দেখলেন এর মধ্যে আপনি? বমি আসছে।

কফি খাবে? কফি পাওয়া যায়। এক্সপ্রেসো কফি।

না যথেষ্ট হয়েছে। আপনি তাড়াতাড়ি শেষ করুন।

বাকের কোন রকম তাড়া দেখাল না। তার ইচ্ছা করছে অনন্তকাল এই ঘুপসি ঘরটাতে বসে থাকতে।

মুনা।

বলুন।

মামুন সাহেবের সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয়েছে নাকি?

ঝগড়া হবে কেন?

এম্নি জিজ্ঞেস করছি। আগে তো প্রায়ই আসতেন তোমাদের বাসায় এখন আসতে দেখি না।

আপনি কি দিনরাত মানুষের বাসার দিকেই তাকিয়ে থাকেন? কে আসছে কে যাচ্ছে তাই দেখেন?

না তা না। তোমাদের বিয়ে কবে?

হবে শিগগিরই। হলে খবর পাবেন। সস্তায় কোথায় ডেকোরেটর পাওয়া যায় এইসব খোঁজ তো আপনাকেই করতে হবে।

মুনা অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসতে লাগল। বাকের বলল, এখন কি বাসায় যাবে?

হুঁ।

চল একটা রিকশা করে দি।

রিকশা আমি নিজে নিয়ে নেব। আপনার যেখানে যাবার যান।

আমার তেমন কোন কাজ নেই। একটা অবশ্যি আছে সেখানে পরে গেলেও কোন ক্ষতি হবে না। বকুলের বিয়ের তারিখ হয়েছে নাকি?

মোটামুটি ভাবে হয়েছে, তেসরা জ্বিলকদ।

জ্বিলকদটা আবার কি?

আরবী মাসের নাম। মোহররমের আগের মাস হচ্ছে জ্বিলকদ। বিয়েশাদিতে আরবী মাস ব্যবহার করা হয় জানেন না?

www.MurchOna.com

না জানি না তো।

রিকশায় উঠে মুনার বিরক্তির সীমা রইল না। বাকের মোটর সাইকেলে করে তার পিছনে আছে। ভাবটা এ রকম যেন পাহারা দিতে দিতে যাচ্ছে। একবার ইচ্ছা হল কড়া করে ধমক দেয়। কিন্তু ধমক দিতে মায়া লাগছে। চোখে চশমা পরে কেমন মহাকাণ্ডান ভঙ্গি নিয়ে এসেছে চেহারায়। ঠোঁটে আবার একটা সিগারেট কামড়ে ধরা আছে। রিকশাওয়ালা এক-বার একটু বেশি স্পীড দিয়ে ফেলায় সে বাঘের মত গর্জন করে উঠেছে— থাবরা দিয়ে মুখ ভোতা করে দেব। একসিডেন্ট করে প্যাসেনজার মারতে চাস নাকি? অত্যন্ত বিরক্তিকর অবস্থা। মাঝে মাঝে বাকের আবার দু'হাত ছেড়ে মোটর সাইকেল চালাবার চেষ্টা করছে। এটা বোধ হয় নতুন কোন কায়দা। মুনা ভেবে পেল না। একজন বুদ্ধিমান মানুষ কি করে মাঝে মাঝে এমন নির্বোধের মত আচরণ করে? নাকি সে ঠিক বুদ্ধিমান নয়? বুদ্ধিমান মানুষ স্বার্থপর হয়। এটাই নিয়ম। টিকে থাকবার জন্যেই তাকে স্বার্থপর হতে হয়। বাকেরকে কি স্বার্থপর বলা যাবে? না বোধ হয়।

২২

বকুলকে আজ তার শাশুড়ি দেখতে আসবেন।

এর মানে কি বোঝা যাচ্ছে না। জহিরের আত্মীয়-স্বজন এর আগে কয়েক দফায় তাকে দেখে গেছে। আংটি পরিয়ে দিয়েছে। বিয়ের তারিখ ঠিক করেছে। এরপর আবার মা আসছেন কেন? টিনা এসে বকুলকে খানিকটা ভয়ও পাইয়ে দিয়েছে। গম্ভীর হয়ে বলেছে, খুব ক্যাটক্যাটে মহিলা। স্কুল মাস্টারি করেছে কিছুদিন তাই মেজাজ এ রকম হয়েছে। কথাবার্তা সাবধানে বলবি। বেশি কথা বলার দরকার নেই।

বকুল বলল, উনি কি বিয়েটা পছন্দ করছেন না?

না।

বুঝলে কি করে, তোমার সঙ্গে কথা হয়েছে?

না, জহির আমাকে কথায় কথায় বলল। তোর একটা ছবি দিয়েছিল। ভদ্রমহিলা ছবির দিকে না তাকিয়েই বললেন, মেয়ের নাক মোটা।

আমার নাক কি মোটা?

নাক ঠিকই আছে। বুদ্ধি মোটা।

বকুলের মন খারাপ হয়ে গেল। তার বুদ্ধি কম এটা সে নিজেও জানে। যাদের বুদ্ধি বেশি তারা পাটিগণিত ভাল জানে। সে একেবারেই জানে না। মেট্রিকে সে যদি ফেল করে পাটিগণিতের জন্যেই করবে।

ভদ্রমহিলার সন্ধ্যাবেলা আসার কথা। তিনি বিকেলে একা একা চলে এলেন। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সী একজন মহিলা। লম্বা, ফর্সা, রোগা— মাথা ভর্তি ঘন কালো চুল। পান খাবার কারণে ঠোঁট টকটকে লাল। সাদা সিল্কের শাড়ি পরেছেন। শাড়ির উপর নীলের উপর সাদা কাজ করা একটা চাদর। তাঁকে দেখে মনেই হয় না তাঁর এত বড় একটা ছেলে আছে। তিনি রিকশা থেকে নেমেই বললেন, খুব ফর্সা ফর্সা শুনেছি, তুমি কিন্তু মা একটু কালো।

মুনা হেসে ফেলল।

www.MurchOna.com

আপনি ভুল মেয়েকে দেখেছেন। ফর্সা মেয়ে ঘরে আছে। আমার নাম মুনা। আমি বকুলের মামাতো বোন।

ভদ্রমহিলা মোটেই অপ্রস্তুত হলেন না। আরো শক্ত করে মুনার হাত চেপে ধরলেন। মুনার মনে হল ইনি ইচ্ছে করেই ভুলটা করছেন। তিনি ভালই জানেন এই মেয়ে তাঁর ছেলের পছন্দের মেয়ে নয়। ছবি দেখেছেন অন্যদের কাছে শুনেছেন।

মুনা, তোমার নাম?

জ্বি।

তোমার কথা আমি জহিরের কাছে শুনেছি।

কি শুনেছেন?

তুমি নাকি খুব শক্ত মেয়ে।

আপনার কাছে কি সে রকম মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ হচ্ছে। আমি নিজেও বেশ শক্ত মেয়ে। জহিরের চার বছর বয়সে তার বাবা মারা গেলেন। তারপর আমিই এদের এত দূর টেনে তুললাম। শক্ত মেয়ে না হলে কি এটা সম্ভব তুমিই বল।

বকুলকে দেখে তিনি তেমন কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন না। গল্প করতে লাগলেন শওকত সাহেবের সঙ্গে। ঘর-বাড়ির গল্প, জমিজমার গল্প। পঞ্চাশ বিঘা জমি আছে তার। জমির বিলিব্যবস্থা নিয়ে যে সব সমস্যা হচ্ছে তার গল্প। ঘুরে ঘুরে প্রতিটি ঘর দেখলেন। কে কোথায় ঘুমায় আগ্রহ করে জানতে চাইলেন। শওকত সাহেবের স্ত্রীর বাঁধান ছবি দেখে বললেন, বেয়ান সাহেব তো খুব সুন্দর ছিলেন। ছেলেমেয়েরা কেউ তাঁর মত হয়নি।

মুনা এক ফাঁকে বলল, বকুলকে কি আপনার পছন্দ হয়েছে?

তিনি শীতল গলায় বললেন, আমার পছন্দ-অপছন্দের তো কোন ব্যাপার না। জহির পছন্দ করেছে, বিয়ে হচ্ছে ওর পছন্দে।

তার মানে আপনার পছন্দ হয়নি?

না মা হয়নি। আমার দরকার ছিল তোমার মত একটা মেয়ে। শক্ত, তেজী। বকুল সে রকম না। কোন একটা ঝামেলা হলেই এ মেয়ে ভেঙ্গে পড়বে। আমার সংসার হচ্ছে মা ঝামেলার সংসার।

কিসের এত ঝামেলা আপনার?

আছে অনেক। বলব সবই।

বকুলের ভদ্রমহিলাকে ভাল লাগছে না। ইনি এত কথা বলছেন কেন? একজন বয়স্ক মানুষ বয়স্ক মানুষের মত থাকবেন। হড়বড় করে এত কথা বলবেন কেন? তাছাড়া উনার জমিজমার সমস্যা। সে সব পৃথিবী সুদ্ধ মানুষকে জানানোর দরকার কি? বকুল রান্নাঘরে চলে এল। মুনা খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করছে। সবই বাইরের খাবার। ঘরের বলতে পায়েস। সেটা এত মিষ্টি হয়েছে যে মুখে দেয়া যাচ্ছে না।

আপা!

বল।

ভদ্রমহিলাকে তোমার কেমন লাগছে?

ভালই।

এত সাজগোজ করেছেন কেন বল তো?

www.MurchOna.com

সাজগোজ কোথায় দেখলি?

আমার ভাল লাগছে না আপা। তাঁর এই সমস্যা সেই সমস্যা। এ সব শুনতে কি কারো ভাল লাগে?

যা চা দিয়ে আয়।

আমি পারব না।

বাজে কথা বলবি না। নে ট্রে'টা ধর।

বকুল ট্রে নিয়ে মুখ কালো করে বের হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাবু এসে বলল, আপা, মামুন ভাই এসেছে। বসার ঘরে বসেছে। মুনা সহজ স্বরে বলল, গিয়ে বল ঘরে অনেক মেহমান অন্যদিন যেন আসে।

বাবু নিচু স্বরে বলল, এটা আমি বলতে পারব না আপা। বলতে হলে তুমি বলবে।

মামুন জড়সড় হয়ে বসে ছিল। তার হাতে এক হাড়ি দৈ। আসার পথে কি মনে করে সে এক হাড়ি দৈ কিনে ফেলেছে। এর জন্যে নিজেই সে খানিকটা বিব্রত বোধ করছে। মিষ্টি, দৈ এসব কিনে কারো বাড়ি যাওয়াটাই অস্বস্তিকর। নিজেকে কেমন জামাই জামাই মনে হয়। মুনা এসে ঢুকল। মামুন হাসতে চেষ্টা করল। হাসিটা ঠিক ফুটল না। কোথায় যেন আটকে গেল।

তোমাদের বাড়িতে কি হচ্ছে? কেউ এসেছে নাকি?

হুঁ। বকুলের বিয়ে হচ্ছে। ওর শ্বশুর বাড়ি থেকে এসেছে।

বকুলের বিয়ে হচ্ছে নাকি?

হুঁ।

এত তাড়াতাড়ি যে?

ভাল ছেলে পাওয়া গেছে বিয়ে দিয়ে দেয়া হচ্ছে।

এটা খারাপ না। একদিক দিয়ে ভালই। আমি তাহলে বরং অন্যদিন আসি। কথা ছিল তোমার সঙ্গে।

কথা থাকলে এখনি বল। আবার আসার দরকার কি?

আর আসার দরকার নেই, কি বল তুমি?

একবার তো বলেছি তোমাকে।

শোন মুনা, ঠাণ্ডা মাথায় একটা কথা শোন। ঠাণ্ডা মাথায় কথা বল।

আমি যা বলছি ঠাণ্ডা মাথায় বলছি।

আচ্ছা ঠিক আছে, একটা কথা রাখ, তুমি বরং আরো মাসখানেক নিজের মত থাক। মাসখানেক আমি তোমাকে বিরক্ত করব না।

ভাল।

গ্রামের বাড়িতে চলে যাচ্ছি। মাসখানেক ওখানে থাকব। চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি।

মুনা চুপ করে রইল। মামুন সিগারেট ধরাল একটা। নিচু গলায় বলল, বাসা যেটা নিয়েছিলাম সেটা থাকবে। ভাড়া দিয়ে যাব। তোমার রাগ ভাঙলে বিয়ে করে ঐ বাড়িতে গিয়ে উঠব। উঠি এখন?

এসেছ যখন বস। চা খেয়ে যাও।

আচ্ছা খেয়েই যাই। তোমাদের জন্যে দৈ এনেছিলাম। দৈটা নাও।

www.MurchOna.com

মুনা দৈ হাতে রান্নাঘরে চলে গেল। বাবুকে দিয়ে চা এবং পায়েস পাঠিয়ে দিল। মামুন চা খেয়ে বেশ খানিক সময় একা একা বসে রইল। একসময় বাবু ঢুকল। মামুন নড়েচড়ে বসল।

বাবু কেমন আছ?

ভাল আছি।

তোমার যে মাথা ব্যথা হত সেটা সেরে গেছে, না এখনো মাঝে মাঝে হয়?

হয় মাঝে মাঝে।

তুমি যেন কোন ক্লাসে পড়?

ক্লাস সেভেন।

বাহ ভাল তো। সাঁতার জান তুমি?

না।

আমাদের গ্রামের বাড়িতে বিরাট পুকুর আছে। নিয়ে যাব তোমাকে। সাঁতার শিখিয়ে দেব। দুদিনে শিখিয়ে দেব।

বাবু কিছু বলল না। বকুলের শ্বশুর বাড়ির আরো কিছু লোকজন এল এ সময়। সবই মেয়ে মানুষ। এরা সরাসরি ভেতরে চলে গেলেন। বাবুও উঠে ভেতরে চলে গেল। মামুন থাকল আরো খানিকক্ষণ। একটা টিকটিকি উঁকি দিচ্ছে। কৌতূহলী হয়ে তাকে দেখছে। বিশাল তার সাইজ। সম্ভবত এটা তক্ষক।

বিদেয় নেবার আগে মুনাকে বলে যাওয়া দরকার কিন্তু মুনা আসছে না। হয়ত আর আসবে না। মেহমানদের নিয়ে ব্যস্ত। মামুনের মনে হল মুনার রাগ কিছুটা কমেছে। আজকের ব্যবহার তো খুব সহজ ও স্বাভাবিক। নিজ থেকেই চা খেয়ে যেতে বলল। রাগ কমে যাবে। নিশ্চয়ই কমবে। একমাস দীর্ঘ সময়। একমাসের অদর্শন কোন না কোন ভাবে মন দ্রবীভূত করায় একটা ভূমিকা নেবে।

মামুন বসেই রইল। কাউকে না বলে চলে যাওয়াটা ভাল দেখায় না। টিকটিকিটা এখনো তাকে দেখছে।

২৩

বাকেরের বড় ভাই হাসান সাহেব ফাইন্যান্সের জয়েন্ট সেক্রেটারি লোকটি শান্ত প্রকৃতির।

কখনো কোন ব্যাপারে সামান্যতম উত্তেজনাও তাঁর আচার-ব্যবহারে প্রকাশ পায় না। অফিস শেষে সরাসরি বাসায় ফেরেন। দোতলা থেকে পারতপক্ষে নিচে নামেন না। মাঝে মাঝে বারান্দায় গম্ভীর মুখে বসে থাকেন।

আজও তেমনি বসে ছিলেন। আজ তাঁর মুখ শুধু গম্ভীর নয় কিছুটা বিষণ্ণও। বারান্দায় বসে থাকলে সাধারণত তাঁর হাতে খবরের কাগজ কিংবা কোন ম্যাগাজিন থাকে। আজ তাও নেই। তাঁর ফর্সা গাল কিঞ্চিৎ লাল হয়ে আছে। আজ তাঁদের একটি নাটক দেখতে যাবার কথা। তিনি কিছুক্ষণ আগে সেলিনাকে জানিয়ে এসেছেন, তিনি যাবেন না। সেলিনা ব্লাউজ ইস্ত্রী করছিলেন। নাটকে যেতে হবে এই উপলক্ষ্যেই শাড়ির রং মিলিয়ে ব্লাউজটি আজই কেনা হয়েছে। রং মিলছিল না। বহু ঝামেলা করে পাওয়া গেছে। তিনি কিছুক্ষণ আগেই ব্লাউজ ধুয়েছেন। ভেজা কাপড়টি এখন ইস্ত্রী করে করে শুকান হচ্ছে। এখন দেখা

www.MurchOna.com

যাচ্ছে নাটকেই যাওয়া হবে না। তাঁর স্বভাব-চরিত্র হাসান সাহেবের মত নয়। তিনি অল্পতেই রাগেন। আজও রাগলেন। রাগ প্রকাশ না করে বললেন, কেন যাবে না? হাসান সাহেব বিরস মুখে বললেন, যেতে ইচ্ছা করছে না।

কেন ইচ্ছা করছে না। সকালেও তো বললে যাবে। আমি ইয়াসিনকে পাঠিয়ে টিকিট আনালাম। দুপুরে টেলিফোনে জিজ্ঞেসও করলাম। তখনো বললে যাবে।

শরীরটা ভাল লাগছে না।

আমি তো খারাপ কিছু দেখছি না। আমার কাছে তো তোমার শরীর ভালই মনে হচ্ছে।

হাসান সাহেব কথা না বাড়িয়ে বারান্দায় চলে গেলেন। কাজের মেয়েটি চা নিয়ে এল। অন্য সময় সেলিনা চা নিয়ে আসতেন। তিনি চায়ে বেশি চিনি খান। কাজের মেয়েটির সেই আন্দাজ নেই। চায়ে চুমুক দিয়ে তাঁর মেজাজ খারাপ হল। কিন্তু তিনি কিছু বললেন না।

আজ অফিসে একটা ঝামেলা হয়েছে। সামান্য ঝামেলা নয় বড় রকমের ঝামেলা। এক মন্ত্রীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছে। সামরিক সরকারের মন্ত্রী, এদের মেজাজ উঁচু তারে বাঁধা থাকে, সারাক্ষণই মনে করে তাদের যোগ্য সম্মান দেয়া হচ্ছে না। এই মন্ত্রীটি পান খেতে খেতে হাসান সাহেবের ঘরে ঢুকেই বললেন, এগারটার সময় আপনাকে দেখা করতে বলেছিলাম।

হাসান সাহেব বিনীত ভাবে বললেন, আমি স্যার গিয়েছিলাম আপনি ব্যস্ত ছিলেন। কাদের সঙ্গে যেন কথা বলছিলেন।

ব্যস্ত তো থাকবই। এয়ারকণ্ডিশণ্ড ঘরে বসে ঠাণ্ডা বাতাস খাবার জন্যে তো মন্ত্রী হই নাই। অপেক্ষা করতে পারলেন না?

আধ ঘন্টা অপেক্ষা করেছি।

আধ ঘন্টা অপেক্ষা করেই আপনার মাজায় ব্যথা হয়ে গেল। নিজের ঘরে তো বসেই থাকেন কাজকর্ম তো কিছু করেন না।

হাসান সাহেব শীতল গলায় বললেন, কাজকর্ম প্রসঙ্গে আপনি যা বলছেন তার জন্যে প্রয়োজনীয় তথ্য কি স্যার আপনার আছে?

তথ্য? আপনি তথ্য কপচাচ্ছেন আমার সাথে। একজন মন্ত্রীকে আপনি কি মনে করেন?

মন্ত্রীকে মন্ত্রীই মনে করি এর বেশি কিছু মনে করি না।

আপনারা সি এস পি রা মিলে দেশটাকে নষ্ট করেছেন। এটা জানেন?

না স্যার আমার জানা ছিল না।

দেশের কমন মানুষ আপনাদের ধারেকাছে যেতে পারে না। নিজেদেরকে আপনারা একজন লাট-বেলাট ভাবেন।

আপনি এসব কি বলছেন?

একজন মন্ত্রী আপনাকে কল দিয়েছে আপনি দশ মিনিট অপেক্ষা করতে পারেন না? আপনি কি জানেন চব্বিশ ঘন্টার ভেতর আমি আপনার চাকরি খেতে পারি?

স্যার এটা আমার জানা ছিল না।

মন্ত্রী কোন কথা না বলে ঘর ছেড়ে চলে গেলো। ডেপুটি সেক্রেটারি আমিনুল ইসলাম বললেন, আপনি স্যার চলে যান, ক্ষমা চেয়ে আসুন। ক্ষমা চাইলেই এরা পানি হয়ে যায়।

www.MurchOna.com

হাসান সাহেব বিরক্ত স্বরে বললেন, ক্ষমা চাওয়ার মত কিছু হয়নি।

সময় খারাপ স্যার।

তা খারাপ।

ঝামেলা টামেলা হতে পারে।

আগে হোক। তারপর দেখা যাবে।

বাকি সময়টায় অফিসের কোন কাজে তার মন বসেনি। এখনো বসছে না। বারান্দায় বসে থেকে মেজাজ খারাপ হচ্ছে। সেলিনার সঙ্গে গল্পটল্প করলে ভাল লাগত। সেলিনার মেয়েলি গল্প শুনতে তাঁর খারাপ লাগে না। সেলিনা আসবে না। তাকে রাগিয়ে দিয়েছেন। হাসান সাহেবের মনে হল নাটক দেখতে না যাওয়াটা অন্যায় হচ্ছে। আগে থেকে প্রোগ্রাম করা। প্রোগ্রাম ঠিক রাখা উচিত। জীবনযাত্রা ওলটপালট করে ফেলবার মত কিছু হয়নি।

তিনি সেলিনার ঘরে ঢুকলেন। হালকা গলায় বললেন, চল নাটক দেখে আসি। এখনো নিশ্চয়ই সময় আছে।

তোমার শরীর সেরে গেল?

হুঁ সেরেছে। এখন ভালই লাগছে। সাতটার সময় শুরু হবার কথা না? সাড়ে ছ'টা বাজে। আধঘন্টা আছে এখনো। চট করে তৈরি হয়ে নাও। পারবে না?

সেলিনা হাসিমুখে বললেন, পারব। তুমি কি ভাব দু'তিন ঘন্টা লাগিয়ে আমি সাজগোজ করি? সেলিনার মুখে রাগের চিহ্নও নেই। তার এই গুণটি হাসান সাহেবের খুব পছন্দ। রাগ করে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। হাসান সাহেবের মনে হল তাদের দু'একটি ছেলেমেয়ে থাকলে মোটামুটি একটি সুখের সংসার হত। সেটা কখনো সম্ভব হবে না।

বাকের জলিল মিয়ার চায়ের স্টলের বাইরে টুল পেতে বসে ছিল। ভাই এবং ভাবীকে আসতে দেখে সে অন্য দিকে তাকিয়ে রইল যাতে চোখে না পড়ে। চোখে চোখ পড়লেই দেড় টাকা দামের সিগারেটটা ফেলে দিতে হবে। ভাইয়া হয়ত হাত ইশারা করে ডাকবে। কাছে গেলেই গম্ভীর মুখে বাণী-টানী দিবে। এরচে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকাই ভাল।

সেলিনা বললেন, তোমার মাস্তান ভাইকে দেখেছ?

হুঁ।

সেও আমাদের দেখেছে, এখন এ রকম ভান করছে যেন দেখতে পায়নি।

এটাই স্বাভাবিক। বাবার সঙ্গে আমার যখন দেখা হত আমিও এ রকমই করতাম। না দেখার ভান করতাম।

তোমার ভাই তোমার মতই হয়েছে, তাই বলতে চাও?

হাসান সাহেব কোন কথা বললেন না। রাস্তার মোড়ে রিকশার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কোথাও যাবার তাড়া থাকলে কখনো রিকশা পাওয়া যায় না। সেলিনা বললেন, তোমার গাড়ি কেনার কি হল?

টাকা কোথায়?

প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে লোন নেবে বলেছিলে? ব্যাংকেও তো কিছু আছে।

দেখি।

দেখাদেখি না। রোজ এমন রিকশা করে ঘোরাঘুরি করতে ভাল লাগে না।

হাসান সাহেব চুপ করে রইলেন। একটি খালি রিকশা দ্রুতগতিতে আসছে। এর তাড়া দেখে মনে হয় না এ থামবে। কিন্তু হাসান সাহেবকে অবাক করে দিয়ে রিকশা থামল। রিকশাওয়ালা গম্ভীর গলায় বলর, উঠেন।

www.MurchOna.com

আমরা বেলি রোডে যাব। যাবে তুমি?

যেখানে কন হেইখানে যামু। আমারে পাঠাইছে বাকের ভাই। উঠেন।

সারাপথ দুজন কোন কথা বললেন না। রিকশাওয়ালা অনবরত কথা বলে গেল।

দশ টাকা সের চাইল কেমনে চলুম কন দেহি। ছয়জন খানেওয়ালা। বড় মাইয়ার বিয়া দেওন দরকার। ক্যামনে দিমু কন? রিকশার জমা হইছে আফনের চল্লিশ টাকা। টায়ার ফাটলে হেই খরচ আমার, শিক ভাঙলেও আমার। অহন কন দেহি ভাইজান ক্যামনে চলি? আপনে বিচার-বিবেচনা কইরা কন।

হাসান সাহেব বিচার-বিবেচনা করে কিছুই বললেন না। পরিষ্কার বুঝতে পারছেন যা ভাড়া তার উপর গোটা পাঁচেক টাকা দিতে হবে বকসিশ। লম্বা দুঃখের পাঁচালী শুনবার এটা হবে খেসারত।

কিন্তু রিকশাওয়ালা কোন পয়সাই নিল না। চোখ কপালে তুলে বলল, না না ভাড়া দেওনের দরকার নাই। বাকের ভাই পাঠাইছে।

সেলিনা তিক্ত গলায় বললেন, আর সাধাসাধি করতে হবে না। তোমার বিখ্যাত ভাই পাঠিয়েছে পয়সা সে নিবে কেন? দেরি হচ্ছে চলে আস। ঘন্টা দিয়ে দিয়েছে। শুরুটা মিস করতে চাই না।

বাকের সন্ধ্যা পর্যন্ত জলিল মিয়ার দোকানে বসে রইল। তার সঙ্গে আছে মাখন এবং কুদ্দুস। দুজনই গাঁজা টেনে এসেছে। বিকট গন্ধ ছড়াচ্ছে। মাখন কিছু-একটা নিয়ে চিন্তিত। সে কিছু বলছে না কিন্তু ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে বলবে। সে দেরি করছে। কারণ তার বক্তব্য বাকেরের পছন্দ হবে না বলেই মনে হচ্ছে। গাঁজা টেনে আসার কারণে কুদ্দুসের গলা শুকিয়ে আছে। সে কিছুক্ষণ পর পর থুথু ফেলবার চেষ্টা করছে থুথু আসছে না। জলিল মিয়া দোকানের কাজকর্মের ফাঁকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে এই টেবিলে। দিন দশেক আগে কোন রকম কারণ ছাড়াই কুদ্দুস এবং মাখনের মধ্যে এই চায়ের দোকানেই ধুন্ধুমার লেগে গিয়েছিল। চারটা কাপ এবং দুটা গ্লাস ভেঙেছে। একটা চেয়ারের পায়া ভেঙেছে। আজও লেগে যেতে পারে তবে ভরসার কথা হচ্ছে বাকের ভাই আছে। তার সামনে এরা কিছু করতে সাহস পাবে না। জলিল মিয়া দাঁত বের করে বলল, বাকের ভাই, চা দিতে কই? বাকের কিছু বলল না। মাখন বলল, সিগারেট আনান জলিল মিয়া।

জলিল বিরসমুখে পাঁচটা টাকা বের করে সিগারেট আনতে পাঠাল। মাখন বলল, বাকের ভাই একটা কথা ছিল।

কি কথা?

প্রাইভেট কথা।

বলে ফেল।

মাখন গলা নিচু করে ফেলল। কানের কাছে মুখ এগিয়ে নিয়ে বলল, ধোলাইয়ের ব্যবস্থা করতে হয়। সিদ্দিক সাহেবের রিকোয়েস্ট।

ব্যাপারটা কি?

ভাড়াটে উঠছে না। ধানাই-পানাই করছে। এখন বলছে, 'উঠব না মামলা করে উঠাও।' শালা মামলার ভয় দেখায়। সিদ্দিক ভাই খুব রেগেছেন। আমাকে বললেন, তোমরা থাকতে এই অপমান!

www.MurchOna.com

বাকের ঠাণ্ডা গলায় বলল, এর মধ্যে অপমানের কি আছে? মামলা করতে বলছে মামলা করুক।

বাকের ভাই, ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না। আমরা থাকতে মামলা-মকদ্দমা কি? শালাকে একটু কড়কে দিলে কালই বাসা ছেড়ে দিবে।

সিদ্দিক সাহেবের কাছ থেকে কত নিয়েছিস?

টাকা-পয়সার কোন ব্যাপার না। খাতিরে কাজটা করে দিচ্ছি আর কি।

খুব পিতলা খাতির জমাচ্ছিস ব্যাপারটা কি?

ব্যাপার কিছু না। ব্যাপার আবার কি? উঠিয়ে দেই শালাকে। কি বলেন বাকের ভাই?

বাকের কিছু বলল না। মনে মনে খুশিই হল। একটা কাজ করবার আগে এরা তাকে জিজ্ঞেস করছে। মান্যগণ্য করছে। তবে সিদ্দিক সাহেবের ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না। তাকে বাদ দিয়ে অন্যদের কাছে যাচ্ছে। কয়েকদিন আগে রাস্তায় দেখা হল এমন ভাব করল যে চিনতে পারছে না।

কুদ্দুস বহু কষ্টে একদলা থুথু ফেলে বলল, পাঁচটা টাকা দেন বাকের ভাই। পকেট খালি।

বাকের দশ টাকার একটা নোট দিয়ে গম্ভীর মুখে বেরিয়ে গেল। এখন বাজছে আটটা। সাধারণত আটটার দিকে কম্পাউণ্ডওয়ালা বাড়িতে লোকজন আসে। আজও আসবে হয়ত। কারা আসছে লক্ষ্য রাখা দরকার।

গেটের কাছে জোবেদ আলি দাঁড়িয়ে আছে। বাকেরকে দেখে সে আড়ালে সরে গেল।

বাকের উঁচু গলায় ডাকল, এই যে ভাই আছেন কেমন?

ভাল।

ঘর অন্ধকার কেন? লোকজন নাই?

দাওয়াতে গেছে।

দাওয়াত কোথায়?

জানি না কোথায়? এত সব জিজ্ঞেস করেন কেন?

এক পাড়ায় থাকি। খোঁজ-খবর নিতে হয়। নেন সিগারেট নেন।

বাকের সিগারেটের প্যাকেট হাতে এগিয়ে এল। জোবেদ আলি বলল— আমি সিগারেট খাই না। কথাটা সত্যি নয়। উটের মত মুখের এই লোকটিকে দেখেছে খেতে। ভাম কোথাকার!

মাঝে-মধ্যে সিগারেট টানতে দেখি।

জোবেদ আলি গম্ভীর হয়ে গেল। বাকের তার গম্ভীর মুখ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বলল, মেয়েরা ভর্তি হয়েছে কলেজে?

কি বললেন?

মেয়েরা কলেজে ভর্তি হয়নি? আপনি বলছিলেন ভর্তি হবে।

জানি না কিছু।

বোধ হয় হয়নি। কোথাও তো যেতে-টেতে দেখি না। আচ্ছা ভাই যাই, বিরক্ত করলাম। খাবেন একটা সিগারেট?

না।

www.MurchOna.com

বাকের চলে গেল রিহার্সেল দেখতে। নাটকের নাম "রাতের পাখিরা"। নাম শুনেই মনে হচ্ছে বাজে মাল। টিপু সুলতানটা নামালে হয়, তা না সামাজিক নাটক। টিপু সুলতানে অনেক শেখার জিনিস ছিল। দেখলে মনটা অন্য রকম হয়। তা না রদ্দিমাল রাতের পাখি।

বাকেরকে দেখে একটা সাড়া পড়ে গেল। বাকের ভাইকে বসতে দে। চায়ের কথা বলে আয়। নাটকটির পরিচালকের নাম বদরুল আলম। বয়স চল্লিশের মত। এই পাড়ায় যে ক'টি নাটক হয়েছে তার প্রতিটিতে সে পাগল কিংবা পাগলীর ভূমিকায় অভিনয় করেছে। এই একটি অভিনয় সে নিখুঁত করে। "রাতের পাখিরা" সে একটা চরিত্র আছে যে শুধু অমাবস্যার রাতে পাগল হয়ে যায়। পাগল হলেই পাগলামির ফাঁকে ফাঁকে সে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে। উচ্চমার্গের ফিলসফি।

বদরুল আলম নাটক বন্ধ রেখে বাকেরের কাছে এসে দাঁড়াল। গলা নামিয়ে বলল, আপনার সাথে একটা কথা ছিল। একটু বাইরে আসুন বাকের ভাই।

কি ব্যাপার?

জামান সাহেব আমাকে বলেছেন নাটক-ফাটক বাদ দিতে।

কেন?

তার দোকানের বিকিকিনির নাকি অসুবিধা হয়।

অসুবিধা কি? আপনি ছাড়াও তো আরেকজন কর্মচারী আছে।

এটাই একটু বলে দেবেন।

দেব বলে দেব। নাটক হচ্ছে কেমন?

ভাল। এক নম্বর। ফাসক্লাস জিনিস হবে বাকের ভাই।

বদরুল আলমের চোখ চকচক করতে লাগল। নাটকের ব্যাপারে তার উৎসাহ সীমাহীন।

আসুন বাকের ভাই, রিহার্সেল দেখুন। থার্ড সিনটা দেখাই আপনাকে। মারাত্মক সিন।

না চলে যাই।

চলে গেলে হবে না। থার্ড সিনটা দেখতেই হবে।

থার্ড সিনে দরিদ্র স্কুল মাস্টার বাড়ি ফিরে দেখে তার ছোট মেয়ে মারা যাচ্ছে। সে ছুটে যায় ডাক্তারের খোঁজে। ডাক্তার একজনকে পাওয়া যায় কিন্তু সে ভিজিটের টাকা না নিয়ে যেতে রাজি না। মাস্টার বহু কাকুতি-মিনতি করল কোন লাভ হল না। সে আবার ফিরে গেল ঘরে। চিৎকার করে বলল, কোথায় আমার নয়নের মণি। কেউ জবাব দিল না। কারণ নয়নের মণি মারা গেছে। মাস্টার চেঁচিয়ে বলতে লাগল— হায় টাকা, হায়রে টাকা।

বাকের মুগ্ধ হয়ে গেল। তার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। গলা ভার ভার হয়ে গেল। দুঃখের সিন দেখলেই তার এ রকম হয়। চোখে পানি এসে যায়। নাটক দেখতে দেখতে তার ইচ্ছা করছিল থাবড়া দিয়ে ডাক্তার হারামজাদাটার দাঁত ফেলে দিতো। শুয়োরের বাচ্চা। মানুষ মারা যাচ্ছে সেদিকে খেয়াল নাই। টাকা আর টাকা। দেশটার হচ্ছে কি?

সে আবার কম্পাউণ্ডওয়ালা বাড়ির সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়াল। বাড়ি অন্ধকার। শুধু সিঁড়ির বাতি জ্বলছে। এরা কখন ফেরে লক্ষ্য রাখা দরকার। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। মাথা ধরেছে।

বাকের ভাই!

www.MurchOna.com

বাকের চমকে তাকাল। ইউনুস মিয়া। সিগারেটের টাকা পায় বোধ হয়। নানান দিকে বাকি পরে গেছে।

কি খবর ইউনুস মিয়া?

সিদ্দিক সাহেবের বাড়িতে একজন ভাড়াটে যে থাকে তার জিনিসপত্র সব টেনে তুলে বাইরে ফেলে দিচ্ছে।

আমি কি করব? সিদ্দিক সাহেব আর তার ভাড়াটে মামলার।

তা তো ঠিকই। বাচ্চারা কান্নাকাটি করছে দেখে মনটা খারাপ হল।

কথায় কথায় মন খারাপ হলে সংসার চলে না। এই জিনিসটা মনে রাখবেন। আর শোনেন, আপনি টাকা-পয়সা কিছু পান নাকি?

জ্বি।

সামনের মাসে দিব। এখন একটু অসুবিধা আছে।

জ্বি আচ্ছা ঐটা কোন ব্যাপার না। যখন ইচ্ছা দিবেন।

বাকের ঘরের দিকে রওনা হল। রাত ন'টার মত বাজে। খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়তে হবে। শরীরটা জুত লাগছে না। আরেকটু দেরি করে গেলে ভাল হত ভাই ভাবীরা খেয়ে শুয়ে পড়ত। কারো মুখোমুখি হবার সম্ভাবনা থাকত না। এখন যাওয়া মানেই ভাবীর সামনে পড়ে যাওয়া। যদি তাদের খাওয়া না হয়ে থাকে তাহলে এক সঙ্গে খেতে হবে। ভাইয়া বসবে ঠিক তার সামনের চেয়ারটায়। একটি কথাও বলবে না। একবার তাকাবেও না। নিজেকে মনে হবে চোরের মত। গলা দিয়ে ভাত নামতে চাইবে না। বারবার পানি খেতে হবে।

বাকেরদের বাড়ির সামনের বারান্দায় একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। বাকেরকে দেখে তিনি এগিয়ে এলেন। বাকের তাঁকে চিনতে পারল না। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের রোগা একজন মহিলা। সমিতির মেয়ে বোধ হয়। ভাবী কি সমিতি-টমিতি করে। রোগা রোগা কিছু মেয়েরা আসে প্রায়ই। যাদের মুখ দেখলেই মনে হয় এরা বাড়িতে প্রচুর ঝগড়া করে কর্কশ গলায় ছেলেপুলেদের ধমকায়। এবং এদের অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকে।

আপনি বাকের সাহেব?

জ্বি।

আমি আপনার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।

কি ব্যাপার?

আপনার ছেলেরা আমার ঘর থেকে জিনিসপত্র টেনে রাস্তায় ফেলে দিচ্ছে। আমার বড় মেয়েটার একশ তিন জ্বর। এদের বাবা বাসায় নেই দেশের বাড়িতে গেছে।

আপনি সিদ্দিক সাহেবের বাড়িতে থাকেন?

জ্বি। দু'মাসের ভাড়া বাকি পড়েছে। ওর বাবা টাকার জন্যেই দেশের বাড়িতে গেছে। এর মধ্যে এই অবস্থা।

চলুন যাই। দেখি কি ব্যাপার। আসুন আমার সাথে। কাঁদবেন না কাঁদার কিছু নেই। আমি মাখনা হারামজাদার দাঁত ভেঙে ফেলব।

ভদ্রমহিলা এবার শব্দ করেই কাঁদতে লাগলেন। বাকের লক্ষ্য করল এঁর পায়ে স্যাণ্ডেল নেই। ঝামেলা শুরু হওয়া মাত্র ছুটে এসেছেন। বাকেরের মন অসম্ভব খারাপ হয়ে গেল।

www.MurchOna.com

সিদ্দিক সাহেবের বাসার সামনে বেশকিছু লোকজন। ঘরের জিনিসপত্র সব বাইরে এনে রাখা হয়েছে। অসুস্থ মেয়েটা একটা চেয়ারে চোখ বড় বড় করে বসে আছে। তার ছোট ভাইটা বসে আছে একটা ট্রাঙ্কের উপর। ছোট ভাইটা নিঃশব্দে কাঁদছে।

বাকের উঠোনে দাঁড়িয়ে শীতল গলায় ডাকল—মাখনা। মাখন ভেতরে ছিল। অবাক হয়ে বের হয়ে এল। বাকের ঠাণ্ডা গলায় বলল, মেয়েটা অসুস্থ। ঘরে কোন পুরুষ মানুষ নেই। এর মধ্যে তুই জিনিসপত্র বের করে ফেললি?

মাখন হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল। সিদ্দিক সাহেব তিনতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি নিচে নেমে এলেন। হড়বড় করে বললেন, দুই মাসের ভাড়া বাকি। আমি বলেছি দিতে হবে না। শুধু বাড়িটা ছেড়ে দাও। তাও চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে। জিনিসপত্র তো রাস্তায় ফেলে দিচ্ছে না। বারান্দায় থাকবে। পাহারা থাকবে। ঘরটা শুধু তালা দিয়ে দিব। এদের পৌঁছে দিব এদের আত্মীয় বাড়ি। গাড়ি করে পৌঁছে দিব। আমি নিজের মুখে বলেছি এই কথা। বাকের তুমি জিজ্ঞেস করে দেখ।

বাকের থমথমে গলায় বলল, মাখনা জিনিসপত্র ভেতরে নিয়ে যা। সিদ্দিক সাহেব তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, জিনিসপত্র ভেতরে নিবে মানে। মগের মুলুক নাকি?

সিদ্দিক সাহেব, সাবধানে কথা বলুন।

সাবধানে কথা বলব মানে?

ভুঁড়ি নামিয়ে ফেলব। একটা কিছু বেতাল হয় যদি লাশ পড়ে যাবে। আমার নাম বাকের। মাখনা, জিনিসপত্র ঢোকা।

অতি দ্রুত জিনিসপত্র ভেতরে ঢুকে গেল। যারা দাঁড়িয়ে ছিল সবাই হাত লাগাল। মাখন মুখ শক্ত করে দাঁড়িয়ে ছিল। বাকের এগিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড একটা চড় বসাল। এই জাতীয় কাজকর্ম সে ছেড়েই দিয়েছিল। আবার শুরু করতে হল। কিছু কিছু জিনিস আছে যা একবার ধরলে কখনো ছাড়া যায় না। আঠার মত গায়ে লেগে থাকে।

সিদ্দিক সাহেব হতভম্ব হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। মাখন নিজেও তাকিয়ে আছে। শুধু কুদ্দুসকে দেখা যাচ্ছে ছুটোছুটি করে আলনা-টালনা ভেতরে নিয়ে যেতে।

সিদ্দিক সাহেব মৃদু গলায় বললেন, বাকের আমার সঙ্গে ভেতরে আস। কথা আছে।

বাকের ফিরেও তাকাল না। অনেকটা সময় নিয়ে সিগারেট ধরাল। তারপর হাঁটতে শুরু করল যেন কিছুই হয় নি।

হাসান সাহেবদের ফিরতে বেশ রাত হল। দু'জনে মিলে বাইরে খেয়ে নিলেন। অনেকদিন পর তাঁরা বাইরে খেতে এসেছেন। ইদানীং দু'জনে একসঙ্গে তেমন কোথাও যান না। সূক্ষ্ম একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে। সেলিনার ধারণা এটা হয়েছে তার জন্যে। সংসারে শিশু না থাকলে সবাই দূরে দূরে চলে যায়। এটাই নিয়ম। সংসারে শিশু না আসার দায়িত্ব সেলিনার একার। বিয়ের পর পর টিউমারের কারণে তার জরায়ূ কেটে বাদ দিতে হয়েছে। অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার হাসান সাহেব এখন পর্যন্ত বলেননি, একটা বাচ্চাকাচ্চা থাকলে ভাল হত। সেলিনার ধারণা একদিন না একদিন সে এই প্রসঙ্গ তুলবেই। কে জানে হয়ত আজই তুলবে। সেলিনা বললেন, কথা বলছ না কেন? কি ভাবছ? হাসান সাহেব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, চাকরি ছেড়ে দিলে কেমন হয় সেলিনা? সেলিনা অবাক হয়ে তাকালেন।

www.MurchOna.com

চাকরি ছাড়ার কথা বলছ কেন?

হাসান সাহেব কিছু বললেন না। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন। তাকানোর এই ভঙ্গিটি সেলিনার চেনা। এর মানে হচ্ছে তিনি আর কিছুই বলবেন না। এই প্রসঙ্গে তো নয়ই। সেলিনা প্রসঙ্গ বদলালেন, নাটক কেমন লাগল?

ভাল।

কার অভিনয় সবচে ভাল লেগেছে?

সবাই ভাল।

তবু স্পেসিফিক্যালি দু'একজনের নাম বল।

হাসান সাহেব আবার ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন। তার মানে নাটকের কিছুই তাঁর মাথায় ঢোকেনি। অন্য কোন ব্যাপার নিয়ে ভেবেছেন। ব্যাপারটা কি? সেলিনার উদ্বেগের সীমা রইল না।

২৪

মুনা,

ভেবেছিলাম বাড়ি পৌঁছেই তোমাকে চিঠি দেব। তা সম্ভব হয়নি। কেন সম্ভব হয়নি শুনে তুমি হাসবে। কলমের অভাব। ভুলে কলম ফেলে গেছি। বাড়ির কাছে যে কয়েকটি দোকান আছে তাদের কাছে বল পয়েন্ট ছাড়া কিছু নেই। কলমের জন্যে যেতে হবে সিদ্ধিরগঞ্জ বাজারে। সেটা এখান থেকে তিন মাইল। সমস্যার সমাধান হল আজ। দেখতেই পাচ্ছ চিঠি কালির কলমে লেখা। বাড়ি এসে অনেকগুলি সমস্যার মধ্যে পড়েছি। চারদিকে কোমর উঁচু ঘাস হয়েছে। সেই ঘাসের বনে অনায়াসে মাঝারি সাইজের একটা বাঘ লুকিয়ে থাকতে পারে। তালা দিয়ে গিয়েছিলাম। তালা ভেঙে জিনিসপত্র চুরি গেছে। শুধু যে ছোটখাট জিনিস গেছে তাই না আমাদের একটা বিশাল খাটও উধাও। আর ময়লা যে কি পরিমাণ হয়েছে কি বলব। লোক লাগিয়ে সাতদিন ধরে পরিষ্কার করছি এখনো সিকিভাগ কাজও হয়নি। সারাদিন এইসব নিয়ে থাকি। সন্ধ্যাবেলা করার কিছু থাকে না। তুমি শুনলে হাসবে তখন কেন জানি একটু ভয় ভয়ও করে।

কাজের যে মেয়েটি আছে সে আরো বেশি ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। সে নাকি কবে দেখেছে রান্নাঘরে ঘোমটা মাথায় একটা বৌ মশলা পিষছে। সে কে কে বলে চিৎকার করতেই বৌ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। দিনের বেলায় ঘটনাটা খুব হাস্যকর মনে হয় কিন্তু সন্ধ্যা মিলাবার পর ভয় ভয় করে। সারারাত হারিকেন জ্বালিয়ে রাখি।

আসলে আমাদের এই বাড়ির এখন মৃত্যু হয়েছে। জড় পদার্থেরও প্রাণ আছে। এরাও মাঝে মাঝে মারা যায়। যেমন এই বাড়ি। যে বাড়িতে নিয়মিত জন্মমৃত্যু হয় সেই বাড়িটির প্রাণ আছে। আমাদের এই বাড়িটিতে শুধু মৃত্যুই হচ্ছে। দীর্ঘদিন কেউ জন্মায়নি। কাজেই বাড়িটির মৃত্যু হয়েছে। আমি ঠিক করেছি এটাকে বাঁচিয়ে তুলব। সব সময় লোকজনে বাড়ি গমগম করবে। নতুন শিশুরা জন্মাবে। আমার অনেক পরিকল্পনা আছে। সেই সব নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলা হয়নি। কারণ বাড়ির ব্যাপারটা তোমার পছন্দ নয়। না দেখেই তুমি অপছন্দ করে বসে আছ। আগে একবার এসে দেখ। দীঘির ঘাটে গিয়ে বস। কিংবা ছাদে পাটি পেতে দূরের বিলের দিকে তাকাও তাহলে দেখবে এটা চমৎকার জায়গা।

www.MurchOna.com

গ্রামে, শহরের সব রকম সুযোগ ব্যবস্থাও হচ্ছে। ইলেকট্রিসিটি চলে আসছে। গ্রামীণ ব্যাংক হয়েছে। কৃষি অফিসও হবে। মেয়েদের যে মাইনর স্কুল ছিল এ বছরই নাইন-টেন চালু হবে। ইচ্ছা করলে এই স্কুলে তুমি মাস্টারিও করতে পার। স্কুলের জন্যে আমি ছ'বিঘা জমি দিয়েছি। আগ্রহ করেই দিয়েছি। আমি জায়গাটাকে বদলে ফেলতে চাই। শহর থেকে কেউ এসে যেন হাঁপিয়ে না ওঠে।

মুনা, তুমি বকুল এবং বাবুকে নিয়ে এখানে এসে কয়েকদিন থেকে যাও। আমার উপর রেগে আছ, ঠিক আছে থাক। রাগ কমাতে বলছি না। রাগ নিয়েই আস। তোমার ভাল লাগবে। তোমরা কবে আসতে পারবে জানালে লোক পাঠাব। আমি নিজে আসতে পারছি না কারণ অনেক রকম ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি। এলেই দেখবে। আজ এই পর্যন্ত থাকুক। দয়া করে চিঠির উত্তর দিও।

মামুন

নিতান্ত অপ্রিয় চিঠিও মানুষ দু'বার পড়ে। কিন্তু এই চিঠিটি দ্বিতীয়বার পড়তে ইচ্ছা করছে না। আবার ফেলে দিতেও মন চাইছে না। মুনা ড্রয়ারে রেখে দিল। যদি কখনো ইচ্ছা হয় আবার পড়া যাবে। ইচ্ছা না করলে পড়ে থাকবে এবং এক সময় ড্রয়ার গুছাতে গিয়ে বকুল এসব জঞ্জাল ফেলে দেবে।

বাবু এসে বলল, আপা তোমাকে বাবা ডাকে।

যাচ্ছি। তুই আজ স্কুলে যাসনি?

তুই প্রায়ই স্কুল ফাঁকি দিস তাই না?

কে বলল তোমাকে?

আমার মনে হচ্ছে।

মুনা উঠে দাঁড়াল। বাবু দাঁড়িয়ে রইল শুকনো মুখে।

শওকত সাহেবের হঠাৎ করে জ্বর এসে গেছে। শেষ রাতের দিকে গা কেঁপে জ্বর এসেছে। এখনো থামেনি। আজ অফিস কামাই হয়ে গেল। বড় সাহেব রাগারাগি করবে নির্ঘাৎ। কাউকে দিয়ে একটা খবর পাঠান দরকার। খবরটা দেবে কে?

মামা, ডেকেছ কেন?

শরীরটা খারাপ হয়ে গেছে। জ্বর।

সে তো সকালেই শুনলাম। জ্বর কি আরো বেড়েছে?

হুঁ। অফিসে যেতে পারব না।

যেতে বলেছে কে তোমাকে, শুয়ে থাক। আর যদি বেশি খারাপ লাগে তোমার ভাবী জামাই তো আছেই খবর দিয়ে দেই।

তুই রেগে আছিস কেন রে?

রেগে থাকব কেন? মেজাজ খারাপ হয়ে আছে।

একটু বোস। কথা আছে।

মুনা বসল। শওকত সাহেব বলার মত কোন কথা খুঁজে পেলেন না। বলার মত কিছু তাঁর ছিল না।

বল মামা কি বলবে?

বকুলের বিয়ের কি হল তাই বল।

নতুন করে কি আর হবে? তারিখ মত বিয়ে হবে। চিন্তার কিছু নেই।

www.MurchOna.com

কেনাকাটা?

সামনের মাসে হবে। তুমি টাকা দিলে তারপর তো কেনাকাটা।

দাওয়াতের কার্ড-টার্ড তো ছাপানো দরকার।

হবে সবই হবে। যথাসময়ে হবে।

বিয়ে বাড়িটা ঠিক জমছে না। মানে ইয়ে....

মুনা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। শওকত সাহেব নিচু গলায় বললেন, হৈ চৈ ছাড়া কি বিয়ে বাড়ি হয়? কোন হৈ চৈ নেই। কিছু নেই।

ঐদিন তুমি বললে কোন হৈচৈ না, আর আজ উৎসব-উৎসব করছ আশ্চর্য। মামা উঠি।

যাবি নাকি কোথাও?

হুঁ। একটা শাড়ি কিনব।

আবার শাড়ি? ঐদিন না কিনলি?

আরো কিনব। আমার জমান সব টাকা খরচ করব। দুটো সোনার চুড়ি বানাব।

শওকত সাহেব চুপ করে গেলেন। মুনার কোন-একটা সমস্যা হয়েছে যা তিনি ধরতে পারছেন না। লতিফা থাকলে ঠিকই ধরত।

মুনা বকুলকে সঙ্গে নিল। বকুলকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও যাওয়া একটা সমস্যা। ইদানীং বকুলের খুব বকবকানি স্বভাব হয়েছে। বকবক করে মাথা ধরিয়ে দেয়। এখনো তাই করছে। রিকশায় উঠেই কথা বলা শুরু করেছে।

বাকের ভাইয়ের কাণ্ডকারখানা কিছু শুনেছ আপা? মারামারি করেছে। মাখন বলে একটা ছেলে আছে না, মুখটা চ্যাপ্টা, তাকে এমন চড় দিয়েছে যে চাপার একটা দাঁত নড়ে গেছে। তারপর সিদ্দিক সাহেব আছে না? ঐ যে কুঁজো হয়ে হাঁটেন তাকে গিয়ে বলেছে, আমি আপনাকে খুন করে ডেডবডি নর্দমায় ফেলে দিব। সিদ্দিক সাহেব এখন ঘর থেকে বেরুচ্ছেন না। আপা, তুমি শুনছ কি বলছি?

শুনছি।

সিদ্দিক সাহেবের একটা গাড়ি আছে না ঐটার দুটো টায়ার কে যেন ফাঁসিয়ে দিয়ে গেছে। নির্ঘাৎ বাকের ভাইয়ের কাণ্ড। আরো কি যে করবে কে জানে।

মুনা বিরক্ত হয়ে ধমক দিল, চুপ করতো।

বকুল কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে চুপ করে আবার কথা শুরু করল, মাঝখানে বাকের ভাই বেশ ভদ্র হয়ে গিয়েছিল তাই না আপা? এখন আবার আগের মত হয়ে গেছে। পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে থাকে। আর এমন ভাবে তাকায় যেন কাঁচা খেয়ে ফেলবে। অবশ্যি আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করে। গতকাল স্কুলে যাবার সময় দেখা, বাকের ভাই গম্ভীর হয়ে বলল, কই যাচ্ছ? স্কুলে? আমি বললাম, হ্যাঁ। বাকের ভাই বলল, হেঁটে হেঁটে যাচ্ছ কেন? রিকশা নাও, দু'দিন পর বিয়ে এখন রোদে হাঁটাহাঁটি করা ঠিক না। ঘর থেকে বের হওয়াই ঠিক না। ঘরে বসে থাকবে। আমি বললাম....

চুপ কর তো বকুল।

তোমার শরীর খারাপ নাকি আপা?

হুঁ। আর শোন, তুই কি গায়ে সেন্ট দিয়েছিস? বকুল মৃদু স্বরে বলল, হ্যাঁ।

www.MurchOna.com

একগাদা সেন্ট দেয়ার মানেটা কি? গন্ধে বমি আসছে। বিয়ে ঠিক হলেই গায়ে বালতি বালতি সেন্ট ঢালতে হবে?

বকুল লজ্জা পেয়ে গেল। মুনা শীতল গলায় বলল, বিয়েটা এমন কোন ব্যাপার না। বিয়ে হচ্ছে বলেই জীবন যাপনের পদ্ধতি পাল্টাতে হবে না। আগে যেমন ছিলি পরেও তেমনি থাকবি।

আচ্ছা থাকব। তুমি এমন কথায় কথায় ধমক দিও না তো আপা।

কথায় কথায় ধমক দেই?

হ্যাঁ দাও। আগে বাবা দিত এখন দাও তুমি। কি যে খারাপ লাগে তুমি সেটা কোনদিন বুঝবে না। যদি বুঝতে তাহলে এ রকম করতে না। তোমার সঙ্গে আসাই ভুল হয়েছে।

ভুল হলে চলে যা। রিকশা নিয়ে চলে যা। তোকে সাধাসাধি করে সাথে নিয়ে যেতে হবে?

বকুল কাটা কাটা গলায় বলল, মামুন ভাইয়ের সঙ্গে তোমার একটা কিছু হয়েছে। সেই রাগটা তুমি ঢালছ আমাদের সবার উপর। রিকশা থামাতে বল। আমি নেমে যাব।

মুনা রিকশা থামাতে বলল। বকুল সত্যি সত্যি নেমে গেল। বিয়ে কি বিশেষ একটা কিছু যা সত্যি মানুষকে বদলে দেয়? মুনা নিজেও তার কিছুক্ষণের ভেতরেই ঘরে ফিরে এল। বকুলকে কোথাও পাওয়া গেল না। সে ফেরেনি। তার সেই বিখ্যাত টিনা ভাবীর কাছেও যায়নি। কোথায় যেতে পারে? জহিরের কাছে? বসে বসে পেপসি খাচ্ছে?

রাগ করতে গিয়েও মুনা রাগ করতে পারল না। তার কেন জানি হাসি পেতে লাগল। বাবু বলল, হাসছ কেন?

হাসি আসছে তাই হাসছি।

বকুল আপাকে না করে দিও। রোজ ওখানে যায় আমার ভাল লাগে না।

রোজ যায় নাকি?

হুঁ রোজই যায়।

করে কি? বসে বসে পেপসি খায়?

হুঁ। তুমি হাসছ কেন?

আমি হাসলে তোর অসুবিধা কি?

বাবু গম্ভীর মুখে বের হয়ে গেল। অল্প বয়সে কেমন একটা ভারিক্কি ভাব এসে গেছে বাবুর মধ্যে। দেখতে মজা লাগে। মাথা নিচু করে হাঁটার ভঙ্গিটিও কেমন বুড়োটে যেন সংসারের জটিলতায় ক্লান্ত একজন মানুষ।

শওকত সাহেবের জ্বর আরো বেড়েছে। বুড়ো বয়সে জ্বরজ্বারি খুব কাবু করে মানুষকে, তাঁকে যেমন করেছে। তাঁর মনে হচ্ছে এ যাত্রা তিনি বাঁচবেন না। তিনি সারা দুপুর জ্বর গায়ে বারান্দায় বসে রইলেন। তার প্রাণ হুঁ হুঁ করতে লাগল। সংসার মোটামুটি গুছিয়ে এনেছেন এ সময় মরে যাওয়াটা অন্যায়। কিন্তু সংসারে অন্যায়গুলিই সব সময় হয়। যখন একজন সব গুছিয়ে-টুছিয়ে বসে তখনই দুম করে একটা হার্ট অ্যাটাক। চোখ উল্টে বিছানায় ভিড়মি খেয়ে পড়া। কোন মানে হয় না।

রাতের বেলা জ্বর হুঁস করে নেমে গেল। ঘাম দিয়ে শরীর ঠাণ্ডা। শরীর বেশ ঝরঝরে লাগছে। খিধে হচ্ছে। শওকত সাহেবের মনে হল এসবও ভাল লক্ষণ নয়। এ রকম চট করে জ্বর নেমে যাবে কেন? তিনি ক্ষীণ স্বরে ডাকলেন, মুনা, মুনা।

www.MurchOna.com

মুনা রান্না চাপিয়েছে। সে বিরক্ত মুখ করে উঠে এল।

কি হয়েছে মামা? মিনিটে মিনিটে ডাকছ কেন?

শরীরটা ভাল লাগছে না।

জ্বরটর সেরে তুমি তো দিব্যি ভালমানুষ। এত ডাকাডাকি কেন?

বাচঁব নারে মুনা।

বুঝলে কি করে? স্বপ্নটপ্ন দেখছ? মামী কি এসে বলেছে—নিয়ে যেতে এলাম?

হাসছিস কেন? এটা কি হাসির কোন কথা?

মুনা খানিকটা বিব্রত বোধ করল। হেসে ফেলা উচিত হয়নি। সে রান্নাঘরে ফিরে গেল। বাবু উনোনের পাশে মুখ লম্বা করে বসে আছে। অন্যদিন এই সময়টায় বকুল থাকে। নিজের মনে কথা বলে যায়। আজ রাগারাগির কারণে সে নিশ্চয় মুখ অন্ধকার করে নিজের ঘরে বসে আছে। বাবু মুনা আপাকে দেখে একটু হাসল। মুনা ঝাঁঝাল গলায় বলল, তুই এখানে কেন? পড়াশোনা নেই?

মাথা ধরেছে।

মুনা তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। বাবু সত্যি কথা বলছে না। তার মুখ হাসি হাসি। মাথাধরা মানুষের মুখ নয়।

কিছু বলবি নাকি?

হুঁ।

কি? বলে ফেল। কথা পেটে নিয়ে বসে আছিস কেন?

শোবার সময় বলব।

একবার যখন বলেছে "শোবার সময় বলব" তখন সে শোবার সময়ই বলবে। এর আগে মরে গেলেও সে মুখ খুলবে না।

বাবু।

কি?

একটা কাজ করতো একজন ডাক্তার নিয়ে আয়। মামাকে দেখাই। মামার মনে হয় ধারণা হয়েছে তাঁর অসুখ-বিসুখকে আমরা তেমন পাত্তা দিচ্ছি না।

এখন আনব?

হুঁ। এখনি নিয়ে আয়। জহিরকে আনবি।

বাবু মুখ কালো করে বলল, ওকে কেন?

ওকে আনাই তো ভাল। ভিজিট দেয়ার ঝামেলা থাকবে না। আর জামাই মানুষ শ্বশুরকে দেখবে দরদ দিয়ে।

মুনা মুখ নিচু করে হাসতে লাগল। তার কেন জানি খুব মজা লাগছে। সে ঠিক করে রাখল জহির এলে বকুলকে দিয়ে চা পাঠাবে। আগে থেকে বকুলকে কিছু বলা হবে না। বকুলের মুখের ভাব সে লক্ষ্য করবে দূর থেকে। এ রকম ছেলেমানুষি একটি চিন্তা তার মাথায় কেন ঢুকল এই নিয়েও মুনা খানিকক্ষণ ভাবল। তার মাথাটা কি খারাপ হয়ে যাচ্ছে নাকি?

মেয়েদের মাথা খারাপ হয়ে যাওয়া খুব বাজে ব্যাপার। সে যখন তার চাচাদের সঙ্গে থাকত তখন ময়নার মাকে দেখেছে। চব্বিশ-পঁচিশ বছরের সুন্দরী মেয়ে। মাথা খারাপ

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

হবার পর এমন সব কুৎসিত কথা চেঁচিয়ে বলত যে শোনা মাত্র ইচ্ছা করত ছুটে পালিয়ে যেতে।

মুনা রান্না শেষ করে বারান্দায় এসে দেখল ইজিচেয়ারে বকুল বসে আছে। তার চোখে-মুখে রাগের কোন চিহ্ন নেই। সে বোধ হয় শুনেছে বাবু গিয়েছে জহিরকে আনতে।

বকুল?

কি আপা?

তোকে আমি খুব একটা জরুরী কথা বলব বকুল, মন দিয়ে শোন।

বকুল উঠে দাঁড়াল। মুনা চাপা স্বরে বলল, আমি যদি কোন কারণে পাগল-টাগল হয়ে যাই তাহলে তুই বিষ খাইয়ে আমাকে মেরে ফেলবি। চিকিৎসা করার দরকার নেই।

এসব কথা বলছ কেন তুমি?

মুনা তার জবাব না দিয়ে হাত-মুখ ধোবার জন্যে বাথরুমে ঢুকল। বকুল হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল। বুঝতে পারল না আপার কি হয়েছে।

২৫

হাসান সাহেব শুনলেন কে যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। বসে আছে ড্রইং রুমে। সকাল ন'টা বাজে। অফিস যাবার তাড়া। এ সময়ে কেউ আসে? হাসান সাহেব কাপড় পরতে পরতে ভাবলেন দু'ধরনের লোক এ সময়ে তার কাছে আসতে পারে— নির্বোধ ধরনের লোক কিংবা বড় ধরনের বিপদে পড়া লোক। প্রথমটিই হওয়ার কথা। কারণ পৃথিবীতে বড় ধরনের বিপদে পড়া মানুষের চেয়ে নির্বোধের সংখ্যা বেশি।

ড্রইং রুমে সিদ্দিকুর রহমান সাহেব বসে ছিলেন। গায়ে ধবধবে সাদা পাঞ্জাবী। পান চিবাচ্ছেন। ঠোঁট বেয়ে এক ফোঁটা পানের রস পড়েছে সাদা পাঞ্জাবীতে। তাঁর দিকে তাকালে পাঞ্জাবীতে সদ্য হওয়া পানের পিকের দাগই সবার প্রথম চোখে পড়বে। হাসান সাহেবেরও পড়ল। তিনি ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন।

স্লামালিকুম স্যার। আমার নাম সিদ্দিকুর রহমান। আমি থাকি আপনার...

আমি চিনি আপনাকে। কি ব্যাপার বলুন। আমার অফিসের তাড়া আছে।

বলতে একটু সময় লাগবে।

সময় লাগলে অন্য সময় আসতে হবে। এই মহূর্তে আমার হাতে সময় নেই।

ঘটনাটা আপনার ভাই প্রসঙ্গে। বাকের-এর বিষয়ে।

সেটা বাকেরের সঙ্গেই বলা উচিত। আমার সঙ্গে নয়।

ওর সঙ্গে কয়েকদিন আগে আমার একটা ঝামেলা হয়েছিল। তার পর থেকে একটার পর একটা ক্ষতি হচ্ছে আমার।

কি রকম ক্ষতি?

আমার গাড়ির উইন্ডশিল্ডটা চুরি গেল। একটা দোকান আছে আমার। স্টেশনারি শপ। তার কাঁচ-টাচ ভেঙে একাকার। তারপর একদিন....

আপনার ধারণা এসব বাকেরের কাজ?

জ্বি।

www.MurchOna.com

পুলিশে কেইস করুন। আপনার সন্দেহের কথা বলুন।

এক পাড়ায় থাকি পুলিশে কেইস....?

এক পাড়ায় থাকলে পুলিশে কেইস করা যাবে না এমন কোন কথা নেই।

হাসান সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। তার গাড়ি এসে গেছে। আর বসে থাকা অর্থহীন। তিনি সব সময় অফিসে যাবার আগে সেলিনাকে বলে যান। আজ সেটা করতে ভুলে গেলেন। গাড়িতে উঠলেন অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে। সারা পথে কোন কথা বললেন না।

অফিসে তাঁর জন্যে একটি বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। তাঁকে ও এস ডি করা হয়েছে। অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি। মন্ত্রী সাহেব ব্যাপারটা তাহলে ভুলেননি। তাঁর ক্ষমতা দেখিয়েছেন শেষ পর্যন্ত। হাসান সাহেবের এই মন্ত্রীর প্রতি খানিকটা সমীহ বোধ হল। এঁর ক্ষমতা তাহলে আছে। অধিকাংশেরই থাকে না। মাঠে বক্তৃতা দিয়েই যাবতীয় ক্ষমতা শেষ হয়ে যায়।

সেক্রেটারি আমিরুল ইসলাম সাহেবের নিঃশ্বাস ফেলার সময় ছিল না তবু তিনি হাসান সাহেবকে ডেকে পাঠালেন। শান্ত গলায় বললেন, কেমন আছেন?

স্যার, ভালই আছি।

নিন চা খান। চা খাবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছি।

থ্যাংক য়্যু।

খুব মন খারাপ করেছেন নাকি?

তা করেছি।

মন খারাপ করবার কিছুই নেই। ব্যাপারটা খুবই সাময়িক। আমি এটা ছেড়ে দেব এ রকম মনে করার কোনই কারণ নেই। মন্ত্রী সাহেবের যে যোগাযোগ আছে আমার যোগাযোগ তারচে কম না।

হাসান সাহেব কিছু বললেন না। আমিরুল ইসলাম সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, ক্ষমতার মধ্যে একটা চালাচালির ব্যাপার আছে। একজন একটা চাল দেবে, অন্যজন তারচে বড় একটা চাল দেবে। এটা চলতেই থাকবে।

স্যার, আমি চাকরি ছেড়ে দেবার কথা ভাবছি।

হোয়াই? "বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সুচাগ্র মেদিনী।" মহাভরত পড়েননি নাকি?

আমিরুল ইসলাম ঘর কাঁপিয়ে হাসতে লাগলেন। মুহূর্তের মধ্যে হাসি থামিয়ে শক্ত মুখে বললেন, কয়েকটা দিন বিশ্রাম করুন। আমি কেমন প্যাঁচ লাগাচ্ছি দেখুন।

প্যাঁচ লাগানোর কোন দরকার দেখছি না স্যার।

দরকার থাকবে না মানে? অফকোর্স আছে। এদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে আমাদের খুব কাছাকাছি আসতে নেই। একটু দূরে থাকতে হয়। পুলিশে ছুঁয়ে দিলে হয় আঠার ঘা। সি এস পি কলম দিয়ে কিছু লিখলে হয় বিয়াল্লিশ ঘা। এবং সেই ঘা'র কোন এন্টিডোট নেই। যান এখন বাড়ি যান। আজ আর অফিসে থাকার দরকার নেই।

হাসান সাহেব অসময়ে বাড়ি ফিরলেন। বাড়ি ফিরে তার ভালই লাগল। অনেকদিন পর ফুলের টবগুলির পেছনে কিছু সময় দিলেন। চার-পাঁচটা বিশাল বনি প্রিন্স ফুটেছে। এদের দিকে তাকালেই মন ভাল হয়ে যায়। তিনি কাঁচি দিয়ে খুব যত্নে গোলাপ চারার মরা পাতাগুলি কাটলেন। মাটি খুঁড়ে দিলেন। বনি প্রিন্সের জন্যে চায়ের পাতার সার নাকি খুব ভাল। তিনি ভেবে রাখলেন, সেলিনাকে জিজ্ঞেস করবেন, চায়ের পাতা দেয়া হচ্ছে কিনা।

www.MurchOna.com

সেলিনা রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। আজ তার বিশেষ রান্না করতে ইচ্ছা হচ্ছে। হাসান সাহেবের অসময়ে ফিরে আসার ব্যাপারটা তাঁর খুব ভাল লাগছে। কেন জানি বিয়ের প্রথমদিককার কথা মনে হচ্ছে। বিয়ের প্রথমদিকে এ রকম হত। অসময়ে সে এসে উপস্থিত। তার নাকি জ্বরজ্বর লাগছে তাই চলে এসেছে। জ্বর না হাতী দিব্যি ভাল মানুষ। কোন একটা শয়তানী মতলব মাথায় নিয়ে এসছে। খুব মনে হয় ঐসব দিনের কথা। সুখের সময়গুলি বারবার কেন ফিরে আসে না এই ভেবে সেলিনা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন।

বাকের দুপুরে খেতে এসে আকাশ থেকে পড়ল। খাবার টেবিলে ভাইয়া বসে আছে। এমন অবস্থা যে উঠে চলে আসা যায় না আবার বসাও যায় না। অসময়ে ভাইয়া কেন?

সেলিনা বললেন— দাঁড়িয়ে আছ কেন, বস।

বাকের বসল। যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে খাওয়া শুরু করল। তার লবণ নেবার দরকার ছিল কিন্তু লবণদানীটা অনেকখানি দূরে। ভাইয়ার কাছে। তাকে নিশ্চয়ই বলা সম্ভব না— 'ভাইয়া লবণটা দাও।'

হাসান সাহেব খাবার টেবিলে কথাবার্তা একেবারেই বলেন না। আজ নিচু গলায় সেলিনার সঙ্গে দু'একটা কথা বলছেন। যেমন, "বনি প্রিন্সগুলি তো চমৎকার হয়েছে।" "টবে কি তুমি চায়ের পাতা দিচ্ছ।" এই জাতীয় কথাবার্তা। বাকেরের মনে হল ভাইয়া কোন একটা ঝামেলা নিয়ে চিন্তিত। নিজের চিন্তা ঢাকার জন্যেই আজেবাজে ব্যাপার নিয়ে কথা বলছে।

বাকের!

জ্বি ভাইয়া।

বাকেরের মেরুদণ্ড দিয়ে একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল। ভাইয়া তাকিয়ে আছে তার দিকেই। ব্যাপারটা কি?

কিছু বলবে আমাকে ভাইয়া?

হুঁ। তুই কি কারো গাড়ির উইন্ডশিল্ড ভেঙে দিয়েছিস?

বাকেরের গলায় ভাত আটকে গেল। সে হ্যাঁ-না কিছু বলতে পারল না। হাসান স্বাভাবিক স্বরে বললেন, কারো গাড়ির উইন্ডশিল্ড তোমার যদি ভাঙতে ইচ্ছা করে তুমি ভাঙবে। এটা তোমার ব্যাপার। তোমার কি করা উচিত বা উচিত নয় সেটা তোমাকে বলা আমি অর্থহীন মনে করি। উপদেশ শোনার বয়স তুমি অনেক আগেই পার হয়েছ।

হাসান সাহেব দম নেবার জন্যে একটু থামতেই সেলিনা বললেন, খাবার টেবিলে এই আলোচনা না করলেও হবে। খেতে এসেছ খাও।

অন্য সময় তো বাকেরকে পাওয়া মুশকিল, নানান কাজে সে ব্যস্ত থাকে। খাবার টেবিলটাই কথা বলার জন্যে ভাল। বাকের!

জ্বি।

তুমিই নিজের পায়ে দাঁড়ানোর একটা চেষ্টা কর।

জ্বি আচ্ছা।

তুই আমার কথাটা বুঝতে পারছিস না। না বুঝেই বলছিস জ্বি আচ্ছা।

বাকের অবাক হয়ে ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। হাসান সাহেব বললেন, তুই অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা কর। যাতে তোর বিরুদ্ধে কোন কমপ্লেইন নিয়ে কেউ আমার কাছে না আসে। তাছাড়া....

www.MurchOna.com

হাসান সাহেব একটু থামলেন। তাকালেন সেলিনার দিকে। সেলিনা চোখ বড় বড় করে বসে আছেন। খাবার টেবিলের এই নাটকের জন্যে তিনি একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। হাসান সাহেব পানির গ্লাসে চুমুক দিয়ে ভাত মাখাতে মাখতে বললেন, গুন্ডা পোষার কাজটি আমি আর করতে রাজি নই।

সবাই নিঃশব্দ হয়ে গেল। সেলিনা ভাবলেন বাকের হয়ত খাবার টেবিল ছেড়ে উঠে যাবে। কিন্তু সে উঠল না। সেলিনা বললেন, বাকের আচারের বোতলটা দাও তো। বাকের আচারের বোতল এগিয়ে দিল।

সন্ধ্যাবেলা বাকের তার জিনিসপত্র নিয়ে মহিউদ্দিন সাহেবের দোকানে গিয়ে উঠল। ঠাণ্ডা গলায় বলল, আপনার এখানে কয়েকটা দিন থাকব। মহিউদ্দিন সাহেব পান-খাওয়া হলুদ দাঁত বের করে প্রচুর হাসতে লাগলেন। ভাবলেন এটা একটা রসিকতা।

হাসছেন কেন?

মহিউদ্দিন সাহেবের হাসি বন্ধ হয়ে গেল।

আমি আপনার দোকানে কিছুদিন থাকলে আপনার অসুবিধা হবে?

জ্বি না অসুবিধা কিসের?

তাহলে একটা বোতলের ব্যবস্থা করেন বন্ধুবান্ধব নিয়ে খাব। বিদেশী জিনিস আনবেন। অনেক দিন খাওয়া হয় না।

মহিউদ্দিন সাহেবের মুখ শুকিয়ে গেল। একি যন্ত্রণায় পড়লেন।

বাকের বন্ধুদের খোঁজে বেরুল। নতুন জীবনযাত্রার শুরুটা তার খারপ লাগছে না। ভালই লাগছে।

বিয়ের কার্ড শেষ পর্যন্ত ছাপা হল। চারশ কার্ড। দাওয়াতের এত মানুষ নেই। যেহেতু কার্ডের সংখ্যা বেশি কাজেই যাদের দাওয়াত পাওয়ার কথা নয় তারাও দাওয়াত পেতে লাগল। বাবু চল্লিশটা কার্ড নিয়ে তার ক্লাসের সব ছাত্রকে একটি করে দিয়ে এল। শওকত সাহেব তার অফিসের চার-পাঁচজনকে বলবেন ভেবেছিলেন শেষ পর্যন্ত দেখা গেল তিনি দাওয়াত করেছেন একুশজনকে। তাতেও শেষ নয় তার মনে হল শুধু একুশজনকে বলাটা ঠিক হলো না। অন্যরা কি দোষ করল। দ্বিতীয় দিনে তিনি আরো একগাদা কার্ড নিয়ে গেলেন। যাবার পথে মুনাকে বললেন, খরচপাতি কিছু হচ্ছে হোক একটাই তো বিয়ে ফ্যামিলিতে।

মুনা গম্ভীর গলায় বলল, একটাই বিয়ে মানে? আমি কি বিয়ে করব না নাকি?

শওকত সাহেব হকচকিয়ে গেলেন। মুনা বলল, কি চুপ করে আছ কেন? তোমার কি ধারণা আমি সন্ন্যাসী হয়ে যাব?

কি যে বলিস তুই।

শওকত সাহেব হাসতে চেষ্টা করলেন। মুনার আজকাল কি হয়েছে উল্টাপাল্টা কথা বলে ফেলে।

মুনা তুই মামুনকে কার্ড পাঠিয়েছিস?

মামুনকে কার্ড পাঠাব কেন?

বিয়েতে যাতে আসে সে জন্যে। সে এলে তোদের বিয়েরও একটা ডেট ফেলে দেব। শরীরের অবস্থা ভাল না। কাজকর্ম সব শেষ করে রাখতে চাই। কি বলিস?

www.MurchOna.com

শরীরের অবস্থা খারাপ মনে করলে তাই করা উচিত। বাবুরও বিয়ে দিয়ে দাও।

কি বললি?

বললাম, বাবুরও বিয়ে দিয়ে ঝামেলা চুকিয়ে দাও। ক্লাস ফোর-ফাইভে পড়ে এমন একটা মেয়ে খুঁজে বের কর। একটা বাল্য বিবাহও হয়ে যাক।

শওকত সাহেব চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলেন। মুনা বলল, কি রাজি আছ?

তোর কি মাথাটা খারাপ হয়েছে নাকি রে মুনা?

একটা প্র্যাকটিক্যাল কথা বললাম, এর মধ্যে মাথা খারাপের কি দেখলে?

মুনা তার মামাকে গভীর সমুদ্রে ফেলে চলে এল বাবুর কাছে। বাবু স্কুলে যায়নি। দু'হাতে মাথা চেপে বসে আছে। তার চোখ লাল। দেখেই মনে হচ্ছে তার অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে।

কি রে বাবু মাথা ধরেছে?

হুঁ।

তোর বিয়ের ঠিকঠাক করে এলাম। বালিকা বধূ চলে আসবে ঘরে। মাথা ধরলে মাথা টিপে দেবে? কি খুশি?

বাবু তাকিয়ে রইল। মুনা হাসতে লাগল। বাবু বলল, একটু মাথা টিপে দেবে আপা? মরে যাচ্ছি।

মাথা টেপার সময় নেই রে, এখন যেতে হবে অফিসে। বকুলের বিয়ের কার্ড ডিসট্রিবিউট করব। সবার বন্ধুবান্ধব আসবে, আমার কেউ আসবে না এটা খারাপ না? তুই ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাক। মাথা ধরা সেরে যাবে।

মুনা নতুন শাড়ি পরল। অনেক সময় নিয়ে চুল বাঁধল। কড়া করে লিপিস্টিক লাগাল ঠোঁটে। বকুলকে বলল, কেমন লাগছেরে আমাকে? পেত্নীর মত লাগছে নাকি?

ভালই লাগছে। পেত্নীর মত লাগবে কেন?

আমার তো মনে হচ্ছে ড্রাকুলার মত লাগছে। ঠোঁট দেখে মনে হচ্ছে এইমাত্র কারোর রক্ত খেয়ে এসেছি ঠোঁটে রক্ত লেগে আছে।

কি যে তুমি বল আপা। যাচ্ছ কোথায়?

অফিসে। সবাইকে তোর বিয়ের কার্ড দেব। এই কারণেই এত সাজগোজ করলাম। এলেবেলে ভাবে গেলে সবাই মনে করবে ছোট বোনের বিয়ে হচ্ছে আমার হচ্ছে না এই দুঃখে আমি....

মুনা কথা শেষ করল না। একগাদা কার্ড নিয়ে রওনা হল। বাকেরের সঙ্গে দেখা হল পথে। মুনা হাসিমুখে বলল, বাকের ভাই আপনাকে নাকি বাড়ি থেকে গেট আউট করে দিয়েছে? বাকের চুপ করে রইল। তার মুখ শুকনো। সে ঘন ঘন থুথু ফেলছে।

কি বাকের ভাই কথা বলছেন না কেন? যা শুনছি তা কি মিথ্যা?

মিথ্যা না সত্যি।

হাতখরচ পাচ্ছেন, না তাও বন্ধ?

হাতখরচের দরকার কি?

দিন চলছে কি ভাবে? ধারের উপর?

বাকের তার জবাব না দিয়ে বলল, তোমার কি শরীর খারাপ নাকি?

মুনা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, এত সেজেগুজে বের হয়েছি তারপরও বলছেন শরীর খারাপ।

দেখে সে রকমই মনে হচ্ছে।

অফিসেও সবাই এই কথা বলল। পাল বাবু চোখ কপালে তুলে বললেন, হয়েছে কি আপনার?

কি আবার হবে কিছু হয়নি।

গালটাল ভেঙে একাকার। অসুখটা কি?

কোন অসুখ নেই।

মুনা ভেবেছিল কার্ডগুলি দিয়েই চলে আসবে। কিন্তু সে অফিস ছুটি না হওয়া পর্যন্ত থাকল। সবার টেবিলে খানিকক্ষণ করে বসে হাত নেড়ে নেড়ে গল্প করল। সে ভেবেছিল অনেকেই তাকে জিজ্ঞেস করবে নিজের বিয়ের কার্ড নেই ছোট বোনের বিয়ের কার্ড।" কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার কেউ সে প্রসঙ্গ তুলল না। এখনো পনের দিনের মত ছুটি আছে তার হাতে তবু সে ঠিক করে ফেলল আগামী কালই সে জয়েন করে ফেলবে। শুধু শুধু বাড়িতে বসে থাকার কোন মানে হয় না।

তার জন্যে একটা বিস্ময়ও অপেক্ষা করছিল। অফিস ছুটির পর দেখা গেল কর্মচারীদের জন্যে ঝকঝকে নতুন বাস। পাল বাবু বললেন, ইউনিয়ন ঘাড় ধরে বাস কিনিয়েছে। এখন থেকে পায়ের উপর পা তুলে অফিসে যাবেন অফিস থেকে আসবেন। হা হা হা। মুনাও উঁচু গলায় হাসতে লাগল। তার বড় ভাল লাগছে। অফিস-টফিস বাদ দিয়ে বাড়িতে বসে থাকাটা খুব বোকামি হয়েছে।

শুধু বাস নয় বুঝলেন মিস মুনা, আরো আছে।

আর কি?

আন্দাজ করেন দেখি।

মুনা আন্দাজ করেত চেষ্টা করল, কিন্তু কিছু বলার আগেই পাল বাবু নিচু গলায় বললেন, কর্মচারীদের জন্যে ফ্ল্যাট হচ্ছে।

বলেন কি?

বোর্ড মিটিং-এ পাস হয়েছে। ছ'মাসের মধ্যে তিনটা চারতলা ফ্ল্যাট। দুটা বেডরুম ড্রইং কাম ডাইনিং রুম। বারান্দা।

বাহ্ চমৎকার তো।

এর নাম ইউনিয়নের চাপ। রাম চাপ।

চাপ তো আগেও ছিল তখন তো কাজ হয়নি।

তখন হবে না বলে এখনো হবে না? দিনকাল পাল্টে যাচ্ছে না? আগের দিন কি আছে নাকি?

২৬

মামুন লক্ষ্য করেছে যাদের নাম 'ক' দিয়ে শুরু হয় তারা বেশ প্যাঁচান স্বভাবের মানুষ হয়ে থাকে। সে 'ক' নামের ক'জনকে চেনে সবার পেটে ক্ষুর প্যাঁচ। কৃষি ব্যাংকের ম্যানেজারের কথাই ধরা যাক। তার নাম কাশেম আলী—হাড় বজ্জাত। লোনের ব্যাপারটা নিয়ে ক্রমাগত ঘুরাচ্ছে। কলেটরেল হিসেবে জমিজমার দলিলের নকল চেয়েছিল সেগুলি দেয়া হয়েছে যথাসময়ে। এখন সে বলছে, দলিলের নকলগুলি আবার দিন। আগরগুলি মিস প্লেসড হয়েছে। মনে হচ্ছে কাশেম আলী সাহেব পান খাওয়ার জন্যে কিছু চান মুখ

www.MurchOna.com

ফুটে বলতে পারছেন না। নিজ থেকে না চাইলে পান খাওয়ার টাকা দেয়াও তো মুশকিল। মামুন নিশ্চয়ই বলতে পারবে না "ভাই আপনাকে আমি ঘুষ দিতে চাই। কত টাকা দেব বলুন? আপনার রেট কত?" আর এটা বলতে পারবে না বলেই প্রতি সপ্তাহে তাকে দু'তিনবার এসে ঘন্টা খানিক বসে থাকতে হবে। আজও তাই হবে। কাশেম আলী সাহেব ভীষণ ব্যস্ততার ভান করে বললেন, আপনি কাইন্ডলি আগামী সপ্তাহে আসুন। আমাদের এ জি এম সাহেব আসছেন। নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই এখন।

মামুনের ভাগ্য ভাল। আজ সে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের কথা শুনল। কাশেম আলী সাহেব সরু গলায় বললেন, আপনার কাগজপত্র গুছানো হয়ে গেছে। ফাইল জাহানারার কাছে। সে আপনাকে বলবে এখন কি করতে হবে। মামুন অবাক হয়ে বলল, জাহানারা কে?

আমাদের নতুন সেকেণ্ড অফিসার। পরশু জয়েন করেছেন। আপনি অপেক্ষা করুন। তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবেন।

মহিলা অফিসারদেরও এত দূর পাঠান হচ্ছে?

হবে না কেন? দিনকাল পাল্টে গেছে। মেয়েদেরও এখন সমানে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে ইনটেরিয়রে। মেয়েরাও তেমন আপত্তি করছে না। ইয়াং ইয়াং সব মেয়েরা কাজ নিয়ে কোথায় চলে যাচ্ছে।

ভালই তো।

হুঁ ভালই। মেয়েরা হচ্ছে আপনার অফিসের শোভা। সেজেগুজে বসে থাকে, দেখতে ভাল লাগে, হা হা হা।

মামুন লক্ষ্য করল, কাশেম আীল সাহেবকে বেশ খুশি খুশি লাগছে। স্যুট-টুট পরেছেন। গ্রামের কৃষি ব্যাংকের ম্যানেজাররা এমন স্যুট টাই পরে না।

জাহানারার বয়স তেইশ-চব্বিশ। রোগা পাতলা মেয়ে। চশমার ফ্রেমটি মুখের তুলনায় একটু বড় বলেই বোধ হয় তাকে অনেক বেশি রোগা লাগছে। গলার স্বর খুব নরম। শুনতে ভাল লাগে। টেবিল ভর্তি কাগজপত্র নিয়ে সে এমন ভাবে বসে আছে যেন মনে হচ্ছে গভীর সমুদ্রে পড়েছে। মেয়েটি নাকে একটা ফুটো, সেখানে সুতো বাঁধা। একটা মেয়ে এই দূরে চাকরি করতে এসেছে, তার নাকে সুতো বাঁধা এটা একেবারেই মানাচ্ছে না।

কাশেম আলী সাহেব পরিচয় করিয়ে দিলেন। মামুনের ফাইল বের করে কি সব করতে বললেন। মামুন তার কিছুই বুঝতে পারল না। এবং তার মনে হল মেয়েটিও বুঝতে পারছে না। পরীক্ষার কঠিন প্রশ্নের দিকে মেয়েরা যে ভাবে তাকায় সেই ভাবে তাকাচ্ছে। মামুন হাসিমুখে বলল, এ রকম পাড়া গায়ে এলেন কেন?

কি করব বলুন? অন্য কোথাও ভেকেন্সি ছিল না। তবে বেশিদিন থাকতে হবে না। এ জি এম বলেছেন মাস দু'য়েকের ভেতর ঢাকায় ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করবেন।

ঐসব মুখের কথা একেবারেই বিশ্বাস করবেন না। একবার যখন এনে ফেলে দিয়েছে আর নড়াবে না।

মেয়েটি চোখমুখ অন্ধকার করে বসে রইল। বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে লাগল। মামুনের বড় মায়া লাগল। মেয়েটিকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে, সে বাবা-মা, ভাই-বোন ফেলে এসেছে। আসতে হয়েছে অর্থনৈতিক কারণে। সংসার চলছে হয়ত বাবার পেনশন এবং মেয়ের চাকরির টাকায়।

এখানে থাকেন কোথায়?

www.MurchOna.com

ম্যানেজার সাহেবের বাসায়। উনি ফ্যামিলি নিয়ে থাকেন। একটা কামরা আমাকে ছেড়ে দিয়েছেন।

অসুবিধা হচ্ছে না তো?

জ্বি না।

অসুবিধা হলে বলবেন। আমি এখানকারই ছেলে।

মেয়েটি অল্প হেসে কাগজপত্রের উপর ঝুঁকে পড়ল। যেন সে কথাবার্তা আর চালিয়ে যেতে আগ্রহী নয়। মামুনের হঠাৎ করে মনে হল এই মেয়েটির সঙ্গে মুনার কোথায় যেন একটা মিল আছে। সেই মিলটি কোথায় তা সে ধরতে পারছে না। অমিলগুলি ধরা পড়ছে সহজেই। মুনার মধ্যে এক ধরনের কাঠিন্য আছে এই মেয়েটির মধ্যে সে জিনিসটা একেবারেই নেই। চেহারাও দু'জনের দু'রকম। মুনার মুখ লম্বাটে, এ মেয়েটির মুখটি গোলাকার। তাহলে মিলের ব্যাপারটা মনে আসছে কেন? মুনার সঙ্গে যে পরিস্থিতিতে আলাপ হয়েছিল এই মেয়েটির সঙ্গে ঠিক সেই ভাবেই আলাপ হচ্ছে। এটিই কি কারণ? একটা কাজের ব্যাপারে সে মুনাদের অফিসে গিয়েছিল। কাজটি তেমন জটিল কিছু ছিল না কিন্তু মুনা সেই সামান্য কাজ নিয়েই হাবুডুবু খাচ্ছিল। আজ যেমন এই মেয়েটি খাচ্ছে। কিছু কিছু ঘটনা কি আমাদের জীবনে ঘুরে ঘুরে আসে?

জাহানারা বলল, আপনি খানিকক্ষণ বসুন। মামুন হাসিমুখে বলল, বসেই তো আছি। প্রায়ই আসি এবং বসে থাকি।

মামুন ভেবেছিল মেয়েটি কথার পিঠে কোন কথা বলবে। ইন্টেলিজেন্ট কিছু বলতে চেষ্টা করবে কিন্তু তা ঠিক ইন্টেলিজেন্ট হবে না। কিন্তু জাহানারা কিছুই বলল না। গভীর মনোযোগে ফাইল উল্টাতে লাগল। একটি মেয়ের সামনে চুপচাপ বসে থাকা কঠিন ব্যাপার। কিন্তু একা একা বকবক করাও মুশকিল।

আমাদের জায়গাটা কেমন লাগছে?

ভালই।

আগে কখনো গ্রামে কাটিয়েছেন?

না।

শহরেই মানুষ?

ঠিক শহর না মফস্বল শহর।

কোন মফস্বল শহর?

জাহানারা তার জবাব না দিয়ে শান্ত গলায় বলল, আপনাকে আর আমাদের এখানে আসতে হবে না। কাগজপত্র সব ঢাকায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। লোন স্যাংশান হলেই আপনাকে খবর দেয়া হবে।

স্যাংশন হবে তো?

নিশ্চয়ই হবে। হবে না কেন।

ঘরে বসে থাকলেই হবে, না ধরাধরির ব্যাপার আছে?

আপনাতেই হবে।

এ দেশে আপনাতেই কিছু হয় না।

জাহানারা এ কথারও কোন জবাব দিল না। অন্য কি সব কাগজপত্র দেখতে লাগল। মামুনের এখন উঠে পড়া উচিত। কিন্তু উঠতে ইচ্ছা করছে না কেমন এক ধরনের আলস্য লাগছে।

www.MurchOna.com

উঠি আজ? আবার দেখা হবে।

মেয়েটি সামান্য হাসল। মুন্নার হাসির সঙ্গে এই মেয়েটির হাসির কি কোন মিল আছে। আছে হয়ত। প্রতিটি মানুষ হাসে নিজের মত করে। একজনের হাসির সঙ্গে অন্যজনের হাসির কোন মিল নেই। অবশ্যি সবাই কাঁদে একইভাবে। নাকি একেকজন মানুষের কান্নাও একেক রকম।

ডাকে একটি রেজিস্ট্রি চিঠি এসেছে। মামুন মনে করতে পারল না রেজিস্ট্রি চিঠিতে সে কখনো কোন জরুরী কিছু পেয়েছে কি না। না পায়নি। বরং আজেবাজে জিনিস পত্রই লোকে তাকে রেজিস্ট্রি করে পাঠিয়েছে। একবার সে একটি চিঠি পেল যেখানে বিতং করে কোন লোক মদিনা শরিফে কি একটা স্বপ্ন দেখছে সেই স্বপ্নের কথা সাতজনকে লিখে জানাতে হবে। যদি না জানান হয় তাহলে বিরাট ক্ষতি হবে। জানালে লটারীতে টাকা। কত অদ্ভুত ধরনের মানুষই না আছে পৃথিবীতে।

মামুন চিঠিটা খুলল না। সন্ধ্যার পর ধীরে-সুস্থে খোলা যাবে। সন্ধ্যার পর তার কিছু করার থাকে না তখন চিঠিপত্র পড়াটা ভালই লাগবে। এমনও তো হতে পারে এটা মুনার চিঠি আবেগ-টাবেগ দিয়ে একগাদা কথা লিখেছে। যার মূল বক্তব্য হচ্ছে—যা হবার হয়েছে এখন তুমি এস। এই জাতীয় চিঠি পেলে তার তৎক্ষণাৎ ছুটে যাওয়ার কোন কারণ নেই। বরং উল্টোটা করতে হবে। চিঠির জবাব না দিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকতে হবে। তারপর আসবে দ্বিতীয় চিঠি। দ্বিতীয় চিঠির পর তৃতীয় চিঠি। তৃতীয় চিঠির জবাবও যখন আসবে না তখন হয়ত সে নিজেই চলে আসবে। চমৎকার হবে সেটা।

মামুন সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারল না। বিকেলে চিঠি খুলে ফেলল। বকুলের বিয়ের কার্ড। সঙ্গে চিঠিপত্র কিছুই নেই। একটা লাইন পর্যন্ত না। এর মানে কি? খামের ঠিকানাটাও কি মুনার লেখা নয়?

ম্যানেজারের বাসায় থাকাটা জাহানারার সহ্য হচ্ছে না। ভদ্রলোক রোজ তার স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করছেন। বেগুন দিয়ে ডিমের তরকারি রান্না করার বদলে ম্যানেজার সাহেবের স্ত্রী আলু দিয়ে তরকারিটা রেঁধেছেন। এতেই ভূমিকম্প হয়ে যাচ্ছে।

পেয়েছ কি তুমি? যা ইচ্ছা তাই করবে? এমন তো না ঘরে বেগুন ছিল না। ছিল। আমি নিজে কিনে দিয়েছি। ঘরে থেকে জিনিস পচবে আর তুমি লোক পাঠিয়ে আলু কিনে আনবে। না এই তরকারি আমি খাব না। ফেলে দিয়ে আস। এক্ষুণি ফেলে দিয়ে আসে।

অসহ্য। ভদ্রলোক কখনো বোধ হয় ভাবেন না যে এ বাড়িতে বাইরের একজন আছে। তার সামনে অন্তত কিছুটা সংযত আচরণ করা উচিত। স্ত্রীকে পশুর মত কেউ কি দেখে এই সময়ে? আর মেয়েটি এমন বোকা একটি কথাও বলবে না। নিঃশব্দে গাল হজম করবে। মাঝে মাঝে জাহানারারই বলতে ইচ্ছা করে, এসব কি শুরু করেছেন?

কিন্তু তা বলা সম্ভব নয়। অনেক কিছুই আমরা বলতে চাই বলতে পারি না। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করতে হয়। অবশ্যি জাহানারা একটা ঘর নেবার চেষ্টা করছে। যদিও সে জানে একা একা একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। ঢাকা থেকে মা এবং ভাইবোনদের নিয়ে আসার প্রশ্নই উঠে না। বোন দুটির স্কুল আছে। ছোট ভাই অনার্স পরীক্ষা দিচ্ছে। বাবার শরীরও ভাল না। তবু জাহানারা যাকে পাচ্ছে তাকেই বলছে, আমার জন্যে একটা বাসা-টাসা দেখবেন। কেউ তার কথার তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না। গুরুত্ব দেবার কথাও নয়। এ রকম পাড়াগাঁ জায়গায় লোকজন ভাড়া দেবার জন্যে গণ্ডায় গণ্ডায়

www.MurchOna.com

বাড়ি রাখে না। ম্যানেজার সাহেব একদিন বেশ গম্ভীর হয়ে বললেন, শুনছি চারদিকে আপনি বাড়ি খুঁজছেন? জাহানারা কিছু বলল না।

আমার এখানে আপনার কি কোন অসুবিধা হচ্ছে?

জ্বি না স্যার।

অল্প কিছুদিন থাকবেন বাড়ি-টারি খোঁজার ঝামেলা করবেন না। একা একা থাকবেন কিভাবে?

জাহানারা চুপ করে রইল। ম্যানেজার সাহেব শুকনো গলায় বললেন, তাছাড়া এই যে আপনি বাড়ি খোঁজাখুঁজি করছেন তার একটা বাজে দিক আছে।

বাজে দিক মানে?

লোকজন নানান কথা বলবে।

জাহানারা অবাক হয়ে বলল, স্যার আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

আপনি এতদিন ছিলেন আমাদের সঙ্গে। এখন চলে যেতে চাচ্ছেন। অথচ একা মেয়ে মানুষ লোকজন আমাকে নিয়ে নানান কথা ভাববে।

জাহানারা হকচকিয়ে গেল। তার দারুণ মন খারাপ হল। এটা এমন জায়গা যে মন খারাপ হলেও কিছু করার নেই। কোথাও যাবার নেই। ঢাকায় থাকলে কত কি করা যেত। একটা গল্পের বই নিয়ে বারান্দায় বসে থাকা যেত। বই মুখের উপর ধরে কাঁদা যেত। কেউ দেখে ফেললে অসুবিধা নেই। ভাববে বই পড়ে কাঁদছে।

কিন্তু এখানে কিছুই করার নেই। তবু সে মন খারাপ হলে একা একা হাঁটে। লোকজন প্রথম দিকে কৌতূহলী হয়ে তাকাত, এখন তাকায় না। কাঁচা রাস্তা ধরে হেঁটে হেঁটে সে কুসুমখালি নদী পর্যন্ত যায়। মরা নদী। তবে বর্ষার সময় নদী নাকি খুব ফুলে-ফেঁপে ওঠে। ম্যানেজার সাহেবের কাছে শুনেছে সেটা নাকি একটা দেখার মত ব্যাপার। জাহানারা নিশ্চিত জানে সে বর্ষা পর্যন্ত থাকবে না কিন্তু কোন-এক বিচিত্র কারণে মাঝে মাঝে তার মনে হয় বর্ষা পর্যন্ত থেকে গেলে ভালই হবে।

নদীর যে দিকটায় জাহানারা যায় সেখানে শ্মশান ঘাট। ভাঙা হাঁড়ি-কুড়ি আছে। শ্মশান যাত্রীদের বিশ্রামের জন্যে একটা শ্যাওলা ধরা পাকা ঘর আছে। তার দেয়ালে কাঠ কয়লা দিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথাবার্তা লেখা। একদিন অফিসের পিওনকে সঙ্গে নিয়ে সে লেখা পড়তে এসেছিল। রোজ রোজ তো তাকে সঙ্গে নিয়ে আসা যায় না।

শ্মশান ঘাটেই একদিন তার মামুনের সঙ্গে দেখা। মামুন চোখ কপালে তুলে বলল, এখানে কি করছেন?

জাহানারা বিব্রত ভঙ্গিতে বলল, কিছু করছি না। বেড়াচ্ছি।

বেড়াচ্ছেন মানে? এটা কি বেড়াবার জায়গা?

কেন ভূত আছে নাকি?

ভূত আছে কি না জানি না তবে এখানে সেভেন্টিওয়ানের যুদ্ধের সময় বহু মানুষকে গুলি করে মেরেছে। আমরা কেউ এদিকটায় আসি না।

এই তো আপনি এসেছেন।

আমি আপনার জন্যেই এসেছি। দূর থেকে দেখলাম শাড়ি পরা একটা মেয়ে ঘুরছে। তাও শহরের মেয়ে। আপনার ব্যাপারটা কি বলুন তো?

ব্যাপার কিছু না। বেড়াচ্ছিলাম। বেড়াবার তো জায়গার নেই।

www.MurchOna.com

বেড়াবার জায়গা থাকবে না কেন? বিরাট একটা দেয়াল আছে। সারদেয়াল নাম। কারা তৈরি করেছে কেউ জানে না। বিশাল ব্যাপার। দেখলে অবাক হয়ে যাবেন।

জাহানারা কিছু বলল না। লোকটির তাকে বেড়াতে নিয়ে যাবার এই বাড়াবাড়ি আগ্রহ ভাল লাগছে না।

কি যাবেন সারদেয়াল দেখতে?

জ্বি না।

এখান থেকে মাইল দু'এক দূরে বড় গঞ্জ আছে। একটা সিনেমা হলও হয়েছে। গিয়েছেন সেখানে?

জ্বি না।

যাবেন। যেতে চাইলে আমি নিয়ে যেতে পারি।

থ্যাংকস। আমি কোথাও যাব না।

জাহানারা হাঁটতে শুরু করল। মামুন আসছে তার পাশাপাশি। এরকম সরু রাস্তায় পাশাপাশি হাঁটার দরকার কি। একবার গায়ে গা লেগে গেল জাহানারা বিরক্ত গলায় বলল, আপনি আগে আগে যান। আমি আসছি আপনার পেছনে।

পাশাপাশি না হাঁটলে গল্প করা যাবে না তো। গল্প করার সময় মাঝে মাঝে মুখের দিকে তাকাতে হয়। অন্যের মুখের ভাবের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়।

আপনিও কি লক্ষ্য রাখছেন?

হ্যাঁ রাখছি এবং বুঝতে পারছি আপনি আমার উপর অসম্ভব বিরক্ত হচ্ছেন।

তা হচ্ছি।

বিরক্ত হবার কিন্তু কোন কারণ নেই। আপনি যদি মনে করে থাকেন—আপনার সঙ্গে খাতির জমানোর জন্যে বেড়াতে-টেড়াতে নিতে চাচ্ছি তাহলে ভুল করবেন। ঐ জাতীয় কোন উদ্দেশ্য আমার নেই। আপনাকে কেমন লোনলি লাগছিল তাই বলছিলাম। আচ্ছা, যাই তাহলে।

মামুন লম্বা লম্বা পা ফেলে ডানদিকে রওয়ানা হল। জাহানারার অস্বস্তির সীমা রইল না।

২৭

আগামীকাল বকুলের গায়ে হলুদ। গায়ে হলুদ জাতীয় অনুষ্ঠানের আগের দিনটি যেমন জমজমাট হওয়া উচিত তেমন লাগছে না। বকুলের মনে হল সবাই কেমন যেন গা ছেড়ে দিয়েছে। মুনা আপা যথারীতি অফিসে চলে গিয়েছে। আজ অফিসে না গেলে কি হত? বাবুও রান্নাঘরে ভাত নিয়ে বসেছে। সেও বোধ হয় স্কুলে যাবে। কি আশ্চর্য এত বড় উৎসবের ঠিক আগের দিনটিতে সবাই সবার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। যেন গায়ে হলুদ খুব সাধারণ ব্যাপার। এ বাড়িতে রোজই এ রকম একটা উৎসব হচ্ছে। বকুল বেশ মন খারাপ করে রান্নাঘরে গেল। ইতস্তত করে বলল— স্কুলে যাচ্ছিস, বাবু?

হুঁ।

তোরা সবাই যদি যে যার ধান্ধায় বেরিয়ে যাস তাহলে ঘরের কাজগুলি কে করবে?

ঘরের কি কাজ?

www.MurchOna.com

বকুলের কান্না পেয়ে গেল। কাল তার গায়ে হলুদ আর আজ বাবু বলছে ঘরের কি কাজ? কত কিছু করে লোকজন। ঘর সাজায়। কলাগাছ পুতে। কি কি রান্না হবে তার লিস্ট করে। তার বেলায় কিছুই হচ্ছে না। প্রথম দিকে বাবা খানিক উৎসাহ দেখিয়েছেন। এখন তার উৎসাহ নেই। আজ অফিসে যাবার সময় মুখটা এমন গম্ভীর করে রাখলেন। বকুলের সঙ্গে দেখা হল কিন্তু একটি কথাও বললেন না। এর মানে কি এই যে বকুলের বিয়েটা কেউ পছন্দ করছে না?

বাবু হাত ধুতে ধুতে বলল, কি কাজ বললে না? বকুল মুখ কালো করে বলল, কোন কাজ নেই। কাজ আবার কি?

কিছু আনতে হলে বল।

আনতে হবে না কিছু।

বকুল তার ঘরে চলে গেল। সে আজ সারাদিন শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়বে। তিনটা গল্পের বই হাতে আছে। একটা বইয়ের নাম—'এক বৃন্তে দু'টি ফুল'। খুব নাকি ভাল বই। টিনা ভাবীর মতে—অসাধারণ বই। টিনা ভাবীর কথার তেমন গুরুত্ব অবশ্যি নেই। সে অতি অখাদ্য বইকেও মাঝে মাঝে বলে অসাধারণ।

দশ পাতা পড়বার পর বকুলের মনে হল সে কি পড়ছে তা নিজেই বুঝতে পারছে না। এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। মন বসছে না।

বাড়িতে কোন লোকজন নেই। যে কাজের মেয়েটি ছিল সে পরশু দিন মুনা আপার দুটি শাড়ি চুরি করে পালিয়েছে। কেমন নির্জন চারদিক। বকুলের গা ছমছম করতে লাগল। তার শ্বশুর বাড়ি নিশ্চয়ই এমন নির্জন হবে না। চারপাশে লোকজন থাকবে। সেটা হবে একটা হৈচৈয়ের বাড়ি। আনন্দের বাড়ি। অদেখা সুখ ও আনন্দের কথা ভাবতে ভাবতে বকুলের চোখ ভিজে উঠতে লাগল। দরজার কড়া নড়ছে। বকুলের উঠে গিয়ে দরজা খুলতে ইচ্ছে হচ্ছে না। কোন ভিখিরি নিশ্চয়ই। আজকাল ভিখিরিরা খুব গম্ভীর ভঙ্গিতে দরজায় কড়া নাড়ে, কলিং বেল টিপে ভিক্ষা চায়।

কড়া নেড়েই যাচ্ছে। এ ভিখিরি নয়। বকুল চোখ মুছে দরজা খুলল। টিনা ভাবী বিরাট একটা প্যাকেট হাতে দাঁড়িয়ে আছেন।

ঘুমুচ্ছিলি নাকি? এক ঘন্টা ধরে দরজা ধাক্কাচ্ছি। চোখ লাল কেন?

বকুল জবাব দিল না। টিনা বিরক্ত হয়ে বলল, বাড়িঘরের এই অবস্থা কেন? এটাকে তো বিয়ে বাড়ি বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন তোদের কোন আত্মীয়-স্বজন মারা গেছে। যা ময়দার লেই তৈরি কর।

কেন?

কেন কি? ঘর সাজাব। জানি তোরা কেউ কিছু করবি না। কাগজ নিয়ে এসেছি। কাঁচি আছে ঘরে?

জ্বি আছে।

বের কর। বাবু কোথায়?

স্কুলে।

আজকের দিনটায় স্কুলে না হত না। কি সব অদ্ভুত ভাইবোন তোর।

নিজের বিয়ের জন্যে রঙিন কাগজের মালা বানানো খুবই অস্বস্তির ব্যাপার। কিন্তু উপায় নেই। টিনা ভাবী ছাড়বে না।

মুখ এমন অন্ধকার করে রেখেছিস কেন রে বকুল?

কিছু ভাল লাগছে না ভাবী।

বিয়ের ঠিক আগে এ রকম হয়। হঠাৎ করে মনের মধ্যে একটা ভয় ঢুকে যায়। ভয়টা কেটে যায় বিয়ের রাতেই।

এই বলেই টিনা মিটিমিটি হাসতে লাগল।

বকুল!

কি?

তোকে কিছু কায়দা-কানুন শিখিয়ে দেব, বুঝলি?

কি কায়দা-কানুন?

বলব বলব। এত ব্যস্ত কিসের?

থাক ভাবী, কিছু বলতে হবে না। কায়দা কানুন শিখতে চাই না।

বকুল উঠে দাঁড়াল। টিনা বলল, যাচ্ছিস কোথায়?

চা নিয়ে আসি। তুমি তো আবার মিনিটে মিনিটে চা খাও।

চায়ে চুমুক দিয়ে টিনা প্রথম যে কথাটি বল সেটা হচ্ছে—'বিয়ের রাতে তোর বর যখন প্রথম তোর গায়ে হাত দেবে তখন ইলেকট্রিক শক খাবার মত লাফিয়ে উঠবি না। বুঝলি?'

বকুল অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। এই জাতীয় কথাবার্তা শুনতে তার অস্বস্তি লাগে আবার সেই সঙ্গে ভালও লাগে। সে এ রকম কেন? সে কি খারাপ মেয়ে? বকুলের বুক হু-হু করতে লাগল।

মুনা ভেবে রেখেছিল সে আজ লাঞ্চ টাইম পর্যন্ত কাজ করবে তারপর ঘরে ফিরে আসবে। সেটা সম্ভব হল না। সিদ্দিক সাহেব তাকে ডেকে একগাদা কাজ দিয়ে দিলেন এবং শান্ত গলায় বললেন, যে ভাবেই হোক আজ পাঁচটায় শেষ করে দেবেন। পারবেন না?

জ্বি পারব।

গুড। ভেরি গুড। আপনি ছাড়া অন্য কেউ হলে বলত— একদিনে সম্ভব না।

মুনা কিছু বলল না। সিদ্দিক সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, মেয়েদের মধ্যে এই একটা ব্যাপার আছে এরা সহজে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে। তবে শেষ পর্যন্ত কন্টিনিউ করতে পারে না।

আমি স্যার পাঁচটার মধ্যেই শেষ করে দেব।

গুড। পাঁচটার সময় আমি অফিস থেকে বেরুব তখন ফাইলগুলি নিয়ে যাব।

যেদিন খুব মন দিয়ে কাজ করার দরকার থাকে সেদিনই যত ঝামেলা দেখা দেয়; যেমন আজ একাউন্টের নতুন মেয়েটি এসে গলা নিচু করে তার এক গাদা সমস্যার কথা বলতে লাগল সেই সমস্যাও ভয়াবহ সমস্যা। তার স্বামীর ছোট ভাই তাকে একটি প্রেমপত্র লিখে বসে আছে। এই ব্যাপারটি সে তার স্বামীকে জানাবে,না জানাবে না এই হচ্ছে সমস্যা। মেয়েটির সঙ্গে মুনার তেমন কোন আলাপ নেই। আজ হঠাৎ করে এ রকম একটি জটিল সমস্যার কথা তাকে বলতে এল কেন? মুনা একবার ভাবল বলবে—পরে তোমার কথা শুনব ভাই। আজ একটু ব্যস্ত আছি। কিন্তু এটা বলা সম্ভব নয়।

www.MurchOna.com

মেয়েটি যাবার পরপর এলেন পাল বাবু। তিনি কোন এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর খোঁজ পেয়েছেন। যিনি মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ সবাই বলতে পারেন। পাল বাবুর ইচ্ছা মুনাকে নিয়ে একবার তার কাছে যাওয়া। বহু কষ্টে মুনা পাল বাবুকে বিদেয় করল তখন এসে উপস্থিত হলেন শওকত সাহেব। মুনা বিরক্ত হয়ে বলল, ব্যাপার কি মামা?

তোর সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে।

জরুরী কথা বাসায় গিয়ে শুনব। এখন কাজ আছে তুমি যাও।

না এখনই বলতে হবে।

বল তাহলে। এক মিনিটের মধ্যে বলে শেষ করতে হবে।

এখানে বলা যাবে না। বাইরে আয়।

বাইরে কোথায় যাব?

চল তোদের ক্যান্টিনে যাই। জায়গাটা নিরিবিলি।

ক্যান্টিনে যেতে পারব না। যা বলার এখানেই বল। আমি টেবিল ছেড়ে উঠব না।

শওকত সাহেব বেশ কিছু সময় চুপ করে রইলেন। মুনা তাকিয়ে রইল। বড় ঝামেলায় পড়া গেল।

মামা বল।

বলছি।

বলছি বলেও তিনি মুখ বন্ধ করে বসে রইলেন। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল।

মুনা।

বল শুনছি।

বকুলের বিয়েটা বন্ধ করে দেয়া দরকার। ওদের খবর পাঠিয়ে দে— বিয়ে হবে না।

কেন?

কাল রাতে একটা স্বপ্ন দেখলাম। খারাপ স্বপ্ন। ভোর রাতে স্বপ্নটা দেখলাম।

তুমি স্বপ্ন দেখছ এই জন্যে বিয়ে হবে না?

স্বপ্নটা শুনলে তুই বুঝবি?

কিছু শুনতে হবে না। তুমি বাড়িতে গিয়ে ঘুমাও।

আমার কথাটা পুরোপুরি শোন—স্বপ্ন দেখলাম তোর মামী এসে আমাকে বলছে, জহির ছেলেটা ভাল না। ও আমার মেয়েকে গলা টিপে মেরে ফেলবে। তারপর দেখলাম বকুল শুয়ে আছে আর জহির একটা বটি হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকছে এই সময় ঘুমটা ভেঙে গেল।

মুনা বলল, চা খাবে মামা? শওকত সাহেব কিছু বললেন না।

চা এনে দিচ্ছি। খাও। তারপর বাড়িতে চলে যাও।

আর কিছু বলবি না?

না। খবরের কাগজে আজকাল প্রায়ই খবর উঠছে "যৌতুকের জন্যে স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন" এইসব খবর পড়ে পড়ে স্বপ্ন দেখেছ।

শওকত সাহেব রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন। মুনা শান্ত স্বরে বলল, বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখ, যে রাতে তুমি স্বপ্ন দেখেছ তার আগের দিনের পেপারে এ রকম কোন খবর আছে।

কথা সত্যি। এ জাতীয় একটি খবর সত্যি সত্যি আছে। শওকত সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

www.MurchOna.com

চলে যাচ্ছ মামা?

হুঁ।

চা খাবে না?

না।

বিকেল পাঁচটায় সিদ্দিক সাহেব এসে দাঁড়ালেন টেবিলের সামনে। নিচু গলায় বললেন, কাজটা শেষ করতে পারেননি। তাই না? মুনা বিব্রত স্বরে বলল—জ্বি না স্যার।

২৮

বকুলের বিয়ে হয়ে গেল।

শওকত সাহেব বিয়ের অনুষ্ঠানে খুব মনমরা হয়ে রইলেন। বকুলকে নিয়ে যাবার সময়ও তেমন কোন উচ্ছ্বাস দেখালেন না। মেয়েকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন না। কেমন যেন শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। বকুল খুব কাঁদল। সে সারাদিনই কাঁদছিল। কনে বিদেয়ের সময় হতেই তার হেঁচকি উঠতে লাগল। মুনা তাকে একপাশে নিয়ে গিয়ে বলল, এ রকম করছিস কেন? মরা কান্না কাঁদছিস। বিশ্রী লাগছে শুনতে। কান্না থামা।

বকুল ধরা গলায় বলল, বাবার কি হয়েছে? বাবা এ রকম করছে কেন?

কি রকম করছে?

দেখ না কেমন করে তাকাচ্ছে।

কোন রকম করে তাকাচ্ছে না। মামা ভালই আছে। তুই কোন রকম হৈচৈ না করে তোর বরের বাড়ি যা।

বকুলের কান্না থামল না। জহিরকে দেখা গেল ফিসফিস করে কয়েকজনকে কি সব বলছে। নিশ্চয়ই কোন হাসির কথা। কারণ সেই ফিসফিসানি শুনে সবাই হাসছে। মুনার মন খারাপ হয়ে গেল। যার স্ত্রী এমন ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে সে হাসির কথা বলবে কেন? কেন সে এই কিশোরী মেয়েটির দুঃখ বুঝবে না?

মুনা জহিরকে ডেকে ভেতরে নিয়ে গেল। আলাদা করে কিছু বলার উপায় নেই। বাড়িতে মানুষ গিজগিজ করছে। বর ভেতরে এসেছে কাজেই অল্পবয়সী মেয়েগুলি চেষ্টা করছে বরের গা ঘেঁষে দাঁড়াতে। মুনা অনেক কষ্টে ওদের সরাল। জহির বলল, আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে ভাবী, তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিন। মুনা তার ভাবী নয় কিন্তু সে ভাবী ডাকছে। বিচার-বুদ্ধি কমে এসেছে। সেও নিশ্চয়ই একটা ঘোরের মধ্যে আছে।

ভাবী ডাকছ কেন জহির? আমি তোমার আপা।

সরি আপা। আপনি কি আমাকে কিছু বলবেন?

হ্যাঁ বলব। বকুল খুব বাচ্চা মেয়ে এইটি খেয়াল রাখবে। বিয়ে হয়ে গেছে বলেই কিন্তু সে বড় হয়ে যায়নি। বকুলের স্বভাব-চরিত্র অনেকদিন পর্যন্ত কিশোরীদের মত থাকবে।

এইসব আপনি আমাকে কেন বলছেন?

যাতে তুমি বুঝতে পার সেই জন্যেই বলছি।

বুঝতে পারব না কেন? আমার যথেষ্ট বুদ্ধিবিবেচনা আছে বলেই আমার ধারণা।

জহিরের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। গলার স্বর হল কঠিন। মুনা ভেবে পেল না তার কথায় এই ছেলেটি রাগ করেছে কেন। এই ছেলেটিকে সে এখন রাগাতে চায় না।

আপা আমাদের তো এখন যেতে হয়। ন'টা বেজে গেছে।

চল দেখি যাওয়ার ব্যবস্থা করা যায় কিনা।

যাবার ব্যবস্থা খুব সহজেই হল। বকুলকে আরো খানিকক্ষণ এ বাড়িতে ধরে রাখার কেউ নেই। রাত হয়ে যাচ্ছে। উৎসব শেষ হলেই যেন সবাই বাঁচে। নিজের নিজের বাড়িতে ঘুমুতে যেতে পারে।

রাত সাড়ে দশটার মধ্যে বাড়ি খালি হয়ে গেল। একেবারেই ফাঁকা। বকুলের মামীর বোধ হয় থাকার ইচ্ছা ছিল। মুনা কোন রকম আগ্রহ দেখাল না। মুখ ফুটে বলে ফেলল, বাড়তি বিছানা নেই মামী আপনার কষ্ট হবে। মুনার ইচ্ছা নয় কেউ থাকুক। একা হয়ে যেতে মন চাইছে।

ডেকোরেটরের ঘর থেকে দুইজন ছোকরা এসেছে। অল্প বয়েসের কিন্তু ভারি ছটফটে। রাত এগারটার মধ্যে সব এঁটে থালাবাসন ধুয়ে ফেলল। ঠেলাগাড়ি এনে চেয়ার-টেবিল সরিয়ে ফেলল। বাসি খাবারের গন্ধ ছাড়া বিয়ে বাড়ির আর কোন চিহ্ন রইল না। বাকের ঠেলাগাড়িতে মালপত্র উঠানোর তদারক করছিল। তারও কাজ ফুরিয়েছে। সে অনায়াসে চলে যেতে পারে কিন্তু সে গেল না। তার এই বাড়িতে আরও কিছুক্ষণ থাকতে ইচ্ছা করছে। বিয়ের সমস্ত ঝামেলা সে একা কি করে সামাল দিয়েছে সে বিষয়ে মুনার কাছ থেকে কিছু শোনার ইচ্ছা করছে। মুনা কিছুই বলেনি। এখন হয়ত বলবে।

বাকের নিতান্ত আপনজনের ভঙ্গিতে রান্নাঘরে উঁকি দিল। মুনা উনোনে চায়ের পানি বসিয়েছে। বিজবিজ শব্দ হচ্ছে। সে বসে আছে মাথা নিচু করে। কাঁদছে নাকি? অস্বাভাবিক নয়। বোন চলে গিয়েছে, কাঁদাই উচিত।

মুনা অবশ্যি কাঁদছিল না। বাকেরকে দেখে বলল, কিছু বলবেন?

না কিছু বলব না। খাওয়া-দাওয়া কেমন হয়েছে?

ভালই তো। খারাপ কেউ বলেনি।

বাচ্চু বাবুর্চিকে ধরে এনেছি খারাপ বলবে মানে। মারাত্মক বাবুর্চি।

তাই নাকি?

এক নাম্বার যাকে বলে। হাই ডিমাণ্ড। এক মাস আগে থেকে বলে না রাখলে পাওয়া যায় না। আমাকে না করে দিয়েছিল শেষে পা চেপে ধরলাম।

মুনা হেসে ফেলল। বাকের অপ্রসন্ন মুখে বলল, হাসছ কেন?

বাবুর্চির পা ধরতে হল তাই হাসছি। চা খাবেন? চা হচ্ছে।

দাও এক কাপ চা খাই।

বাকের মুনার সামনে উবু হয়ে বসে পড়ল। তার মুখ হাসি হাসি।

আপনার খুব কষ্ট হল বাকের ভাই।

আরে না। কষ্ট কিসের? বকুল হচ্ছে আমার বোনের মত। তার বিয়েতে কষ্ট না করলে কার বিয়েতে করব?

এই পাড়ার সব মেয়ের বিয়েতেই তো আপনি কষ্ট করেন। খাটাখাটনি করেন। করেন না?

তা করি।

আমার বিয়েতেও কি করবেন?

বাকের জবাব দিল না। আড়চোখে তাকাল মুনার দিকে। মুনা কাপে চা ঢালছে। আগুনের আঁচে তার মুখ লাল হয়ে আছে। কি সুন্দর লাগছে দেখতে।

কি জবাব দিচ্ছেন না যে? করবেন আমার বিয়েতে খাটাখাটনি?

কেন করব না? নিশ্চয়ই করব।

এত মরা গলায় বলছেন কেন? শক্ত করে বলুন।

বাকের চায়ের কাপে চুমুক দিল। এই কি যে অদ্ভুত কথাবার্তা।

বাকের ভাই।

বল।

একটা কথা বোধ হয় আমি আপনাকে কোনদিন বলিনি, কথাটা হচ্ছে—আমি আপনাকে খুবই পছন্দ করি। আপনি আবার এটাকে প্রেম বলে ধরে নেবেন না। প্রেম অন্য জিনিস।

বাকের একবার ভাবল জিজ্ঞেস করে—প্রেম কি জিনিস? সে জিজ্ঞেস করল না। গম্ভীর মুখে চায়ে চুমুক দিতে লাগল। গুছিয়ে কিছু-একটা বলতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু কোন কথা মনে আসছে না। সে নিজের অজান্তেই বলে বসল—রোস্টটা বেশ নরম হয়েছিল তাই না?

মুনা অবাক হয়ে বলল, হঠাৎ রোস্টের কথা বলছেন কেন?

না মানে.....

অনেক খাবার বেঁচে গেছে। আপনি খাবেন?

দাও খাই।

বাকেরের বিন্দুমাত্র খিদে ছিল না। বিয়ে বাড়ির খাবার দ্বিতীয়বার খাওয়া যায় না। কিন্তু মুনা খাবার বেড়ে দেবে- বসে থাকবে সামনে এর জন্যেও দ্বিতীয়বার খাওয়া যায়।

আপনি হাত-মুখ ধুয়ে আসুন আমি খাবার গরম করছি।

এখানে বসেই খাব?

না এখানে কেন? খাবার টেবিলে যান।

বাকের উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, এগার নাম্বার বাড়িতে ঐ মেয়ে তিনটি আসলে কি জিনিস জান?

না জানি না। জানার ইচ্ছাও নেই।

ওরা হচ্ছে বাজারের মেয়ে।

বাজারের মেয়ে মানে?

খারাপ মেয়ে।

কি সব আজেবাজে কথা যে আপনি বলেন বাকের ভাই। অসহ্য। যান হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসুন। আপনাকে খাইয়ে আমি শুয়ে থাকব। প্রচণ্ড মাথা ধরেছে।

প্যারাসিটামল খাও।

প্যারাসিটামল আমি এখন পাব কোথায়?

এনে দিচ্ছি। নো প্রবলেম। ময়না মিয়া রাত একটার আগে দোকান বন্ধ করে না।

মুনাকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই সে রাস্তায় নেমে পড়ল।

আজ সন্ধ্যায় "রাতের পাখিরা"র অভিনয় হবে। বাকের তার কিছুই জানে না। কেউ তাকে বলেনি। এর মানে কি? তাকে কেউ কিছু বলবে না কেন? সারা বিকাল ব্যাপারটা নিয়ে সে চিন্তা করল। পরিষ্কার কোন কারণ সে ভেবে পেল না। একটা হতে পারে তাকে খবর দেয়ার কথা মনে নেই। থিয়েটার মানেই অসম্ভব ঝামেলা। ঝামেলাতে

www.MurchOna.com

মাথা এলোমেলো হয়ে থাকে সব কিছু মনে পড়ে না। কিন্তু এই সহজ যুক্তিটি বাকেরের মনে ধরছে না। কারণ জসীমের সঙ্গে তার কয়েকবার দেখা হয়েছে। জসীম তাকে এড়িয়ে গেছে। স্পষ্ট মনে আছে একবার সে জিজ্ঞেস করল—বই কবে নামাচ্ছ? জসীম তার উত্তর দেয়নি। ফ্যাকাশে ভঙ্গিতে হেসেছে। ফট করে তো আর ঠিক করা হয়নি আজ সন্ধ্যায় অভিনয় হবে। নিশ্চয়ই অনেক আগে থেকে ঠিকঠাক করা।

জলিল মিয়ার চায়ের স্টলে সে উপস্থিত হল সন্ধ্যার আগে। তোলা- উনুনে পেঁয়াজু ভাজা হচ্ছে। জলিল মিয়া এই ব্যাপারটি নতুন শুরু করেছে। সন্ধ্যা হতেই পেঁয়াজু, ডালপুরি ভাজা। ভাল বিক্রি হচ্ছে। ভাজাভুজির জন্যে নতুন লোক রাখা হয়েছে। জলিল মিয়া ভালই দেখাচ্ছে। বাকের বারান্দায় চেয়ার টেনে বসল। জলিল মিয়া উঁচু গলায় বলল, বাকের ভাইরে পেঁয়াজু দে। চা দে।

বাকের ইশারায় নিষেধ করল। জলিল মিয়া বলল, বই শুরু হতে দেরি আছে বাকের ভাই। আটটা বাজব। মিনিস্টার আসতাছে।

কে আসছে?

মিনিস্টার।

মিনিস্টার মানে? কি মিনিস্টার?

মিনিস্টারের কি আর দেশে অভাব আছে ভাইজান?

কথা খুবই ঠিক। দেশে প্রচুর মিনিস্টার আছে কিন্তু এরা নিশ্চয়ই পাড়ার নাটকে উপস্থিত হয় না। এদের অন্য কাজ আছে।

মিনিস্টারের কথা আপনি কিছু জানেন না বাকের ভাই?

না।

হুলুস্থুল হয়ে যাচ্ছে। সিদ্দিক সাহেব ব্যবস্থা করলেন। কার্ড-টার্ড ছাপিয়েছে।

তাই নাকি?

আপনি কিছুই জানেন না?

বাকের গম্ভীর মুখে বসে রইল। তাকে কিছু না বলার রহস্যটা বোঝা যাচ্ছে। সিদ্দিক সাহেবের চাল। মিনিস্টার-ফিনিস্টার আনছেন। ভবিষ্যৎ কোন পরিকল্পনা আছে নিশ্চয়ই।

বাকের ভাই!

বল।

চা খান এক কাপ। স্পেশাল পাত্তি আছে। কাস্টমারদের দেই না। দিতে বলি?

বল।

জলিল চায়ের কথা বলল। তার বেশ মজা লাগছে। সে বুঝতে পারছে সিদ্দিক সাহেবের সঙ্গে বাকেরের একটা ঝামেলা শুরু হয়েছে। বাকের একা পড়ে গেছে। এই সময়ে একা থাকা মানেই ডুবে যাওয়া। সামনের দিনগুলিতে বাকেরকে আর ডেকে ডেকে চা-পিঁয়াজু খাওয়াতে হবে না। স্পেশাল পাত্তির চা বানাতে হবে না। কিন্তু তাতে তার কোন লাভ নেই। নতুন দল আসবে। স্পেশাল পাত্তি তাদের জন্যে রাখতে হবে।

বাকের ভাই।

উঁ।

মিনিস্টার সাহেব নাকি যুব সমিতিকে অনেক টাকা-পয়সা দিচ্ছেন। ঘর দিচ্ছেন।

www.MurchOna.com

ভালই তো।

যুব সমিতির পাঠাগার হবে। বিশ ইঞ্চি টিভি দিবে পাঠাগারে।

ভাল।

এরশাদ সাহেবের দলটা খারাপ না—কি বলেন? খরচপাতি করছে। জিয়া সাহেবের সময় এত খরচপাতি করে নাই। খালি খাল কাটা হয়েছে। কি বলেন বাকের ভাই?

বাকের জবাব দিল না। জলিল মিয়া হৃষ্টচিত্তে বলতে লাগল, মিলিটারী ছাড়া এই দেশ ঠিক রাখা যাবে না। এরশাদ সাব মিলিটারী মানুষ। দুই মেয়ে পলিটিশিয়ানদের কেমন চরকি বাজি দেখিয়ে দিল। ঠিক বললাম কি না বলেন বাকের ভাই?

ঠিকই বলেছ।

মেয়ে মানুষের কাজ হইল বাচ্চা দেওয়া। এই কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ মেয়ে মানুষ দিয়ে হয় না। ঠিক বললাম না বাকের ভাই?

বাকের উত্তর না দিয়ে উঠে এল। জলিল মিয়ার দোকানে এখন কাস্টমার নেই। সে অনবরত বকরবকর করতে থাকবে। পলিটিক্স তার প্রিয় বিষয়। প্রেসিডেন্ট জিয়ার সময় সে ছিল জিয়া ভক্ত। এখন এরশাদ প্রেমিক। এরশাদ সাহেবের একটা বাঁধানো ছবি দোকানে ঝুলিয়েছিল। লোকজন হৈচৈ করাতে ছবি সরিয়ে ফেলেছে। এই দেশের মানুষগুলি অদ্ভুত যে ক্ষমতায় থাকে তাকে কেউ সহ্য করতে পারে না। সবাই তার বিরুদ্ধে চলে যায়। কেন যায়?

বাকের অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে রাস্তার এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত কয়েকবার হাঁটল। রাস্তার মোড়ে টর্চ হাতে দু'জন ট্রাফিক পুলিশ। এই রকম জায়গায় ট্রাফিক পুলিশ? নির্ঘাৎ মিনিস্টার সাহেব আসছেন সেই উপলক্ষ্যে। একবার গিয়ে দেখে আসবে নাকি কেমন জমেছে সব কিছু? বাকের মনস্থির করতে পারল না। মুনাদের বাসায় গেলে কেমন হয়? না, তাদেরও পাওয়া যাবে না। সেজেগুজে দল বেঁধে হয়তো গিয়েছে থিয়েটার দেখতে। বাকের রওনা হল কম্পাউন্ডওয়ালা বাড়িটির দিকে। এই বাড়ির কেউ থিয়েটারে যাবে না। এরা ঘরেই থাকবে। সে যদি গিয়ে বলে, চলুন থিয়েটার দেখে আসি তাহলে কেমন হয়? চশমা পরা বুড়ি তার উত্তরে কি বলবে? মেয়ে তিনটিইবা কি করবে? এদের সঙ্গে এখনো কথা হয়নি? নাম পর্যন্ত জানা নেই। এদের নিশ্চয়ই খুব বাহারি নাম। ফুলেশ্বরী, রত্নেশ্বরী এ রকম। এর নিশ্চয়ই কণা, বীণু এ রকম নাম রাখবে না। রাখলেও বদলে ফেলবে।

গেট তালাবন্ধ। গেটের ভেতর একটি কালো রঙের গাড়ি। জোবেদ আলিকে দেখা গেল গাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে হেসে হেসে কি বলছে। জোবেদ আলির হাতে সিগারেট। অথচ কয়েকদিন আগেই সে বলেছে সিগারেট খায় না। বাকের গেটের পাশে দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় ডাকল, এই যে জোবেদ আলি সাহেব। একটু শুনে যান।

জোবেদ আলি গম্ভীর মুখে এগিয়ে এল।

কেমন আছেন ভাই?

ভাল। কি চান?

কিছু চাই না। গল্পগুজব করতে আসলাম।

জোবাদ আলি তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল। বাকের হাসিমুখে বলল, থিয়েটারে যান নাই? 'রাতের পাখিরা' হচ্ছে।

জ্বি না। থিয়েটার দেখি না।

www.MurchOna.com

মেয়েরাও যায় নাই?

না।

যায় নাই কেন? কাস্টমার এসেছে নাকি?

কি বললেন?

বললাম কাস্টমার এসেছে নাকি? মেয়ে তিনটা তো ব্যবসা করে তাই না?

জোবেদ আলি চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। বাকের গম্ভীর গলায় বলল, ভদ্রপাড়ায় বেশ্যাবাড়ি খুলে ফেললেন?

জোবেদ আলি থমথমে গলায় বলল, পাগলের মত কি বলছেন? বাকের ঠান্ডা গলায় বলল, ঠিকই বলছি। একটা কথাও ভুল বলি নাই। গেট খুলেন। বুড়ির সঙ্গে কথা বলব।

আপনি সকাল বেলায় আসেন। যা বলার সকালে বলবেন।

বাকের সিগারেট ধরিয়ে উদাস স্বরে বলল, বেশ্যার দালালী কতদিন ধরে করছেন?

আমাকে বলছেন?

হ্যাঁ আপনাকেই। আপনি ছাড়া আর কে আছে। নেন সিগারেট নেন।

আমি সিগারেট খাই না।

একটু আগেই তো দেখলাম সিগারেট টানছেন।

জোবেদ আলি নিচু গলায় বলল—বাকের ভাই, আপনি সকালে আসেন। এখন হৈচৈ করবেন না।

হৈচৈ? হৈচৈ কোথায় করলাম?

ভাই আপনি এখন যান।

সাদা শাড়ি পরা ফর্সা মহিলা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। সে রিনরিনে গলায় বলল, কে কথা বলে রে?

জোবেদ আলি বলল, কেউ না আম্মা।

জোবেদ আলি এই মহিলাটিকে আম্মা ডাকে নাকি? এটা জানা ছিল না। বাকের সিগারেট টানতে টানতে রাস্তার দিকে রওনা হল। এখন তার বেশ একটা ফূর্তির ভাব হচ্ছে। কালো গাড়িতে করে যে ভদ্রলোক তিনকন্যার কাছে এসেছেন তার শার্টের কলার চেপে ধরলে কেমন হয়? বাকের নিজের মনে খানিকক্ষণ হাসল। দলবল জুটিয়ে বাড়ি ঘেরাও করলে হয়। কিন্তু সবাই গেছে "রাতের পাখিরা" দেখতে। সেখান থেকে হাতী দিয়ে টেনেও কাউকে আনা যাবে না। বাকের মুনাদের ঘরের দিকে রওনা হল। কাউকে ঘটনাটা বলতে না পারলে রাতে ঘুম হবে না।

অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর দরজা খুলল। বাকের হাসিমুখে বলল, খবর কি মুনা? মুনা বিরসমুখে বলল, কোন কাজে এসেছেন?

না কোন কাজ নেই। যাচ্ছিলাম এদিক দিয়ে ভাবলাম....।

আমার শরীরটা ভাল না। এখন চলে যান।

বাসায় কেউ নেই?

না। মামা কোথায় যেন গেছেন। বাবু গেছে বকুলের শ্বশুর বাড়ি।

ও আচ্ছা। একা একা ভয় লাগছে না?

আমার এত ভয়টয় নেই।

www.MurchOna.com

একটা মজার খবর আছে মুনা। রহস্যভেদ হয়েছে। ভুতের কাছে মামদোবাজি। ফটাস করে হাড়ি ভেঙে ফেলেছি। অপেন মার্কেটে পট ব্রেকিং হয়ে গেছে।

কি বকবক করছেন?

শুনলে লাফ দিয়ে উঠবে।

লাফ দিয়ে ওঠার কোন ইচ্ছা আমার নেই। এখন যান তো।

বেশিক্ষণ না এক মিনিট বসব।

বাকের ঘরে ঢুকে পড়ল। সহজ গলায় বলল, চা কর এক কাপ। চা খেয়ে জুত হয়ে বসে গল্পটা করি।

আপনি বড্ড বিরক্ত করেন বাকের ভাই।

বিরক্ত করব না। এক মিনিটের মামলা। তুমি নাটক দেখতে যাওনি।

যাইনি। সে তো দেখতেই পাচ্ছেন। শুধু শুধু কথা বলা আপনার একটা বদ অভ্যাস।

তা ঠিক। নাটকে মিনিস্টার সাহেব আসছেন জান নাকি?

না জানি না। আসুক যার ইচ্ছা।

সিদ্দিক সাহেবের চাল। ব্যাটা ইলেকশান করবে। ফিল্ড করছে। বুঝলে না? লোকজনদের খেলাচ্ছে।

খেলাক। আপনি চুপ করে বসুন। চা এনে দিচ্ছি খেয়ে বিদেয় হোন।

নাটক যদি দেখতে চাও নিয়ে যেতে পারি। ঘরে তালা দিয়ে চলে যাব। নো প্রবলেম।

কিচ্ছু দেখতে চাই না।

মুনা ভেতরে চলে গেল। বাকের সিগারেট বের করল। পকেটে দেয়াশলাই আছে তবু সে রান্নাঘরে উঁকি দিল—ম্যাচ আছে? সিগারেট ধরাতে পারছি না। মুনা নির্বিকার ভঙ্গিতে দেয়াশলাই এগিয়ে দিল।

কাজের একটা মেয়ে ছিল না? সেও নেই?

না। দেশের বাড়িতে গেছে। আপনি এখানে বসছেন কেন? বসার ঘরে গিয়ে বসুন।

তুমি একা একা আছ!

বাকের ভাই, বসার ঘরে গিয়ে বসুন তো।

বাকের উঠে গেল।

মিনিস্টার সাহেব চলে এসেছেন। অনেক মাইক-টাইক লাগান হয়েছে। এখান থেকেও পরিষ্কার শুনা যাচ্ছে। সব মিনিস্টাররা এক ধরনের ভাষায় বক্তৃতা দেন। গলা উঠানামা করে এক ভঙ্গিতে। এক এক সরকারের মন্ত্রীদের এক এক ধরনের বক্তৃতা। শেখ মুজিবের মন্ত্রীরা আঙুল দেখিয়ে বক্তৃতা করতেন। রেসকোর্স ময়দানে মুজিবের ভাষণের নকল করতেন। এরশাদ সাহেবের মন্ত্রীরা সবাই খুব আল্লাহ ভক্ত। সবাই কোরান শরীফ থেকে উদ্ধৃতি দেন। তাদের বক্তৃতায় ইহকালের চেয়ে পরকালের কথা বেশি থাকে। বক্তৃতা শুনলে মনে হয় ওয়াজ করছেন।

বাকের শুনল মিনিস্টার সাহেব বলছেন—'যুবকদের সমাজের প্রতি দায়িত্ব আছে। যুবকদের অনুসরণ করতে হবে রসুলুল্লাহর নির্দেশিত পথ। কারণ সেই পথেই ইহকাল ও পরকালের জন্যে মঙ্গল নিহিত . . . . .

www.MurchOna.com

মুনা চা এনে সামনে রেখে ক্লান্ত গলায় বলল, বাকের ভাই, আমার শরীরটা ভাল না। চা খেয়ে আপনি চলে যান।

হয়েছে কি?

কি জানি কি। বমি বমি লাগছে।

নো প্রবলেম দুটি এভোমিন ট্যাবলেট নিয়ে আসছি।

আপনাকে কিছু আনতে হবে না, প্লীজ।

বাকের চায়ে চুমুক দিল। মুনা তার সামনেই বসে আছে। চোখ ঈষৎ রক্তাভ। সন্ধ্যা বেলাতেই ঘন ঘন হাই তুলছে। কেমন কঠিন একটা ভঙ্গি তার চারদিকে। মেয়েরা এমন কঠিন হলে ভাল লাগে না।

রাত সাড়ে এগারটার দিকে শেষবারের মত চা খাবার জন্যে বাকের বের হল। ভাইয়ের বাসায় থাকার সময় তাকে এই কষ্টটা করতে হত না। শোবার আগে এক কাপ চা পাওয়া যেত। এখন বাইরে থেকে খেয়ে আসতে হয়। অস্বস্তিকর ব্যাপার। বিছানায় বসে চা খাওয়া আর দোকানের চেয়ারে বসে চা খাওয়ায় একটা বড় রকমের পার্থক্য আছে।

জলিল মিয়া তার স্টল বন্ধ করে দিয়েছে। সাধারণত বারোটার দিকে বন্ধ হয়। আজ সকাল সকাল বন্ধ হল। বাকের এগিয়ে গেল মেইন রোডের দিকে। সেখানে 'হোটেল আকবরিয়া' সারারাত খোলা থাকে।

বাকের ভাই। বাকের ভাই।

বাকের থমকে দাঁড়াল। জসীম লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসছে। তার মধ্যে ব্যস্ত একটা ভঙ্গি। মনে হচ্ছে বেশ ফুর্তিতে আছে।

কি খবর জসীম?

জ্বি খবর ভাল।

তোমাদের নাটক হল কেমন?

জসীম খানিকটা চুপসে গেল। নিচু গলায় বলল, ভাল হয়েছে।

ভাল হলেই ভাল। মিনিস্টার এসেছিল নাকি?

হুঁ।

গুড, ভেরি গুড।

আমি আপনাকে খুঁজছিলাম বাকের ভাই। দু'বার আপনার ঘরে গিয়ে খুঁজে এসেছি।

কি জন্যে?

জসীম ইতস্তত করত লাগল। যেন কোন একটি অপ্রিয় প্রসঙ্গ তুলতে চায় কিন্তু সাহসে কুলুচ্ছে না। সে অকারণে কাশতে লাগল।

বলে ফেল কি ব্যাপার।

আপনি জোবেদ আলিকে কি বলেছেন?

বাকেরের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল। সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আজ সন্ধ্যার কথা বলছ?

হুঁ।

তা দিয়ে তোমার কি? জোবেদ আলির সঙ্গে তোমার কি? জোবেদ আলি বেশ্যার দালাল। তুমি কর দোকানদারি। তাকে কি বললাম না বললাম তাতে তোমার গায়ে লাগছে কেন বুঝলাম না।

www.MurchOna.com

না আমার কিছু না। সিদ্দিক সাহেবের কাছে ওরা গিয়েছিল। সিদ্দিক সাহেব আমাকে খবর দিয়ে আনলেন। আমাকে আর মাখনা ভাইকে। বললেন....

জসীম থেমে গেল। বাকের গম্ভীর স্বরে বলল, কি বললেন?

বললেন আপনাকে সাবধান করে দিতে। ঝামেলা করলে অসুবিধা হবে।

কি অসুবিধা হবে?

জসীম চুপ করে রইল। বাকের কড়া গলায় বলল, তোমরা সিদ্দিকের সঙ্গে গিয়ে জুটেছ?

তা না। উনি পাড়ার একটা মাথা।

কবে থেকে পাড়ার মাথা হল? কি, কথা বলছ না যে? গিয়ে বলবে তোমার পাড়ার মাথাকে, আমি তার মুখে পেচ্ছাব করে দেই।

জসীম রুমাল দিয়ে তার ঘাড় মুছতে লাগল। বাকের বলল, কি বলতে পারবে না?

এটা কেমন করে বলি বাকের ভাই?

অসুবিধা কি? আমি যেমন বললাম সে রকম বলবে। তোমাদের কাজই তো হচ্ছে একজনের কথা অন্যজনকে বলা।

আপনি যাচ্ছেন কোথায়?

চা খেতে যাই। হোটেল আকবরিয়ায়। খাবে নাকি?

জ্বি না।

না খেলে চলে যাও। সিদ্দিক সাহেবকে খবরটা দাও। মুখে পেচ্ছাবের কথাটা গুছিয়ে বলবে। ওটা বাদ দিও না।

জসীম শুকনো মুখে চলে গেল। হোটেল আকবরিয়ার মালিক দিলদার মিয়া খুবই যত্ন করল। নিজে উঠে গিয়ে চা নিয়ে এল। বসল মুখোমুখি। দিলদার মিয়ার মুখে বসন্তের দাগ। চিবুকের কাছে এক গোছা কুৎসিত দাড়ি। তবু বাকেরের দিলদার মিয়ার সঙ্গে গল্প করতে বেশ লাগল। সে ঘরে ফিরল রাত একটায়। রাত দু'টায় পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গেল। অভিযোগ গুরুতর। বেআইনী অস্ত্র রাখা। জনগণের উপর জোরজবরদস্তি। সে ধরা পড়ল গুন্ডা আইনে। তার কাছে অস্ত্রশস্ত্র কিছুই ছিল না কিন্তু পরদিনের পত্রিকায় তার ছবি ছাপা হল। তার সঙ্গে যে সব অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে তার ছবিও উঠল। একটি পিস্তল, দুটি ন' ইঞ্চি ড্যাগার এবং তিনটি তাজা হাতবোমা।

২৯

বকুলের বিয়ে হয়েছে এক সপ্তাহ হয়ে গেল। এক সপ্তাহ অনেক লম্বা সময় নয়। কিন্তু তার কাছে মনে হচ্ছে অনন্তকাল ধরে সে বৌ সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাতে ঘুমুতে যাচ্ছে একজন পুরুষ মানুষের সঙ্গে। মানুষটিও যেন তার সঙ্গে অনন্তকাল ধরেই ঘুমুচ্ছে। গায়ে ঘামের গন্ধ। সে কথা বলে উঁচু গলায়। রেগে ওঠে অল্পতে। বিয়ের দ্বিতীয় দিনেই সে বলল, পিঠটা একটু চুলকে দাও তো বকুল। কি অদ্ভুত কথা! ঘর ভর্তি মানুষজন। সে বসে আছে টানা বারান্দায়। লোকজন আসা-যাওয়া করছে এর মধ্যে পিঠ চুলকে দেবে কি? কিন্তু জহির শার্ট তুলে খালি গায়ে বসে আছে। অসহিষ্ণু গলায় বলল, আহ্ দেরি করছ কেন?

নতুন বৌকে কেউ এমন কড়া গলায় কিছু বলে। বকুলের চোখে পানি এসে যাচ্ছিল। সে বহু কষ্টে পানি সামলাল এবং হাত রাখল জহিরের পিঠে। জহির

www.MurchOna.com

বিরক্তমুখে বলল, এ রকম শান্তিনিকেতনি কায়দায় সুড়সুড়ি দিচ্ছ কেন? ভালমত চুলকাও।

কি বিশ্রী কথা বলার ভঙ্গি। বিয়ের পর মানুষটিকে বকুলের মোটেও ভাল লাগছে না। দুপুরের পর থেকেই তার শুধু মনে হতে থাকে সন্ধ্যা এসে পড়ছে। এক সময় সন্ধ্যা মিলাবে এবং জহির সবার সামনেই দরজা বন্ধ করে ঝাপটা-ঝাপটি করতে করতে বলবে তুমি এমন মাছের মত পড়ে থাক কেন? তোমার অসুবিধাটা কি? বকুল শুধু মনে মনে বলবে, আহ্ আজকের রাতটা পার হোক। এক সময় সেই রাত পার হয় কিন্তু আবার নতুন একটি রাত আসতে শুরু করে। একটি বিবাহিত মেয়ের জীবন মানেই কি একের পর এক গ্লানিময় ক্লান্তির দীর্ঘ রজনী?

কাউকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কাকে করবে? টিনা ভাবী নেই। তাকে চিঠি লেখা যায়। কিন্তু চিঠি লিখতে ইচ্ছা করে না। ইদানীং তার বারবার মনে হয় সবাই ইচ্ছা করে তাকে জলে ফেলে দিয়েছে। সবাই জানত তার এই অবস্থা হবে কিন্তু কেউ তাকে বলেনি।

বিশাল এই বাড়িতে তার শুধু হাঁফ ধরে। প্রায়ই মনে হয় নিঃশ্বাস নেবার মত বাতাস নেই কোথাও। অথচ কি খোলামেলা বাড়ি। তাদের শোবার ঘরের দক্ষিণ দিকের জানালা খুলে দিলে বাতাসে বিছানার চাদর সব উড়িয়ে নিয়ে যায়। টানা বারান্দা এত প্রশস্ত যে নেট টানিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলা যায়।

একতলার বেশির ভাগ ঘরই তালাবদ্ধ। থাকার লোক নেই ব্যবহার হয় না। তার শাশুড়ি প্রথম দিনেই সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। সারাক্ষণই কথা বললেন—

এই যে দেখ মা। পাশাপাশি দুই ঘর। তোমার শ্বশুর বলতেন অতিথ ঘর। অতিথি এলে থাকবে। কত বড় ঘর দেখলে? ইচ্ছা করলে বাইজী নাচান যায়। তোমার শ্বশুর সাহেবের মাথাটা ছিল খারাপ। টাকা-পয়সা যা ছিল সব ঢেলেছ এই বাড়িতে। তা না করে যদি জমিজমা করত তাহলে আজ তোমরা পায়ের উপর পা তুলে থাকতে পারতে। বুঝলে মা এই বংশই হচ্ছে পাগলের। আমার ছেলেও পাগল। এখন বুঝতে পারছ না, কয়েকদিন যাক বুঝবে। এই যে দেখ এটা দেখ। লাইব্রেরী ঘর। রাজ্যের বই আছে এখানে। পোকায় কেটে সব শেষ করেছে। একটা বই আস্ত নেই। বই পড়ার অভ্যাস আছে? থাকলে আমার কাছ থেকে চাবি নিয়ে যেও। তবে মা রাতের বেলা একা একা এ ঘরে আসবে না। সবাই বলে কি সব নাকি দেখে। আমি নিজে কোনদিন দেখি নাই। তোমার শ্বশুর সাহেবকে নাকি দেখে ইজিচেয়ারে শুয়ে বই পড়ছে। যত বানানো কথা। শুনলে রাগে গা জ্বলে যায়।

জহির নিজেও বাড়ি প্রসঙ্গে অনেক কথাটথা বলল। বকুলকে খানিক ঘুরিয়ে দেখাল, ছাদে নিয়ে গেল। হৃষ্টচিত্তে বলল, বাড়ি কেমন দেখলে?

ভাল।

একুশটা ঘর আছে। অথচ দু'টা মাত্র বাথরুম, তাও একতলায়। বাবার একটা নেশাই ছিল ঘর বানানো। কি করে রুমের সংখ্যা বাড়ান যায়।- অথচ মানুষ মাত্র তিনজন।

এ রকম অদ্ভুত শখ হল কেন?

কে জানে কেন। গৌরীপুরের মহারাজার বাড়ি দেখে বোধ হয় এই নেশা চেপেছিল। লোকজনের বাড়ির সামনে পেছনে খোলা জায়গা-টায়গা থাকে, বাগান-টাগান করে। এইসব কিচ্ছু নেই। সবটা জায়গা জুড়ে বাড়ি। কিছুদিন পর এটা হবে ভূতের বাড়ি। কেউ থাকবে না।

বকুল ক্ষীণ স্বরে বলল, মা আমাকে লাইব্রেরী ঘরে একা একা যেতে নিষেধ করেছেন। জহির বিরক্তমুখে বলল, যত ফালতু ব্যাপার। যেখানে যেতে ইচ্ছা হয় যাবে। ভূত-প্রেত গল্পের বই ছাড়া অন্য কোথাও নেই। তুমি আবার ভূত বিশ্বাস কর না তো?

অল্প অল্প করি।

এখন থেকে আর করবে না। তবে শোন, রাতের বেলা বাথরুমে যেতে হলে আমাকে ডেকে তুলবে। একা একা যাবার দরকার নেই। আমি দোতলায় বাথরুমের ব্যবস্থা করছি। কালই রাজমিস্ত্রী লাগাব।

সত্যি সত্যি ভোর হতেই রাজমিস্ত্রী চলে এল। বকুলের শাশুড়ি মুখ কালো করে ফেললেন। এত টাকা খরচ করে বাথরুম বানানোর তার কোন ইচ্ছা নেই। দিন তো চলে যাচ্ছে। ওদের দোতলায় অসুবিধা হলে একতলায় চলে এলেই পারে। ঘর তো সব খালিই পড়ে থাকে।

মা এবং পুত্রের মধ্যে একটা ঠাণ্ডা লড়াই হয়ে গেল। এ জাতীয় লড়াই বকুল আগে দেখেনি। সে কি করবে বুঝতে পারল না। শাশুড়ি তার ঘরে শুয়ে কাঁদছেন। জহির চায়ের কাপ হাতে রাজমিস্ত্রীদের কাজের তদারক করছে হাসিমুখে। বকুল শুকনো মুখে একবার যাচ্ছে শাশুড়ির কাছে একবার আসছে জহিরের কাছে।

বাড়িতে আর লোকজন বলতে দুটি কাজের মেয়ে এবং শমসের নামের একজন গোমস্তা ধরনের মানুষ। যার একমাত্র কাজ হচ্ছে বাজার করে এনে রোদে পিঠ মেলে বসে থাকা। বিয়ে উপলক্ষ্যে আত্মীয়-স্বজন যা এসেছিল তারা একদিন পরই বিদেয় হয়েছে। বকুলের শাশুড়ির তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই ঝগড়া হয়েছে। ঝগড়ার কারণ হচ্ছে বিয়েতে দেয়া উপহার।

তিনি বকুলের চাচী শাশুড়িকে সবার সামনেই বললেন, দশটা না পাঁচটা না একটামাত্র ছেলে আমার। তার বৌয়ের জন্যে যে শাড়ি আনলেন সেই শাড়ি তো আমার কাজের মেয়েও পরে না। আমার একটা ইজ্জত নেই। ছেলের বৌয়ের কাছে আমার মুখ ছোট হল না? আপনি দু'মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন। এদের প্রত্যেকের বিয়েতে আমি সোনা দিয়েছি। দেই নি? আমার ছেলে কি নদীর পানিতে ভেসে এসেছে?

কঠিন কঠিন কথা খুব সহজ মুখে বলে যাচ্ছেন। রোগা ফর্সা ও সুন্দর মহিলাটি কাঁদতে লাগলেন। কি অস্বস্তিকর অবস্থা।

পাঁচ দিনের মাথায় বাবু এসে উপস্থিত। একা একা চলে এসেছে। হাতে নতুন কেনা স্যুটকেস। বকুলের বিস্ময়ের সীমা রইল না। বিস্ময় এবং আনন্দ। তার ইচ্ছা করছিল ছুটে গিয়ে বাবুকে জড়িয়ে ধরে খানিকক্ষণ খুব কাঁদে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। শাশুড়ি বাবুর সঙ্গে কথা বলছেন। জহির দোতলা থেকে নেমে এসেছে।

বাবুর শোবার জায়গা হল একতলায়। বকুল অবাক হয়ে লক্ষ্য করল বাবুর ঘর গোছগাছ করে দেবার জন্যে জহির নিজেই উদ্যোগী হয়েছে। বকুল এটা ঠিক আশা করেনি। তার কেন জানি মনে হচ্ছিল জহিরের এখন আর তার বা তার পরিবারের কারোর প্রতি কোন আগ্রহ নেই। রাতের বেলা বকুলকে খানিকক্ষণ কাছে পেলেই তার হবে। সমস্ত ভালবাসাবাসি রাতের খানিকক্ষণ সময়ের জন্যে। সে ভেবে পাচ্ছে না এই ব্যাপারটি শুধু কি তার ক্ষেত্রেই সত্যি না পৃথিবীর সব মেয়েদের বেলাতেও সত্যি।

বকুলের আনন্দের সীমা রইল না যখন জহির বলল, তুমি বরং আজ তোমার ভাইয়ের সঙ্গে ঘুমাও। বকুল তাকিয়ে রইল। জহির বলল, বেচারা একা একা ভয়টয়

www.MurchOna.com

পেতে পারে। তাছাড়া তোমার নিজেরো ভাইয়ের সঙ্গে গল্প করতে ইচ্ছা করছে নিশ্চয়ই। রাত জেগে গল্প কর।

আনন্দে বকুলের চোখে পানি এসে গেল। সে কি বলবে বুঝতে পারছে না। তার ইচ্ছা করছে এমন কিছু বলতে যাতে জহির খুব খুশি হয়। কিন্তু তেমন কোন কথা তার মনে আসছে না। সে শুধু বলল, তোমার অসুবিধা হবে না তো?

অসুবিধা? অসুবিধা হবে কেন?

ঠিকই তো তার অসুবিধা হবে কেন। বকুল কথাটা বলেছে খুব বোকার মত। জহির বলল, এক কাজ করলে কেমন হয়? বাবুকে এখানে রেখে দেয়া যায় না?

এখানে রেখে দিব?

হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে থাকবে। পড়াশোনা করবে। বিরাট বাড়ি খালি পড়ে আছে। তাছাড়া ও থাকলে তোমার একজন সঙ্গী হবে।

সত্যি বলছ?

সত্যি বলছি মানে?

না মানে তুমি চাও ও এখানে থাকুক?

না চাইলে শুধু শুধু বলব কেন? চাই বলেই তো বলছি। তাছাড়া আমি যখন এখানে থাকব না তুমি তখন খুবই লোনলি হয়ে পড়বে।

বকুল অবাক হয়ে বলল, তুমি এখানে থাকবে না মানে? মা যে বলল, তুমি এখানেই থাকবে।

আমি কি এই মফস্বলে পড়ে থাকব নাকি? কি যে তুমি বল। ঢাকা ছাড়া আমি থাকতে পারি না।

তুমি ঢাকা থাকলে আমিও ঢাকা থাকব।

জহির নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বলল, পাগল হয়েছ। মা যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন তোমার এখানেই থাকতে হবে।

কেন?

এই শর্তেই মা তোমাকে বিয়ে করার ব্যাপারে মত দিয়েছেন।

বকুল অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। জহির হাসতে হাসতে বলল, মা বড় কঠিন জিনিস। যত দিন যাবে ততই বুঝবে। তুমি শোবার আগে এক জগ পানি এবং একটা গ্লাস দিয়ে যাবে। জহির ঘুমুবার আয়োজন করল।

রাতে বাবুর সঙ্গে তেমন কোন কথাবার্তা হল না। ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসছে। তাছাড়া এম্নিতেও তার বোধ হয় কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। সে ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, এই ঘরে ঘুমাতে হবে না।

বকুল বলল, ঘুমালে কি অসুবিধা?

বাবু তার জবাবে মুখ অন্ধকার করে বসে রইল।

বাসার খবর কি?

একবার তো বললাম বাসার খবর।

মুনা আপা কোন চিঠি দেয়নি?

না দেয়নি। দিলে তো তোমার কাছেই দিতাম। লুকিয়ে রাখতাম নাকি?

www.MurchOna.com

চিঠি দিল না কেন?

আমি কি জানি কেন দেয়নি।

বকুল ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমার কথা বোধ হয় সবাই ভুলেটুলে গেছে। বাবু চুপ করে রইল। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে সে বকুলের এই কথা সমর্থন করছে। বকুল বলল, তোর মাথা ব্যথা এখনো হয়?

হয়।

এখন হচ্ছে?

না।

হলে বলিস। তোর দুলাভাইয়ের কাছ থেকে অষুধ এনে দিব।

আমার কোন অষুধ-টষুধ লাগবে না।

বাবু চাদর দিয়ে মাথা ঢেকে ফেলল। বকুল নরম গলায় বলল, তুই আমার সঙ্গে কথা বল বাবু। এর রকম করছিস কেন? তুই এসেছিস আমার এত ভাল লাগছে।

বাবু মুখের উপর থেকে চাদর সরিয়ে ফেলল। বকুল হঠাৎ বলে ফেলল, আমি এখানে খুব কষ্টে আছিরে বাবু। আমার কিছু ভাল লাগে না। মরে যেতে ইচ্ছা করে।

কেন?

তাও জানি না।

বিয়ে করার জন্যে তুমি তো পাগল হয়েছিলে।

বকুল চুপ করে রইল। অনেক রাত পর্যন্ত তার ঘুম এল না। একবার ইচ্ছে করল জহিরের কাছে ফিরে যেতে। এই ইচ্ছেটা কেন হল তাও সে ঠিক ধরতে পারল না। সব কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। অর্থহীন সব চিন্তা-ভাবনা আসছে মাথায়। বাইরে কাক ডাকছে। কাকের ডাকের সঙ্গে নানান রকম পাখ-পাখালীর ডাকও কানে আসছে। ভোর হয়ে যাচ্ছে বোধ হয়। ঘুমহীন রাত একটি কেটে গেল। তার কেন যেন মনে হল এ রকম নিদ্রাহীন রজনী আরো অনেক আসবে তার জীবনে। সে খানিকক্ষণ কাঁদল। এই কান্নাও কেমন অন্য রকম। আগে কাঁদলে মন হালকা হয়ে যেত। ভাল লাগত। এখন লাগছে না। মন ভারি হয়ে যাচ্ছে। বিয়ে কি মানুষকে এমন ভাবে বদলে দেয়?

টিনা ভাবী বিয়ে নিয়ে কত গল্প করেছে। এ রকমও যে হয় তা তো কখনো বলেনি। এটি সে লুকিয়ে রাখল কেন? নাকি সবার জীবনে এ রকম হয় না? বেছে বেছে বকুলদের মত মেয়েদের বেলাতেই এ রকম হয়? বকুলের ধারণা হল সে নিশ্চয়ই খুব খারাপ মেয়ে। খারাপ মেয়েদের এ রকম শাস্তি হয়। হওয়াই উচিত।

ভোরবেলা এক কাণ্ড হল। জহির এসে বলল, এই বাবু ঘোড়ায় চড়বে?

বাবু অবাক হয়ে বলল, ঘোড়া পাবেন কোথায়?

কোথায় পাব সেটা আমি দেখব। তুমি চড়বে কি না বল?

না চড়ব না।

দারুণ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। আমরা ছোটবেলায় চড়তাম। একটা বেতো ঘোড়া আছে। নড়েচড়ে না।

বাবু হাসিমুখে বলল, আপনার ছোটবেলার ঘোড়া সেটা কি আর এখনো আছে? মরে ভূত হয়ে গেছে।

www.MurchOna.com

তাও তো কথা। দাঁড়াও খোঁজ নিয়ে দেখি। এসব জায়গায় ঘোড়া পাওয়া যায়। শীতের সময় ঘোড়ার পিঠে করে ভাটী অঞ্চলে মাল যায়। আধমরা ঘোড়া। চড়তে খুব আরাম। লাফ-ঝাঁপ নেই।

বকুল অবাক হয়ে দেখল সত্যি সত্যি দুপুর নাগাদ এক ঘোড়া উপস্থিত। দাড়িওয়ালা এক বুড়ো ঘোড়ার দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে আছে। বাবু ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। মুখ ভর্তি হাসি। বাবুর মুখে এমন হাসি বকুল আগে দেখেনি। বকুলের মনে হল, জহির বাবুকে মুগ্ধ করতে চেষ্টা করছে। মাকড়সার সূক্ষ্ম জালের মত জাল। চোখে দেখা যায় না। কিন্তু আটকা পড়ে যেতে হয়। একবার আটকা পড়ে গেলে বেরুবার পথ থাকে না।

৩০

পুলিশের হাঙ্গামায় বাকের এর আগেও দু'বার পড়েছে। প্রথমবার ভয় ভয় করছিল। জীপে করে থানায় যাবার সময় তার বুক কাঁপছিল এবং প্রচণ্ড রকম পিপাসা বোধ হচ্ছিল। থানায় পৌঁছে অবশ্যি ভয়টা কেটে গেল। ওসি সাহেব চমৎকার ব্যবহার করলেন। এমন ভাবে কথাবার্তা বলতে লাগলেন যেন বাকের তাঁর দীর্ঘদিনের চেনা মানুষ। চা-সিগারেট খাওয়ালেন। ঘন্টা দু'এক পর বললেন, আচ্ছা ভাই যান।

কেনই বা তাকে এনেছিল কেনই বা ছেড়ে দিয়েছিল তা বাকের জানতে পারেনি। জানার চেষ্টাও করেনি। ইয়াদ অবশ্যি খুব ছোটাছুটি করেছে। নানান জায়গায় টেলিফোন করেছে। সেই সব টেলিফোনের একটি ভূমিকাও হয়ত আছে। থানার সেকেণ্ড অফিসার বাকেরকে নামিয়ে দিতে জীপ নিয়ে এলেন। লোকটির বয়স অল্প। বয়সের তুলনায় চেহারা বেশ কঠিন। কথা বলে খ্যাসখ্যাসে গলায়। কিন্তু লোকটিকে বাকেরের পছন্দ হয়েছিল। সে জীপে আসতে আসতে বলল, সব সময় মাস্তানরা কি করে জানেন? ক্ষমতায় যে দল থাকে তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। তাদের টিকে থাকার স্বার্থেই তারা তা করে। ক্ষমতাসীন দলের ওদের দরকার। ওদেরও সরকারী সাপোর্ট দরকার। মাঝখান থেকে আমরা বসে বসে কলা চুষি।

বাকের বলল, সরকারী দলের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

সেকেণ্ড অফিসার সেই কথার তেমন কোন গুরুত্ব দিল না।

বিরসমুখে সিগারেট টানতে লাগল। সস্তা সিগারেট। গন্ধে মাথা ধরে গেল বাকেরের। পুলিশের অফিসাররও যে সস্তা সিগারেট খায় তা বাকেরের জানা ছিল না। সে সেপাইদের হাতেও ফাইভ ফাইভের প্যাকেট দেখেছে।

দ্বিতীয়বার পুলিশ হাঙ্গামা হল মইনুদ্দীন বেপারী নামের এক লোকের জন্যে। সে বাকের এবং ইয়াদের নামে কেইস করে দিল। দোকানের ক্ষতিসাধন ও লুণ্ঠন। অভিযোগও গুরুতর। মইনুদ্দীনের কোমরে জোর ছিল। তার এক খালাতো ভাই প্রতিমন্ত্রী। কাজেই পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেল বাকের এবং ইয়াদকে। সেবার পাঁচ ঘন্টার মত থাকতে হল থানায়। এই পাঁচ ঘন্টার মধ্যে কে বা কারা যেন মইনুদ্দীন বেপারীর দোকানে আগুন লাগিয়ে দিল। পাঁচ ছ' লাখ টাকার জিনিস নিমিষে উধাও। দিনে দুপুরে তিনটা বোমা ফাটল মইনুদ্দীন সাহেবের বাড়ির সামনে।

বাকের ছাড়া পেয়ে আসামাত্র মইনুদ্দীন সাহেব কাঁদো কাঁদো মুখে দেখা করতে এলেন। জড়িত গলায় বললেন—একটা মিস আন্ডারস্টেনডিং হয়ে গেছে। অন্যের

www.MurchOna.com

পরামর্শে পড়ে এই ব্যাপার। এখন আপনি যদি জিনিসটা ক্ষমার চোখে না দেখেন তাহলে তো মুশকিল। আপনি আমার ছোট ভাইয়ের মত। বড় ভাই যদি না বুঝে একটা কাজ করে....

জীপে করে পুলিশের কাছে যাওয়াটাই এক সময় একটি আনন্দের ব্যাপার ছিল। লোকজন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। নেতা নেতা একটি ভাব হচ্ছে মনে।

কিন্তু আজ সে রকম মনে হচ্ছে না। বাকেরের মনে হল এবারের ব্যাপারটা অন্যরকম। কারণ থানার ওসি এক পর্যায়ে তাকে বলল, এইবার আপনার তেল কমাব।

একটা থানার ওসি তার সঙ্গে এই ভাবে কথা বলবে কেন?

রহস্যটা কোথায়? এই লোকই তো আগের দু'বার তাকে ভাই ভাই বলেছে। চা এবং গরম ডালপুরী এনে খাইয়েছে। ফেরত পাঠিয়েছে পুলিশের জীপে।

আজ সে তিন ঘন্টা যাবত কাঠের একটা বেঞ্চীতে বসে আছে। ওসির ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সে তাকে চিনতেই পারছে না। একটা লোককে ধরে নিয়ে এসেছে এ নিয়ে কারোর কোন মাথা ব্যথা নেই। ওসি সাহেব বিয়ে বাড়ির এক লম্বা-চওড়া গল্প ফেঁদেছেন। সবাই আগ্রহ করে গল্প শুনছে। সেতাবগঞ্জে বরযাত্রী যাবে ভুলে গিয়ে উঠেছে নবীগঞ্জে। সেখানেও এক মেয়ের বিয়ে। সাজানো বাড়ি দেখে সবাই গিয়ে বর নিয়ে উঠল। মাইকে গান-টান বাজছে। কনে পক্ষীয়দের মধ্যে কানাঘুঁসা হচ্ছে। সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। অচেনা বর, অচেনা লোকজন। দীর্ঘ গল্প। শেষই হতে চায় না। যারা শুনছে তারা হেসে গড়িয়ে পড়ছে। উৎসাহ পেয়ে ওসি সাহেব রসাল জায়গাগুলি দ্বিতীয়বার করে বলতে লাগলেন। বাকেরের মনে হল এই গল্প শেষ হবা মাত্র দ্বিতীয় একটি গল্প শুরু হবে। সে শুকনো মুখে বলল, এক গ্লাস পানি খাব।

ওসি সাহেব বললেন, পানি খেলেই পেচ্ছাব পেয়ে যাবে। চুপচাপ বসে থাকেন। ঠাণ্ডার দিনে এত কিসের পানি খাওয়া-খাওয়ি?

এতেই হাসির স্রোত বয়ে গেল। বাকেরের বিস্ময়ের সীমা রইল না। দুপুর একটা পর্যন্ত বাকের একই জায়গায় বসে রইল। একটার সময় ওসি সাহেব বললেন, ওকে হাজতে ঢুকিয়ে দিন।

বাকের বলল, কি ব্যাপার আমাকে বলুন?

ওসি সাহেব বললেন, সময় হলে সবই শুনবেন। সময় হয় নাই। এখনো বাকি আছে।

এই কথাতেও একটি হাসির স্রোত বইল। এ থানার ওসি সাহেব যে একজন রসিক ব্যক্তি সে পরিচয় বাকের এর আগে পায়নি। বিভিন্ন পরিবেশে মানুষের বিভিন্ন পরিচয় পাওয়া যায়।

হাজতে ছোট্ট ঘরটায় ন'জন হাজতী। এর মধ্যে একজন অসুস্থ। সে বিকট শব্দে বমি করছে। বমির চাপে চোখ উল্টে আসছে। কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। সবার চোখের দৃষ্টিতে এক ধরনের উদাস ভাব।

দরজার পাশে সেন্ট্রি পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। চোখে-মুখে রাজ্যের নির্লিপ্ততা। বমি করার ব্যাপারটি সে দেখছে কিন্তু সে দৃশ্য তার মনে কোন ছাপ ফেলছে না। বাকের বলল, ভাই এসব পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করুন। লোকটাকে একটা ডাক্তার দেখান।

পুলিশটি কোন শব্দ করল না। বাকের দ্বিতীয়বার বলল, কি ব্যাপার ভাই? কিছু করুন।

সন্ধ্যাবেলা জমাদার আসবে তখন পরিষ্কার হবে।

www.MurchOna.com

লোকটাকে এক গ্লাস পানি এনে দিন।

পুলিশটি বড় একটি টিনের মগে এক মগ পানি এনে দিল।

বাকেরের ধারণা ছিল সন্ধ্যার আগেই অনেকে আসবে তার কাছে।

তার ভাই হয়ত আসবে না কিন্তু লোক পাঠাবে। সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকতে হবে কষ্ট করে।

ঘরে বমির কুৎসিত গন্ধ। সবাই নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বসে আছে। টাক মাথার গোঁফওয়ালা একটি লোক বলল, বড় ভাই আপনার কাছে সিগারেট আছে?

বাকে বলল, না।

টাকা তো আছে। সেন্ট্রিকে দেন সিগারেট এনে দিবে। ওকে পাঁচটা টাকা দিতে হবে। আমার কাছে দেন ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

বাকের একটা কুড়ি টাকার নোট বের করে দিল। টাক মাথার লোকটি বলল, আরো পাঁচটা টাকা দেন তাহলে ভাল কম্বল পাবেন। নয়, এমন কম্বল দিবে ঘুমাতে পারবেন না।

বাকের কিছু বলল না। লোকটি বলল, হাজতের খাওয়া খাবেন, না বাইরে থেকে খানা কিনে আনবেন? টাকা দিলে এরা বাইরে থেকে খাওয়া কিনে আনে। আমি আগে কিনেই আনতাম। এখন টাকা শেষ। আমার ছেলের টাকা নিয়ে আসার কথা। যোগাড় করতে পারছে না।

আপনি কতদিন ধরে আছেন এখানে?

তের মাস।

তের মাস ? বলেন কি?

এতদিন হাজতে রাখার কোন নিয়ম নাই। কোর্টে নিতে হয়। জামিন দিতে হয়, জামিন না হলে জেলখানায় হাজত আছে। কিন্তু-

কিন্তু কি?

না কিছু না।

করেছিলেন কি আপনি?

দুইটা খুন করেছি। টাকা খেয়ে করেছি। যাদের টাকা খেয়ে করেছি তারাই ধরিয়ে দিয়েছে। বড় ভাই, গোটা দশেক টাকা ধার দিতে পারেন? আমার ছেলে টাকা নিয়ে এলেই পেয়ে যাবেন।

আপনার নাম কি?

আমার নাম কবীর উদ্দিন। বাড়ি হচ্ছে গিয়ে মুন্সিগঞ্জ। মুন্সিগঞ্জ গিয়েছেন কখনো?

না।

ভালই করেছেন না গিয়ে। যাওয়ার মত জায়গা না। আমি নিজেই যাই না।

বাকের মানিব্যাগ খুলে দশটি টাকা দিল। ব্যাগে আরো ত্রিশ টাকার মত আছে। তার জন্য যথেষ্ট। সন্ধ্যার আগেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

সন্ধ্যার আগে কোন ব্যবস্থা হল না। কেউ এল না বাকেরের কাছে। অসুস্থ লোকটি বিকট শব্দে বমি করতে লাগল মাঝরাতে। বাকের ভেবেছিল এখানেই মরে পড়ে থাকবে। তা অবশ্যি হল না। ওসি সাহেব এসে তাকে হাসপাতালে পাঠালেন। হাজতঘরে কোন বাতি নেই। বাতির দরকারও নেই। বারান্দার আলো এসে পড়ছে। এতেই দেখা যাচ্ছে। তবু ওসি সাহেব কি মনে করে যেন পাঁচ ব্যাটারির টর্চলাইট সবার মুখের উপর কিছুক্ষণ করে ধরতে লাগলেন। বাকেরের মুখের উপর তা অনেকক্ষণ ধরা রইল।

www.MurchOna.com

এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে হাসান সাহেব বাকেরের গ্রেফতার হবার খবর পেলেন দেড় দিন পর। তাও পত্রিকার মাধ্যমে। ছবি ছাপা হয়েছে পত্রিকায়। কোন খবরই তিনি দু'বার পড়েন না। এটিও পড়লেন না। যদিও তাঁর মন বলতে লাগল এ খবরটা আবার পড়া উচিত। এবং কিছু একটা করা উচিত। তিনি অবশ্যি পর পর দু'কাপ চা খাওয়া ছাড়া আর কিছুই করলেন না। এগারটা বাজার আগেই বাসায় চলে এলেন। অফিসে তাঁর কিছুই করার ছিল না।

সেলিনা অসময়ে তাঁকে ফিরতে দেখে মোটেই অবাক হলেন না। যেন তিনি জানতেন হাসান সাহেব অসময়ে ফিরবেন। এবং এ জন্যেই যেন সেজেগুজে অপেক্ষা করছিলেন। সেলিনা বললেন, তুমি কি আট ঘন্টার নোটিসে চিটাগাং যেতে পারবে?

কেন?

পারবে কিনা আগে বল।

না পারার তো কোন কারণ দেখি না।

তানিয়ার বিয়ে। এখন আবার বলে বোস না যে তুমি তানিয়াকে চেন না। চেন তো?

হ্যাঁ চিনি। তোমার খালাতো বোন।

না হয়নি। আমার ফুপাতো বোন। হঠাৎ বিয়ে ঠিক হয়েছে। আমাকে টেলিফোনে বলল। আমি বলে দিয়েছি যে ভাবেই হোক তোমাকে নিয়ে আমি কাল সকালে চিটাগাং উপস্থিত হব।

হাসান সাহেব কিছু বললেন না। সেলিনা বললেন, কথা বলছ না কেন?

কি বলব?

যেতে পারবে কিনা? বিয়েটা সেরে সেই রাতেই না হয় ফিরে আসব। রাত দশটায় ট্রেন আছে। আমি টিকিট কাটতে পাঠিয়েছি। অনেক দিন ট্রেনে চড়া হয় না। তোমার ট্রেনে চড়তে ইচ্ছা করে না।?

করে।

তুমি যে প্রায়ই একটা কবিতা বলতে-'কামরায় গাড়ি ভরা ঘুম। রজনী নিঝুম।"

হ্যাঁ বলতাম।

রাতের ট্রেনে জাস্ট আমরা দুজন। ইন্টারেস্টিং হবে না? আমার তো মনে হয় খুব ফান হবে।

হবে হয় তো।

আমি তোমার স্যুটকেস গুছিয়ে রেখেছি।

কাজ তো তাহলে অনেক দূর এগিয়ে রেখেছ।

হ্যাঁ তা রেখেছি।

ট্রেন ছাড়ল রাত দশটায়। হাসান সাহেবের বেশ ভালই লাগছে। কামরায় গাড়ি ভরা ঘুম রজনী নিঝুম। কবিতাটি বারবার মাথায় ঘুরছে। দু'জন মাত্র প্রাণী এ কামরায়। তাদের কেউ ঘুমুচ্ছে না। তবু এই কবিতার চরণটিই মাথায় আটকে গেল কেন? সেলিনা কি সব যেন বলছে। কিছুই মাথায় ঢুকছে না। কিন্তু শুনতে ভাল লাগছে। সেলিনার গলার স্বর চমৎকার।

এ্যাই তুমি কথা বলছ না কেন?

শুনছি। দুজনে কথা বললে কে শুনবে?

www.MurchOna.com

বাকেরের ব্যাপারটা নিয়ে কিছু করেছ?

হাসান সাহেব বললেন, তুমি জানতে?

জানব না কেন?

কবে জানলে?

যেদিন ধরে নিয়ে গেল সেদিনই। তুমি অফিসে চলে গেলে। একটা ছেলে এসে আমাকে বলল।

আমাকে তো কিছু বলনি। আমি জানলাম খবরের কাগজ পড়ে।

সেলিনা চুপ করে রইলেন। হাসান সাহেব শান্ত স্বরে বললেন, আমাকে জানান উচিত ছিল।

আমার জানাতে ইচ্ছা করেনি।

হাসান সাহেব আবার চুপ করে গেলেন। ট্রেন চলছে দ্রুতগতিতে। ঝিকঝিক শব্দ হচ্ছে। ছোটবেলায় এই শব্দের সঙ্গে কত রকম গান মিশে যেত। এখন যাচ্ছে না। শুধু রজনী নিঝুম কথাটা এসে মিশেছে।

সেলিনা বললেন, ঘুমিয়ে পড়েছ?

না।

বাকেরকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। ওর বন্ধু-বান্ধবরা ওকে ছাড়িয়ে আনবে।

আমি বাকেরকে নিয়ে ভাবছি না।

কি ভাবছ তাহলে?

নিজের কথা ভাবছি।

কোর্টে বাকেরের জামিন হল না। তার বিরুদ্ধে চারশত আটচল্লিশ, এবং উনিশ অবলিক এফ ধারায় দুটি অভিযোগ। এই দুটি অভিযোগই জামিনযোগ্য নয়। কোর্ট থেকে পুলিশ রিমাণ্ডের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকে আরো জিজ্ঞাসাবাদ করা। তার সহযোগী অপরাধীদের সম্পর্কে তথ্যাদি নেয়া। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সে রকম কিছু হল না। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার ব্যাপারে পুলিশের কোন রকম আগ্রহ দেখা গেল না। এর মধ্যে ইয়াদ এল তাকে দেখতে। স্যুট-টুট পরা ভদ্রলোক। চুলের স্টাইল বদলে ফেলেছে কিংবা কিছু একটা করেছে। তাকে চেনা যাচ্ছে না। সে চোখ কপালে তুলে বলল, অবস্থা কি?

অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছিস।

হেভী পিটন দিয়েছে মনে হয়। মুখ ফোলা।

মার ধোর করে নি। মশার কামড়ে মুখ ফুলেছে।

মশারী দেয় না।

বাকরে উত্তর দিল না তার প্রচণ্ড ইচ্ছা করছে গারদের ফাঁক দিয়ে হাত বের করে প্রচণ্ড একটি চড় কষিয়ে দিতে। সে দাঁতে দাঁত চেপে মনে মনে বলল, হারামজাদা।

আমি খবর পেয়েছি পরশু বুঝলি। খবর শুনে আমার মাথায় থাণ্ডার এসে পরল। বিনামেঘে বজ্রাঘাত। আমি ভাবলাম ব্যাপারটা কি। কোন ঝামেলায় জড়ালি। নে সিগারেট নে।

বাকের সিগারেট নিল। টাক মাথার কবীর উদ্দিন বলল, স্যার আমাকে একটা দেন। আমি বাকের সাহেবের খোঁজ খবর করছি।

www.MurchOna.com

ইয়াদ সিগারেটের প্যাকেট বাকেরের দিকে এগিয়ে দিল। রাজা মহারাজাদের মত ভঙ্গী করে বলল, রেখে দে তোর কাছে। আর শোন কোনরকম চিন্তা করবি না। আমি আমার শ্বশুর সাহেবকে বলছি। সে কানেকসন ওয়ালা আদমী। দুই তিনটা টেলিফোন করলেই দেখবি জামিন হয়ে গেছে। তোর ভাই কিছু করছে?

জানি না।

বোধ হয় কিছু করছে না। শুনলাম তার চাকরি নিয়ে সমস্যা হচ্ছে।

কি সমস্যা?

তা জানি না। বাংলাদেশে কি সমস্যার শেষ আছে নাকি? হা হা হা।

বাকের পেট কাঁপিয়ে হাসতে লাগল। এর মধ্যে তার একটা নাদুস নুদুস ভুঁড়িও হয়েছে। দেখলেই হাত বুলাতে ইচ্ছা করে।

বাকের।

বল।

আমার একটা নিউজ আছে। শ্রীলংকা যাচ্ছি।

তাই নাকি?

হুঁ আমার এক মামাশ্বশুর ম্যানেজ করে দিলেন। ব্যবসার ব্যাপারে। ওখান থেকে নারকেল তেল আনব।

ভাল।

আমার বউও সঙ্গে যেতে চাচ্ছে বুঝলি। দিন রাত ঘ্যান ঘ্যান করছে।

নিয়ে যা।

মেয়ে-ছেলে কোথাও সঙ্গে নিতে আছে? ঐ যে কি যেন বলে-"পথে নারী বিবর্জিতা"। আমিও চেষ্টা করছি। কিছু লাভ হবে না। এঁটেল মাটির মত লেগে গেছে।

বাকের চুপ করে রইল। ইয়াদ তার সিগারেট শেষ করে উঠে থু করে একদলা থুথু ফেলল। চোখ মুখ কুঁচকে বলল, বড় গান্ধা জায়গা, বমি এসে যাচ্ছে। তুই কোন চিন্তা করিস না। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ছুটিয়ে নিয়ে যাব। কাউকে কোন খবর টবর দিতে হবে?

না। তুই যাচ্ছিস?

হুঁ।

কবীর উদ্দীন বলল, স্যার আপনি বাকের সাহেবকে কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে যান। উনার হাতে একটা পয়সা নাই।

ইয়াদ আশ্চর্য হয়ে মানিব্যাগ বের করল। দুইটি একশ টাকার নোট এবং কিছু খুচরা ছিল। একশ টাকার দুটি নোটই এগিয়ে দিল। বাকের টাকা নেবার ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখাল না। হাত বাড়াল কবীর উদ্দিন। মুখ ভর্তি হাসি দিয়ে বলল, যাবার আগে ওসি সাহেবকে একটু স্যার বলবেন আমাদের দেখাশোনার জন্যে। একটা এক্সট্রা কম্বল পেলে স্যার খুব ভাল হয়।

সাত দিনের পুলিশ রিমাণ্ডের সময়সীমা শেষ। কিন্তু পুলিশ আরো সাত দিনের সময় চাইল। কোর্ট সময় মঞ্জুর করল। বাকের পুরনো হাজতঘরে ফিরে এল। কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে এল না। প্রথম সাতদিন পার করতে যতটা খারাপ লাগছিল দ্বিতীয় সাতদিনে ততটা খারাপ লাগল না। কারণ কবীর উদ্দিন কি ভাবে যেন গাঁজার ব্যবস্থা করে ফেলেছে। গাঁজাটা বেশ ভাল জিনিস। টানার জন্যে কলকে লাগে না।

সিগারেটের তামাক ফেলে দিয়ে তার ভেতর গাঁজা ভরে চমৎকার টানা যায়। ভালই লাগে।

প্রথম খানিকক্ষণ মন খুব কোমল হয়ে যায়। কাঁদতে ইচ্ছা করে। ইচ্ছা করে খুব ভাল ভাল কাজ করতে। মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিতে। সেই কোমল ভাবটা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। খানিকক্ষণের মধ্যেই জগৎ-সংসার সম্পর্কে একটি বৈরাগ্য এসে পড়ে। এই বৈরাগ্যের ভাব সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী হয়। সবচে বড় কথা রাতের ঘুমটা ভাল হয়। এক ঘুমে রাত কাভার। ঢং ঢং করে এরা যে ঘন্টা পিটে সেই শব্দও কানে যায় না।

অন্যান্য হাজতীদের সম্পর্কে প্রথমদিকে তার খানিকটা বিতৃষ্ণার ভাব ছিল। এখন সেটা নেই। সবার সঙ্গেই তার এখন ভাল সম্পর্ক। মতিলাল নামে একজন হাজতী ছাড়া পেয়ে চলে যাবার দিন বাকেরের বুক হু-হু করতে লাগল। আর মতিলাল হারামজাদাও এমন গরু, ছাড়া পেয়েছিস বগল বাজাতে বাজাতে চলে যা, তা না সবাইকে জড়িয়ে ধরে আকাশ-পাতাল কান্না। এই ভাবে কাঁদলে অন্যদের চোখে পানি আসবেই। বাকেরের গলা ভার হয়ে গেল। চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। বহু চেষ্টায় গলার স্বর কর্কশ করে সে বলল, কি এত দেরি করছেন? বাড়ি চলে যান। আর এত কাঁদছেন কেন? মেয়েছেলে নাকি? চোখ মুছেন রে ভাই!

৩১

জাহানারা অবাক হয়ে বলল, কি ব্যাপার?

মামুন হাসিমুখে বলল, কোন ব্যাপার না এমনি এসেছি। এদিকে একটা কাজে এসেছিলাম, ভাবলাম এসেছি যখন দেখে যাই কেমন আছেন।

ভালই আছি।

করছেন কি?

দেখতেই পাচ্ছেন ফাইল নিয়ে বসে আছি।

জাহানারার ঠোঁট বিরক্তিতে বেঁকে গেল। মামুন অবাক হয়ে মুনার সঙ্গে জাহানারার অদ্ভুত একটা মিল খুঁজে পেল। মুনাও মাঝে মাঝে বিরক্তিতে ঠোঁট বাঁকাতো। ঠিক এই ভঙ্গিতে বাঁকাতো। মামুন বলল, লোন স্যাংশন হয়ে গেছে সেই খবরটাও দিতে এলাম।

পুরনো খবর আগেই একবার দিয়েছেন।

ও আচ্ছা।

মামুন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। তার উঠে যাওয়া উচিত কিন্তু উঠতে ইচ্ছা করছে না। বসে থাকতে ভাল লাগছে।

আপনি বাড়ি খুঁজে পেয়েছেন?

না।

এখনো খুঁজছেন? না খোঁজা বন্ধ করে দিয়েছেন?

খুঁজছি। আপনি কি চা খাবেন?

জ্বি খাব।

জাহানারা নিজে উঠে গিয়ে চায়ের কথা বলে এল। মামুন লক্ষ্য করল শুধু চা নয়, চায়ের সঙ্গে বিসকিট দেবার কথাও বলছে। এবং ফিরে এসে বসেছে হাসিমুখে। আগের বিরক্তির লেশমাত্র নেই।

www.MurchOna.com

আপনি কি এখনো শ্মশানে বেড়াতে যান?

না যাই না। আপনার কথার পর ভয়ে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

বিকালে কি করেন-ঘরেই বসে থাকেন?

হুঁ। বসে থাকা ছাড়া আর কি করব। গল্পের বই পড়ি। আপনার কাছে গল্পের বই আছে?

আছে। কাল নিয়ে আসব। অনেক আছে।

বলেই মামুন একটু চমকাল। কারণ গল্পের বই তার কাছে নেই। খুঁজলে-টুজলে এক-আধটা পাওয়া যেতে পারে কিন্তু অনেক বই আছে এটা পুরো মিথ্যা। এত বড় একটা মিথ্যা কথা সে কেন বলল। এই মেয়েটার আচার-আচরণ অনেকটা মুনার মত সেই কারণেই কি?

জাহানারা বলল, কালই আপনাকে বই নিয়ে আসতে হবে না। পরের বার যখন এদিকে আসবেন নিয়ে আসবেন।

আচ্ছা ঠিক আছে।

আপনার কাজকর্ম কেমন এগুচ্ছে?

কোন কাজকর্মের কথা বলছেন?

ব্যাংক থেকে লোন নিয়েছেন যে কাজকর্মের জন্যে। আমাদের তো রিপোর্ট করতে হবে।

কাজ চলছে পুরোদমে। জিনিসপত্র আনতে ঢাকা যাব।

জাহানারা কৌতূহলী হয়ে তাকাল।

কবে যাবেন?

এখনও ঠিক করিনি শিগগিরই যাব। আপনার কোন খবর থাকলে দিবেন আমি পৌঁছে দেব।

কাকে পৌঁছে দেবেন?

আপনার মাকে। তাঁরা তো ঢাকাতেই থাকেন তাই না?

আমার কোন খবর নেই।

কোন জিনিসপত্র দিতে চাইলে দিতে পারেন। কোন রকম সংকোচ করবেন না। এখানে মোক্তার পাটি বলে এক রকম পার্টি পাওয়া যায়। মোক্তা গাছের ছাল দিয়ে তৈরি ভাল জিনিস। আমি যোগাড় করে দেব।

আপনাকে কিচ্ছু যোগাড় করতে হবে না। আমি কোন কিছু পাঠাতে চাই না।

আপনার বদলির কি হয়েছে?

হয়নি কিছু।

হেড অফিসে দরখাস্ত করেছিলেন যে তার কি হল?

জানি না। কিছু হয়নি নিশ্চয়ই। হলে কি আর এখানে পড়ে থাকতাম? নিন চা খান।

চা খাবার পরও মামুন ঘন্টা খানিক বসে রইল। সে বুঝতে পারছিল জাহানারা বিরক্ত হচ্ছে। কিন্তু তার উঠতে ইচ্ছা করছে না। জাহানারা একবার বলেই ফেলল, চলে যান কেন শুধু শুধু বসে আছেন? এই যাচ্ছি বলেও মামুন বসে রইল। জাহানারা চশমা পরে মাথা নিচু করে কাজ করছে। চশমা নাকের ডগার দিকে অনেকটা নেমে এসেছে। সুন্দর লাগছে দেখতে। এই মেয়েটির চোখ দুটি সুন্দর। কিন্তু চশমার জন্যে সুন্দর চোখ আড়ালে পড়ে থাকে। যে ভদ্রলোক এই মেয়েটিকে বিয়ে করবে সে হয়ত বুঝতেও পারবে না তার স্ত্রীর চোখ কত সুন্দর।

আজ তাহলে যাই?

আরেক কাপ চা খেতে চাইলে খেতে পারেন।

মামুন উঠে দাঁড়িয়ে আবার বসে পড়ল। ইতস্তত করে বলল, আরেক কাপ চা অবশ্যি খাওয়া যায়। জাহানারা হেসে ফেলল।

হাসছেন কেন?

এম্নি হাসছি। আপনি আরাম করে বসুন। আমি চায়ের কথা বলে আসি।

মামুন ঠিক আরাম করে বসতে পারল না। ম্যানেজার তার ঘর থেকে আড়চোখে বারবার তাকাচ্ছে। তার চোখে-মুখে এই বিরক্তির কারণটি কি? একজন মহিলা কর্মচারীর সামনে বসে কাজের ক্ষতি করছে এইটিই কি বিরক্তির কারণ?

গল্পের বই খুঁজতে গিয়ে মামুন বাড়ি চষে ফেলল, কিছুই নেই। পুরানো কিছু মাসিক পত্রিকা পাওয়া গেল নাম-সোনার দেশ, উইপোকা সে সব ঝাঁঝড়া করে ফেলেছে। মার ঘরে পাওয়া গেল হযরত আলীর জীবনী এবং তাপসী রাবেয়া। হযরত আলীকে উইপোকা কাবু করতে পারেনি কিন্তু তাপসী রাবেয়াকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে। মামুন নিশ্চয়ই হযরত আলীর জীবনী নিয়ে জাহানারার কাছে যেতে পারে না। অথচ সে বলে এসেছে অনেক বই আছে। এখন যদি গিয়ে বলে কোন বই নেই তাহলে ব্যাপারটা খুব খারাপ হবে। বানিয়ে কিছু-একটা বললে কেমন হয়?

চোখ কপালে তুলে বলতে পারে, আর বলবেন না সব বই উধাও। কয়েক দিন ছিলাম না এখানে বাড়ি সাফ করে দিয়েছে। ধর্মের কয়েকটা বই ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু কথাটা কি বিশ্বাসযোগ্য হবে? এই অজ জায়গায় লোকজনদের এতটা সাহিত্য প্রীতি থাকার কথা নয়। কিছু বই আনিয়ে নিলে কেমন হয়?

মুনাদের বাড়ি ভর্তি বই। বকুলের বই পড়ার শখ। মুনাকে কতবার দেখেছে বই কিনছে। সেই সব বই বকুল নিশ্চয়ই শ্বশুর বাড়ি নিয়ে যায়নি।

মামুন রাতে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে চিঠি লিখতে বসল। অনেক দিন পর মুনাকে লিখছে। কেমন যেন সংকোচ লাগছে লিখতে। আগে কত সহজে লিখত-প্রিয় মুনা। কিন্তু এখন প্রিয় শব্দটি পর মনে হল শব্দটা মানাচ্ছে না। কিন্তু শুধু মুনা দিয়ে চিঠি শুরু করতে ইচ্ছা করছে না। দু'এক লাইনে চিঠি শেষ করবে ঠিক করেও দীর্ঘ চিঠি লিখে ফেলল।

প্রিয় মুনা,

একটি বিশেষ প্রয়োজনে লিখছি। চিঠি পাওয়া মাত্র তুমি আমাকে গোটা দশেক ভাল গল্প-উপন্যাস ভিপি করে পাঠিয়ে দিবে। তোমার অফিসের কোন বেয়ারাকে বললেই সে ভিপি করে দেবে। আমার অত্যন্ত প্রয়োজন। একা থাকি তো কিছুই করার নেই। সন্ধ্যার পর মনে হয় ভূতের বাড়িতে বাস করছি। রাত দশটা পর্যন্ত জেগে থেকে ঘুমুতে যাই। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম এলে বাঁচতাম। তা আসে না। কোন কোন দিন বারোটা পর্যন্ত বেজে যায়। গ্রাম দেশে রাত বারোটা ভয়াবহ ব্যাপার। মনে হয় অন্য কোন ভুবনে বাস করছি। গল্পের বই থাকলে সময়টা কাটবে।

মুনা একটু আগে যে কথাটা লিখেছি সেটা ঠিক না। বইগুলি আমার জন্যে নয়। জাহানারা নামের এক মেয়ের জন্য। তোমাকে আমি এক সময় বলেছিলাম যে আমি কোন দিন তোমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলব না। তবু শুরুতে বলে ফেলেছি। কেন

www.MurchOna.com

বললাম? কারণ আমার মনের মধ্যে একটা ভয় ছিল তুমি কি না কি মনে কর। যদিও আমি জানি তোমার মধ্যে এইসব ক্ষুদ্র ঈর্ষার কোন ব্যাপার নেই।

এইবার জাহানারার কথা বলি। কৃষি ব্যাংকের সেকেণ্ড অফিসার। এখানে একা একা থাকে। তোমার সাথে মিল আছে। তার মধ্যে কঠিন একটা ভাব আছে। যখন বিরক্ত হয় তোমার মত ঠোঁট বাঁকিয়ে দেয়। তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ মেয়েটিকে নিয়ে এত কথা লিখছি কেন? লিখছি কারণ লেখার কিছু নেই। অথচ আমার ইচ্ছা করছে বিরাট একটা চিঠি লিখতে।

মুনা আমি খুব একা হয়ে পড়েছি। রোজ রাতে ঘুমুতে যাবার সময় খুব মন খারাপ হয়। তুমি ঐ ব্যাপারটা নিজের মনে গেঁথে রেখে নিজে কষ্ট পাচ্ছ আমাকেও কষ্ট দিচ্ছ। আমি কতবার তোমাকে বলব আমি ফেরেশতা নই। আর তাছাড়া ফেরেশতারাও মাঝে-মধ্যে ভুল করে। করে না? তুমি কি বলতে পারবে যে এ জীবনে তুমি কোন ভুল করনি। না তুমি বলতে পারবে না।

আচ্ছা মুনা....

এ পর্যন্ত লিখে মামুন চিঠিটা গোড়া থেকে পড়ল এবং মনে হল চিঠিটা খুব বাজে ভাবে লেখা হয়েছে। এই চিঠি পাঠানোর কোন মানে হয় না। সে চিঠি টুকরো টুকরো করে ফেলল।

জাহানারা অফিসে নেই। ম্যানেজার সাহেব বললেন, উনি আসেননি। আপনার কিছু বলার থাকলে আমাকে বলুন। মামুন বলল, উনার জন্যে একটা বই এনেছিলাম।

আমার কাছে দিয়ে যান পৌঁছে দিব।

উনি আসেননি কেন?

শরীর ভাল নেই। গাল ফুলেছে। বোধ হয় মামস।

বলেন কি? তাহলে তো দেখতে যেতে হয়।

ম্যানেজার বিরক্ত চোখে তাকিয়ে রইল। মামুন বলল, বেচারী বিদেশে অসুখে পড়েছে স্থানীয় মানুষ হিসেবে আমাদের একটা দায়িত্ব আছে, কি বলেন?

ম্যানেজার সাহেব কিছুই বললেন না।

ডাক্তার দেখছে তো?

হ্যাঁ দেখছে।

মামসের একটা ভাল কবিরাজি চিকিৎসা আছে। ধুঁধুল পাতার রস, বটগাছের শিকড় এবং মধু এই তিনটা একত্রে মিশিয়ে পুলটিস করে দিতে হয়। আমার একবার মামস হয়েছিল। দেওয়া মাত্র আরাম হয়েছে।

তাহলে যান আপনার অষুধ দিয়ে আসুন। আমার বাসা তো চেনেন। চেনেন না?

হ্যাঁ চিনি।

জাহানারা মামুনকে দেখে মোটেই অবাক হল না। যেন সে জানত সে আসবে। মামুন বলল, আপনাকে দেখে কি মনে হচ্ছে জানেন? মনে হচ্ছে দু'গালে দুটি কমলা লেবু ঢুকিয়ে বসে আছেন। তাকানো যাচ্ছে না।

কই আপনি তো দিব্যি তাকিয়ে আছেন।

বই এনেছি আপনার জন্যে।

কি বই?

হযরত আলীর জীবনী।

www.MurchOna.com

জাহানারা তাকিয়ে রইল। মামুন হাসিমুখে বলল, ঐ দিন আপনাকে মিথ্যা কথা বলেছিলাম। বাড়িতে কোন বই নেই। আমি ঢাকা থেকে নিয়ে আসব।

আপনি বসুন।

মামুন বসল। ছোট্ট একটা ঘর। সুন্দর করে সাজানো। বুক শেলফ ভর্তি বই। জাহানারার হাতেও একটা বই। সে বইয়ের পাতা মুড়তে মুড়তে বলল, বেশিক্ষণ থাকবেন না আপনারও হবে।

হলে হবে। নো প্রবলেম। খাওয়া-দাওয়া কি করছেন?

বার্লি খাচ্ছি। সলিড কিছু গিলতে পারি না। আপনি কি চা খাবেন?

চা দেবে কে?

কে দেবে সেটা আমি দেখব। আপনি খাবেন কি না বলুন।

খাব।

জাহানারা উঠে ভেতরে চলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল চা নিয়ে।

এত তাড়াতাড়ি কিভাবে করলেন?

আমি করিনি। ভাবী করে দিয়েছেন। আপনি চা খেতে খেতে একটি সত্যি কথা বলবেন?

বলুন কি জানতে চান?

আপনি কেন আসেন আমার কাছে?

মামুন কিছু বলতে পারল না। চায়ে চুমুক দিতে লাগল। জাহানারা শাড়ি দিয়ে ফোলা গাল ঢেকে চুপচাপ বসে আছে। তার বসার ভঙ্গিই বলে দিচ্ছে সে প্রশ্নের জবাব চায়।

বলুন কেন আসেন?

আমি আজ উঠি?

উঠবেন তো বটেই। সারাদিন আমার ঘরে বসে থাকার জন্য আপনি নিশ্চয়ই আসেননি? কেন আপনি আমার কাছে বারবার আসেন এটা বলে চলে যান।

মুনার সঙ্গে আপনার চেহারার খুব মিল আছে। আচার-আচরণও দুজনের এক রকম। দুজনের প্রকৃতিই খুব কঠিন। আপনার সাথে যখন কথা বলি তখন মনে হয় মুনার সঙ্গেই কথা বলছি। এই জন্যেই আসি।

মুনা কে?

ওর সঙ্গেই আমার বিয়ের কথা।

বিয়েটা কবে?

ওসব চুকে-বুকে গেছে। বিয়ে হচ্ছে না।

কেন, উনার কি অন্য কোথাও বিয়ে হয়েছে?

না তা হয়নি। ও সে রকম মেয়ে নয়।

এর পরের বার আমি যখন ঢাকা যাব তখন আমাকে উনার ঠিকানা দেবেন। আমি উনাকে বুঝিয়ে বলব।

আপনার ওকালতির কোন দরকার নেই। আচ্ছা আমি উঠি।

মামুন উঠে দাঁড়াল। জাহানারা বলল, প্লীজ আপনি একটু বসুন। আমার কথায় রাগ করে এ ভাবে চলে গেলে আমার খুব খারাপ লাগবে।

মামুন বসল। দীর্ঘ সময় দুজনের কেউই কোন কথা বলল না।

www.MurchOna.com

৩২

শওকত সাহেবের মনে হল কে যেন এসে তাঁর বুকে বসেছে। যে বসেছে সে মানুষ নয়। বিশাল কোন একটি জন্তু যার গায়ে বোটকা গন্ধ। জন্তুটি শুধু বসেই নেই, প্রকাণ্ড থাবা বাড়িয়ে তাঁর গলা চেপে ধরতে চাইছে। তিনি বুঝতে পারছেন গলা চেপে ধরা মানেই মৃত্যু। কাজেই তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন যাতে জন্তুটি তাঁর গলা চেপে ধরতে না পারে। শওকত সাহেবের মুখ দিয়ে ফেনা বেরুতে লাগল। তিনি গোঙানির মত শব্দ করতে লাগলেন। ঠিক তখন মুনা ডাকল, মামা দরজা খোল কি হয়েছে? চিৎকার করছ কেন?

শওকত সাহেব চোখ মেললেন। জন্তুটি নেই। স্বপ্নই দেখছিলেন। কিন্তু ঠিক স্বপ্নও বোধ হয় নয়। সমস্ত ঘরময় বোটকা গন্ধ। গন্ধ কোত্থেকে এল?

মামা দরজা খোল। কি হয়েছে তোমার?

তিনি বিছানা ছেড়ে উঠলেন। ঘড়ি দেখলেন-দু'টা দশ। অনেকখানি রাত সামনে পড়ে আছে। জেগে বসে কাটাতে হবে। বাকি রাতটা এক ফোঁটা ঘুম আসবে না। তিনি ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুললেন।

স্বপ্ন দেখছিলে নাকি মামা?

হুঁ।

নাও পানি খাও।

শওকত সাহেব পানি খেয়ে বিড়বিড় করে বললেন, তুই কি এই ঘরে কোন বোটকা গন্ধ পাচ্ছিস?

না তো।

আমি পাচ্ছি। ইঁদুর মরে পড়ে থাকলে যে রকম গন্ধ হয় সে রকম গন্ধ।

বলেই শওকত সাহেবের মনে হল এই গন্ধের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর আগে এই জাতীয় গন্ধ ছিল এই ঘরে। এত তীব্র ছিল না কিন্তু ছিল।

মুনা, কোন রকম গন্ধ পাচ্ছিস না?

উঁহু। তুমি কি বারান্দায় ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্যে বসবে?

শওকত সাহেব হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না। বারান্দার ইজিচেয়ারে এসে বসলেন। উঠোনে জ্যোৎস্না হয়েছে। দিনের মত আলো। ফকফক করছে চারদিক।

মামা, এক গ্লাস গরম দুধ নিয়ে আসি দুধ খাও। ঘুম আসবে।

কিচ্ছু আনতে হবে না। তুই আমার পাশে বসে থাক।

মুনা তার পাশে বসতেই তিনি নরম গলায় বললেন, বেশিদিন বাঁচব না। ডাক এসে গেছে।

মুনা তরল গলায় বলল, এটা তো তুমি গত পাঁচ বছর ধরে বলছ।

আজ নিশ্চিত হয়েছি।

তাহলে তো ভালই হল। কবে মারা যাচ্ছ জেনে গেলে। আমরা যারা জানি না তাদের হচ্ছে অসুবিধা। সব সময় একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে হয়।

শওকত সাহেব মৃদু গলায় বললেন, সব সময় ঠাট্টা করিস না মা। তিনি মুনার হাত ধরলেন। মুনা লক্ষ্য করল, মামার হাত অস্বাভাবিক শীতল। তিনি অল্প অল্প কাঁপছেন।

কি স্বপ্ন দেখেছ বল তো শুনি?

www.MurchOna.com

একটা জন্তু বুকের উপর বসেছিল।

এই থেকেই তোমার ধারণা হয়ে গেল তুমি আর বাঁচবে না?

তিনি কিছুই বললেন না। মুনা সহজ ভঙ্গিতে বলল, ধর তুমি যদি মরেই যাও তাতে খুব আফসোস থাকার কথা নয়। বড় সমস্যার সমাধান করেছ। মেয়ের ভাল বিয়ে দিয়েছ। কারো কাছে তোমার কোন ধার-দেনা নেই। তাছাড়া-

শওকত সাহেব মুনাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, তুই একটা বিয়ে করলে আমি খুব সহজে মরতে পারব।

বলতে চাচ্ছ আমি তোমাকে মরতে দিচ্ছি না?

তিনি কিছু বললেন না। মুনা বলল, আমাকে নিয়ে কোন রকম চিন্তা করবে না মামা। আমি বেশ আছি। তুমি মরে গেলেও আমার কোন অসুবিধা হবে না।

শওকত সাহেব থেমে থেমে বললেন, আমি মামুনকে একটা চিঠি লিখেছি। ওকে আসতে লিখেছি।

এই কাণ্ড আবার কবে করলে?

পরশু দিন। ও এলে আমি তোর কোন কথা শুনব না।

মুনা মাথা নিচু করে বসে রইল। শওকত সাহেব বললেন-ঝগড়াঝাটি ঝামেলা এইসব হয়। এটাকে এত বড় করে দেখলে পৃথিবী চলে? চলে না। কমপ্রমাইজ করতে হয়।

তুমি ব্যাপারটা জান না বলে এসব বলছ। জানলে এ রকম করতে না। শোন তোমাকে আমি বলি। এর পরও যদি তুমি ওকে বিয়ে করতে বল আমি করব। মন দিয়ে আমার কথাটা শোন মামা।

আমি মামুনকে নিয়ে বাড়ি দেখতে গিয়েছিলাম কল্যাণপুরে। একটা বাড়ি পছন্দ হল আমাদের। ও বাড়ি ভাড়া করল। একদিন বিকেলে ঐ বাড়িতে গিয়েছি। জিনিসপত্র সাজাচ্ছি। ও হঠাৎ দরজা বন্ধ করে ফেলল। বাকিটা তোমাকে তো আর বলতে হবে না মামা। খুবই সহজ গল্প। এ ধরনের একটা ঘটনা আমার ছেলেবেলাতেও ঘটেছিল। তখন আমার বয়স তের। তোমাদের কাউকে কিছু বলিনি। আমার মনটা অসাড় হয়ে গেছে মামা। ঘেন্না ধরে গেছে।

মুনার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। শওকত সাহেব কোন কথা বললেন না। উঠোনের জ্যোৎস্নার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন। মুনা নিজেকে চট করে সামলে নিল। শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে বলল, একটা কাজ করা যাক মামা। আমি বরং বকুলকে লিখে দেই এখানে আসবার জন্যে। হঠাৎ ঘর খালি হয়ে গেছে তো তাই তোমার এ রকম লাগছে। ওরা এলে ভাল লাগবে। এখন আর তোমার মনে হবে না কোন জন্তু তোমার বুকে বসে আছে।

মুনা খিলখিল করে হেসে ফেলল। পরমুহূর্তেই হাসি বন্ধ করে গম্ভীর মুখে বলল, বকুল বোধ হয় কোন কারণে আমার উপর রাগ করেছে।

এ কথা কেন বলছিস?

বিয়ের পর আমাকে একটি চিঠিও দেয়নি।

শওকত সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, কোন চিঠি লিখেনি?

না। কেউ আমাকে পছন্দ করে না মামা। আমার মধ্যে কিছু একটা বোধ হয় আছে যা মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

আজে বাজে কথা বলিস না।

আজেবাজে কথা না মামা, খুব সত্যি কথা।

মুনা ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল। হালকা গলায় বলল, যখন ছোট ছিলাম তখন খারাপ লাগত এখন অভ্যেস হয়ে গেছে। মামা, যাও শুয়ে পড়।

আমি আর শোব না।

সারারাত বসে থাকবে এখানে?

হ্যাঁ।

বেশ থাক। আমি ঘুমুতে গেলাম। সকালে অফিস।

বিছানায় গিয়েও ঘুম এল না। মুনা এপাশ-ওপাশ করতে লাগল। মর্নিং অফিস হয়েছে। সাতটার আগে ঘর থেকে বেরুতে হয়। কাল নির্ঘাৎ অফিস কামাই হবে।

সত্যি সত্যি তাই হল, ঘুম ভাঙল ন'টায়। তার বিরক্তির সীমা রইল না। শওকত সাহেব এখনো বারান্দার চেয়ারে।

মামা, আমাকে ডাকলে না কেন?

আরাম করে ঘুমুচ্ছিলি তাই ডাকিনি? তোর কাছে একটা ছেলে এসেছে।

কে এসেছে?

চিনি না, গিয়ে দেখ। বসার ঘরে আছে।

মুনাও ছেলেটিকে চিনল না। লুঙ্গী পরা খালি পায়ের একটি ছেলে জড়সড় হয়ে চেয়ারে বসে ছিল মুনাকে দেখে লাফিয়ে উঠল। তের-চৌদ্দ বছর বয়স। সবে গোঁফ উঠতে শুরু করছে।

কে তুমি?

আপা আমার নাম গোবিন্দ। জলিল মিয়ার চায়ের স্টলে কাম করি।

আমার কাছে কি?

বাকের ভাই আপনারে যাইতে কইছে।

বাকের ভাই আমাকে যেতে বলেছে মানে? সে তো জেলখানায়।

জ্বি না থানা হাজতে।

থানা হাজতে আমাকে যেতে বলেছে?

জ্বি।

শখ তো কম না দেখি। থানা হাজতে আমি কি জন্যে যাব? খবরটা তোমাকে দিয়ে পাঠিয়েছে?

জ্বি। আমি গেছিলাম। বাকের ভাই কষ্টের মধ্যে আছেন।

কষ্টের মধ্যে তো থাকবেই, থানা হাজতে কে আর তাকে কোলে করে বসে থাকবে?

বিরক্তিতে মুনা ভুরু কুঁচকাল। গোবিন্দ বলল, আমি যাই আপা?

আচ্ছা যাও।

মুনা স্বপ্নেও ভাবেনি সে বাকেরকে দেখতে যাবে। অসুখ-বিসুখ হয়ে হাসপাতালে পড়ে থাকলে দেখতে যাওয়া যায়। কিন্তু চোর-ডাকাতের সঙ্গে বাস করছে এমন একজনের কাছে যাওয়া যায় না। বাবু এখানে থাকলে একটা কথা হত। তাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যেত। বাবু নেই। গেলে তাকে একা যেতে হয়। থানার লোকজনদের

www.MurchOna.com

গিয়ে বলা আমি একজন আসামীকে দেখতে এসেছি-সেও একটা অস্বস্তিকর ব্যাপার। তারা নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবে-আসামী আপনার কে? তখন যদি সে বলে-"কেউ না" তাহলেও ঝামেলা। ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করবে। নিজেদের মধ্যে চোখে চোখে কথা বলার চেষ্টা করবে। জঘন্য। মুনা ঠিক করল যাবে না। কিন্তু তবুও বিকেলে চলে গেল। ওসি সাহেবকে সহজ স্বাভাবিক গলায় বলল, আমি বাকের সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আপনাদের হাজতে আছেন। দেখা করা কি সম্ভব হবে?

বাকের ভাই কেমন আছেন?

ভাল।

দাড়ি রেখেছেন কেন?

রোজ রোজ শেভ করা মুশকিল। তুমি ভাল আছ?

আমি খারাপ থাকব কেন? আমি তো আপনার মত গুণ্ডামিও করিনি, বন্দুক-বোমা নিয়ে লাফ-ঝাঁপও দেইনি।

তা ঠিক।

আমি তো দেখেছি ধরা পড়লেই ছাড়া পেয়ে যান। এবার পাচ্ছেন না কেন?

কেউ ছাড়াবার চেষ্টা করছে না। তুমি কি একটু দেখবে?

আমি দেখব?

কেউ কিছু করছে না মুনা। আমার ভয় ধরে গেছে।

বাকেরের গলা কেঁপে গেল। মুনা বলল, মামা যখন ঝামেলায় পড়ল তখন আপনি অনেক কিছু করেছিলেন। আমার পাশে আপনি ছাড়া কেউ ছিল না। কাজেই এবার তো সেই উপকারের শোধ দিতেই হবে।

সে সব কিছু না মুনা।

কিছু না হবে কেন? এটা আপনার প্রাপ্য। আপনি এ রকম রোগা হয়ে গেছেন কেন? অসুখ-বিসুখ?

না অসুখ-বিসুখ না। এখানে খাওয়া খুব খারাপ। হোটেলের খাওয়া তো সহ্য হয় না।

আপনার ভাই আপনার কোন খোঁজখবর করছে না?

বাকের জবাব দিল না। মুনা বলল, আজ উঠি, আমি কাল আবার আসব।

বাকের বলল, তোমার সঙ্গে কোন টাকা-পয়সা থাকলে দিয়ে যাও, খুব কষ্টে আছি। টাকার অভাবে সিগারেট খেতে পারি না।

মুনা দীর্ঘ সময় বাকেরের দিকে তাকিয়ে রইল। ছোট সেল ঘরে বাকের ছাড়াও আরো চারজন মানুষ। এদের একজনের জন্যে টিফিন কেরিয়ারে করে খাবার এসেছে। ভাত গোশত। এই সন্ধ্যাবেলায় সে গপগপ করে খাচ্ছে। ঝোলে তার হাতমুখ মাখামাখি হয়ে গেছে। সেদিকে তার ভ্রুক্ষেপ নেই। একজন অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে সঙ্গীর খাওয়া দেখছে। অন্য সবাই তাকিয়ে আছে মুনার দিকে।

মুনা তার হাত ব্যাগ খুলল। টাকা-পয়সা কিছু নিয়ে আসেনি। ফিরে যাবার রিকশা ভাড়াটা শুধু আছে। মুনার অসম্ভব মন খারাপ হয়ে গেল। সে লক্ষ্য করল তার চোখ ভিজে উঠতে শুরু করেছে। কেন এ রকম হবে? সে চাপা গলায় বলল, কাল আমি আপনার জন্যে টাকা নিয়ে আসব।

www.MurchOna.com

৩৩

সকাল ন'টার মত বাজে।

ঝাঁ ঝাঁ রোদ উঠেছে। মামুন দোতলার বারান্দায় বসে দাড়িতে সাবান লাগাচ্ছে। আজ তাকে অনেকগুলি কাজ করতে হবে। রাজমিস্ত্রীকে খবর দিতে হবে। সেতাবগঞ্জে যেতে হবে সিমেন্টের জন্যে। চাইনীজ সিমেন্টের বস্তা পাওয়া যাচ্ছে। প্রতি ব্যাগে বিশ-ত্রিশ টাকা কম পড়বে। আকিল মিয়ার রড দিয়ে যাবার কথা। সে আসেনি। তার খোঁজেও যেতে হবে। আজ দিনের মধ্যে কি কি করতে হবে একটা কাগজে লিখে ফেললে হয়। মামুন ঠিক করল দাড়ি শেভ করার পরই পয়েন্ট বাই পয়েন্ট সব লিখে ফেলবে। সামনে প্রচুর কাজ। ভালই লাগছে। কাজ ছাড়া মানুষ থাকতে পারে?

আয়নাটা ভাল না। মুখ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে চোয়াল ভাঙা অচেনা একটি লোক বসে আছে। স্বাস্থ্য বোধ হয় খারাপ হয়েছে। মামুন গালে ব্লেড ছোঁয়াতেই অনেকখানি কেটে গেল। টপটপ করে রক্ত পড়তে লাগল। আরে কি কাণ্ড? নতুন ব্লেড। গাল কাটার কথা না। সে কি দাড়ি শেভ করাও ভুলে গেছে? মামুন তোয়ালে দিয়ে গাল চেপে উঠে দাঁড়ান মাত্র অদ্ভুত একটি দৃশ্য দেখল। মুনা আসছে। কাঁধে পাটের একটি ব্যাগ। এই ঝাঁ ঝাঁ রোদেও গায়ে একটা চাদর। বিস্মিত চোখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে এগুচ্ছে। দ্বিধার ভঙ্গিটি স্পষ্ট। মামুন উঁচু গলায় চেঁচাল-এ্যাই এ্যাই। মুনা তাকাল চোখ তুলে। হাসল। মামুন ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল-মুনা নয়, জাহানারা। এত বড় ভুলও হয় মানুষের। মুনা কেন এখানে আসবে? তার এত কি দায় পড়েছে?

কি ব্যাপার এ্যাই এ্যাই করে চেঁচাচ্ছিলেন কেন?

মামুন হাসল। জাহানারা বলল, এত বড় অসুখ দেখে এলেন তারপর তো একদিনও এলেন না।

নানান রকম ঝামেলায়....।

কোন ঝামেলা ছিল না। আপনি ইচ্ছে করেই যাননি। মামুন কি বলবে বুঝতে পারল না। আপানার গাল দিয়ে তো টপ টপ করে রক্ত পড়ছে। তুলা দিয়ে গাল চেপে রাখুন। ঘরে তুলা নেই?

না এটা কি ডাক্তারখানা। তুলা, গজ অষুধপত্র এইসব থাকবে। আসুন ভেতরে আসুন।

না আমি বসব না। হযরত আলীকে ফেরত দিতে এসেছি।

পড়েছেন নাকি?

আপনি এত কষ্ট করে নিয়ে গিয়েছেন আর আমি পড়ব না। মেয়েদের আপনারা কি ভাবেন, পাষাণ?

মামুন বলল, আপনি একটু বসুন। দেখি আমি চায়ের ব্যবস্থা করি। এই পাঁচ মিনিট।

জাহানারা বসে রইল। মামুন প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল। চা তাকেই বানাতে হবে। কাজের যে মেয়েটি আছে সে ভাত-তরকারী ছাড়া অন্য কিছু রাঁধতে পারে না।

জাহানারা চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, আমার খুব একটা ভাল খবর আছে।

কি খবর?

দেখি আন্দাজ করুন তো?

মেয়েটি হাসছে মিটিমিটি। তার চরিত্রের সঙ্গে এই হাসিটি ঠিক মিশ খাচ্ছে না। মামুন ধাঁধায় পড়ে গেল।

বলতে পারলেন না? আমার ট্রান্সফার অর্ডার হয়েছে।

বলেন কি?

আমি শনিবারে ঢাকায় চলে যাচ্ছি।

আমিও ঢাকায় যাচ্ছি। আমি আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। কোন চিন্তা করবেন না। গল্প করতে করতে যাব। ফাইন হবে।

জাহানারা হাসল। মামুন অবাক হয়ে বলল, হাসছেন কেন?

আপনার মধ্যে একটা ছেলেমানুষী আছে তাই দেখে হাসছি।

কি ছেলেমানুষী করলাম?

তা বলব না।

জাহানারা আবার হাসতে লাগল। কিশোরীদের হাসি। যা শুধু শুনতে ইচ্ছে করে।

আপনি খুব খুশি হয়েছেন?

খুশি হব না মানে! কি বলছেন আপনি?

এই জায়গাটা কি এতই খারাপ?

হ্যাঁ খারাপ। আর কিছুদিন থাকলে আমি মরে যেতাম।

মানুষ খুব কঠিন জিনিস। মানুষ এত সহজে মরে না।

আমি মরি। আপনার গাল দিয়ে কিন্তু এখনো রক্ত পড়ছে। ঘরে অষুধপত্র কিছুই নেই?

না।

গাঁদা ফুলের পাতা কচলে গালে দিন না।

গাঁদা ফুলের পাতা আমি পাব কোথায়?

জাহানারা আবার হাসতে শুরু করল। তার আজ এত আনন্দ হচ্ছে। সে বেশিক্ষণ থাকবে না বলে এসেছিল কিন্তু সে বিকাল পর্যন্ত রইল। অনবরত কথা বলল। যাবার সময় কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে গেল। হালকা স্বরে বলল, আপনি যতবার ঢাকা যাবেন ততবার আমাদের বাসায় আসবেন। আসবেন তো?

হ্যাঁ আসব।

আমি আপনাকে সঙ্গে নিয়ে একদিন উনাকে দেখতে যাব।

কাকে দেখতে যাবেন?

ঐ যে মেয়েটি যে আমার মত দেখতে।

ও মুনাকে?

হ্যাঁ। উনি আমাকে দেখে আবার রেগে যাবেন না তো?

না রাগবে না। ও অন্য ধরনের মেয়ে।

জাহানারা নিঃশ্বাস ফেলল।

৩৪

মুনা বলল, আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন?

ভদ্রলোক সরু চোখে তাকিয়ে রইলেন। যেন প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারছেন না। মুনা বলল, আমি অন্য একটা কেইসের ব্যাপারে আপনার কাছে এসেছিলাম। আমার মামা একটা ঝামেলায় পড়েছিলেন.....

www.MurchOna.com

ভদ্রলোক মুনাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, মনে আছে। ক্রিমিনাল মিস এপ্রোপ্রিয়েশনের মামলা। চারশ তিন ধারা। আপনার মামার নাম শওকত হোসেন কিংবা শওকত আলি।

মুনা যথেষ্ট অবাক হল। এই উকিল ভদ্রলোক অসম্ভব ব্যস্ত। চেম্বারে লোকজন গিজগিজ করছে। তার পক্ষে এতদিন আগের একটা মামলার কথা মনে থাকার কথা নয়। এ রকম স্মৃতিশক্তি মানুষের থাকে?

আপনার নামও মনে আছে। মিস মুনা। এখনো কি মিস আছেন না মিসেস হয়েছেন?

হইনি এখনো।

কেন-অসুবিধা কি?

ভদ্রলোক গভীর আগ্রহে তাকিয়ে রইলেন। যেন সত্যি সত্যি জানতে চান। কত বিচিত্র স্বভাবের মানুষই না থাকে পৃথিবীতে।

অসুবিধাটা কি বলুন।

ব্যক্তিগত অসুবিধা। সেটা এই জায়গায় বলতে চাই না।

আরে এই জায়গা কি দোষ করল? উকিলের চেম্বারে সব কথা বলা যায়। এ টু জেড।

আমি যে সমস্যা নিয়ে এসেছি তার সঙ্গে আমার মিস বা মিসেসের কোন সম্পর্ক নেই।

ও আচ্ছা।

আমি কি সমস্যাটার কথা বলব?

আজ শুনতে পারব না। আজ ব্যস্ত। আগামী সপ্তাহে আসুন। সোমবার। এ্যাপয়েন্টমেন্ট করে যান। কাগজজপত্র কি আছে?

কিছু কিছু আছে।

সেই সব রেখে যান। আমার এসিসটেন্ট আছে। জুনিয়র দুই উকিল। বুদ্ধিশুদ্ধি মিলিটারীদের মত। মাথার খুলির ভেতরে সাবানের ফেনা ছাড়া আর কিছু নেই। নো ব্রেইন। কিন্তু উপায় কি বলুন? এই শমসের চা দে। ইনারে চা দে।

মুনা বলল, আমি চা খাব না।

কেন খাবেন না?

কারণ কিছুই না। খেতে ইচ্ছে করছে না।

আপনি বললেন কারণ নেই আবার খেতে ইচ্ছে করছে না। দু'রকম কথা বলেন কেন? খেতে ইচ্ছে করছে না এটাই হচ্ছে কারণ। কথাবার্তা চিন্তা-ভাবনা করে বলা উচিত।

উকিল ভদ্রলোক থু করে একদলা থুথু ফেললেন এ্যাসট্রেতে। চারদিকে এ্যাসট্রের ছাই ছড়িয়ে পড়ল। ভদ্রলোক বিরক্ত হবার বদলে মনে হয় আরো খুশি হলেন। ছাই কি করে উড়ে সেটা পরীক্ষা করবার জন্যে আরেক দফা থুথু ফেললেন।

মিস মুনা।

জ্বি।

ছাই ফেলবার জন্যে সব টেবিলে এ্যাসট্রে থাকে। কিন্তু থুথু ফেলবার জন্যে কিছু থাকে না। কিছু থাকা উচিত। পিকদান টাইপ কি বলেন?

মুনা কিছু বলল না। উকিল সাহেব হাই তুলে বললেন-চলে যান, বসে আছেন কেন? সোমবারে আসবেন। দেখে দেব। আমার ফিজ কিন্তু আরো বেড়েছে। জেনে যাবেন। শেষে আমড়াগাছি করবেন সেটা হবে না। উকিলের চেম্বার কোন মাছের বাজার না। মুহুরীর কাছে সব জেনে-টেনে যান।

জ্বি আচ্ছা।

সোমবারে ফিজের টাকার গোটাটাই নিয়ে আসবেন। খালি হাতে আসবেন না। মুনা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আপনার কাছে যারা আসেন তাদের সবারই নামধাম কি আপনার মনে থাকে?

হুঁ থাকে। নাম মনে থাকে আর কোন্ ধারার কেইস ঐটা মনে থাকে। করে খাচ্ছি তো এই কারণেই। হা হা হা।

মুনা বের হয়ে গেল। অফিসের সময় হয়ে আসছে। এখান থেকে একটা রিকশা নিলে ঠিক সময় পৌঁছান যাবে। মুনা খানিকক্ষণ ভেবে ঠিক করল আজ অফিসে যাবে লাঞ্চ টাইমের পর। এই সময়টায় সে চেষ্টা করবে বাকেরের বড় ভাইকে ধরতে। হাসান সাহেব বোধ হয় নাম। আগের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে সার্কুলার রোডে বাড়ি নিয়েছেন। সেই ঠিকানা বের করতে মুনার কম ঝামেলা হয়নি।

একটি কাজের লোক মুনাকে বসতে বলে ভেতরে চলে গেল। তারপর আর কারোরই কোন খোঁজ নেই। বাড়ি নিঃশব্দ। ইংরেজীতে এই ধরনের পরিবেশকেই বোধ হয় পিন ড্রপ সাইলেন্স বলা হয়। মনে হচ্ছে শুধু এই বাড়ি নয় আশেপাশের কয়েকটি বাড়িতেই লোকজন নেই।

সুন্দর করে সাজানো বসার ঘর। পর্দা টেনে রাখার জন্যে আধো আলো আধো আঁধার। তবু এর মধ্যেই বোঝা যাচ্ছে এ ঘরে একবিন্দু ধুলো নেই। রোজ দু'বেলা কিংবা কে জানে হয়ত তিন বেলা এই ঘর ঝাড়পোচ করা হয়। অডিকোলনের গন্ধের মত মিষ্টি একটা গন্ধ আসছে নাকে। গন্ধটাও ঘরের সঙ্গে মানিয়ে গেছে। যেন এটা না থাকলেই মানাত না। অনেকক্ষণ বসে থাকার পর কাজের লোকটি আবার ঢুকল। তার হাতে চমৎকার একটি ট্রে। ট্রেতে এক কাপ চা অন্য একটি প্লেটে কিছু বিসকিট। রুটিন কাজ। যারা এখানে আসে তাদের সবার জন্যেই বোধ হয় এই ব্যবস্থা। মুনা বলল-উনার কি দেরি হবে? আমার অফিস আছে।

কাজের লোকটি বলল, আসতেছেন। তারপরও আধঘন্টার মত বসে থাকতে হল।

মানুষকে বসিয়ে রাখার মধ্যে এরা কি কোন আনন্দ পায়?

হাসান সাহেব ঘরে ঢুকলেন অফিসের পোশাক পরে। ঢুকেই ঘড়ি দেখলেন, এর মানে সময় বেশি দেওয়া যাবে না।

আপনি কি আমার কাছে এসেছেন?

জ্বি।

আপনার সঙ্গে কি আমার পরিচয় আছে?

জ্বি না। তবে আমরা এক পাড়ায় থাকতাম।

ও আচ্ছা। কি ব্যাপার বলুন?

আমি এসেছি আপনার ভাইয়ের ব্যাপারে।

বাকের? নতুন কোন ঝামেলা বাঁধিয়েছে নাকি?

জ্বি না।

www.MurchOna.com

হাসান সাহেবের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল। তিনি দ্বিতীয়বার ঘড়ি দেখলেন কিন্তু বসলেন। ভঙ্গি থেকে মনে হচ্ছে তিনি সমস্ত ব্যাপার মন দিয়ে শুনবেন।

বলুন কি বলবেন?

বাকের ভাই অনেকদিন ধরে হাজতে পড়ে আছে। কেউ বোধ হয় কিছু করছে না। দেখতে-টেখতেও যাচ্ছে না।

বাকেরের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

সম্পর্ক কিছু নেই। এক পাড়ায় থাকতাম। অনেক সময় আমাদের অনেক উপকার করেছেন।

ও তো গুণ্ডামি করে জানতাম। উপকারও করে নাকি?

মানুষের চরিত্রের অনেকগুলি দিক থাকে।

তা থাকে। এ ম্যান হ্যাজ মেনি ফেসেস। ভালই বলেছেন। বাকেরের ব্যাপারটায় আমি ইচ্ছা করেই নীরব আছি। এর কারণ আছে। আমার মনে হয় আপনাকে বুঝিয়ে বললে বুঝবেন। আমি মনেপ্রাণে চাচ্ছি যাতে ওর একটা শিক্ষা হয়। হাজতে ঢোকা মাত্র বের করে আনলে ঐ শিক্ষাটা হবে না।

আপনি চাচ্ছেন বিচার-টিচার হবার পর বাকের ভাই বেশ কিছুদিনের জন্যে জেলে চলে যাক।

হাসান সাহেব ঘড়ি দেখলেন। কিন্তু তার মধ্যে কোন চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা গেল না। তিনি সিগারেট বের করলেন এবং কাজের লোকটিকে চা দিতে বললেন। মুনা সহজ স্বরে বলল, আপনি বোধ হয় জানেন না-এটা সাজানো মামলা। বাকের ভাইয়ের কাছে অস্ত্রশস্ত্র কিছুই ছিল না।

আপনি কি করে জানেন?

বাকের ভাইয়ের অনেক দোষ আছে কিন্তু সে মিথ্যা কথা বলে না।

হাসান সাহেব হেসে ফেললেন। মুনা লক্ষ্য করল হাসিটি খুব সুন্দর। সহজ স্বাভাবিক।

আপনার নাম কি?

মুনা।

আমি কি আপনাকে তুমি করে বলতে পারি? বয়সে আমি অনেক বড়।

নিশ্চয় তুমি করে বলবেন।

আমি এখন অফিসে যাব। গাড়ি এসে গেছে বোধ হয়। হর্ন দিচ্ছে। তুমি কোথায় যাবে বল তোমাকে নামিয়ে দেব।

আমাকে নামিয়ে দিতে হবে না। আমি রিকশা নিয়ে চলে যাব।

রিকশা নিয়ে চলে যাবার কোন দরকার নেই, এস তুমি। আর শোন, আমি একজন এডভোকেটের সঙ্গে কথা বলছি। ও বাকেরের ব্যাপারটা দেখছে। তুমি হয়ত ভাবছ আমি ভাই হিসেবে কোন দায়িত্ব পালন করছি না। এটা ঠিক না। দেখছি। আড়াল থেকে দেখছি। তাছাড়া.......

তাছাড়া কি?

অফিসে আমার নিজের একটা সমস্যা যাচ্ছে। আমার পায়ের নিচে মাটি নেই। অনেক গল্প। তুমি আরেকদিন এস, তোমাকে বলব।

হাসান সাহেব মুনাকে শুধু যে অফিসে নামিয়ে দিলেন তাই নয় নিজের গাড়ি থেকে নামলেন। মুনা কোথায় বসে তা দেখলেন। মুনা যখন বলল, এক কাপ চা খাবেন? তিনি বললেন-মন্দ কি?

চা খাওয়া যেতে পারে।

৩৫

তিনদিন ধরে শওকত সাহেবের জ্বর।

খুব বেশি নয় একশ, একশ এক। তবু বয়সের কারণেই তিনি বেশ কাহিল হয়ে পড়লেন। শারীরিক অসুবিধা ছাড়াও কিছু কিছু মানসিক অসুবিধাও দেখা গেল। পর পর দু'দিন মুনাকে বললেন লতিফাকে তিনি পর্দার ফাঁক থেকে উঁকি দিতে দেখেছেন। মুনা কিছুই বলেনি। ঠোঁট বাঁকিয়েছে যা থেকে মনে হয় সে বিরক্ত। অথচ এর মধ্যে বিরক্ত হবার কি আছে। তাঁর কথা সে বিশ্বাস না করতে পারে সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু বিরক্ত হবে কেন? আগে তো শুনবে তিনি কি বলতে চান তাও শুনেনি। ঠোঁট বাঁকিয়ে ঘরের কাজ করতে গেছে। অথচ লতিফাকে তিনি দেখেছেন। নিশি রাতে ঘুম ভেঙে দেখা। তিনি শুয়ে ছিলেন। জানালা দিয়ে রোদ আসছিল বলে জানালা বন্ধ করে দিতেই ঘর খানিকটা অন্ধকার হয়ে গেল। ঠিক তখন ঘরের পর্দা নড়ে উঠল। শুধু শুধু পর্দা নড়বে কেন? তিনি তাকালেন এবং দেখলেন পর্দার নিচে স্যাণ্ডেল পরা রোগা রোগা দুটি পা। লতিফার পা। তিনি ডাকলেন-কে লতিফা! লতিফা! পর্দা আবার নড়ে উঠল। তিনি বিছানায় উঠে বসতেই পা সরে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে কাউকে দেখলেন না। মুনা অফিসে। ঘর খালি। একটি প্রাণীও নেই। শুধু রান্নাঘরে ইঁদুর খুটখুট করছে।

অথচ সেই কথাটি মুনা শুনতেই চাইল না। বিরক্তি দেখিয়ে চলে গেল। সেদিনকার পুচকে মেয়ে অথচ ভাবটা এ রকম যেন পৃথিবীর সব রহস্য তার জানা। মুনার উপর তিনি গত ক'দিন ধরে বেশ বিরক্ত। সে স্পষ্টতই তাকে অবহেলা করছে। তিন দিন ধরে তাঁর জ্বর যাচ্ছে এই নিয়েও তার কোন মাথা ব্যথা নেই। একবার বলল না, ডাক্তার দেখাও। কিংবা নিজে গায়ে কোন অষুধ-বিষুধ আনল না।

গতকাল সন্ধ্যায় তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুনাকে শুনিয়ে বললেন, বাঁচব না। দিন শেষ। মুনা বলল, খামোকা আজে-বাজে কথা বল কেন?

তিনি দুঃখিত গলায় বললেন, বাঁচব না এই কথাটা বলছি। এটা কি আজেবাজে কথা?

হ্যাঁ। বাঁচবে না সেটা তো সবাই জানে। বারবার বলা দরকার কি?

তিনি চুপ করে গেছেন। মেয়েটা এমন অদ্ভুত একেকবার একেকটা জিনিস নিয়ে এমন বাড়াবাড়ি করে যে রীতিমত রাগ লাগে। এখন যেমন বাকেরের ব্যাপারটা নিয়ে করছে। সেদিন দেখলেন টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার ভরছে। তিনি অবাক হয়ে বললেন, কার জন্যে খাবার নিচ্ছিস?

বাকের ভাইয়ের জন্যে।

কেন?

খাবে সেই জন্যে। আজ ছুটির দিন আছে। কাজেই নিয়ে যাচ্ছি।

তিনি আর কিছুই বলেননি। কিন্তু জানেন কাজটা ভাল হচ্ছে না। লোকের চোখে পড়বে। নানান জনে নানান কথা বলবে। কিন্তু এই সহজ জিনিসগুলি মুনাকে কে বুঝাবে? কিছু বলতে গেলে ফোঁস করে উঠবে। দিন দিন মেয়েটার আকাশ-ছোঁয়া মেজাজ হচ্ছে। একদিন কড়া করে ধমক দিতে হবে।

শওকত সাহেব জ্বর গায়ে রান্নাঘরে ঢুকলেন। ক্ষুধা হচ্ছে। সকালে কিছু খাননি। মুনা যাবার সময় বলে গেছে মিটসেফে খাবার ঢাকা দিয়ে গেছে। মিটসেফে কয়েকটা

রুটি আর কিছু ভাজি ঢাকা দেয়া। সেখানে কয়েকটা তেলাপোকা। ঢাকনির উপর হাঁটাহাঁটি করছে। শওকত সাহেবের বমি এসে গেল। সেই বমি চাপতে গিয়ে বুকে চাপ ব্যথা। নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম। শওকত সাহেব বিছানায় এসে শুয়ে পড়লেন। আলো মরে আসছে, ঘর অন্ধকার। আজও কি লতিফা আসবে নাকি। শূন্য ঘরে তাঁর কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। মুনা কখন ফিরবে তার ঠিক নেই। হয়ত সন্ধ্যা পার করে ফিরবে। ঐ দিন মামুন এসেছিল। একদিনের জন্যে এসেছে। হাতে সময় নেই। তবু সে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে রইল। মুনার দেখা নেই। মুনা এল সন্ধ্যা মিলাবারও আধঘন্টা পর। মামুন তখনো বসে আছে। মুনা শুকনো হাসি হেসে বলল, কখন এসেছ?

মামুন বলল, অনেকক্ষণ।

কোন কারণে এসেছ, না এম্নি।

মামা চিঠিতে লিখেছিলেন একবার আসার জন্যে।

কথা হয়েছে মামার সঙ্গে?

হুঁ। তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলবার জন্যে বসে আছি।

আজ না বললে হয় না? প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। দাঁড়াতে পারছি না।

আজ রাতের ট্রেনে চলে যাচ্ছি।

তাহলে এর পরের বার যখন আস তখন কথা হবে।

শওকত সাহেব দেখলেন মামুন শুকনো মুখে চলে যাচ্ছে। একি কাণ্ড! সব বদলে যাচ্ছে। বকুল? বকুলও কি কম বদলেছে! প্রথম প্রথম চিঠি লিখত। এখন তাও লেখে না। যদিও লেখে দু'তিন লাইনে সব কথা শেষ "বাবু ভাল আছে। মন দিয়ে পড়াশোনা করছে। বাবুকে নিয়ে কোন চিন্তা করবেন না"। যেন বাবু ছাড়া তাঁর আর কোন চিন্তা নেই।

শওকত সাহেব শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেলেই চমকে উঠলেন। দরজার পর্দা আবার কাঁপছে। তিনি ভয়ে ভয়ে নিচের দিকে তাকালেন। রোগা রোগা দুটি পা দেখা যাচ্ছে। শওকত সাহেবের নিঃশ্বাস ভারি হয়ে এল। প্রচুর ঘাম হতে লাগল। তিনি মৃদু স্বরে ডাকলেন, কে লতিফা!

টুনটুন করে দু'বার কাঁচের চুড়ির শব্দ হল। লতিফা কাঁচের চুড়ি পরত। তার হাত ভর্তি ছিল নীল রঙের চুড়ি।

লতিফা। ও লতিফা।

পা দুটি চট করে সরে গেল। শওকত সাহেব দরজা খুলে বাইরে এসে শুনেন খুব শব্দে বাইরের দরজার কড়া নড়ছে। দরজা খুলতেই দেখলেন মুনা দাঁড়িয়ে আছে। মুনা বিরক্ত হয়ে বলল, কতক্ষণ ধরে কড়া নাড়ছি দরজা খুলছ না কেন?

শওকত সাহেব কিছু বললেন না।

দরজা খুলছে না দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

কি ভেবেছিলি মরে গিয়েছি?

তা না ভাবলাম অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে গেছ বোধ হয়।

তোর মামলার কি হল?

মামলা তো এখনো শুরু হয়নি। উকিলকে কাগজপত্র দেখতে দিয়েছি।

উকিল কে?

তোমার উকিল। তোমার বেলায় যিনি ছিলেন।

ও আচ্ছা।

হাসান সাহেব আছেন না? উনিও একজনকে বলছেন। মামলা কে চালাবে এখনো ঠিক হয়নি।

তুই এই ব্যাপারটা নিয়ে বেশি ছুটোছুটি করছিস। যাদের করার তারা করবে তোর এত কিসের মাথা ব্যথা।

মুনা হাসল। শওকত সাহেব বললেন, সামলে-সুমলে চলতে হয়। সমাজ সংসার দেখতে হয়। কঠিন জায়গা।

আমিও তো মামা কঠিন মেয়ে।

শওকত সাহেব কিছু বললেন না। মুনা বলল, তোমাকে কেমন অন্যমনস্ক লাগছে। কি হয়েছে বল তো?

তিনি ইতস্তত করে বললেন, আজ আবার দেখলাম। এই কিছুক্ষণ আগে। দশ মিনিটও হয়নি।

কি দেখলে?

তোর মামীকে দেখলাম।

তুমি কি পাগল-টাগল হয়ে যাচ্ছ নাকি মামা? কি ধরনের কথাবার্তা যে বল। রাগে গা জ্বলে যায়।

ঘটনাটা না শুনলে তুই......

কোন কিছু আমি শুনতে চাই না।

শওকত সাহেব ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। মুনা বলল, জ্বর কমেছে?

শওকত সাহেব সেই প্রশ্নের কোন জবাব দিলেন না। মুনা রাতের খাবার তৈরি করে তাকে খেতে ডাকল। তিনি উঠে এলেন কিন্তু খেতে পারলেন না। খানিকক্ষণ পরই উঠে গিয়ে একগাদা বমি করলেন। চারদিক কেমন দুলছে। শরীরটাকে অসম্ভব হালকা মনে হচ্ছে। তিনি মৃদু স্বরে ডাকলেন-ও লতিফা, লতিফা। মুনা এসে তাঁর পিঠে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মুখ ধোয়ার পানি দে রে মা।

মুনা পানি নিয়ে এসে দেখল তিনি বিড়বিড় করে নিজের মনে কি সব কথা বলছেন।

মামা কি বলছ?

কিছু বলছি না। পরিষ্কার দেখলাম বুঝলি। মনটা একটু ইয়ে হয়ে আছে।

ইয়ে হয়ে থাকলে তো খারাপ। মনটাকে ঠিক কর। আমার মনে হয় বকুলের কাছ থেকে ঘুরে এলে তোমার সব ঝামেলা মিটে যাবে।

তুই যাবি আমার সঙ্গে?

পাগল হয়েছ? মামলা-মোকদ্দমা ফেলে আমি যাব কোথায়? ঘুম থেকে উঠেই আমাকে যেতে হবে উকিলের কাছে।

শওকত সাহেব শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেললেন।

উকিল সাহেব আজ অদ্ভুত একটা পোশাক পরে এসেছেন। জিনিসটা পাঞ্জাবীর মত। কিন্তু শার্টের কলারের মত কলার আছে। ভদ্রলোককে দেখাচ্ছে সার্কাসের ক্লাউনের মত। মুনাকে দেখেই তিনি বললেন-হবে না।

www.MurchOna.com

মুনা বলল, কি হবে না?

এফ আই আর দেখলাম। এই মামলায় লাভ নেই।

আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

কথা তো বাংলাতেই বলছি, বুঝেন না কেন? পুলিশের সাজান মামলা। কনভিকসন হয়ে যাবে। উকিল-মোক্তার কিছু করতে পারবে না।

মুনা তাকিয়ে রইল। উকিল সাহেব মুখখানা অনেকখানি সরু করে টেনে বললেন, ধরন-ধারণ দেখে মনে হয় পলিটিক্যাল কেইস। কাউকে দীর্ঘ সময়ের জন্যে আড়ালে সরিয়ে রাখতে হলে এইসব মামলা করা হয়। পুলিশ যদি নিজেরাই কিছু অস্ত্রশস্ত্র জমা দিয়ে বলে এইসব পাওয়া গেছে তাহলে কি করার আছে বলুন। এটা কোর্টে প্রমাণ করা মুশকিল যে, অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায়নি। তাছাড়া আমার ধারণা এই ছেলেটির আগের রেকর্ডও ভাল না। ঠিক না?

জ্বি ঠিক।

আপনার যা করা উচিত তা হচ্ছে বড় কোন নেতা-ফেতার কাছে যাওয়া। আছে তেমন কেউ?

জ্বি না।

খুঁজে বের করুন। বাংলাদেশ ছোট জায়গা। খুঁজলেই কাউকে পাবেন যার আপন দুলাভাই কিংবা ভায়রা ভাই হচ্ছেন কোন তালেবর ব্যক্তি। তার মাধ্যমে কাজ করুন। আইন? আইনের হাত বেঁধে ফেলা হচ্ছে। অন্তত চেষ্টা চলছে। বুঝবেন। নিজেই বুঝবেন। হা হা হা। উঠলেন নাকি?

জ্বি উঠছি।

মামলাটা আমি নিচ্ছি না-কিছু মনে করবেন না। প্রথম দিন যে টাকা দিয়েছিলেন সেটি ফেরত দেয়া উচিত কিন্তু দিচ্ছি না। কারণ আমি কিছু উপদেশ দিয়েছি। প্রফেশন্যাল এডভাইস। ওর একটা চার্জ আছে। আচ্ছা বিদায়।

৩৬

বাকেরের চেহারায় আজ বিরাট পরিবর্তন। মাথার চুল কামিয়ে ফেলেছে। চকচক করছে মাথা। বাকের হাসিমুখে বলল, উকুনের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে এই কান্ড করেছি। খুব খারাপ লাগছে?

মুনা কিছু বলল না। এই জায়গায় ভাল লাগা খারাপ লাগার কোন ব্যাপার নেই।

শোন মুনা, সুন্দর দেখে একটা ছেলের নাম দাও তো।

কেন?

ইয়াদ এসেছিল। ওর একটা ছেলে হয়েছে। আমার কাছে নাম চায়।

মুনা বিরক্ত হয়ে বলল-প্রথম ছেলে হলে ছেলের বাবা যার সঙ্গে দেখা হয় তার কাছেই নাম চায়। ওটা কোন ব্যাপার না। আপনার কি ধারণা আপনি নাম দিলেই উনি সেই নাম রাখবেন?

বাকের চুপ করে গেল।

আজ যাই।

www.MurchOna.com

এখনই যাবে?

থেকে করবটা কি?

তাও তো ঠিক আচ্ছা মুনা ঐ মেয়েগুলি আছে কেমন?

কোন্ মেয়েগুলি?

ঐ যে তিনটা মেয়ে?

কি আশ্চর্য। আমার কি ওদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে নাকি যে বলব কেমন আছে।

তাও তো ঠিক।

আপনার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। উনি চেষ্টা-চরিত্র করবেন। ধৈর্য ধরে থাকুন।

বাকের কিছু বলল না। নিজের চুলশূন্য মাথায় হাত বুলাতে লাগল।

টাকা-পয়সা কিছু লাগবে?

না।

মুনা চলে আসবার সময় বাকের বলল, চুলগুলি ফেলে দেওয়ায় একটা অসুবিধা হয়েছে।

আগে একটা টাকা দিলেই মাথা বানিয়ে দিত। খুবই আরামের ব্যাপার। এখন চুল না থাকায় কোন আরাম পাই না।

৩৭

শ্রাবণ মাসের গোড়াতে শওকত সাহেবের শরীর খুব খারাপ করল। তিনি প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। কাজের মেয়েটিও নেই। খুব ঝামেলা। মুনা অফিসে চলে গেলে সামান্য এক গ্লাস পানিও নিজেকে গড়িয়ে খেতে হয়। তাতেও কষ্ট হয়। এক সন্ধ্যায় তার অসুখ বেশ বাড়ল। প্রচন্ড মাথার যন্ত্রণা, সেই সঙ্গে গা কাঁপিয়ে জ্বর। বাইরে ঘোর বর্ষা। বৃষ্টিতে পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে। সন্ধ্যা থেকেই ইলেকট্রিসিটি নেই। মুনা হারিকেন জ্বালিয়ে মামার ঘরে নিয়ে গেল। তিনি বললেন, কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে। তুই এখানে খানিকক্ষণ বসে থাক।

মুনা বসল। শওকত সাহেব এলোমেলো ভাবে দু'একটা কথাটথা বলতে চেষ্টা করলেন। সবই বকুলকে নিয়ে। গত মাসে বকুল এসেছিল। খবর না দিয়ে আসা। জহিরের মামাতো ভাইয়ের বিয়ে নারায়ণগঞ্জে সেখানে যাবার পথে ঘন্টা তিনেকের জন্যে এ বাড়িতে থাকা। মুনা সে সময়টা বাসায় ছিল না। শওকত সাহেব বকুলের গল্প পঞ্চাশবার করেছেন। প্রতিবারই নতুন নতুন কিছু তথ্য যোগ হয়েছে। মুনার কেমন সন্দেহ হয় বেশির ভাগই বোধ হয় বানানো। আজও সেই গল্পই শুরু হল।

মেয়েটা সুন্দর হয়েছে খুব, বুঝলি মা খুব সুন্দর।

সুন্দর হবারই তো কথা। বিয়ের পর মেয়েরা সুন্দরী হয়। এটাই নিয়ম।

সবাই হয় না। যারা সুখী হয় তারাই হয়। মেয়েটা সুখী হয়েছে। আর হবে না কেন বল ছেলেটা তো ভাল। ভাল না?

হ্যাঁ ভাল।

এসেই পা ছুঁয়ে সালাম করল।

কি যে তুমি বল মামা। তোমার জামাই আর তোমাকে পা ছুঁয়ে সালাম করবে না?

না মানে সবাই তো করে না। আজকালকার ছেলে। জহির বিদেশ যাচ্ছে বুঝলি।

www.MurchOna.com

কবে যাচ্ছে?

এখনো ঠিক হয়নি। চেষ্টা চলছে। তার এক চাচা থাকেন ইংল্যাণ্ডে। তিনিই ব্যবস্থা করছেন।

ভাল।

একবার গেলে বকুলকেও নিয়ে যাবে তাই না?

নেওয়াই তো উচিত।

দেশ বিদেশ দেখা হবে মেয়েটার ভাগ্যের ব্যাপার তাই না?

তাতো বটেই। আচ্ছা মামা আমার কথা বকুল কিছু জানতে চায়নি, তাই না?

শওকত সাহেব থতমত খেয়ে গেলেন। খানিকক্ষণ চুপ থেকে বললেন, জানতে চাইবে না কেন? চেয়েছে। অনেক কথা জিজ্ঞেস করেছে।

কি জিজ্ঞেস করেছে?

তিনি সে সব কিছু বলতে পারলেন না। মুনা মৃদু হাসল। বকুল কিছুই জানতে চায়নি। কিন্তু কেন চাইবে না?

মামা। তুমি শুয়ে থাক। আমি খাবার তৈরি করি। রুটি খাবে তো?

হ্যাঁ। আরেকটু বস। ঝড় কমুক।

ঝড় কোথায় দেখলে তুমি! বাতাস দিচ্ছে। তুমি শুয়ে থাক। কয়েকটা রুটি বানিয়ে চলে আসব। বেশিক্ষণ লাগবে না। তুমি খানিকক্ষণ থাকতে পারবে অন্ধকারে? হারিকেনটা নিয়ে যাই।

রুটি বানাতে মুনার অনেকক্ষণ লাগল। চুলায় কি একটা হয়েছে। বারবার নিভে যাচ্ছে। রান্নাঘরের জানালার কবাট একটা ভাঙা। বাতাসের ঝাপটায় হারিকেন নিভে যাচ্ছে। যন্ত্রণার এক শেষ।

মুনা রুটি বানিয়ে মামার ঘরে এসে দাঁড়াল। হালকা গলায় ডাকল, মামা ঘুমিয়ে পড়েছ?

মামা জবাব দিল না। দ্বিতীয়বার মামাকে ডাকতে গিয়ে তার গলা কেঁপে গেল। কেউ তাকে বলে দেয়নি কিন্তু সে জানে মামা আর কোন প্রশ্নের জবাব দেবেন না। মুনা খুব সাবধানে হারিকেনটি মেঝেতে নামিয়ে রাখল। সে বুঝতে পারছে না এখন কি করবে। চিৎকার করে কাঁদবে? ছুটে যাবে রাস্তায়? কিন্তু কোনটিই করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। সে বারান্দায় বেরিয়ে এল। বৃষ্টির ছাঁট এসে গায়ে লাগছে। ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তার আলোয় চারদিক ঝলমল করে উঠছে। আবার সব ঢেকে যাচ্ছে অন্ধকারে। বৃষ্টির শব্দ, বাতাসের শব্দ, বজ্রপাতের শব্দ তবুও কি অসম্ভব নীরবতা চারদিকে।

ছোটবেলায় মুনা যখন একলা হয়ে পড়েছিল তখন তার এই মামা তাকে নিয়ে এসেছিলেন নিজের কাছে। ঝড়-বৃষ্টির রাতে তার বড় ভয় লাগত। মামা তাকে উঠিয়ে নিয়ে যেতেন নিজের বিছানায়। ফিসফিস করে বলতেন, ভয় কি রে পাগলী, আমাকে শক্ত করে ধরে থাক। মুনা তাঁকে শক্ত করে ধরে থাকত তবু ভয় কাটত না। মুনা বারান্দায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এক সময় তার পা ভার হয়ে এল। সে বাচ্চা মেয়েদের মত পা ছড়িয়ে বসে পড়ল মেঝেতে। ফিস ফিস করে সম্ভবত নিজেকে শুনাবার জন্যেই বলল, তোমাকে কতটা ভালবাসি এই কথা কি মামা আমি কোনদিন তোমাকে বলেছি?

www.MurchOna.com

৩৮

চার মাস হাজতবাসের পর হঠাৎ বিনা নোটিসে বাকের ছাড়া পেয়ে গেল। দুপুর বেলা রুটি আর ডাল খেয়ে সবে বিড়ি ধরিয়েছে-ডিউটির একজন সেপাইকে ডেকে নরম স্বরে বলেছে, ভাইজান একটা পান এনে দেন। রিকোয়েস্ট। বমি বমি লাগছে। ঠিক তখন ঘটনাটা ঘটল। জমাদার হাজতের দরজা খুলে বলল, ওসি সাহেব ডাকে।

বাকেরের খুব ইচ্ছে হল বলে, তোমার ওসিকে এখানে আসতে বল। বলেই ফেলত শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলাল। সময় খারাপ। মারধর করবে। রুল দিয়ে আচমকা পেটে এমন গোঁতা মারে যে চোখ অন্ধকার হয়ে যায়। গত শুক্রবারে একজন পেটে গোতা খেয়ে রক্ত পেচ্ছাব করতে লাগল। হাসপাতালে নিয়ে যাবার নাম করে বের করে নিয়েছে। হাসপাতালে নিশ্চয়ই নেয়নি রাস্তায় নিয়ে ফেলে দিয়ে এসেছে। এর নাম পুলিশ। এদের যত কম ঘাটান যায় ততই ভাল।

ওসি সাহেব বাকেরকে দেখে হাই তুললেন। বিকট হাই। বাকের বিনীত ভঙ্গিতে বলল, কি জন্যে ডেকেছেন স্যার?

বসুন।

বাকের চমকে উঠল এতদিন এই লোক তুমি তুমি করেছে। আজ আপনি বলছে। কেউ কলকাঠি নেড়েছে কি না কে জানে। তুমি-আপনির এই ব্যাপারটা বেশ ভাল। অনেক কিছু বোঝা যায়। বাকের বসল।

খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?

জ্বি স্যার।

বাড়ি যেতে চান?

যেতে দিলে যাব।

তাহলে কাগজ-কলম নিন। মুচলেকা দিতে হবে। লিখুন রাষ্ট্র বিরোধী কোন কাজে লিপ্ত থাকিব না। আইন-শৃংখলা মানিয়া চলিব : লিখে সই করুন। এই নিন কলম।

বাকের হাসিমুখে বলল, রাষ্ট্র বানান কি স্যার?

যা মনে আসে লিখে ফেলেন। বুঝতে পারলেই হল আর আসল কথাটা মন দিয়ে শুনুন। এখন থেকে প্রতি মঙ্গলবারে একবার হাজিরা দিতে হবে। পারবেন তো?

জ্বি পারব।

ঐটাও লিখুন- প্রতি মঙ্গলবার একবার থানায় হাজিরা দিব। থানার নাম লিখুন।

ওসি সাহেব আবার একটা বিকট হাই তুললেন। বাকের ওসি সাহেবের পাশে বসা সেকেণ্ড অফিসারকে বলল, স্যার রাষ্ট্র বানানটা কি হবে একটু কাইগুলি বলবেন?

চৈত্র মাসের ঝাঁঝাঁ রোদে বাকের রাজকীয় চালে হাঁটছে। দু'টাকা পঁচিশ পয়সা দিয়ে সে একটা বেনসন কিনেছে। হাজতে যাবার আগে দেড় টাকায় পাওয়া যেত-চার মাসে এতটা দাম বেড়েছে দেশটার হচ্ছে কি? দেশের চিন্তা তাকে খুব বেশি বিচলিত করল না। তার বড় ভাল লাগছে। চৈত্র মাসের তপ্ত হাওয়াও বড়ই মধুর মনে হচ্ছে। পকেটে পঁচিশ টাকার মত আছে। এখন আর অতি সাবধানে এই টাকা খরচ করতে হবে না। ব্যবস্থা একটা হবেই।

মীরপুর রোডে উঠে সে রিকশা নিল। হুড ফেলল না। মাথার উপরের কড়া রোদও ভাল লাগছে। চমৎকার দিন। আকাশ ঘন নীল। দৃষ্টি পিছলে যায় তবু তাকিয়ে থাকতে ভাল লাগে। বাকের হালকা গলায় রিকশাওয়ালাকে বলল, রিকশা কোন জায়গার?

রিকশাওয়ালারে সঙ্গে কথা শুরু করার জন্যে এটা হচ্ছে সবচে ভাল ডায়ালগ। সব রিকশাওয়ালাই এই প্রশ্নের জবাব খুব আগ্রহ করে দেয়। আজকের এই রিকশাওয়ালা জবাব দিল না। বাকের দ্বিতীয়বার বলল, রিকশা কোন জায়গার ভাই? রিকশাওয়ালা তিক্ত গলায় বলল, হেইটা দিয়া আপনের কি দরকার?

অন্য সময় হলে চট করে বাকেরের মাথায় রক্ত উঠে যেত। আজ সে রকম হল না। বরং রোগা আধবুড়ো রিকশাওয়ালার জন্যে সে মমতা বোধ করল। কেমন টপটপ করে ঘামছে। ন্যায্য ভাড়ার উপরেও ব্যাটাকে দু'টাকা বকশিস ধরে দিতে হবে। ভাগ্যিস সে রিকশাওয়ালা হয়ে জন্মায়নি। প্যাসেঞ্জার নিয়ে এই দুপুরে রোদে বেরুতে হলে সর্বনাশ হয়ে যেত। বাকের দরাজ গলায় বলল, আস্তে চালাও ভাই। তাড়াহুড়ার কিছু নাই। সিগ্রেট খাবে?

বাকের তার আধখাওয়া বেনসন বাড়িয়ে ধরেছে। রিকশাওয়ালা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল কিন্তু সিগারেটের জন্যে কোন আগ্রহ দেখাল না। ব্যাটা নবাবের বাচ্চা একটা চড় দিলে হারামজাদা তার বাপের নাম ভুলে যাবে। বাকের অবশ্যি চড় দিল না। দু'টাকা বকশিসের জায়গায় এক টাকা বকশিস দিল। বেয়াদপি না করলে দু'টাকাই পেত। হারামজাদার কপালে নেই কি করা যাবে।

জলিল মিয়া অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। জলিল মিয়ার চোখে চশমা, গায়ে ধবধবে পাঞ্জাবী। পেট আরো বড় হয়েছে। সে দোকানের বাইরে গ্যাসের চুলার কাছে বসে আছে। বিশাল কড়াইয়ে তেল গরম হচ্ছে। কারিগর এলেই জিলিপি ভাজা শুরু হবে। গত এক মাস ধরে তার দোকানে প্রতি বিকালে জিলিপি ভাজা হচ্ছে। সস্তায় ভাল কারিগর পাওয়া গেছে। রোজ আধমণের উপর জিলিপি বিক্রি হয়। অবস্থা দেখে মনে হয় এই ব্যবসাটা তার কপালে লেগে গেছে। একবার যদি নাম ফেটে যায়-"জলিল মিয়ার জিলিপি" তাহলে আর দেখতে হবে না।

এই সব ব্যবসা হচ্ছে ভাগ্যের ব্যবসা। একই কারিগর তিন জায়গায় জিলিপি বানাবে এক জায়গায় লাগবে দু'জায়গায় লাগবে না। লেগে গেলেও যন্ত্রণা, কারিগরকে চোখে চোখে রাখতে হবে। কে কখন ভাগিয়ে নিয়ে যায়। এখন বাজছে তিনটা। কারিগর আসছে না। লোক পাঠান হয়েছে। জলিল মিয়া মনের উদ্বেগ চাপতে পারছে না-এর মধ্যে উপস্থিত হয়েছে বাকের। আবার কোন্ যন্ত্রণা করবে কে জানে?

বাকের দোকানে ঢুকতে ঢুকতে বলল, তারপর কেমন চলছে?

জলিল মিয়া শুকনো গলায় হাসল। অতিরিক্ত দরদ ঢেলে জিজ্ঞেস করল, কবে ছাড়া পেলেন বাকের ভাই?

বাকের এই প্রশ্নের জবাব দিল না। হাজত প্রসঙ্গটা সে ভুলে থাকতে চায়। সে উদাস দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, এখানকার খবর কি জলিল মিয়া?

জ্বি ভাল।

সিদ্দিক হারামজাদা কেমন আছে?

জলিল মিয়া চুপ করে রইল। বা..ের উদাস গলায় বলল, হারামজাদাটাকে খুন করবার জন্যে এসেছি-? বডি ফেলে দেব। টপ করে ফেলে দেব। আমার সাথে হুজ্জত। শালার পোঁদ পেকে গেছে। পোঁদ পাকার অষুধ আমার কাছে আছে।

www.MurchOna.com

ইলেকশন করবেন। কমিশনার ইলেকশন। ৬ নং ওয়ার্ড।

ছয় নম্বর ওয়ার্ড আমি শালার পাছা দিয়ে ঢুকায়ে দেব। ছয় নম্বর ওয়ার্ড। শালা খবিস।

একটু আস্তে কথা বলেন বাকের ভাই।

আস্তে কথা বলব কেন? এটা কি মসজিদ নাকি?

না মানে লাগানি-ভাঙানির লোক আছে তো।

আমি ভয় খাই নাকি? আমি ভয় খাওয়ার লোক?

জলিল মিয়া বিমর্ষ মুখে তাকাতে লাগল। সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে বড় রকমের ঝামেলা শুরু হতে যাচ্ছে। শুরুটা তার দোকান থেকে না হলেই ভাল হত। সিদ্দিক সাহেব বর্তমানে পাড়ার মুরুব্বি। মানী লোক। উঠতি গুণ্ডা প্রায় সব ক'টাকে হাত করে ফেলেছেন। দু'একটা অচেনা মুখ আজকাল তাঁর সঙ্গে দেখা যায়। ওদের চালচলন ভাল না। একজন সেদিন তার স্টলে এসে চা ওমলেট খেল। দাম না দিয়ে চলে যাচ্ছিল। আটকানর পর দাম দিল ঠিকই কিন্তু এমন করে হাসল যে রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়। নির্বিঘ্নে ব্যবসা করার দিন শেষ। জলিল মিয়া একা ক'দিক সামলাবে।

জলিল মিয়া!

জ্বি বাকের ভাই।

ঐ বাড়ির খবর কি?

কোন্ বাড়ির?

ঐ যে তিন কন্যার বাড়ি?

কিছু জানি না তো।

কিছু জানি না মানে? খোঁজখবর রাখ না?

নানান ধান্ধায় থাকি। ব্যবসাপাতির অবস্থা খুব খারাপ।

কি বল ব্যবসাপাতির অবস্থা খারাপ। দশ সের গোশত লেগেছে তোমার শরীরে। আধাসের আধাসের করে তোমার দুই গালেই আছে একসের। গোশত তো আর আপনা-আপনি হয় না।

চা দিব বাকের ভাই? ক্লোন চা আছে। ইসপিসাল।

বাকের জবাব না দিয়ে উঠে পড়ল। পাড়ায় একটা চক্কর দেবে। এর মধ্যে পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হলে তো ভালই দেখা না হলেও ভাল। ভালমত সাবান দিয়ে একটা গোসল দেয়া দরকার। ইয়াদের বাসায় যাওয়া যেতে পারে। গোসলের পর গরম চা আর একটা বেনসন খেয়ে লম্বা ঘুম।

পরিচিতদের মধ্যে দুজনের সঙ্গে দেখা হল একজন হচ্ছে মোহসিন। বেশ কিছুদিন সে বাকেরের শাগরেদী করে এখন জগন্নাথ কলেজে বি কমে ভর্তি হয়েছে। শুক্রবারে জুম্মার নামাজ পড়ে। বাকেরের সঙ্গে দেখা হলে না চেনার ভান করে। আজ অবশ্যি তা করল না। চোখ কপালে তুলে বলল, বাকের ভাই না?

হুঁ। আছ কেমন?

কবে ছাড়া পেলেন বাকের ভাই?

বাকের গম্ভীর গলায় বলল, ছাড়া পাইনি। ছুটি নিয়ে এসেছি। সিদ্দিক হারামজাদাকে খুন করার জন্যে ছুটি নিলাম। খুন করে আবার গিয়ে ঢুকে পড়ব।

কি যে বলেন বাকের ভাই।

কথাবার্তা পছন্দ হয় না? সত্যি কথা বললাম।

আপনার চেহারা খারাপ হয়ে গেছে বাকের ভাই।

চেহারা দিয়ে আমি করব কি বল, আমি তো আর সিনেমায় পাট করব না।

বাকের তাকে আর কিছু বলার সময় না দিয়ে এগিয়ে গেল। কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। পরিচিতদের সঙ্গে দেখা হবার ইচ্ছাটা মরে যাচ্ছে। তবু দ্বিতীয়জনের সঙ্গে দেখা হল-জোবেদ আলি। এই চার মাসে লোকটা যেন আরো বুড়ো হয়ে গেছে। যে ভাবে মাথা নিচু করে হাঁটছে তাতে মনে হয় পিঠে কুঁজ গজিয়ে যাবে। জোবেদ আলি বাকেরকে না দেখার ভান করে সরে পড়তে চাইছিল। বাকের সে সুযোগ দিল না। এগিয়ে গেল-এই যে ব্রাদার, পালাচ্ছেন নাকি?

জোবেদ আলি আমতা আমতা করে বলল-কে?

চিনতে পারছেন না? ভাল করে দেখেন। মাথাটা কামিয়ে ফেলেছি। বাকি সব ঠিকই আছে।

আমার কিছু মনে থাকে না।

সুন্দরী সুন্দরী মেয়ে চারপাশে নিয়ে থাকেন মনে না থাকারই তো কথা। আমার নাম বাকের।

ও আচ্ছা বাকের সাহেব।

চিনতে পারছেন তাহলে?

জ্বি। অনেকদিন আপনাকে দেখি নাই।

দেখবেন কি করে-আমি হাজতে ছিলাম। আপনাদের দোয়ায় আজ ছাড়া পেয়েছি।

জোবেদ আলির চোখ সরু হয়ে গেল। চশমা ঝুলে পড়ল। সে প্রায় ফিসফিস করে বলল, এখন যাই। কাজ আছে।

আরে ভাই এই চৈত্র মাসের দুপুরে কিসের কাজ? দাঁড়ান একটু গল্পগুজব করি। মেয়ে কি আপনাদের এখনো তিনটাই না আরো বাড়িয়েছেন?

আপনার কথা বুঝলাম না।

বিজনেস আরো বড় করেছেন না আগের মত ছোটখাট আছে?

আপনি খুব বেতালা কথা বলেন।

তাই নাকি?

বেতালা কথা বেশি বলা ভাল না।

জোবেদ আলি হাঁটা শুরু করল। মাথা নিচু করে চোরের মত ভঙ্গিতে হাঁটা। একবার শুধু থমকে দাঁড়িয়ে পেছনে ফিরল। বাকের তাকিয়ে আছে। তার মুখ হাসি হাসি। কিছুক্ষণ আগে যে বিরক্তি তাকে ঘিরে ছিল এখন আর তা নেই। তার বেশ মজা লাগছে। ইয়াদের বাসায় যাবার ব্যাপারে এখন বেশ আগ্রহ বোধ করছে।

ইয়াদ বাসায় ছিল না।

দরজা খুলল তার বৌ। ছোটখাট একটা মেয়ে মাত্র গোসল করে এসেছে। চুলে গামছা জড়ান গায়ের শাড়িও ভালমত পরা নেই। সে ভেবেছে ইয়াদ। কড়া নাড়া মাত্র দরজা খুলে এমন হকচকিয়ে গেছে। সে ক্ষীণ স্বরে বলল, উনি বাসায় নেই।

www.MurchOna.com

কোথায় গেছে?

অফিসে।

আমার নাম বাকের। আজ হাজত থেকে ছাড়া পেয়েছি।

মেয়েটি কিছুই বলল না। সে শাড়ি দিয়ে নিজেকে ভালমত ঢাকতেই ব্যস্ত।

ইয়াদ আসবে কখন ?

সন্ধ্যার পর আসবে। আপনি সন্ধ্যার পর আসুন।

মেয়েটি এমন ভাবে দরজা বন্ধ করল যেন সে একজন ভিখিরিকে পয়সা দিয়ে বিদেয় করে দিচ্ছে। বাকেরের মন অসম্ভব খারাপ হয়ে গেল। মেয়েটা বলতে পারত- আপনি বসুন। বসুন বললেই তো সে খালি বাড়িতে ছুট করে ঢুকে যেত না। মেয়েটি তাহলে এ রকম করল কেন? কোথায় যাওয়া যায়? সারা গায়ে প্রচুর ফেনা তুলে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে গোসল কবার জন্যে মন কেমন করছে। গোসলের পর গরম এক কাপ চা। একটা ফাইভ ফাইভ কিংবা বেনসন।

বাকের আবার রাস্তায় নামল। সূর্য হেলে পড়েছে। কিন্তু এখনো তার কি প্রচণ্ড তেজ। রাস্তায় পিচ গলে যাচ্ছে। জুতার সঙ্গে লেগে সমান মোটা হলে একটা কথা ছিল- একটা বেশি উঁচু অন্যটা কম। যার জন্যে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হচ্ছে।

বাকের ভাই না? কবে ছাড়া পেয়েছেন?

অচেনা একটা ছেলে। দাঁত বের করে আছে ইয়ারকি দিতে চায় সম্ভবত। কিংবা তাকে দেখে যে কোন কারণেই হোক মজা পাচ্ছে।

আপনাকে অবিকল কোজাকের মত লাগছে।

তাই নাকি?

ছেলেটি মাথা ঝাঁকাল। বাকের একবার ভাবল ব্যাপারটা গুরুত্ব দেবে না। চেংড়া ছেলেপুলের সব কথা ধরতে নেই। তবু শেষ সময়ে মাথায় কি যেন হল বাকের প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিল। ছেলেটি ছিটকে পড়ল রাস্তায়-সেখান থেকে গড়িয়ে গেল আরো কিছু দূর। সে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে। কপাল ফেটে গলগল করে রক্ত পড়ছে।

বাকের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। চায়ের পিপাসা হচ্ছে। জলিল মিয়ার স্টলে গিয়ে এক কাপ চা খেলে হয়। মুখের ভিতরটা তেতো লাগছে। সারা শরীরে ঘামের কটু গন্ধ। আশ্চর্য কোথাও গিয়ে সে কি শান্তিমত একটা গোসলও করতে পারবে না? মুনার কাছে গেলে কেমন হয়?

ঠিক এই অবস্থায় মুনার সামনে উপস্থিত হবার কোন মানে হয় না। তাছাড়া মুনাকে এখন নিশ্চয়ই পাওয়াও যাবে না। অফিস করছে। সন্ধ্যার আগে ফিরবে না। অফিস করা মেয়েগুলি আবার অফিস ছুটি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাসায় ফিরতে পারে না। সাজান-গোছান দোকান দেখলেই তার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। ঘন্টা খানিক চলে যায়।

বাকের সন্ধ্যার পর পর মুনাদের বাসার দিকে রওনা হল। ইতিমধ্যে তার বেশভুষা পাল্টে গেছে। গায়ে ইস্ত্রী করা পাঞ্জাবী (ইয়াদ দিয়েছে), নতুন স্যাণ্ডেল (কেনা হয়েছে), পকেটে নতুন রুমাল (কেনা)। গালে আফটার শেভ দেয়ায় ভুরভুর করে গন্ধ বেরুচ্ছে। এটা একটু অস্বস্তিকর। আফটার শেভ না দিলেই হত।

মুনাদের বাসায় বিরাট এক তালা ঝুলছে। বাকের তালা ধরেই খানিকক্ষণ ঝাঁকাঝাঁকি করল। অফিস থেকে এখনো ফিরেনি তা কি করে হয়? আটটা বাজে। রাত আটটা পর্যন্ত মুনা বাইরে ঘুরবে নাকি? তালার সাইজ দেখে মন হয় মুনা বেশ কিছুদিন ধরেই বাইরে। অফিসযাত্রীরা এত বড় তালা লাগায় না।

www.MurchOna.com

রাত ন'টার দিকে বাকের আবার গেল। এখনো তালা ঝুলছে। ঘর অন্ধকার। বাড়িওয়ালার কাছ থেকে জানা গেল দিন দশেক আগে মুনা তাকে বলেছে সে কিছুদিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে কবে ফিরবে কিছু বলে যায়নি।

বাকের থমথমে গলায় বলল, কোথায় গেল জিজ্ঞেস করলেন না?

বাড়িওয়ালা বিরক্ত স্বরে বলল, আমার এত ঠেকা কিসের?

কথার ধরনে বাকেরের রাগ উঠে যাচ্ছিল। অনেক কষ্টে সে রাগ থামাল। মনে মনে কয়েকবার বলল-লাশা, লাশা। উল্টো করে শালা বললে রাগ নাকি কমে যায়। এই জিনিসটা সে হাজতে শিখে এসেছে। ব্যাপারটা সত্যি না। বাকেরের রাগ কমল না। তবুও সে কয়েকবার বলল-লাশা লাশা।

বাড়িওয়ালা হারামজাদা, মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিল।

৩৯

জাহানারা গা ধুয়ে ছাদে গিয়ে বসেছে।

ক'দিন ধরেই অসহ্য গরম। গা ধুয়ে ছাদে বসে থাকলে কিছুক্ষণ ভাল লাগে তারপর আবার শরীর ঘামতে থাকে। ইচ্ছে করে বিরাট কোন দিঘিতে গা ডুবিয়ে বসে থাকতে। পদ্মদিঘি - যার অথই জলে টাটকা পদ্মের গন্ধ।

আজ ছাদে বসে থাকতে ভাল লাগছে না। বাতাস একেবারেই নেই। অনেক দূরের আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। লোক দেখান বিদ্যুৎ। বৃষ্টি হবে না। জাহানারা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। ছাদে বসে থাকার কোন অর্থ হয় না। এরচে বসার ঘরে ফ্যানের নিচে বসে থাকা ভাল। বাতাস খানিকটা লাগবে।

বড় আপা।

জাহানারা চমকে তাকাল। মীরা উঠে এসেছে। সে তার স্বভাব মত পা টিপে টিপে এসে কানের কাছে চেঁচিয়েছে॥ বড় আপা।

চমকে দিয়েছি আপা?

হুঁ। খুব খারাপ অভ্যাস মীরা। মানুষকে চমকে দিয়ে তোর লাভটা কি হয়? কেন এ রকম করিস?

আর করব না। নিচে যাও আপা। তোমার কাছে একজন ভদ্রলোক এসেছেন।

আমার কাছে এত রাতে?

রাত তো বেশি হয়নি আপা। মোটে ন'টা একুশ। ভদ্রলোক আসার সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ি দেখলাম।

কে সে?

জানি না কে? খুব ভীতু ভীতু চেহারা। আমাকে আপনি আপনি করে কথা বলল॥ এটা কি মিস জাহানারার বাসা? উনি কি আছেন? আপনি কি তাঁকে দয়া করে বলবেন॥ মামুন সাহেব এসেছেন। নিজেকে কি চমৎকার করে সাহেব বলল। আমি আর একটু হলে হেসে ফেলেছিলাম।

জাহানারা বিস্মিত হয়ে নিচে নেমে এল। এত রাতে হুট করে বাসায় উপস্থিত হবার কোন মানে হয়? তার সঙ্গে এমন কোন ঘনিষ্ঠতা নিশ্চয়ই নেই।

মামুনের মুখে অপ্রস্তুত একটা ভঙ্গি। এত রাতে উপস্থিত হবার কারণে সে নিজেও যে লজ্জিত তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। কাজটা যে ভাল হয়নি চলে যেতে পারলে সে বাঁচে এই ভাবটা স্পষ্ট। জাহানারার একটু মায়াই লাগল।

আরে আপনি।

অসময়ে এসে পড়েছি। খুবই লজ্জিত। এত রাত হয়েছে বুঝতে পারিনি।

দাঁড়িয়ে আছেন কেন বসুন। রাত এমন কিছু বেশি হয়নি।

আগেও কয়েকবার ঢাকায় এসেছি আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি। একবার অবশ্যি বাসাতেও এসেছিলাম।

কই আমাকে তো কেউ কিছু বলেনি।

না মানে আপনাকে বলবার কথাও নয়। আমি রাস্তা থেকে চলে গেছি।

কি আশ্চর্য কেন?

সেবারও রাত হয়ে গিয়েছিল। ভাবলাম এত রাতে বিরক্ত করা।

আপনার বান্ধবী কেমন আছেন?

প্রশ্নটা করে জাহানারা নিজেই খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে গেল। হঠাৎ করে বান্ধবীর প্রসঙ্গ নিয়ে আসার কোনই কারণ নেই। কিংবা কে জানে হয়ত কারণ আছে। হয়ত তার অবচেতন মনে এই প্রসঙ্গটা আছে।

মুনার কথা বলছেন?

জ্বি।

ওর কোন খবর পাচ্ছি না। বাসায় তালা। দু'দিন গিয়ে ঘুরে এসেছি। কোথায় গেছে তাও কেউ জানে না।

অফিসে যান। অফিসে গেলে নিশ্চয়ই খোঁজ পাবেন। অফিসে গিয়েছিলেন?

জ্বি না।

মামুনের মন একটু খারাপ হল। অফিসের কথা তার মনে আসেনি।

চা খান।

জ্বি না চা খাব না। আজ উঠি।

এসেই উঠবেন কেন? বসুন গল্পটল্প করুন। আপত্তি না থাকলে রাতে আমাদের সঙ্গে খান।

মামুন কিছু বলল না। জড়সড় হয়ে বসে রইল। তার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে খাওয়ার ব্যাপারে তার কোন আপত্তি নেই। অথচ খাবার কথাটা জাহানারা নিতান্তই ভদ্রতা করে বলেছে। ঘরে আয়োজন খুবই সামান্য। দুপুরের তরকারির অবশিষ্ট দিয়ে রাতে চালানোর কথা। জাহানারা একবার ভাবল বলবে। থাক আপনার খাওয়ার দরকার নেই মেনু খুব খারাপ। অন্য একদিন এসে খেয়ে যাবেন। কিন্তু এ জাতীয় কোন কথা বলাও সম্ভব নয়। একটু আগে খেতে বলে পরমুহূর্তে না বলা যায় না। জাহানারা তাকে বসিয়ে রেখে রান্নাঘরে চলে গেল।

অসহ্য গরমে রান্নাঘরে ঢোকা মানে নরকে প্রবেশ করা। নতুন কিছু তৈরি করাও ঝামেলা। কয়েকটা শুকনো বেগুন ছাড়া কিছুই নেই। মা ভাল থাকলে এই দিয়েই কিছু-একটা করে ফেলতেন। মার শরীর দু'দিন থেকে খুব খারাপ। হাঁপানীর টান উঠেছে। ঘর অন্ধকার করে পড়ে আছেন।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

রান্নাঘরে জাহানারার সামনে মুখ নিচু করে মীরা বসে আছে। সে একটু পর পর ফিক করে হেসে ফেলছে এবং সেই হাসি গোপন করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। জাহানারা বিরক্ত হয়ে বলল, হাসছিস কেন?

মীরা বলল, ঐ লোকটা কে আপা?

কেউ না। একজন চেনা লোক।

মীরা আবার হেসে ফেলল। জাহানারা ঝাঁঝাল গলায় বলল, গ্রামে যখন পোস্টিং হয়েছিল তখন এই ভদ্রলোক অনেক সাহায্য করেছেন। এখানে বেড়াতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ভদ্রতা করে খেতে বলেছি তাতেই রাজি হয়ে আমাকে বিপদে ফেলেছেন— এর মধ্যে হাসির কি আছে?

তুমি কৈফিয়ত দিচ্ছ কেন আপা?

কৈফিয়ত দিচ্ছি না। কৈফিয়ত দেবার কি আছে? তুই এখানে বসে না থেকে ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প কর। একা একা বসে আছেন।

আমি বরং লায়লা আপাদের বাসা থেকে এক বাটি তরকারি নিয়ে আসি?

কিছু আনতে হবে না।

মীরা তার আপার কথা শুনল না। পাশের বাসা থেকে তরকারি নিয়ে এল। সে ভেবেছিল আপা রাগ করবে। রাগ করল না। মুখ দেখে মনে হল খুশিই হয়েছে। মীরা চলে গেল, বসার ঘরে। মামুন হাসিমুখে বলল, এস খুকী? কি নাম তোমার? মীরা বিরক্ত হল। লোকটা এখন আবার তুমি করে বলছে।

আমার নাম মীরা।

দু'বোন তোমরা?

দু'বোন এক ভাই। ভাই গেছে নানার বাড়ি বেড়াতে।

কি পড় তুমি?

ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। সেকেণ্ড ইয়ার। সাবজেক্ট হচ্ছে ফিলসফি।

কি সর্বনাশ। আমি ভেবেছিলাম এইট নাইনে বোধ হয় পড়; আগে টের পেলে খুকী বলতাম না। তোমার আপা কোথায়?

রান্নাঘরে। খেতে রাজি হয়ে আপনি আমাদের যা বিপদে ফেলেছেন। ঘরে খাবার কিছু নেই। পাশের বাড়ি থেকে বাটিতে করে তরকারি আনতে হল।

সে কি!

অবশ্যি ওরাও মাঝে মাঝে নিয়ে যায়। এটা কোন ব্যাপার না। শোধবোধ হয়ে যায়।

মামুন এই চমৎকার চেহারার ফুটফুটে মেয়েটির প্রতি গাঢ় মমতা বোধ করল। কি সুন্দর মুখে মুখে কথা বলছে। জাহানারা এ রকম নয়। কথা সে প্রায় বলেই না।

আপনি নাকি আপাকে অনেক সাহায্য-টাহায্য করেছেন। কি সাহায্য করছেন?

আমি তো কোন সাহায্য করিনি। উল্টো উনি আমাকে সাহায্য করেছেন। ব্যাংকের একটা লোনের ব্যাপারে খুব সাহায্য করেছেন।

উনি কিন্তু আপনার কথা আমাকে একবারও বলেননি।

আমার কথা কি বলবেন? আমার সম্পর্কে বলার তো কিছু নেই। আমি বরং উনার সম্পর্কে অনেক কিছু বলতে পারি।

বলুন শুনি।

মামুন হেসে ফেলল। মীরা কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছে। অপরিচয়ের সংকোচ বলে কিছুই তার মধ্যে নেই। মামুনের মনে হল এই মেয়েটি তার বোনের কিছুই পায়নি। বালিকাভাব তার মধ্যে প্রবল। কেমন অবলীলায় পা নাচাচ্ছে।

মীরা বলল, চুপ করে আছেন কেন? আপার কথা বলুন।

তোমার আপা একা একা শ্মশানে ঘুরতে খুব পছন্দ করত।

সে কি?

হ্যাঁ, গ্রামের লোকজনদের ধারণা— তোমার আপার সঙ্গে জ্বীন আছে।

কি বলছেন এসব?

সত্যি কথাই বলছি। কেউ অদ্ভুত কিছু করলেই গ্রামের লোকজন মনে করে তার সঙ্গে জ্বীন আছে। অদ্ভুত কাণ্ডটা সে করছে না। জ্বীন তাকে দিয়ে করাচ্ছে।

আপনি কি কখনো জ্বীন দেখেছেন?

না। তবে জ্বীন নামানোর একটা আসরে ছিলাম।

ঐ গল্পটা বলুন।

অনেক লম্বা ব্যাপার— আরেকদিন না হয় বলব।

আপনি আবার কবে আসেন তার কি কোন ঠিক আছে? আজই বলুন।

গল্প শুরু করা গেল না। জাহানারা শাড়ির আঁচলে ঘাম মুছতে মুছতে বসার ঘরে ঢুকল। ক্লান্ত গলায় বলল, খাবার নিয়ে আয় মীরা। রান্না হয়ে গেছে।

একটু পরে আনি আপা? উনি একটা জ্বীনের গল্প মাত্র শুরু করেছেন।

জাহানারা বিরক্ত গলায় বলল, গল্প আরেক দিন হবে। রাত হয়ে যাচ্ছে না? ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে।

ঝড়-বৃষ্টি হলে উনি থেকে যাবেন। অসুবিধা কি? ভাইয়ার ঘর তো খালিই আছে।

অকারণে বকবক করিস না তো।

মীরা উঠে গেল। মামুন বলল, আপনার বোনটিকে চমৎকার লাগল। একেবারে বালিকা স্বভাব। ইউনিভার্সিটিতে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে, বিশ্বাসই হয় না।

ইউনিভার্সিটিতে পড়ে আপনাকে কে বলেছে? ও এইবার মাত্র ক্লাস টেনে উঠেছে। ওর একটা কথাও বিশ্বাস করবেন না।

মামুন হেসে ফেলল। প্রথমবারের মত জাহানারার মনে হল এই লোকটার হাসিটা তো বেশ সুন্দর। সহজ হাসি। সব মানুষ সরল ভঙ্গিতে হাসতে পারে না। মনের মধ্যে কুটিলতা তাদের হাসির মধ্যেও অদৃশ্য ভাবে ছায়া ফেলে।

মামুন বলল, আমি হুট করে আসায় আপনি কি আমার উপর রাগ করেছেন?

না। রাগ করব কেন?

বিরক্ত যে হয়েছেন এটা বুঝতে পারছি। তবু যেতে ইচ্ছা করছে না।

জাহানারা কি বলবে ভেবে পেল না।

মীরা এসে বলল, ভাত দেয়া হয়েছে।

জাহানারার মা হাসিনা বিছানায় শুয়ে থাকলেও কোথায় কি হচ্ছে সব বুঝতে পারেন। আজ তাঁর হাঁপানীর টান উঠেছে। শ্বাস নেবার কষ্টের সঙ্গে যোগ হয়েছে গরমের কষ্ট। সন্ধ্যাবেলায় আধকপালী মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। তবু এর মধ্যেও টের পেলেন অপরিচিত একজন যুবকের জন্যে এ বাড়িতে রান্নাবান্না হচ্ছে। তিনি বুঝতে পারছেন যুবক

www.MurchOna.com

জাহানারার পরিচিত। অফিস করা মেয়েদের অনেক পরিচিত পুরুষ থাকে। এটা স্বীকার না করে উপায় নেই। কিন্তু তাই বলে তারা রাতে ভাত খাবার জন্যে থেকে যাবে কেন? তারা কি জানে না একজন অবিবহিতা মেয়ের কাছে রাত-বিরাত যেতে নেই। মেয়ে বা মেয়ের আত্মীয়-স্বজন কিছু মনে না করলেও আশেপাশে লোকজন আছে না? কেউ যদি হঠাৎ করে একটা কথা বলে ফেলে তখন? মানুষের মুখেই জয় আবার মানুষের মুখেই ক্ষয়। মেয়ের নামে বদনাম বের হতে সময় লাগে না। কেউ একটা কথা বললে দশজন সেই কথাটা দশ রকম করে একশজনকে বলবে।

হাসিনা বিছানায় উঠে বসে বেড সুইচে বাতি জ্বালালেন। এটা তাঁর সংকেত। বাতি জ্বালান মানে তিনি চান কেউ আসুক তাঁর ঘরে। অন্ধকার ঘরের অর্থ হচ্ছে তিনি কারোর সঙ্গ কামনা করছেন না।

মীরা ঘরে ঢুকল। হাসিনা বললেন, কে এসেছে? মীরা গম্ভীর গলায় বলল, আপার বন্ধু।

আপার বন্ধু আবার কে?

আছে একজন। এতদিন আপা কাউকে বলেনি বলে আমরা জানতে পারিনি। এখন জানলাম।

তুই কি বলছিস?

ঠিকই বলছি মা। খুব শিগগিরই এ বাড়িতে বিয়ে লেগে যাবে। হলুদ বাট, মেন্দি বাট বাট ফুলের মউ।

হাসিনা কাতর গলায় বললেন, জাহানারাকে ডেকে আন তো।

মীরা মার পাশে বসতে বসতে বলল, এখন ডাকা যাবে না। ওরা দুজন সুখ-দুঃখের কথা বলছে।

হাসিনা অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে রইলেন। জাহানারার মত মেয়ে নিজে একটা ছেলেকে পছন্দ করেছে, আলাদা একটা ঘরে বসে গল্পগুজব করেছ এই ব্যাপারটাই তাঁর বিশ্বাস হচ্ছে না। এখন যদি ইলেকট্রিসিটি চলে যায়? ইলেকট্রিসিটি চলে গেলে অবস্থাটা কি হবে? ঢাকা শহরের ইলেকট্রিসিটির কি কোন ঠিক আছে? হাসিনার প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসছে। হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে। ইচ্ছা করছে উঠে বসার ঘরে চলে যান এবং কঠিন গলায় বলেন— এই ছেলে, তুমি কেমন ভদ্রলোক বল তো এত রাত পর্যন্ত.... হাসিনা আর ভাবতে পারলেন না। ভাবা সম্ভবও নয়। দিনকাল পাল্টে গেছে। কিছু বলতে ইচ্ছা করলেও বলা যায় না।

জাহানারা ঘরে ঢুকে শান্ত গলায় বলল, মা উনি আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।

হাসিনা তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন। এই ঘরের বাল্ব চল্লিশ পাওয়ারের। পরিষ্কার কিছু দেখা যায় না।

উনার নাম মামুন। গ্রামে যখন পোস্টিং ছিল তখন আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন।

মামুন এগিয়ে এসে পা ছুঁয়ে সালাম করল। হাসিনা তাকিয়ে আছেন তীক্ষ্ণ চোখে। ছেলেটা লম্বা আছে এটা একটা ভাল দিক। তবে বয়স বেশি। জাহানারার চেয়ে সাত আট-বছরের বড় তো হবেই আরো বেশিও হতে পারে। গায়ের রং ময়লা। পুরুষ মানুষের গায়ের রং ময়লা হলে যায় আসে না। সভ্য ভদ্র বলেও মনে হচ্ছে। পা ছুঁয়ে সালাম করল। কেউ করে না। নিজের ছেলেমেয়েরাই করে না তো অন্য মানুষ করবে। ছেলেটিকে তিনি তুমি বলবেন না আপনি বলবেন ভেবে পেলেন না।

মামুন বলল, আপনার শরীর কেমন?

www.MurchOna.com

বাবা আমি ভাল। তুমি বস।

আমি এখন যাই অন্য আরেকদিন এসে আপনার খোঁজ নেব।

এই ভদ্রতাটুকু হাসিনার ভাল লাগল। আবার আসব বলেনি— বলেছে আবার এসে আপনার খোঁজ নেব। ছেলেটা মন্দ হবে না। বিয়েশাদী অবশ্যি পুরোটাই ভাগ্য। কিছুই বলা যায় না।

হাসিনা বেশ আগ্রহ নিয়ে বললেন, বস একটু বস। বলেই মনে হল এতটা আগ্রহ দেখান কি ভাল? মোটেই ভাল না। বসতে চাইলে বসবে। বসতে না চাইলে বসবে না।

মামুন বসল না। সঙ্গে সঙ্গেই বিদায় নিল। যাবার আগে আরেকবার পা ছুঁয়ে সালাম করলে হাসিনার ভাল লাগত। করল না। পুরানো দিনের মত আদব-কায়দা কি আর এখন আছে? নেই। ভাল ভাল জিনিস কিছুই থাকবে না।

মামুন ঘর থেকে বেরুবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। মুষলধারে বৃষ্টি। জাহানারার কেন যেন বার বার মনে হচ্ছিল আধভেজা হয়ে মামুন এক্ষুণি ফিরে আসবে। লেডিস ছাতা একটা ঘরে আছে তা দিয়ে দেয়া যাবে। কিংবা থেকেও তো যেতে পারে। অসুবিধা কি?

মামুন অবশ্যি ফিরল না।

৪০

মুনা জহিরের চিঠি পেয়ে নেত্রকোনায় চলে এসেছে। চিঠিতে সে ভেঙে কিছু বলেনি। অস্পষ্ট ভাবে কিছু কথাবার্তা লেখা যা পড়ে মুনা চমকে উঠেছে। সাতদিনের ছুটি নিয়ে রওনা হয়েছে। সঙ্গে আছে বাবু। বাবু কয়েকবার ভয়ে ভয়ে জানতে চেয়েছে— চিঠিতে কি লেখা? মুনা বিরক্ত হয়ে বলেছে— কিছু লেখা নেই।

লেখা না থাকলে তুমি এত ব্যস্ত হয়ে রওনা হচ্ছ কেন?

লেখা নেই বলেই রওনা হচ্ছি। কি হল বুঝতে পারছি না। বেশির ভাগ মানুষই হল বোকা— এরা গুছিয়ে একটা চিঠি পর্যন্ত লিখতে পারে না। হয়ত গিয়ে দেখব কিছুই না। জহিরের চিঠিটা ছিল এর রকম—

শ্রদ্ধেয়া আপা,

আমার সালাম জানবেন। আশা করি ভালই আছেন। কয়েকদিন পূর্বে বাবুর এক পত্রে আপনাদের কুশল জানতে পেরে সুখী হয়েছি।

এখানকার খবর একমত। বকুলের ব্যাপারে কিঞ্চিৎ সমস্যা হয়েছে। আচ্ছা আপা, বকুলের কি মানসিক অসুস্থতার কোন পূর্ব ইতিহাস আছে? আমি ডাক্তার হিসেবে জানতে যাচ্ছি। দয়া করে অন্য কোন ভাবে নিবেন না। মাঝে মাঝে সে অর্থহীন কথাবার্তা বলে। তেমন উদ্বিগ্ন হবার কিছু নাই। সাক্ষাতে সব বলব। ইতি।

তারা নেত্রকোনা পৌঁছল সন্ধ্যাবেলা। জহিরদের বাড়ি শহরের একটু বাইরে। নেত্রকোনা কোর্ট রেল স্টেশনে নেমে রিকশায় আধঘন্টার মত লাগে। বাড়ি দেখে মুনা মুগ্ধ। বিশাল বাড়ি। রাজ্যের গাছপালা বাড়িটা ঘিরে জঙ্গলের মত করে রেখেছে। পুরানো আমলের খিলান দেয়া বাড়ি। লোহার ভারি গেট। গেট থিকে বাড়ির সদর দরজা পর্যন্ত সুড়কি বিছানো পথ। জাফরি কাটা রেলিং-এ মাধবীলতার ঝাড়। মুনা মুগ্ধ গলায় বলল, চমৎকার। বাবু মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, চমৎকার কোথায় আপা এ তো ভুতুড়ে বাড়ি।

বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ানোর পর এটাকে সত্যি সত্যি ভুতুড়ে বাড়ি বলেই মনে হতে লাগল। কোন সাড়াশব্দ নেই। সন্ধ্যা হয়ে গেছে অথচ কোথাও বাতি জ্বলছে না। দু'তিন জায়গা থেকে এক সঙ্গে তক্ষক ডাকছে।

কামলা ধরনের একজন কে বারান্দায় বসে দড়ি পাকাচ্ছিল। বাইরের মানুষজন দেখেও তার কোন ভাবান্তর হল না। দড়ি পাকানোয় মনোযোগ যেন আরো বেড়ে গেল।

মুনা বলল, এই যে ভাই ভেতরে গিয়ে বলুন— আমরা এসেছি।

লোকটি নিঃশ্বাস ফেলে বলল, বাড়িত কেউ নাই।

সেকি! কোথায় গেছে?

বিরামপুর— খালার ছোড মাইয়ার বিয়া।

আসবে কখন?

ঠিক নাই— রাইতের টেরেনে আসত পারে আবার নাও আসত পারে।

বাড়িতে আপনি ছাড়া কেউ নেই?

ময়নার মা আছে।

আমরা ঢাকা থেকে এসেছি। আমি বকুলের বড় বোন। থাকব এখানে। কিছু-একটা ব্যবস্থা করুন। এখন দড়ি পাকানটা কিছুক্ষণের জন্যে বন্ধ রাখা যায় না? আপনি ওঠে দাঁড়ান— ময়নার মাকে খবর দিন।

লোকটি নিতান্ত অনিচ্ছায় দাঁড়াল। মুনা উঁচু গলায় বলল, কি রকম কাণ্ডকারখানা কিচ্ছু বুঝতে পারছি না, চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে বাতি জ্বলছে না কেন?

ইলেকট্রিক নাই। রাইত দশটার পরে ইলেকট্রিক আয়।

রাত দশটার পর ইলেকট্রিসিটি দিয়ে হবে কি? হারিকেন জ্বালান। নাকি ঘরে হারিকেনও নেই?

আছে।

মুনা নিজেই ভেতরে ঢুকে ডাকল, ময়নার মা, ময়নার মা। বাবু মুনার কাণ্ড দেখে খুব মজা পাচ্ছে। আপা কত সহজেই না কর্তৃত্ব নিয়ে নিচ্ছে। যেন সে এই বাড়িরই একজন, অপরিচিত কেউ না।

ময়নার মা এসে দাঁড়ান মাত্র মুনা বলল, গোসলের পানি গরম দাও তো ময়নার মা। ঘরে চা পাতা আছে? ভাল করে চা বানাও। আমরা ঢাকার মেহমান।

বকুলরা গিয়েছিল ঠাকরাকোনা। রাত বারোটার ট্রেনে বকুল এবং জহির এই দুজন ফিরেছে। বকুল আগে আগে বাড়ি ঢুকল। বারান্দার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। মুনা আপার মত কে যেন বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে আছে। প্রথম কিছুক্ষণ সে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারল না। ভয় পাওয়া গলায় বলল, কে?

মুনা বলল, ভূত। কেমন আছিস রে বকুল?

আপা তুমি?

মুনা হাসল। বকুল বলল, আপা তুমি নাকি— সত্যি তুমি?

না মিথ্যা আমি।

বকুল শিশুদের মত গলায় চেঁচিয়ে উঠল— আপা এসেছে আপা এসেছে— মুনা আপা, মুনা আপা।

জহির বারান্দায় উঠে এসে দেখল বকুল তার আপাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে এবং কিছুক্ষণ পর পর বলছে— আপা এসেছে, মুনা আপা এসেছে।

মুনা বলল, ছাড় তো— দম বন্ধ করে মারবি নাকি? জহির তুমি তোমার বউকে সামলাও।

জহির বিব্রত গলায় বলল, খুব নিশ্চয়ই অসুবিধা হয়েছে। খবর দিয়ে এলে হত না? স্টেশনে থাকতাম।

কোন অসুবিধা হয়নি।

খাওয়া-দাওয়া করেছেন আপা?

সব কিছু চমৎকার হয়েছে।

একা এসেছেন?

না। বাবুকে নিয়ে এসেছি। ও ঘুমিয়ে পড়েছে।

বকুলকে দেখে মুনা বড় ধরনের একটা ধাক্কা খেল।

কি রোগা হয়েছে। কি অসম্ভব রোগা! চোখ দুটি বিশাল বড় লাগছে। কেমন অন্য রকম ভাবে জ্বলজ্বল করছে। মুনা তার মাথায় হাত রেখে মৃদু স্বরে বলল, কি হয়েছে তোর?

কি আবার হবে? কিছু হয়নি রোগা হয়েছি। কোন অসুখ-বিসুখ নেই। ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে দেখ।

এত রোগাই বা হলি কেন?

ঘুম হয় না যে এই জন্যে রোগা হয়ে যাচ্ছি। ও মাগো বাবু কত লম্বা হয়েছে। ও এত লম্বা হচ্ছে কেন আপা? কিছু দিন পর তো তালগাছ হয়ে যাবে।

বলতে বলতে বকুল হাসতে শুরু করল। প্রথমে মৃদু স্বরে তারপর বেশ শব্দ করেই হাসতে লাগল। আঁচল মেঝেতে পড়ে গেল। জহির বিরক্ত মুখে তাকাচ্ছিল। সে গম্ভীর গলায় বলল, হাসি বন্ধ কর তো বকুল। আপা কোথায় ঘুমাবেন কিছু-একটা ব্যবস্থা কর। শুধু শুধু হাসলে তো হবে না।

ওমা— তাই তো।

বকুল প্রায় ছুটে ভেতরে চলে গেল পরমুহূর্তেই বেরিয়ে এসে বলল, বাবু, হেসেছি বলে রাগ করিসনি তো? বলেই দেরি করল না আবার ভেতরে চলে গেল। বাবু অবাক হয়ে তাকাল মুনার দিকে। মুনা বলল, জহির ওর কি হয়েছে?

কিছু হয়নি আপা ঢং করছে।

ঢং করছে মানে?

নানান রকমের যন্ত্রণা আপা— এসেছেন যখন সবই শুনবেন।

ডাক্তার দেখাচ্ছ?

ডাক্তার দেখাব কি? আমি নিজেও তো একজন ডাক্তার। নাকি আপনারা তা মনে করেন না?

মুনা আর কিছু বলল না। বিস্মিত চোখে জহিরের কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। জহির অস্বস্তির সঙ্গে বলল, আপা কিছু মনে করবেন না— উল্টাপাল্টা কি সব বলছি। আসলে আমার নিজের মাথার ঠিক নেই। বলব আপনাকে সব। আজ রাতেই বলব। শুনলে আপনি নিজেই বুঝবেন।

জহির যা বলল তা শুনে মুনা হতভম্ব হয়ে গেল। কাঁপা গলায় বলল, এসব তুমি কি বলছ?

www.MurchOna.com

সত্যি বলছি আপা। একটা কথাও মিথ্যা না। বকুল সারারাত ইচ্ছা করে জেগে থাকে- তার ধারণা ঘুমুলেই আমি ওর গলা টিপে দম বন্ধ করে মেরে ফেলব।

ক'দিন ধরে এ রকম হচ্ছে?

তিন মাসের বেশি।

আগে জানাওনি কেন?

ইচ্ছা করেনি আপা। তাছাড়া....

তাছাড়া কি?

আমার ধারণা পুরো ব্যাপারটা তার সাজানো। আমাকে যন্ত্রণা দেবার একটা চেষ্টা।

তোমাকেই বা শুধু শুধু যন্ত্রণা দিতে চাচ্ছে কেন?

জানি না আপা। আপনি এসেছেন এখন দেখুন কিছু করতে পারেন কি না।

ও আজ রাতে আমার সঙ্গে ঘুমুক— কি বল জহির?

নিশ্চয়ই আপা, আপনার বলার দরকার ছিল না আমি নিজেই পাঠাতাম।

মুনার শোবার জায়গা করা হয়েছে দোতলার সবচে দক্ষিণের ঘরে। বিশাল ঘর। তিনটি বড় বড় জানালায় খুব হাওয়া খেলে। ঘরের ঠিক মাঝখানে বিশাল পালঙ্ক। উঠতে কষ্ট হয় এমন উঁচু। মুনা হাসতে হাসতে বলল, গড়িয়ে পড়লে তো মাথা ফেটে যাবে রে বকুল।

বকুল এই কথায়ও মুখে শাড়ির আঁচল গুঁজে খুব হাসতে লাগল। কোনমতে হাসি থামিয়ে বলল, তুমি যা হাসাতে পার। হাসতে হাসতে পেট ব্যথা করছে আপা।

মুনা প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে বলল, বাবু কোথায় শুয়েছে?

ওর দুলাভাইয়ের সঙ্গে। আরো ঘর ছিল---- একা ঘুমুলে ভয় পায় যদি, সেজন্যে ও বলল ওর সঙ্গে ঘুমুতে।

তোর শাশুড়ি— উনি কোথায়?

আটপাড়া বলে একটা জায়গা আছে সেখানে গেছেন। ভাটি অঞ্চল। ভাটি অঞ্চলে উনাদের অনেক জমি আছে, দেখাশুনা করতে গেছেন।

উনাদের জমি বলছিস কেন? বল আমাদের জমি।

বকুল হাই তুলে বলল— ঐ একই হল।

ঘুম পাচ্ছে নাকি রে?

না। রাতে ঘুম হয় না তো। পান খাবে আপা? আমার শাশুড়ির কাছ থেকে আমি পান খাওয়া শিখেছি। আমার শাশুড়ির একটা পানের বাটা আছে তাতে আঠার রকমের মশলা রাখার জায়গা আছে।

খুব পান বিলাসী মনে হচ্ছে।

হুঁ খুব পান বিলাসী— জয়পুরী মশলা ছাড়া তিনি পান খেতে পারেন না।

জয়পুরী মশলাটা আবার কি?

দাঁড়াও নিয়ে আসছি। খেয়ে দেখ।

আনতে হবে না- আমি পান খাই না। আয় আমরা শুয়ে শুয়ে গল্প করি।

আমার পান খেতে ইচ্ছে করছে। যাব আর আসব।

মুখ ভর্তি পান নিয়ে বকুল ঢুকল। পানের রস উপচে পড়ছে। মুখ হাসি হাসি। হাতে পানের বাটা।

নাও আপা খেয়ে দেখ। অল্প একটু জর্দা দিয়েছি। প্রথমবারের রস ফেলে দিও তাহলে

www.MurchOna.com

আর কিছু বুঝতে পারবে না।

বকুল পালঙ্কে উঠে এল। মুনা বলল, মশারি ফেলবি না?

মশা নেই আপা— মশারি লাগবে না।

একটু আগে একটা মশা আমার কানে কামড় দিয়েছে। এখনো জ্বলছে।

দু'একটা আছে। থাকুক না। ওদেরও তো খেয়ে বাঁচতে হবে। তাই না আপা?

তা তো বটেই।

বকুল পানের বাটা নিয়ে বসেছে। গভীর মনোযোগ দিয়ে পান সাজাচ্ছে। কথা বলছে নিজের মনে।

মাত্র কয়েক ঘন্টা হয় তুমি এসেছ, তাই না আপা? অথচ এখন আমার মনে হচ্ছে তুমি যেন এ বাড়িতেই থাক। তোমারও এ রকম মনে হচ্ছে না?

না। হচ্ছে না। অপরিচিত একটা ঘরে শুয়ে আছি বলেই তো মনে হচ্ছে— তুই মাঝ রাতে পান সাজাচ্ছিস কার জন্যে?

নিজের জন্যে। আর কার জন্যে? তুমি তো একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়বে। আমাকে জেগে থাকতে হবে।

জেগে থাকতে হবে কেন?

ও তোমাকে কিছু বলেনি?

বলেছে— তোর মুখ থেকে আরেকবার শুনতে চাই। আয় আমার পাশে শুয়ে বল।

বকুল সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়ল। মুনা বাতি নিভিয়ে দিল। বাইরে চাঁদ নেই। ঘরের ভেতর অসম্ভব অন্ধকার। ঝিঁঝিঁ ডাকছে। গ্রাম গ্রাম ভাব।

বকুল।

কি আপা?

তোদের এই জায়গাটা এত অন্ধকার কেন? কাল থেকে ঘরে একটা হারিকেন-টারিকেন কিছু রাখিস তো?

এখন নিয়ে আসি?

না এখন আনতে হবে না— তোর ঘুম না হওয়ার গল্পটা শুনি।

বকুল ফিসফিস করে বলতে লাগল- মাস তিনেক আগের কথা আপা— সন্ধ্যাবেলা ঘুমিয়ে পড়েছি— দোতলায় একেবারে পশ্চিমে একটা ঘর আছে ঐ ঘরে। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। শুনি কি দরজায় টুকটুক করে কে যেন টোকা দিচ্ছে। আমি খুবই অবাক। দরজা হাট করে খোলা, টোকা দেবে কে? আমি বললাম — কে ওখানে?

কেউ কোন শব্দ করল না। তখন শীতের সময়। সূর্য ডুবতেই সব অন্ধকার হয়ে যায়। খুব কুয়াশাও পড়ে। ঘরটা একদম অন্ধকার আবার মনে হচ্ছে ঘরের ভেতরেও কেমন যেন কুয়াশা। আমার বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। আমি আবার বললাম, কে?

তখন খুব পরিষ্কার গলায় বাবা কথা বললেন— বললেন, বকুল আমি। কেমন আসিছ রে মানিক?

আমি ভয়ে থরথর করে কাঁপছি, একটা কথাও বলতে পারছি না। বাবা তখন বললেন— তোকে সাবধান করে দিতে এসেছি রে মা- জহির ছেলেটা তোকে গলা টিপে মেরে ফেলবে। খুব সাবধানে থাকিস। খুব সাবধানেরে মা। খুব সাবধান মা।

www.MurchOna.com

তারপর?

তারপরের কথা আমার কিছু মনে নেই আপা। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। জ্ঞান হলে দেখি সবাই ভিড় করে আছে। আমার শাশুড়ি আমার মাথায় পানি ঢালছেন।

ব্যাপারটা তাঁদের বলেছিলি?

না। কিচ্ছু বলিনি। শুধু ওকে বলেছি রাতে ঘুমুলে তুমি আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলবে এই জন্যে ঘুমাই না।

আর কিছু বলিসনি তো?

না।

খুব ভাল করেছিস। এই ঘরে আমার সঙ্গে শুয়েছিস এখন তো আর ভয় নেই। এখন ঘুমো।

না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমার অভ্যেস হয়ে গেছে— তুমি ঘুমাও।

বলতে বলতে বকুল গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল। জেগে রইল মুনা। সারারাত এক পলকের জন্যেও ঘুম এল না। বিশাল ঘরের বিশাল পালঙ্কে শুয়ে তার গা ছমছম করতে লাগল।

মুনা দু'দিন থাকার পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিল, থাকল সাত দিন। বকুলের শাশুড়ির জন্যে অপেক্ষা করতে গিয়েই দেরি। কথা ছিল, উনি আটপাড়া থেকে ফিরলে মুনা ঢাকায় রওনা হবে। উনি ফিরলেন না।

এই সাত দিনে বকুল পুরোপুরি স্বাভাবিক। রাতে ঘুমুতে আসে মুনার সঙ্গে। খানিকক্ষণ গল্প করেই গভীর নিদ্রায় তলিয়ে যায়। মুনা বলল, তোর অসুখ আমাকে ধরেছে। তুই ঘুমুচ্ছিস আর আমি জেগে আছি। বিশ্রী অবস্থা।

বকুলের শরীর একটু ভাল হয়েছে। সব সময় দিশেহারার যে ভাব তার চোখে-মুখে লেগে থাকত তা নেই। জহিরের ধারণা এটা একটা সাময়িক ব্যাপার। মুনা চলে গেলেই বকুল আগের অবস্থায় ফিরে যাবে। এই সন্দেহ মুনার কাছেও অমূলক মনে হয় না। ঢাকায় রওনা হবার আগের দিন মুনা, জহিরকে বলল, ওকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাই জহির? আমার সঙ্গে কিছু দিন থাকুক। আমি ভাল ভাল ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলব। তুমি নিজেও চল।

জহির গম্ভীর হয়ে বলল, বাড়িঘর ছেড়ে আমার পক্ষে যাওয়া তো সম্ভব না আপা। মা নেই— এত বড় বাড়ি। নেত্রকোনা কোর্টে জমিজমা নিয়ে বেশ কয়েকটা মামলা চলছে। দু'দিন পর পর হিয়ারিং হয়।

বেশ তো তুমি কিছুদিন কষ্ট করে থাক। আমি বকুলকে নিয়ে যাই। আমার মনে হয় এত বড় বাড়িতে একা একা থেকে তার এ ঝামেলাটা হয়েছে।

আপনার কাছে গেলেও তো সেই একা একাই থাকবে। আপনি যাবেন চাকরিতে, বাবু স্কুলে।

আমি মাস খানিকের ছুটি নেব। আমার ছুটি পাওনা আছে।

বকুল কি যেতে চাচ্ছে আপনার সঙ্গে?

না সে কিছু বলেনি— আমিই বলছি।

মা ফিরে আসুক। তারপর মা'র সঙ্গে কথা বলে দেখি। তবে মা রাজি হবেন না।

রাজি হবেন না কেন?

আপনি একা থাকেন। পুরুষ কেউ নেই— একটা কোন ঝামেলা যদি হয়?

মুনা আর কিছু বলেনি। বাবুকে রেখে ঢাকায় রওনা হয়েছে। সে ভেবেছিল বিদায়ের

www.MurchOna.com

সময় বকুল খুব হৈচৈ করবে। তেমন কিছু হল না। বকুল শুকনো মুখে মুনার স্যুটকেস গুছিয়ে দিল। টিফিন বক্সে খাবার, পানির বোতল। মুনা বলল, যাবার আগে তোকে কয়েকটি কথা বলে যাই বকুল, খুব মন দিয়ে শোন।

বকুল ক্লান্ত গলায় বলল, তোমাকে কিছু বলতে হবে না আপা। তুমি আমার কথা ভেবে মন খারাপ করো না। আমার যা হবার হবে।

তোর কিছুই হবে না। ভাল থাকবি, সুখে থাকবি।

সুখেই তো আছি। খারাপ আছি নাকি? এত বড় বাড়িতে রানীর মত থাকি। এদের লাখ লাখ টাকা আপা। আমার শাশুড়ির গয়না যা আছে দেখলে তোমার মাথা ঘুরে যাবে। শাশুড়ি থাকলে তোমাকে দেখিয়ে দিতাম। সিন্দুকের চাবি তাঁর কাছে। কাজেই দেখতে পেলে না।

গয়না দেখার আমার শখ নেই। বকুল আমি কি বলছি মন দিয়ে শোন। বোস আমার পাশে।

বকুল বসল। মুনা তার পিঠে হাত রাখল। শান্ত স্বরে বলল, তুই যা দেখেছিলি তা স্বপ্ন ছাড়া কিছুই না। আমরা স্বপ্ন দেখি না? দেখি। ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখি। সেটা ছিল একটা দুঃস্বপ্ন। স্বপ্নটাই তোর কাছে সত্যি বলে মনে হয়েছে।

বকুল কিছু বলল না। ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল। মুনা মৃদু গলায় বলল, একটা স্বপ্নকে কেউ যদি দিনের পর দিন সত্যি ভাবে তাহলে সেটা তার কাছে সত্যি হয়ে যায়। তোর বেলা তাই হয়েছে। বুঝতে পারছিস?

পারছি আপা।

জহির ভাল ছেলে। বুদ্ধিমান ছেলে—তোর সমস্যা সে বুঝবে। যে সমস্যাটা তোর হয়েছে তুই একা তার সমাধান করতে পারছিস না। কাজেই জহিরের সাহায্য তোকে নিতে হবে। দুজন মিলে সমস্যার সমাধান করবি।

আচ্ছা করব।

মনে থাকবে তো?

থাকবে।

তোর শাশুড়ি এলে তাঁকে বলে ঢাকায় চলে আসবি। কিছুদিন থাকবি আমার কাছে।

উনি রাজি হবেন না।

রাজি হবেন। আমি তাঁকে গুছিয়ে একটা চিঠি লিখেছি। চিঠিটা তোর কাছে দিয়ে যাব তুই তোর শাশুড়িকে দিবি। মনে থাকবে?

থাকবে।

লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে থাকবি।

লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে তো থাকি।

বকুল মুনাকে ট্রেনে তুলে দেবার জন্যে স্টেশনে গেল না। কাউকে চলে যেতে দেখতে তার খুব খারাপ লাগে। এমন কি মুনা যখন বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে তখনও সে সামনে পড়ল না। একা একা পুকুর পাড়ে বসে রইল।

রাতে খুব সহজ ভঙ্গিতে জহিরের সঙ্গে ঘুমুতে এল। খাটে এসে বসল। মুখ ভর্তি পান। জহির মামলার দলিলপত্র দেখছিল। সে ফাইল বেঁধে ফেলল। কাল একটা হিয়ারিং আছে কিন্তু এখন আর সেইসব নিয়ে মাথা ঘামাতে ইচ্ছা করছে না। সে সহজ গলায় বলল, একটা পান খাওয়াও তো বকুল, জর্দা দিও না।

www.MurchOna.com

বকুল পান সাজাতে বসল।

আপা চলে যাওয়াতে খুব মন খারাপ?

হুঁ।

আরো কিছুদিন রেখে দিতে পারলে ভাল হত। অফিস আছে আমি আর জোর করলাম না। তাছাড়া এখানে তাঁর ভালও লাগছিল না। বড় শহরে বেশিদিন থাকলে এ রকম হয়। অন্য কোথাও থাকতে ভাল লাগে না। এটাকে বলে কনডিশানিং।

বকুল হাই তুলল। জহির বলল, ঘুম পাচ্ছে নাকি?

হুঁ পাচ্ছে।

খুবই ভাল কথা। শুয়ে ঘুমিয়ে পড়। তার আগে একটা কাজ কর, অষুধ খেয়ে নাও।

কি অষুধ?

মাইল্ড একটা ঘুমের অষুধ।

বকুল বিনাবাক্যব্যয়ে অষুধ খেয়ে গুটিশুটি মেরে শুয়ে পড়ল। জহির বলল, মা এলে তোমাকে ঢাকায় নিয়ে যাব। দুজন বেশ কিছুদিন কাটিয়ে আসব। আমি নিজেও হাঁপিয়ে উঠেছি। মামলা- মোকদ্দমা, জমিজমা এসব আর ভাল লাগে না। কুৎসিত ব্যাপার। বকুল জবাব দিল না।

ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি?

বকুল সাড়া দিল না। জহির অবাক হয়ে লক্ষ্য করল বকুল সত্যি সত্যি ঘুমুচ্ছে। বড় বড় করে নিঃশ্বাস ফেলছে। ঠোঁট কাঁপছে। গাঢ় ঘুমের লক্ষণ। জহির বাতি নিভিয়ে কাগজপত্র নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। কাগজপত্রগুলি ভাল রকম দেখে রাখা উচিত। দাগ নম্বরে কি সব ওলট-পালট নাকি আছে— কিছুই তার মাথায় ঢুকছে না। অনুকূল মুহুরীকে আসতে বলেছিল— সে আসেনি। লোক পাঠিয়ে আরেকবার ডাকাবে না সে নিজেই যাবে? রাত খুব হয়নি। দশটা পঁয়ত্রিশ। যাওয়াই উচিত---- দাগ নম্বর— পোর্চা-ফোর্চা কিছুই মাথায় ঢুকছে না। বকুল ঘুমাচ্ছে ঘুমাক। এটাও একটা শুভ লক্ষণ।

জহির বাড়ি ছেড়ে বেরুবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বকুল উঠে বসল। ঘর অন্ধকার। বারান্দায় চল্লিশ পাওয়ারের একটা বাতি জ্বলছে তার খানিকটা আলো পর্দার ফাঁকে ঘরে এসেছে। দরজা ভেজান। খুট করে দরজার ওপাশে শব্দ হল। বকুল ভয়-পাওয়া গলায় বলল— কে?

কেউ উত্তর দিল না কিন্তু মনে হচ্ছে কে যেন খুব সাবধানে দরজা খোলার চেষ্টা করছে। ক্যাঁচক্যাঁচ করে একটু শব্দ হচ্ছে আবার থেমে যাচ্ছে। বকুল বলল— কে? কে? দরজার ওপাশ থেকে নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ হল। সিগারেটের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। বাবা ঘরে ঢুকলে ভক করে খানিকটা সিগারেটের গন্ধ নাকে লাগে। অবিকল সে রকম। নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ বকুলের চেনা। সে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল— কে? কে ওখানে?

খুব নিচু স্বরে জবাব এল। প্রায় অস্পষ্ট কিন্তু বকুলের শুনতে কোন ভুল হল না।

কেমন আছিস রে মা?

ভাল আছি বাবা।

তুই এত রোগা হয়ে গেছিস কেন?

আমার ঘুম হয় না। জেগে থাকি।

সেটাই তো ভাল। ঘুমুলেই সর্বনাশ হবে রে মা। গলা চেপে ধরবে। বলেছিলাম না? তার পরেও ঘুমিয়ে পড়লি? তুই এত বোকা কেন?

তুমি চলে যাও বাবা আমার ভয় লাগছে।

আমাকে ভয় কিসের রে বোকা মেয়ে। যাকে ভয় পাওয়ার তাকে ভয় পাবি।

দরজায় আবার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে। দরজা খুলেও যাচ্ছে। ঐ তো দেখা যাচ্ছে পর্দার ওপাশে চাদর গায়ে রোগা একজন মানুষ। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। একটা হাত রেখেছে পর্দায়। যেন এক্ষুণি পর্দা ঠেলে সে ভেতরে ঢুকবে। বকুল কাতর গলায় বলল, আমার বড় ভয় লাগছে বাবা। তোমার পায়ে পড়ি ভেতরে এস না। বড় ভয় লাগছে।

জহির রাত বারোটার দিকে ঘরে ফিরে দেখে বকুলের মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে। সে হাত-পা ছুঁড়ছে। পুরোপুরি হিস্টিরিয়ার লক্ষণ। ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে তাকে ঘুম পাড়াতে হল।

সারারাত তার পাশে জহির এবং বাবু বসে রইল। জহির কয়েকবারই বলল, তুমি ঘুমিয়ে পড় বাবু। আমি তো জেগেই আছি।

বাবু নড়ল না। সে খুব ভয় পেয়েছে। মাঝে মাঝে অল্প অল্প কাঁপছে। জহির বলল, বকুলকে কিছু দিনের জন্যে ঢাকায় পাঠিয়ে দেয়াই ভাল। কি বল বাবু?

বাবু তারও জবাব দিল না। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তার চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছে।

৪১

বাকের নেত্রকোনা কোর্ট স্টেশনে নেমেছে ভোর আটটায়। তার সঙ্গে একটা হ্যান্ডব্যাগ। হাতে চিত্রালী পত্রিকা। ময়মনসিংহ রেলওয়ে বুক স্টলে মাসুদ রানা একুশ নম্বর কিনে ছিল। পড়াও হয়েছে চল্লিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। নামার সময় বইটা ভুলে ফেলে আসায় তার মেজাজ খুবই খারাপ। একটা দারুণ ইন্টারেস্টিং জায়গায় এসে বইটা হারিয়ে গেল। মাসুদ রানা একজন সুন্দরী স্পানীশ তরুণীর ঘরে ঢুকেছে। সেই তরুণীর কাপড়-চোপড় ঠিকঠাক নেই। মাখনের মত শরীরের প্রায় সবটাই দেখা যাচ্ছে। তরুণী মাসুদ রানাকে দেখে হেসে বলল— তারপর রানা আবার দেখা হল? বলতে বলতে এক ঝটকায় বের করেছে ল্যুগার ফিফটি নাইন পিস্তল। মাসুদ রানা নির্বিকার। সিগারেট ধরাতে ধরাতে সে বলল— এমন সুন্দর হাতে অস্ত্র মানায় না। ওটা ফেলে দাও। তরুণী তীব্র স্বরে বলল, নিশ্চয়ই ফেলব কিন্তু তার আগে তপ্ত দুটি সিসের টুকরো তোমার মগজে ঢুকিয়ে দেব।

এই রকম একটা জায়গায় এসে বই ফেলে ট্রেন থেকে নেমে যাওয়ার কোন মানে হয়? বাকের বিরস মুখে সানগ্লাস চোখে দিল। সানগ্লাসটা সে ঢাকা রেলওয়ে স্টেশন থেকে কিনেছে। রাতের বেলা কেনা বলে দেখেশুনে কেনা যায়নি— এখন দেখা যাচ্ছে দুই চোখে দু'রকম রং একটা হালকা সবুজ আরেকটা গাঢ় নীল। ঢাকায় ফিরে টান দিয়ে ঐ হারামজাদার কান ছিঁড়ে ফেলতে হবে।

বাকেরের মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। এই অবস্থায় বকুলের শ্বশুর বাড়ি উঠার কোন মানে হয় না। বাড়ি খুঁজে বের করতে কতক্ষণ লাগবে কে জানে। সারাদিন লেগে যাবে বলেই বাকেরের ধারণা। ঠিকানা ছাড়া হুট করে রওনা হওয়াটা বোকামি হয়েছে। বিরাট বোকামি। বাকের শেভ করার জন্যে নাপিতের দোকানে ঢুকল। ক্ষিধেও লেগেছে। নাশতা শেষ করে সারাদিনের চুক্তিতে একটা রিকশা ঠিক করতে হবে। এখানে উপস্থিত হবার অজুহাত হিসেবে সুন্দর একটা গল্পও বানাতে হবে। এলেবেলে কিছু বলে মুনার কাছ থেকে

www.MurchOna.com

পার পাওয়া যাবে না। ধরে ফেলবে। দারুণ ইন্টেলিজেন্ট মেয়ে। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবা দরকার। মাথা ঠাণ্ডা করা যাচ্ছে না— বইটা হারানোর পর থেকে মাথা গরম হয়ে আছে।

আজ বুধবার। বুধবার দিনটাই বাকেরের জন্যে খারাপ। নাপিত শেভ করতে গিয়ে খুচ করে গাল কেটে ফেলল। রক্ত পড়ছে সেদিকে লক্ষ্য নেই।

পাশের লোকের সঙ্গে খুচরা আলাপ জমিয়েছে। আলাপের বিষয় হচ্ছে পিঁয়াজের সের বিশ টাকা। এত দামে পিঁয়াজ এর আগে কখনো বিকায়নি। নাপিত মাথা নেড়ে সুর করে বলছে— বুঝলা মিয়া বাই সোনার দামে পিঁয়াজ বিকায়। হুনছ কোনদিন কুড়ি টেহা সের পেয়াইজ?

বাকের গলার স্বর যথাসম্ভব সংযত করে বলল, এই যে দাড়িওয়ালা ভাই। গাল কেটে তো রক্তারক্তি করেছেন তার উপর খেজুরে আলাপ জুড়েছেন। আর একটা কথা যদি বলেন, যে ক্ষুর দিয়ে গাল কেটেছেন সেই ক্ষুর দিয়ে পেট ফাঁসায়ে দিব।

হতভম্ব নাপিত বলল, কি কন আপনে?

একেবারে খাঁটি কথা বলি- মুখ দিয়ে আর যেন একটা শব্দ বের না হয়। যদি হয় জীব টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলব।

মনের রাগ খানিকটা বের হযে যাওয়ায় বাকের একটু আরাম পেল। গাল কাটার দুঃখটাও বেশ কমে গেল। প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিতে পারলে আরো কমত। তবে নতুন জায়গা, হাবভাব না বুঝে কিছু করা ঠিক না।

বাকের চা-নাশতা খেয়ে বাড়ি খোঁজার কাজে নামল। বুড়ো কিন্তু গায়ে শক্তি আছে এমন একজন রিকশাওয়ালা বের করল।

ঠিকানা জানা নাই এমন একটা বাসা খুঁজে বের করবে- পঞ্চাশ টাকা চুক্তি সারাদিন লাগলে সারাদিন ঘুরবে। খাওয়ার খরচ আমার। এই নাও টাকা নগদানগদি কারবার ভাল। বিরাট বড় বাড়ি। সেই বাড়ির ছেলে ডাক্তার। বিয়ে করেছে ঢাকায়। স্ত্রীর নাম বকুল। ডাক্তার ছেলে নাম জহির। আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু কর।

বুড়ো রিকশাওয়ালা হ্যাঁ-না কিছুই বলল না— উল্কার বেগে খানিকক্ষণ রিকশা চালিয়ে বলল— নামেন এই বাড়ি।

বল কি তুমি এই বাড়ি?

হুঁ— উকিল সারের বাড়ি— ছেলে ডাক্তার। নাম জহির।

বল কি জেনেশুনে পঞ্চাশ টাকা নিলে।

জোর কইরা নেই নাই মিয়াভাই। আপনে দিছেন।

বলার কিছুই নেই কিন্তু বাকেরের গা জ্বালা করছে। আজ বুধবার। এই জাতীয় কাণ্ড যে ঘটবে তা সে জানত। নেত্রকোনা শহরের সমস্ত রিকশাওয়ালার উপর তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। আবার দাঁত বের করে হাসছে।

খবর্দার। নো লাফিং। বিদেয় হয়ে যাও। বিদায়।

বাকের কল্পনাও করেনি কি প্রচণ্ড সমাদর তার জন্যে অপেক্ষা করছে। সে কে? কেউ না। বলতে গেলে একজন রাস্তার ছেলে। জেল হাজত খাটা লোক। এই বাড়ির সাথে তার সম্পর্ক কি? কোনই সম্পর্ক নাই। আপদে-বিপদে ছুটে এসেছে— সে তো সবখানেই যায়। তাতে কি। তবু সে যখন সংকুচিত ভঙ্গিতে বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়াল এবং বিশাল বাড়ির দেখে খানিকটা ঘাবড়েও গেল ঠিক তখন দোতলা থেকে বকুল তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচাল— কে

www.MurchOna.com

বাকের ভাই না? পর মুহূর্তেই ছুটতে ছুটতে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে এল— বিস্মিত গলায় বলল, ওমা কি আশ্চর্য সত্যি তো বাকের ভাই। আপনি কোত্থেকে?

কাজে যাচ্ছিলাম পথে পড়ল নেত্রকোনো ভাবলাম....

ইশ আর দুই দিন আগে এলে মুনা আপার সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। মুনা আপা পরশু সকালেও ছিল।

বাকেরের মনটা খারাপ হয়ে গেলেও নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, মুনা এখানে ছিল? বলিস কি? জানতাম না তো! তোর এই অবস্থা কেন? স্কেলিটন হয়ে গেছিস। কংকাল বুঝলি কংকাল?

আমার ঘুম হয় না বাকের ভাই।

ঘুম হবে না কেন? কি কথাবার্তা বলছিল? স্লীপ না হবার কি আছে? বিছানায় শুলেই স্লীপ অটোমেটিক চলে আসে।

জহির বাসায় ছিল না। বকুল বাবুকে পাঠাল খোঁজ নিয়ে আসতে। জহির বিরাট এক কাতল মাছ কিনে আনল। দুপুরে তার পাতে প্রকাণ্ড মাছের মাথা দেয়া হল। গরম ভাত ঠাণ্ডা করার জন্যে পাখা নিয়ে বসল বকুল। এত আগ্রহে এত যত্নে কেউ কোনদিন তাকে খাওয়ায়নি। কেন তাকে এত যত্ন করবে? সে কেউ না-রাস্তার ছেলে-হাজত খাটা লোক। বাকেরের চোখে পানি এসে গেল। সে ধরা গলায় বলল—তোরা নেত্রকোনার লোক এত ঝাল খাস? আশ্চর্য ঝালের চোটে চোখে পানি এসে গেছে। এর মধ্যে আবার মরিচে কামড় পড়ে গেছে। বকুল লজ্জিত গলায় বলল, বাকের ভাই, একটু দেখে খান। এর সঙ্গে একটু ডাল নিন। ঝাল কম লাগবে। রান্না কেমন হয়েছে বাকের ভাই?

উত্তম হয়েছে। অতি উত্তম।

আমি রেঁধেছি।

ভাল হয়েছে—খুবই ভাল। নাম্বার ওয়ান হয়েছে।

বাকেরের চোখ থেকে টপ করে এক ফোঁটা পানি তার প্লেটে পড়ে গেল। ভাগ্যিস কেউ দেখতে পেল না।

রাতে কি খাবেন বাকের ভাই? যা খেতে চান বলুন—রাঁধব।

পাগল হয়ে গেলি নাকি? বিকালের ট্রেন ধরব মেলা কাজ ঢাকায়।

আপনার কি কাজ আমার জানা আছে। যখন যেতে দেব তখন যাবেন। তার আগে না।

বকুল বড় একটা মাছের পেটি পাতে তুলে দিল। বাকেরের চোখ আবার ভিজে উঠছে। মমতা পেয়ে তার অভ্যাস নেই অল্পতেই সে কাতর হয়ে পড়ে। মন হু-হু করে।

বাকের বাড়িঘর দেখে মুগ্ধ। জহিরের ব্যবহারে মুগ্ধ। বকুলের ভালবাসায় মুগ্ধ। বাড়ির পেছনের বাঁধান পুকুরের সাইজ দেখে মুগ্ধ। দুপুরে তার ঘুমিয়ে অভ্যেস নেই। ছিপ ফেলে সারা দুপুর পুকুর ঘাটে বসে রইল। সঙ্গে বাবু।

কেমন ঘাই দিচ্ছে দেখেছিস? মাছে পুকুর ভরতি। চার বানিয়ে ফেলতে হবে।

চার কি করে বানায় জানেন?

হুঁ। মেথি-ফেথি কি সব দিতে হয়। দেখি আগামীকালে যোগাড়-যন্ত্র করে ছিপ ফেলব। মাছ মারা সহজ ব্যাপার না বুঝলি—খুবই শক্ত। খুবই হার্ড কাজ। ভেরি হার্ড।

আজ বুধবার। মাছ ধরা পড়ার কথা নয় কিন্তু কি আশ্চর্য সন্ধ্যার আগে আগে দেড় সের ওজনের একটা মৃগেল মাছ ধরা পড়ল।

বাকের আবেগজড়িত গলায় বলল, নেত্রকোনা জায়গাটা খুবই ভাল বুঝলি বাবু। অসাধারণ একটা জায়গা। বাংলাদেশের মধ্যে এক নম্বর। এর মধ্যে কোন সন্দেহ নাই। নো ডাউট। খুব ভাল জায়গায় বকুলের বিয়ে হয়েছে। খুবই ভাল জায়গা। গুড প্লেইস।

বাকেরের প্রতি বকুলের উৎসাহের বাড়াবাড়ি জহিরের ভাল লাগছে না। সে যা হৈচৈ করছে তাতে যেকেউ বিরক্ত হবে। রাতে পোলাওয়ের ব্যবস্থা হয়েছে, মুরগী জবাই করা হয়েছে। অথচ দুপুরের মাছের প্রায় সবটাই আছে। এ সমস্তই হচ্ছে অসুস্থতার লক্ষণ। অথচ অসুস্থতার কোন ভিত্তি নেই। এবং অসুখটা এমন যে কারো সঙ্গে আলাপও করা যায় না।

গত দু'রাত ধরে বকুল আলাদা শুচ্ছে। আলাদা মানে আলাদা ঘর। সন্ধ্যা হতেই সে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু ঘুমায় না জেগে থাকে। যতবার জহির নিজের ঘর থেকে বের হয় ততবারই বকুল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে—কে কে?

আমি—ভয় নেই।

ও আচ্ছা।

বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড় বকুল।

আচ্ছা।

বাতি নিভে যায় কিন্তু বকুল ঘুমায় না। জেগে বসে থাকে। এ যন্ত্রণার কোন মানে হয়? যতই সময় যাচ্ছে অবস্থা ততই খারাপ হচ্ছে। কিছুদিন পরে হয়ত কাউকে চিনতে পারবে না। মুনা আপার সঙ্গে তাকে ঢাকায় পাঠিয়ে দেয়াই উচিত ছিল। জহির নিজে যেতে পারছে না। মামলা-মোকদ্দমায় অস্থির হয়ে যাওয়ার যোগাড়। জহির কি করবে ভেবে পেল না।

বাকের পাঁচদিন কাটিয়ে দিল। এই পাঁচ দিন সে যে সমস্ত কাজকর্ম করল তার মধ্যে আছে—পুকুরের কচুরিপানা পরিষ্কার। বাড়ির পেছনের জঙ্গল পরিষ্কার। দুটি সাপ মারা (এই সাপ দুটি জঙ্গল পরিষ্কারের সময় বের হয়ে এসেছিল।)

সন্ধ্যাগুলিও বাকেরের খুব ভাল কাটছিল বাড়ির কাছেই যুব নাট্যদলের অফিস। সেখানে 'পথের সন্তান' নাটকের রিহার্সেল হয়। বাকের গত চার রাত ধরে রিহার্সেলে উপস্থিত। যুব নাট্য দলের লোকজন ঢাকার এই মানুষটির গভীর আগ্রহে খুবই খুশি। নাট্যকারের বয়স অল্প। সে নিজেও বাকেরকে খুব খাতির করে। যাওয়া মাত্র চেঁচিয়ে বলে বাকের ভাইকে চা দাও- বিনা দুধে। নাটকে হাস্যরসাত্মক অংশগুলি বাকেরের খুবই পছন্দ। যতবারই হাসির অংশগুলি হয়, বাকের ঘর ফাটিয়ে হাসে। নাট্যকার এবং নাটকের লোকজন তাতে বড়ই উৎসাহিত হয়। বাকেরের ধারণা এটা একটা অসাধারণ নাটক। এবং ঢাকার কোন নাটকের দল এদের ধারে কাছেও যেতে পারবে না। বাকেরের ইচ্ছা হচ্ছে একমাস পর যখন নাটক হবে তখন সে উপস্থিত থাকে। সে তার ইচ্ছা ব্যক্তও করেছে। নাট্যকার অত্যন্ত অবাক হয়ে বলেছে—কি বলেন বাকের ভাই, আপনাকে ছাড়া নাটক হবে নাকি? আপনাকে ঢাকা থেকে ধরে নিয়ে আসব না? ভেবেছেন কি আমাদের? তাদের আন্তরিকতায় বাকেরের মনটা অন্য রকম হয়ে যায়। বড় উদাস লাগে।

বাকেরের আরো কিছু দিন থাকার ইচ্ছা ছিল কিন্তু থাকতে পারল না, ঢাকায় চলে আসতে হল। কারণ বকুলের অবস্থা খুবই খারাপ। তাকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া দরকার। জহির যেতে পারছে না। তার মামলার তারিখ পড়েছে।

বকুলের যে বিরাট একটা অসুখ এটা বাকের বুঝতেই পারেনি। তার ধারণা ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া না করায় এই হাল হয়েছে। ট্রেনে উঠার পর বকুল যখন ফিসফিস করে বলল, আপনি আসায় জীবনটা রক্ষা হয়েছে।

বাকের অবাক হয়ে বলল, কি বলছিস তুই?

সত্যি বলছি—আমাকে মেরে ফেলত।

কে মেরে ফেলত?

জহির।

তুই পাগল হয়ে গেলি নাকি?

পাগল হব কেন? সত্যি কথা বলছি—ও আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে চায়।

চুপ করে থাক। নয়ত চড় দিয়ে চাপার দাঁত ফেলে দেব।

বকুল চুপ করে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে জানালায় মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। বাকেরের দুশ্চিন্তার সীমা রইল না—ভালয় ভালয় ঢাকা পৌঁছতে পারলে হয়। ঢাকায় পৌঁছে দেরি করা যাবে না-ডাক্তারের কাছে ছোটাছুটি শুরু করতে হবে। মুনা একা ক'দিক সামলাবে? ভাগ্যিস সে সময়মত ছাড়া পেয়েছিল। এখনো হাজতে থাকলে তো বিরাট প্রবলেম হয়ে যেত।

বাকেরের জন্যে ট্রেনে কেউ কোন সাড়াশব্দ করতে পারল না। কেউ সামান্য কথা বললেও বাকের চেঁচিয়ে ওঠে—মরণাপন্ন রুগী নিয়ে যাচ্ছি—দেখতে পাচ্ছেন না? মা-বোন তো আপনাদেরও আছে? রোগ-শোক তো আপনাদেরও হয়, নাকি হয় না?

এই প্রচণ্ড ভিড়েও সে বেঞ্চ খালি করে বকুলকে শুইয়ে দিল এবং সারা পথ একটা খবরের কাগজ দিয়ে বকুল-কে হাওয়া করল। একজন বুড়োমত যাত্রী একবার জিজ্ঞেস করল, উনার কি হয়েছে? বাকের বিরক্ত মুখে বলল, তা দিয়ে আপনার কোন দরকার আছে?

বুড়ো চুপ করে গেল।

ঢাকায় পৌঁছে বকুল পুরোপুরি সুস্থ। যেন তার কিছুই হয়নি। মুনার ক্ষীণ সন্দেহ হল—অসুখের ব্যাপারটা পুরোপুরি বানানো—বকুলের একটা চমৎকার অজুহাত।

বাকেরের অবশ্যি খুব সুবিধা হয়েছে। দিনের মধ্যে তিনবার চারবার আসছে—রুগীর খোঁজ নিতে এলাম মুনা। অবস্থা কেমন?

মুনা বিরক্ত হয়ে একবার ঝাঁঝিয়ে ওঠে—আপনি বড় ঝামেলা করেন বাকের ভাই। সকাল বেলা তো একবার দেখে গেলেন বকুল সুস্থ। এই তিন ঘন্টার মধ্যে আবার কি হবে?

তবু একটু খোঁজ নেয়া— মনের মধ্যে একটা টেনশান থাকে।

টেনশনের কিছু নেই বাকের ভাই, যদি কিছু হয় আপনাকে খবর দেব। দয়া করে বিরক্ত করে মারবেন না।

আমি বিরক্ত করি?

কেন— আপনি নিজের বুঝেন না?

আচ্ছা আর করব না।

মুখ কালো করে বাকের চলে যায়। মনটা অসম্ভব খারাপ হয়। জলিল মিয়ার স্টলে তিন কাপ চা খেয়ে ফেলে। মনস্থির করে ফেলে আর না। কি দরকার? যাদের ব্যাপার তারা বুঝবে। তবু সন্ধ্যার পর মনে হয়—খোঁজ নেয়া বিশেষ প্রয়োজন। দুটা মেয়ে মানুষ একা একা থাকে। কত রকম সমস্যা হতে পারে। সন্ধ্যার পর দরজায় টোকা দেয়। মুনা গম্ভীর মুখে দরজা খোলে। বাকেরকে দেখেও কিছু বলে না।

দরজা-টরজা ভাল করে বন্ধ করে ঘুমুবে। চুরি হচ্ছে। দেশে বাস করা মুশকিল।

www.MurchOna.com

রাগ করতে গিয়েও মুনা রাগ করতে পারে না। হেসে ফেলে। বাকের বিস্মিত হয়ে বলে—হাস কেন?

কেন হাসি তা বোঝার ক্ষমতা আপনার নেই বাকের ভাই। বসুন। চা খাবেন?

খাব।

মুনা চা বানাতে যায়। বাকের বসে থাকে। তার বড় ভাল লাগে।

৪২

সিদ্দিক সাহেবকে আজ একটু বিমর্ষ দেখাচ্ছে।

কোন কারণে তিনি চিন্তিত এবং বিরক্ত। বিরক্ত হলে তাঁর মুখে ঘন ঘন থুথু ওঠে। এখন তাই উঠছে। তিনি চারদিকে থু থু ছিটাচ্ছেন। সরকারী দলের নমিনেশন তিনি পাবেন, এই নিয়ে তাঁর কোন চিন্তা নেই। এক লাখ টাকার চাঁদা দেয়া ছাড়াও অন্য এক কায়দায় বিশেষ একজনকে এক লক্ষ আশি হাজার টাকা নগদ দেয়া হয়েছে। তিনি হিসেবি লোক পুরোপুরি নিশ্চিত না হলে এতগুলি টাকা বের করতেন না। সমস্যা এখানে নয় সমস্যা ভিন্ন জায়গায়। সরকারী দল মানেই বেশির ভাগ লোকের অপছন্দের দল। এই দেশের মানুষদের সাইকোলজি হচ্ছে ক্ষমতায় যে আছে তার বিপক্ষে কথা বলা। যতদিন পর্যন্ত তুমি ক্ষমতায় নেই ততদিন পর্যন্ত তুমি ভাল। যে মুহূর্ত ক্ষমতায় চলে গেলে সেই মুহূর্তে থেকে তুমি খারাপ। তোমার বিরুদ্ধে জ্বালাও-পোড়াও আন্দোলন। বড় বড় বক্তৃতা।

সরকারী দলে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ হবে কিনা এটাই সিদ্দিক সাহেব বুঝতে পারছেন না। চালে ভুল হলে মুশকিল। রাজনীতিতে প্রতিটি চাল ভেবেচিন্তে দিতে হয় এবং ভবিষ্যতের কথা মনে রাখতে হয়। আওয়ামী লীগের এক সময় রমরমা ছিল—কোথায় গেল সেই রমরমা? তবে কিছুই বলা যায় না রমরমা ফিরেও আসতে পারে।

কোন রকম দলে না গিয়ে স্বতন্ত্র থেকে ইলেকশন করাই ভাল। তাহলে সব দলকেই বলা যায়—আছি তোমাদের সাথে। তবে স্বতন্ত্র থেকে দাঁড়ালে ইলেকশনে জেতা কষ্টকর। প্রশাসনের সাহায্য দরকার। প্রশাসন শুধু শুধু সাহায্য করবে কেন? তাদের কি ঠেকা?

এই ইলেকশন সিদ্দিক সাহেবের কাছে খুবই সামান্য ব্যাপার। কিন্তু বড় কিছুতে যাওয়ার এটা হচ্ছে প্রথম সিঁড়ি। নামটা প্রথম ভাসতে হবে। মুখে মুখে ফিরতে হবে। খুনখারাবি হবে। হাঙ্গামা হবে। খবরের কাগজে লেখালেখি হবে— তখন সবাই বুঝবে এই কনসটিটিয়েনসী একটা জটিল জায়গা। সিদ্দিক সাহেব সেই জটিল জায়গা পানি করে দিয়েছেন। তাঁর চেহারা এবং কার্যকলাপে বোঝা যাওয়া চাই যে তিনি মহা ধুরন্ধরএবং মহা কঠিন ব্যক্তি।

আগেকার অবস্থা এখন নেই—হেঁ হেঁ করে ভোটারের সামনে হাত কচলালে হবে না। হাত কচলান ক্যাণ্ডিডেটের দিন ফুরিয়েছে। এখনকার ভোটাররা শক্তের ভক্ত।

শুধু ভোটাররা না—সবাই এখন শক্তের ভক্ত।

সিদ্দিক সাহেব বসে আছেন তাঁর বসার ঘরে। তাঁর সামনে একগাদা পোস্টার। ছাপান নয় আর্টিস্ট এনে লেখান হয়েছে। নগর কমিটির পোস্টার। নগর কমিটি তিনি কিছুদিন হল করেছেন। সরাসরি এই কমিটিতে তিনি নেই। কাজ করছেন উপদেষ্টা হিসেবে। যদিও সমস্ত কিছুই তাঁর করা। পোস্টারগুলিতে নানান ধরনের বক্তব্য—

www.MurchOna.com

"এই নগর আপনার
একে সুন্দর রাখুন।
যেখানে সেখানে ময়লা ফেলবেন না।
নির্দিষ্ট ডাষ্টবিনে ফেলুন।
—নগর কমিটি"
"আপনার আশেপাশে কি অসামাজিক
কার্যকলাপ হয়? অসামাজিক কার্য-
কলাপ প্রতিরোধ করা আপনার
সামাজিক দায়িত্ব।
—নগর কমিটি"
"আপনার আশেপাশে কি বখাটে
ছেলেপুলেরা আড্ডা দেয়? নেশা করে?
নগর কমিটিতে খবর দিন।
—নগর কমিটি"
"হিরোয়িন, মদ, গাঁজা আপনার
শত্রু। যারা এসবের ব্যবসা করছে
তারাও আপনার শত্রু। শত্রু নির্মূল করুন।
—নগর কমিটি"
"ধূমপান মনে বিষপান। পয়সা খরচ করে
কেন বিষপান করছেন? ধুম্রমুক্ত নগর
সৃষ্টি করুন।
—নগর কমিটি"

প্রায় একশর মত পোস্টার। লাল কাগজে ঘন কালো রঙে লেখা। আর্টিস্ট ছোকরা লিখেছে ভাল। জায়গায় জায়াগায় পোস্টার পড়লে দেখতে ভালই লাগবে।

সামনের সপ্তাহে তিনি শিশু নিকেতনের উদ্বোধন করতে মন ঠিক করেছিলেন সেখানে একটা ঝামেলা বেঁধেছে।

শিশু নিকেতনের চেংড়াগুলি উদ্বোধনের দিন কোন কবিকে নাকি আনতে চায়। প্রস্তাবটা তাঁর মন্দ লাগেনি। তিনি সভাপতি—কবি প্রধান অতিথি। এখন আবার বাতাসে অন্য রকম কথা ভাসছে। শিশু নিকেতনের সেক্রেটারি নাকি সভাপতি, কবি শামসুর রাহমান প্রধান অতিথি, সওগাত পত্রিকার নাসিরুদ্দিন সাহেব বিশেষ অতিথি।

সিদ্দিক সাহেবের মেজাজ খারাপ হওয়ার মূল কারণ এটা। ওরা করতে চাইলে করুক তাঁর কোন আপত্তি নেই কিন্তু তিনি ষড়যন্ত্রের আভাস পাচ্ছেন। তাঁর ধারণা এর পেছনে নুরুদ্দিনের হাত আছে। নুরুদ্দিন তার সঙ্গে কনটেস্ট করছে। তার পেছনে আছে আওয়ামী লীগ। নুরুদ্দিন খুবই ঘুঘু লোক। পুরানো আওয়ামী লীগার। শেখ সাহেবের মৃত্যুর পর পর অবশ্য সে আওয়ামী লীগের সম্পর্কে অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথাবার্তা বলতে থাকে—যার একটা হচ্ছে—দেশটা লীজ দেয়া হয়ে গিয়েছিল ইণ্ডিয়ার কাছে। আল্লাহ পাকের দয়ায় রক্ষা পেয়েছে।

www.MurchOna.com

জিয়াউর রহমান সাহেবের সময় নূরুদ্দিন কঠিন বি এন পি হয়ে যায়। তাতে তাঁর আওয়ামী লীগে আবার ফিরে যাওয়াতে কোন অসুবিধা হয়নি। ঘুঘু লোক বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এ জাতীয় লোকদের সম্পর্কে সাবধান থাকা ভাল। সিদ্দিক সাহেব যথেষ্ট সাবধান। তবুও অস্বস্তি লেগেই থাকে। সিদ্দিক সাহেব শিশু নিকেতনের সেক্রেটারিকে আসতে বলেছেন ব্যাপারটা পুরোপুরি পরিষ্কার করে নিতে চান। ব্যাটাকে আসতে বলা হয়েছে চারটার সময় এখন বাজে পাঁচটা। এখনো আসছে না। সিদ্দিক সাহেবের মেজাজ ক্রমেই খারাপ হচ্ছে।

সেক্রেটারি ঢুকল পাঁচটা পঁচিশে। মুখে তেলতেলে ধরনের হাসি। পরনে নকশাদার পাঞ্জাবী। পাতলা গোঁফের জন্যে চেহারাটাই কেমন ধূর্ত ধূর্ত হয়ে গেছে। লোকটির নাম মনোয়ার হোসেন তবে সবাই ডাকে মনু ভাই।

স্লামালিকুম স্যার।

ওয়ালাইকুম সালাম। কি ব্যাপার?

মনোয়ার হোসেন অবাক হয়ে বলল, আপনি তো ডেকে পাঠালেন।

ও আচ্ছা আচ্ছা— মনেই ছিল না। আরেকটু হলে চলে যেতাম। ভাগ্যিস এসেছ। হাজার ঝামেলা নিয়ে থাকি— কিছু মনে থাকে না। বস বস।

মনোয়ার হোসেন বসল। তার মুখের হাসি আরো বিস্তৃত হল।

তোমাদের শিশু নিকেতন সম্পর্কে জানার জন্যে ডাকলাম। কতদূর কি করলে?

হাঁটি হাঁটি পা পা অবস্থা স্যার। তবে একটা ঘর পাওয়া গেছে এটা একটা বড় উপকার হয়েছে।

ঘর কোথায় পেলে?

নুরুদ্দিন সাহেব দিয়েছেন। কিছু ফার্নিচারও পাওয়া গেছে। আপনাদের দশজনের সাহায্য ছাড়া তো স্যার হবে না। দশের লাঠি একের বোঝা।

সিদ্দিক সাহেব শুকনো গলায় বললেন, তাতো বটেই।

আপাতত ছবি আঁকা, নাচ আর গান শিখানো হবে। একটা শিশু লাইব্রেরী থাকবে। শিশুদের জন্যে হাতে লেখা দেয়াল পত্রিকা বের হবে। পত্রিকার নাম স্যার— অনির্বান।

ভাল খুবই ভাল।

অনির্বান প্রথম সংখ্যায় স্যার আপনাকে একটা বাণী দিতে হবে। না বললে হবে-না স্যার।

উদ্বোধনের কি ব্যবস্থা করলে?

এখনো ফাইন্যাল কিছু হয়নি। শামসুর রাহমান সাহেব প্রধান অতিথি। এটা শুধু ফাইন্যাল হয়েছে।

ভাল ভাল খুবই ভাল।

আপনাকে স্যার উদ্বোধনীর দিন থাকতে হবে।

থাকব। নিশ্চয়ই থাকব। কেন থাকব না?

মনোয়ার হোসেন চা-বিসকিট খেয়ে বিদায় হল। সিদ্দিক সাহেব দীর্ঘ সময় চুপচাপ বসে রইলেন। ঝামেলা বাড়ছে— এত সব ঝামেলা সহ্য করা কঠিন। ব্যবসার ঝামেলা, জমিজমার ঝামেলা, প্রতিষ্ঠার ঝামেলা। একটা পরিত্যক্ত সম্পত্তি তিনি কিনেছেন। কিন্তু দখল পাচ্ছেন না। চারতলা বিল্ডিং— ভাল জায়গায়— গ্রীন রোডে। দখল না পেলে লাভ

www.MurchOna.com

কি? সম্পত্তি, আসল মালিকের কাছ থেকেই কেনা। বলাই বাহুল্য জলের দামে কেনা। কত দামে কেনা সেটা বড় কথা নয়। কাগজপত্র ঠিক আছে এটাই বড় কথা। কাগজপত্র থেকেও লাভ হচ্ছে না।

বাড়িতেও ছোটখাট অশান্তি লেগে আছে। মন টেকে না। তাঁর স্ত্রী দশ বছর আগে হঠাৎ করে মোটা হতে শুরু করেছিলেন— এখন মৈনাক পর্বত। দুই হাত দিয়ে বেড় পাওয়া যায় না। গাড়িতে উঠলে গাড়ি খানিকটা ডেবে যায়। এক মেয়েও মায়ের পথ ধরেছে। বয়স তেইশ— এর মধ্যেই হুলস্থুল কারবার। ছোট মেয়েটা এখনো ঠিক আছে ভবিষ্যতে কি হবে কে জানে?

সিদ্দিক সাহেব রাত আটটার দিকে বেরুলেন। তাঁর মন-মেজাজ খুব যখন খারাপ থাকে তখন এগার নাম্বার বাড়িতে কিছু সময় কাটান। মেয়ে তিনটার সঙ্গে হালকা গল্পগুজব করেন। এর বেশি কিছু না। সেই সাহস তাঁর নেই। মেয়ে তিনটার বয়স তাঁর বড় মেয়ের বয়সের চেয়েও কম। এদের নিয়ে অন্য কোন চিন্তা কেমন যেন দানা বাঁধতে পারে না। তাছাড়া ভয়ও আছে। জানাজানি হয়ে যেতে পারে। কে জানে কিছুটা জানাজানি ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে কি না। বাকের বড় যন্ত্রণা করছিল। হাজতে যতদিন ছিল ভাল ছিল— এখন আবার ছাড়া পেয়েছে। এগার নম্বর বাড়ির প্রসঙ্গ তুলে তাকে বেইজ্জত করবে কি না কে জানে? সম্ভাবনা আছে। নুরুদ্দিন এই সুযোগ ছাড়বে না। তার আগেই একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে।

জোবেদ আলি তাঁকে দেখে ছুটে এসে তালা দেয়া গেট খুলল। এই ব্যবস্থাটা সিদ্দিক সাহেবের খুব পছন্দ। গেট সব সময় তালাবদ্ধ থাকে। লোকজন আসছে যাচ্ছে এ রকম কোন ব্যাপার নেই। বাড়ির চেহারাও এরা পাল্টে ফেলেছে। চারদিকে ফুলের টব—রং বেরং-এর পাতা বাহার, অর্কিড মুগ্ধ হয়ে দেখতে হয়। পাড়ার মধ্যে এমন একটা সুন্দর বাড়ি দেখতে ভাল লাগে। আরো ভাল লাগে যখন মনে হয় এই বাড়িটা তাঁর। বেনামীতে কেনা।

জোবেদ আলি হাত কচলাতে কচলাতে বলল, বাড়িতে তো কেউ নাই।

তাই নাকি?

জ্বি কক্সবাজার গেছে।

বৈশাখ মাসে কক্সবাজার?

ভিড় কম থাকে। নিরিবিলি। আসেন বসেন চা খান।

না চা খাব না। আসবে কবে?

তাতো জানি না। ইটালীর দুই সাহেব আছে সাথে— বাংলাদেশ ঘুরতে আসছে।

ও আচ্ছা আচ্ছা।

সিদ্দিক সাহেবের বেশ মন খারাপ হয়ে গেল। সুন্দর সুন্দর মেয়েগুলিকে নিয়ে কোথাকার কোন্ বিদেশী ঘুরে বেড়াচ্ছে অথচ তিনি নিজে গায়ে হাত রাখার মত সাহস সঞ্চয় করতে পারেননি। কোন মানে হয় না।

সব দিকেই তার সাহস আছে এই একটা দিকে শুধু সাহস হচ্ছে না। তাঁর ধারণা মেয়েগুলি অতিরিক্ত সুন্দরী বলেই সাহস হয় না। তেমন সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ তাঁর হয়নি। আর এই তিনটি মেয়ে দেখতে পরীর মত। হারামজাদী বুড়ি এদের কোথেকে যোগাড় করেছে কে জানে?

স্যার বসবেন না?

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

না না বসব না। কোন রকম ঝামেলা-টামেলা আছে?

জ্বি না— শুধু বাকের মাঝে-মধ্যে....

কি করে সে?

কিছু না গেটের সামনে দাঁড়ায়ে থাকে সিগারেট খায়। আফারা ভয় পায়।

অন্য কিছু করে না?

জ্বি না।

বাকেরের সাথে আর কেউ আসে?

জ্বি না— উনি একা।

আচ্ছা আমি দেখব ব্যাপারটা।

আম্মা বলছিল— বাকেররে মাসে মাসে হাতখরচের টাকা কিছু দিবে কিনা— আপনার সঙ্গে আলাপ করতে বলছিল।

হাতখরচ দিতে হবে না— ঐটা আমি দেখব। এই পাড়ার কেউ আসে এই বাড়িতে?

জ্বি না।

কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে?

জ্বি না।

ঠিক আছে। তারা কবে কক্সবাজার থেকে আসবে কিছু জান না?

জ্বি না।

আসলেই খবর দিবে।

আমি আম্মারে টেলিফোন করতে বলব।

টেলিফোন এসেছে নাকি?

টেলিফোন তো কবেই আসছে।

সিদ্দিক সাহেবের ভ্রু কুঁঞ্চিত হল। টেলিফোন এসেছে অথচ টেলিফোনের খবর তাকে জানানো হয়নি। নাম্বার পর্যন্ত দেয়নি। এর মানে হচ্ছে এরা তাঁকে খুব মুরুব্বি ধরছে না। তার চেয়েও অনেক বড় মুরুব্বি এদের আছে। কে সেই বড় মুরুব্বি?

তিনি জলিল মিয়াকে ডেকে পাঠালেন। কাস্টমারের যন্ত্রণায় জলিল মিয়ার দম ফেলার ফুরসুত হয় না— এর মধ্যে কেউ ডেকে পাঠালে মেজাজ খিচড়ে যায়। মুখের উপর বলতে ইচ্ছে করে— যা শালা ভাগ। চায়ের দোকানের মালিকের পক্ষে যা কখনো বলা সম্ভব নয়। জলিল মিয়া ক্যাশ অন্য একজনকে বুঝিযে দোকান থেকে বেরুল। তাকে দেখলে মনে হবে— সিদ্দিক সাহেব ডেকে পাঠানোয় সে আনন্দে আত্মহারা।

স্যার ডাকছেন?

কি খবর জলিল?

জ্বি আপনাদের দশজনের দোয়া।

দোকান তো দেখি ভালই চলছে। সব সময় দেখি কাস্টমার।

আড্ডা দেওউন্যা কাস্টমার স্যার।

চায়ের দোকানে আড্ডাটাই প্রধান। যেখানে যত বেশি আড্ডা হবে সে দোকান তত তাড়াতাড়ি জমবে।

জলিল মিয়া উসখুস করতে থাকে— মুল বিষয়টা জেনে চলে যেতে পারলে বাঁচা

www.MurchOna.com

যায়- ক্যাশে যাকে বসিয়ে এসেছে সে বিরাট চোর। ইতিমধ্যেই টাকা-পয়সা নিশ্চয়ই কিছু সরিয়েছে।

জলিল মিয়া।

জ্বি স্যার?

ঐ যে তোমার দোকানের সামনের বাড়ি, এগার নম্বর বাড়ি। কিছু জান তুমি?

কি জানব স্যার?

না মানে— এই পাড়ার লোকজন কারোর সঙ্গে এ বাড়ির যোগাযোগ আছে?

কিছুই তো স্যার জানি না। আমার স্যার মাথার ঘায়ে কুত্তা পাগল অবস্থা। ক্যাশে বসি নজর রাখতে হয় চাইর দিকে। গতকাল স্যার রান্নাঘর থেকে ডালডার টিন চুরি গেল। চার কেজি ডালডা।

সিদ্দিক সাহেব অপ্রসন্ন মুখে বললেন— ঠিক আছে, তুমি যাও। জলিল মিয়া ইতস্তত করতে লাগল। কাউকে অপ্রসন্ন করে চলে যাবার মত মনের জোর তার নেই।

কিছু বলবে?

জ্বি না— তবে স্যার বাকের ভাই কিছু জানলে জানতে পারে।

বাকের জানবে কেন? বাকেরের কি যোগাযোগ আছে?

মনে হয় আছে।

বাকের এখন থাকে কোথায় জান?

জ্বি না।

শুনেছি তার ভাইয়ের বাসায় থাকে না।

আমি বলতে পারি না স্যার— নিজের দোকানের যন্ত্রণায় অস্থির। চোখের সামনে থেকে ডালডার টিন নিয়ে গেল— পাঁচ কেজি ডালডা ছিল।

একটু আগে তো বললে চার কেজি।

জলিল মিয়া হকচকিয়ে গেল।

ঠিক আছে তুমি যাও।

বাকের ভাইকে কিছু বলতে হবে স্যার?

না কিছু বলতে হবে না।

জলিল মিয়া চিন্তিতমুখে বের হয়ে এল। সবাইকে খুশি রাখা এই দুনিয়ায় বিরাট কঠিন কাজ। তবে খুশি রাখতেই হবে। কেউ বেজার হলে দোকানদারী করা যাবে না।

৪৩

স্যার আমার নাম বাকের।

চিনতে পারছি। কি ব্যাপার?

মঙ্গলবার মঙ্গলবার করে থানায় হাজিরা দিতে বলেছিলেন— তাই এলাম। আজ স্যার মঙ্গলবার।

মাঝখানে তো বেশ কয়েকটা মঙ্গলবার চলে গেল।

ঢাকার বাইরে ছিলাম স্যার। নেত্রকোনা গিয়েছিলাম।

www.MurchOna.com

আপনাকে কি হায়ার করে নিয়ে গেল?

কি বললেন বুঝলাম না।

আগে মফস্বলের লোকজন ঢাকা থেকে ফুটবল প্লেয়ার হায়ার করে নিত। আজকাল মাস্তান হায়ার করে। মাস্তানী এখন মোটামুটি লাভজনক ব্যবসা।

আমার ছোটবোনের বিয়ে হয়েছে নেত্রকোনা। দেখতে গিয়েছিলাম।

ভবিষ্যতে ঢাকার বাইরে গেলে- আমাদের ইনফরম করে যাবেন।

জ্বি আচ্ছা। এখন কি উঠব?

উঠুন বসে থেকে কি করবেন?

বাকের চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল— একটা কথা স্যার, যদি কিছু মনে না করেন।

বলে ফেলুন— কিছু মনে করব না।

মাঝে মাঝে স্যার মন্ত্রীরা মাস্তান হায়ার করে নিজেদের জায়গায় নিয়ে যান। গত ইলেকশনের সময় এই অধমকেও একজন নিয়েছিল। এই রকম কেইসেও কি থানায় খবর দিয়ে তারপর যাব? নাকি সরাসরি চলে গিয়ে কাজকর্ম মিটিয়ে আপনাদের খবর দিব?

ওসি সাহেব কিছু বললেন না। ওসি সাহেবের বাঁ পাশে বসা সেকেণ্ড অফিসার উচ্চস্বরে হেসে উঠেই ওসি সাহেবের গম্ভীর মুখ দেখে হাসি গিলে ফেলল। বাকের বলল, স্যার তাহলে উঠি? আগামী মঙ্গলবার ইনশাআল্লাহ্ দেখা হবে।

ওসি সাহেব কিছু বললেন না। সেকেণ্ড অফিসার দ্বিতীয় দফায় হেসে ফেলে আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন। ওসি সাহেব বললেন, থানা হাসি-তামাসার জায়গা নয়— এটা মনে রেখে কাজকর্ম করলে ভাল হয়।

বাকের থানা থেকে খুশি মনে বের হল। বেশ ফুর্তি লাগছে। যদিও ফূর্তি লাগার তেমন কোন কারণে নেই। তার থাকার জায়গাই এখনো ঠিক হয়নি। একেক রাত একেক জায়গায় কাটাচ্ছে। গত রাতে বড় ভাইয়ের বাসায় গিয়েছিল। বুক ধকধক করছিল— যদি ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। আল্লাহতালার অসীম অনুগ্রহ দেখা হয়নি। কোথায় যেন গিয়েছে রাত দশটার আগে ফিরবে না। ভাবী ছিল। তাকে দেখে ঠাণ্ডা গলায় বলল, তুমি যে? কি মনে করে?

বাকের হকচকিয়ে গেলেও নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ভাবী ভাল আছেন?

হ্যাঁ ভালই আছি।

একটু রোগা রোগা লাগছে।

আমার শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে তোমাকে কনসর্নড হতে হবে না। কোন কাজে এসেছ?

ভাইজান কি আছেন?

সে আছে কি নেই সেটা তো তুমি বাড়ি ঢুকবার আগেই খোঁজখবর করেছ। আমি দোতলার বারান্দায় দাঁড়িযে ছিলাম— সেখান থেকেই শুনছিলাম।

ভাবলাম দেখা করে যাই। হাজত থেকে ছাড়া পেয়েছি।

সে তো পনের দিন আগেই ছাড়া পেয়েছ। পনের দিন পর দেখা করতে এলে যে?

ঢাকার বাইরে ছিলাম। আচ্ছা ভাবী যাই।

দাঁড়াও।

www.MurchOna.com

সেলিনা ভেতর থেকে মুখ বন্ধ খাম এনে দিল। গলার স্বর আগের চেয়েও শীতল করে বলল, তোমার ভাই দিয়ে গেছে। নিয়ে তোমার ভাইকে ধন্য কর।

এত রাগ করছেন কেন ভাবী?

রাগ করছি না। রাগ করলে সংসার ছেড়ে অনেক আগেই চলে যেতাম। ঝুলে তো আছি। তুমি থাক কোথায়?

ঠিক নেই ভাবী। একেক দিন একেক জায়গায়।

এক জায়গায় বেশিদিন থাকতে অসুবিধা হয় তাই না? লোকজন খোঁজ পেয়ে যায়।

তা না। ভাবী চা খাব, যদি আপনার অসুবিধা না হয়।

ফরিদা চায়ের কথা বলতে গেল। এই ফাঁকে বাকের খাম খুলে আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠল। বারশো টাকা। সব চকচকে নোট। ভাইয়ের কাছ থেকে সে মাঝে মাঝে এ রকম পায়। তবে ব্যাপারটা খুবই অনিয়মিত।

খুবই অবাক কাণ্ড ফরিদা নিজেই চায়ের কাপ নিয়ে ঢুকল। পিরিচের এক কোণায় এক টুকরো ঠাণ্ডা কেক। দীর্ঘ দিন ফ্রীজে ছিল আজ গতি হতে যাচ্ছে।

তোমার ভাইয়ের কথা শুনেছ বোধ হয়।

জ্বি না— কি ঝামেলা?

চাকরি নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে।

বলেন কি? কে ঝামেলা করছে? নামধাম দেন। বডি ফেলে দেব।

বাজে কথা একদম বলবে না। বডি ফেলে দেবে মানে? কার বডি তুমি ফেলে দেবে? চা খেতে চেয়েছ চা খাও। চা খেয়ে বিদেয় হও। বড় বড় কথা— বডি ফেলে দেব।

বাকের নিঃশব্দে চা শেষ করে উঠে এল। মেজাজ খুব খারাপ করা উচিত ছিল কিন্তু করতে পারেনি কারণ পকেটে এতগুলি টাকা। তাছাড়া— ভাই ভাবী এই দুজনের উপর সে রাগ করতে পারে না।

আজও একবার যাবে বলে ঠিক করল। চাকরির ঝামেলা মানে- কি ঝামেলা জানতে ইচ্ছা করছে। তবে খোঁজ খবর নিয়ে যেতে হবে। ভাই থাকলে যাবার প্রশ্ন ওঠে না।

বাকের জলিল মিয়ার স্টলের সামনে এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়াল। জলিল মিয়া ক্যাশ সামলাতে ব্যস্ত তার দম ফেলার সময় নেই তবু বাকেরের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে দিল।

চা খাইয়া যান বাকের ভাই।

বাকের উত্তর না দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। রঙবেরঙের নানান পোস্টার চোখে পড়ছে। মহানগর কমিটি! এই বস্তুটি কি কে জানে। পাড়ায় অনেক কিছুই হচ্ছে সে খবর রাখে না। ইয়াদের কাছ থেকে ভেতরের খবর কিছু নেয়া উচিত। কিন্তু তার সঙ্গে দেখাই হচ্ছে না। যে ক'বার গিয়েছে ইয়াদের বউ মুখ কালো করে বলেছে— উনি বাসায় নাই। মিথ্যা কথা বলছে না তো? না মিথ্যা কেন বলবে? বাকের অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। তখনি চোখে পড়ল ইয়াদ মাথা নিচু করে হনহন করে যাচ্ছে। বগলে একটা দুধের টিন। চোখে চশমা। ব্যাটা চশমা নিল কবে।

ঐ শালা। ঐ ইয়াদ।

ইয়াদ থমকে দাঁড়াল। বাকের এগিয়ে গেল।

দেখাই পাওয়া যায় না ব্যাপার কি? চার দিন গেলাম।

www.MurchOna.com

দারুণ ব্যস্ত কেমন আছিস রে দোস্ত।

ভালই আছি। আয় চা খাই।

আজ না দোস্ত বাসায় দুধ নেই। দুধ নিয়ে যাচ্ছি। দেরি হলে বউ মাইণ্ড করবে।

দুধ বউয়ের কাছে দিয়ে আয়, তাহলে তো আর মাইণ্ড করবে না। নামিয়ে দিয়ে ফুট করে চলে আসবি।

আজ বাদ দে দোস্ত। এক জায়গায় যেতে হবে। আমার বড় শালীর ছেলের জন্মদিন। না গেলে খুব মাইণ্ড করবে। গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। বিশ্বাস না হয় আমার সঙ্গে এসে গাড়ি দেখে যা। ডাইহাটসু গাড়ি।

বাকের উল্টো দিকে হাঁটা ধরল। মেজাজ খুব খারাপ হবার আগেই সরে যাওয়া ভাল। মুনাদের বাসায় কি একবার যাওয়া যায়? সকালে অবশ্যি একবার দেখা হয়েছে। তাতে কি? রুগী আছে একজন খোঁজখবর করা দরকার। মুনা রাগ নাও করতে পারে। সব সময় যে তাকে দেখলেই মুনা রেগে যায় তাও তো না। মাঝে মাঝে খুবই ভাল ব্যবহার করে। যেমন আজ সকালে বাকের ঘরে ঢোকা মাত্রই মুনা বলল, বাকের ভাই চা খাবেন?

বিস্মিত বাকের বলল, হ্যাঁ।

তাহলে এক কাজ করুন। ফ্লাস্ক দিচ্ছি, ফ্লাস্ক ভর্তি করে দোকান থেকে চা নিয়ে আসুন। ঘরে চা নেই, চিনি নেই, দুধ নেই। বিশ্রী অবস্থা। সকাল থেকে চা না খেয়ে আছি।

বাকের ফ্লাস্ক ভর্তি করে চা নিয়ে এল-সেই সঙ্গে হাফ কেজি চা। দুই কেজি চিনি এবং একটা কনেসড মিল্ক। বাকের ভেবেছিল সঙ্গের জিনিসগুলি দেখে মুনা রাগ করবে। তা সে করেনি। হাসি মুখে বলেছে, থ্যাংকস।

মুনার কাছে যাওয়া যায়। অবশ্যই যাওয়া যায়। দুটো মেয়ে মানুষ একা একা আছে এই কারণেই তো যাওয়া দরকার। রাগ করলেই বা কি। তার একটা দায়িত্ব আছে না?

বাকের লম্বা লম্বা পা ফেলতে লাগল।

আকাশ ঘোলাটে। বৈশাখ মাস শুরু হয়েছে। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হবে। বৎসরের প্রথম কালবৈশাখী। ভাল। খুবই ভাল। ঝড়বৃষ্টি হোক। মাঝে মাঝে ঝড়বৃষ্টি হওয়া দরকার। তা না হলে সব ন্যাতা মেরে যায়। লাইফ হেল হয়ে যায়। বাকের গুনগুন করে একটা সুর উঠাবার চেষ্টা করছে। গানের কথাগুলি হচ্ছে— ইয়ে হ্যায় আখেরী জামানা। আখেরী শব্দটার উপর লম্বা টান আছে। টান দিয়ে গলা ভেঙে ফেলতে হয়। টানটা ভালই আসছে—গলা ভাঙাটা আসছে না। তার গুনগুন করতে ভাল লাগছে-ইয়ে হ্যায় আখেরী জমানা। এটা হচ্ছে শেষ সময়। হে প্রিয়তম এই শেষ সময়ে তুমি আমাকে ফেলে চলে যেও না। অভিশপ্ত জীবন থেকে তুমি আমাকে মুক্তি দাও।

খুব আধ্যাত্মিক গান।

৪৪

ঝড় মাথায় করে মামুন জাহানারাদের বাসায় এসে উঠল। হলুস্থুল কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে। চোখের সামনে একটা ইলেকট্রিসিটির পিলার ভেঙে পড়ল। এত পলকা ধরনের পিলার বানায় নাকি আজকাল? ধক করে আগুন বের হয়ে বিকট শব্দ। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জাহানারাদের বাড়ির সামনের কাঁঠাল গাছের একটা ডাল ভেঙে টিনের চালে পড়ল। আগের বারের চেয়েও বিকট শব্দ হল। তারপর শুরু হল শিলাবৃষ্টি। গত পাঁচ বছরে ঢাকা শহরে এ রকম শিল পড়েনি।

www.MurchOna.com

জাহানারাদের ঘরের দরজা-জানালা সব বন্ধ। অনেকক্ষণ দরজায় ধাক্কাধাক্কি করার পর ভেতর থেকে জাহানারা ভীতগলা শোনা গেল— কে?

আমি। আমি মামুন।

বিস্মিত জাহানারা দরজা খুলতে খুলতে বলল, আপনি এখানে কি করছেন? আসবার আর সময় পেলেন না?

এ রকম ঝড় হবে বুঝতে পারিনি। টর্ণেডো-ফর্ণেডো কিনা কে জানে।

টর্ণেডো নয় কালবোশেখি। ভেতরে আসুন। দরজা বন্ধ করে দেব।

জাহানারাদের বাড়ির একটা অংশ টিনের চাল। শিলা বৃষ্টির কারণে প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে। একটা ঘরের জানালা খুলে গেছে। সেই জানালা আছড়ে পড়ছে বারবার। জাহানারা বলল, অন্ধকারে বসে থাকুন। আমি আগে ঘর সামলাই। মামুন কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বিড়বিড় করে কি যেন বলল, শব্দের কারণে কিছু বোঝা গেল না। ভেতর থেকে জাহানারার মা চেঁচাচ্ছেন— কে এসেছে- কার সঙ্গে কথা বলছিস?

জাহানারা জবাব না দিয়ে ভেতরে চলে গেল। মামুন এই রকম সময়ে চলে আসায় তার একটু লজ্জা লজ্জা করছে আবার ভালও লাগছে। ঘরে শুধু সে আর মা। অন্যরা ফুপুর বাসায় বেড়াতে গেছে। রাতে থেকে যাবে। এতক্ষণ ভয় ভয় করছিল—এখন ভয়টা কমেছে।

জাহানারা কিছুক্ষণ পর আবার এসে ঢুকল। হাসিমুখে বলল, আমাদের ছাদে প্রচুর শিল পড়েছে। শিল কুড়াবেন?

মামুন অবাক হয়ে বলল, শিল কুড়াব কেন? শিল কি আম নাকি?

আমি শিল কুড়াতে যাচ্ছি আপনি আমার সঙ্গে আসুন তো। একা একা ভয় ভয় লাগছে।

শিল দিয়ে কি করবেন?

কিছু করব না। ছোটবেলায় কুড়াতাম এখন আবার ইচ্ছা করছে।

ঝড় কমুক।

ঝড় কমেছে। শুধু বাতাস দিচ্ছে। আসুন তাড়াতাড়ি, এত অনুরোধ করতে পারব না।

মামুন উঠে দাঁড়াল। আশ্চর্য কাণ্ড উঠে দাঁড়ান মাত্র জাহানারা বলল, থাক থাক এমনি বলছিলাম। ঠাট্টা করছিলাম। ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ঠাট্টা করতে ভাল লাগে।

তাই নাকি? আমি অবশ্যি জানতাম না। আমি ভেবেছি আপনি বুঝি সত্যি সত্যি.....

আমাকে কি আপনার কচি খুকী বলে মনে হয়?

না তা না। তবে আমার বড়রা অনেক সময় ছোটদের মত আচরণ করি।

তা অবশ্যি করি। এখন কি আপনি বড়দের মত একটা আচরণ করবেন? আপনাকে একটা টেলিফোন নম্বর দিচ্ছি ঐ নম্বরে টেলিফোন করে খোঁজ নিয়ে আসবেন মীরারা ভাল আছে কি না। মা চিন্তা করছেন। কোন একটা দোকানে বা ফার্মেসীতে টেলিফোন পাবেন।

নম্বরটা বলুন।

খুব সহজ নম্বর ৪৪২৩৪৫ মনে থাকবে না কাগজে লিখে দেব?

মনে থাকবে।

টেলিফোন করে আসুন তারপর ভাত খাবেন। নাকি আজও ঐ দিনের মত ভাত খেতে চান?

www.MurchOna.com

মামুন বিস্ময় বোধ করছে। জাহানারা কথা বলার ভঙ্গি তার স্বভাবের সঙ্গে মিশ খাচ্ছে না। বড় বেশি তরল গলায় কথা বলছে।

আজ খাবার কিন্তু ঐ দিনের চেয়েও খারাপ। ডিমের তরকারী এবং আলু ভাজা। খেতে পারবেন?

পারব।

জাহানারা হেসে ফেলল। তার হাসিটা খুব সুন্দর। যার হাসি সুন্দর তার কান্না নাকি কুশ্রী। জাহানারা কাঁদলে কেমন দেখাবে কে জানে। জাহানারা বলল, এ রকম মুখ গম্ভীর করে কি ভাবছেন?

মামুন বলল, কিছু ভাবছি না। আপনার জন্যে সামান্য একটা উপহার এনেছি। গল্পের বই। আপনার জন্মদিনের উপহার হিসেবে।

জাহানারা অবাক হলে বলল, আজ আমার জন্মদিন আপনাকে কে বলল?

মীরা বলেছিল। গতবার যখন এসেছিলাম ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

ওর কোন কথা বিশ্বাস করবেন না। আজ হচ্ছে ওর জন্মদিন। ফুপু এই উপলক্ষ্যে তাকে দাওয়াত করেছেন। গল্পের বইয়ে কি আপনি আমার নাম লিখেছেন?

জ্বি না।

তা:লে এটা তাকেই দিন। এখন যান টেলিফোন করে আসুন। নম্বরটা মনে আছে?

জ্বি আছে-৪৪২৩৪৫

আপনার স্মৃতিশক্তি তো চমৎকার।

মামুনের স্মৃতিশক্তি মনে হচ্ছে তেমন ভাল নয়। পানিতে ভিজে, কাদায় মাখামাখি হয়ে সে যখন টেলিফোনের একটা ব্যবস্থা করল তখন দেখা গেল নম্বর মনে নেই। ২৩ এবং ৪৫-এ গন্ডগোল। কোনটা আগে কোনটা পেছনে কিছু মনে নেই। সব তালগোল পাকিয়ে গেছে।

হাসিনার শরীরটা আজ অন্য দিকে চেয়ে অনেক ভাল। ঝড়বৃষ্টির সময় ছোটাছুটি করে দরজা-জানালা বন্ধ করেছেন। অন্য সময় অল্প একটু হাঁটাহাঁটিতেই হাঁপ ধরে যেত। আজ তেমন হচ্ছে না। বরং অনেক দিন পর ঝড়বৃষ্টিটা তাঁর ভালই লাগল।

এখন আর তেমন ভাল লাগছে না। জাহানারা ছেলেটির সঙ্গে খুকীদের গলায় কথা বলছিল। কেন বলছিল? জাহানারা এ রকম করে কখনো কথা বলে না। ছেলেটির সম্পর্কে তার মনে কি আছে তা পরিষ্কার জানা উচিত। জিজ্ঞেস করতে যেন কেমন বাধো বাধো লাগে। মীরা হলে এতক্ষণে হড়বড় করে সব বলে ফেলত।

জাহানারা।

বল মা।

ঐ ছেলে চলে গেছে?

হুঁ আবার আসবে। টেলিফোনে মীরার খোঁজ নেবে তারপর আসবে।

ও।

রাতে এখানে খাবে মা। চট করে কিছু কি করা যায়?

হাসিনা একবার ভাবলেন—বলবেন, রাতে খাবে কেন?

তিনি তা বলতে পারলেন না। শীতল গলায় বললেন, দেখ কিছু আছে কিনা

রাতে খাবে বলে কি তুমি বিরক্ত হচ্ছে নাকি মা?

www.MurchOna.com

না। বিরক্ত হব কেন। ঢাকা শহরে কি এই ছেলের কোন আত্মীয়-স্বজন আছে?

কেন বল তো?

না— এম্নি। একটু খোঁজখবর করতাম।

কিসের খোঁজখবর?

হাসিনা জবাব দিলেন না। জাহানারা সহজ গলায় বলল, তুমি যা ভাবছ সে সব কিছু না মা।

সে সব কিছু হলেই বা ক্ষতি কি?

হাসিনা তীক্ষ্ণ চোখে মেয়ের দিকে তাকালেন। সেই দৃষ্টিতে রাগ ছিল, অভিমান ছিল, বিষাদ ছিল এবং কিছু পরিমাণে মিনতিও ছিল। জাহানারা একটি নিঃশ্বাস ফেলল।

হাসিনা নরম স্বরে বললেন—ছেলেটা ভাল। আমার পছন্দ হয়েছে।

জাহানারা বলল, পছন্দ হলে কি করতে হবে? জাহানারার গলার স্বরে রাজ্যের বিরক্তি। হাসিনা অবাক হলেন। এ রকম তো হবার কথা না। তাঁর ধারণা জাহানারাও ছেলেটিকে পছন্দ করে। এই পছন্দ সাধারণ পছন্দেরও বেশি। তাহলে কি তাঁর ধারণা ভুল। ভুল তো, বার কথা না। এই সব ব্যাপারে মা'রা সচরাচর ভুল করেন না। তিনিও করেন নি। ছেলেটি যে ক'বার এসেছে জাহানারার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে কথা বলেছে কিশোরীদের তরল গলায়। শব্দ করে হেসেছে। এসব কিসের লক্ষণ তা তিনি জানেন। তাহলে জাহানারা এমন করছে কেন? অন্য কোন গোপন রহস্য আছে কি? তাঁর জানতে ইচ্ছে করে। তবে জানতে ইচ্ছা করলেও লাভ নেই। জাহানারা মুখ খুলবে না। মুখ তালাবদ্ধ করে রাখবে। দশটা কথা জিজ্ঞেস করলে একটা জবাব দেবে। সেই জবাব থেকে কিছু বোঝা যাবে না।

হাসিনা ক্ষীণ স্বরে বললেন, জাহানারা তুই আমার পাশে বস তো। জাহানারা সহজ গলায় বলল, পাশেই তো বসে আছি মা।

হাসিনা পাশ ফিরে মেয়ের কোলে একটা হাত রাখলেন। কোমল স্বরে বললেন, ছেলেটাকে আমার খুব পছন্দ। ঠান্ডা ছেলে। আজকাল এ রকম দেখা যায় না।

আজকাল বুঝি ছেলেরা সব গরম হয়ে গেছে?

তুই এমন রেগে যাচ্ছিস কেন রে মা? রেগে যাবার মত কিছু বলেছি? ছেলেটাকে ভাল লেগেছে— এইটা শুধু বললাম। এতে দোষের কি হল?

না দোষের কিছুই হয়নি। আমি রাগ করিনি। একজনকে ভাল বলবে তাতে আমি রাগ করব কেন?

আমরা আগের কালের মানুষ। এ কালের কাণ্ডকারখানা কিছু বুঝি নারে মা।

জাহানারা খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। মার রোগশীর্ণ হাতের উপর নিজের হাত রাখল। তারপর খুবই নিচু গলায় প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল, ছেলেটাকে নিয়ে তুমি যা ভাবতে শুরু করেছ তা না ভাবলেই ভাল হয় মা। মামুন সাহেবের বিয়ে ঠিক হয়েছে আছে। কিছুদিনের মধ্যেই বিয়ে হবে।

হাসিনা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, কিছুদিনের মধ্যে বিয়ে হবে তাহলে এখানে এসে বসে থাকে কেন? এটা কি ধরনের ভদ্রতা?

বিয়ে হচ্ছে বলে সে এ বাড়িতে আসবে না এমন তো কোন কথা নেই মা।

হাসিনার চোখে পানি এসে গেল। তিনি সেই পানি লুকুবার কোন চেষ্টা করলেন না। তিনি ভেবেই নিয়েছিলেন জাহানারার সঙ্গে এই ছেলেটির বিয়ে হবে। সংসারের ভিত পাকা হবে।

www.MurchOna.com

জাহানারা বলল, চা খাবে নাকি মা?

না।

শরীর খারাপ লাগছে?

উঁহু।

তুমি এমন ভেঙে পড়ছ কেন? এই ছেলে ছাড়া কি দেশে ছেলে নেই? মেয়ের বিয়ে দিতে চাও দেবে। আমি তো কখনো না বলিনি। একদিন শাড়ি গয়না পরে বরের বাড়িতেই চলে যাব। তখন হায় হায় করবে।

হাসিনা জবাব দিলেন না। মেয়ের কোল থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে পাশ ফিরলেন। জাহানারা মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে এখন আর ইচ্ছা করছে না।

জাহানারা রান্নাঘরে চলে গেল। রান্না করতে ইচ্ছা করছে না। তবু করতে হবে। এর থেকে মুক্তি নেই।

মার জন্যে তার বেশ খারাপ লাগছে। এই মহিলার ভাগ্যটাই এ রকম। দু'দিন পর পর শুধু আশাভঙ্গ হয়। বছর দুই আগে একবার হল। চমৎকার ছেলে। ফর্সা লম্বা, হাসি-খুশি। এমন একটা ছেলে যে, দেখলেই পাশে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছা করে। বিয়ের সব ঠিক ঠাক। ছেলের এক মামা পাথর বসানো একটা আংটি দিয়ে জাহানারার মুখ দেখে গেলেন।

বিয়ের দিন-তারিখ হল, ১৭ কার্তিক। বিয়েটা হল না। কেন হল না সে এক রহস্য। তারা হঠাৎ জানাল-একটু সমস্যা হয়েছে। কি সমস্যা কিছুই বলল না। কি লজ্জা কি অপমান লাল পাথর বসান আংটি জাহানারা খুলে ট্রাংকের নিচে লুকিয়ে রাখল। একবার ভেবেছিল নর্দমায় ফেলে দেবে। ফেলতে পারেনি। আংটিটা হাতে নিলেই ফর্সা, লম্বা, কোকড়ান চুলের ছেলেটির ছবি মনে আছে। শত অপমানের মধ্যেও কেন জানি ভাল লাগে।

কত দিন কত জনের সঙ্গে দেখা হয় এই ছেলেটির সঙ্গে কখনো দেখা হয় না। জাহানারা ঠিক করে রেখেছে যদি কখনো দেখা হয় তাহলে সে হাসিমুখে এগিয়ে যাবে। খুব পরিচিত ভঙ্গিতে বলবে কি কেমন আছেন? চিনতে পারছেন আমাকে?

জাহানারা কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। আর ঠিক তখন ছোটখাট একটা দুর্ঘটনা ঘটল। বাঁ পায়ের উপর কেতলি উল্টে পড়ল। কেতলি ভর্তি ফুটন্ত পানি। হাঁটু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত ঝলসে গেল। জাহানারা কোন শব্দ করল না। দাঁতে দাঁত চেপে কষ্ট সহ্য করল।

রাতে প্রচন্ড জ্বর এল। জ্বরের ঘোরে মনে হল যেন লম্বা, ফর্সা, কোকড়ান চুলের ছেলেটি তার পায়ের কাছে বসে আছে। বিরক্ত গলায় বলছে, তুমি এত অসাবধান কেন? পা সম্পূর্ণ ঝলসে গেছে আর তুমি একজন ডাক্তার পর্যন্ত দেখালে না? এ রকম ছেলেমানুষী করার কোন অর্থ হয়? ইস কি অবস্থা হয়েছে পায়ের।

জাহানারা বলল, ছিঃ, তুমি পায়ে হাত দিচ্ছ কেন?

পায়ে হাত দিলে কি হয়?

লজ্জা লাগে।

এত লজ্জা লাগার দরকার নেই।

জ্বরের ঘোরে সব কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। ফর্সা, লম্বা, কোকড়ান চুলের ছেলেটিকে এক সময় মামুন বলে মনে হতে থাকে।

জাহানারার বড় ভাল লাগে। তার বলতে ইচ্ছে করে, তুমি এত দূরে বসে আছ কেন? ব্যথায় মরে যাচ্ছি আর তোমার একটু মায়া লাগছে না? আরো কাছে আস। দেখ তো জ্বর আর বাড়ল কি না। কপালে হাত দিলে এমন কোন পাপ হবে না।

www.MurchOna.com

দুর্ঘটনা শুরুতে যত সামান্য মনে হয়েছিল দেখা গেল তা মোটেই সামান্য নয়। পা ফুলে উঠল। দু'দিনের মাথায় ঘা বিষিয়ে গেল। তৃতীয় দিনের দিন ভর্তি করতে হল হাসপাতালে। হাসপাতালের ডাক্তাররা ঘা দেখে চমকে উঠলেন।

এক রাতে আধো ঘুম আধা জাগরণের মধ্যে জাহানারা শুনল বুড়ো মত একজন ডাক্তার বলছেন- আর একটা দিন দেখব তারপর এম্পুট করে ফেলব। গ্যাংগ্রীণের সূচনা।

জাহানারা চেঁচিয়ে বলতে চাইল—দয়া করুন, আমার পা কাটবেন না। বলতে পারল না। তার কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না। সমস্ত শরীরে ভয়াবহ ক্লান্তি। পায়ে কোন ব্যথা নেই। মাথায় ভোতা যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণার ধরনটাও অদ্ভুত। তেমন যে নেশা লেগে যায়।

মনে হয়- থাকুক না। আর শুধু ঘুমুতে ইচ্ছা করে। শরীরের প্রতিটি কোষ আলাদা আলাদা ভাবে ঘুমুতে চায়।

এগার দিনের দিন জাহানারা পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে পেল। তার বিছানার পাশে মামুন বসে আছে। ঘরে অনেক লোক। মা আছেন, মীরপুরের বড়খালা আছেন। বড়খালার ছেলে যে আর্মীর অফিসার সেও আছে। জাহানারা বলল, আমার পা কেটে বাদ দিয়েছে তাই না?

মামুন বলল, না।

জাহানারার বিশ্বাস হল না। অথচ বিশ্বাস না হবার কানো নেই-ঐ তো রোগা রোগা পায়ের পাতা দু'টি দেখা যাচ্ছে। মামুন তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। এত সুন্দর লাগছে কেন মামুনকে? কি সুন্দর তাকে লাগছে। সাদা পাঞ্জাবীতে তাকে এত সুন্দর লাগে। জাহানারা চোখ বন্ধ করল। আবার ঘুম পাচ্ছে। ঘুমে তলিয়ে যাবার আগ মুহূর্তে শুনল, মামুন বলছে—খালা আর ভয় নেই। আপনারা বাসায় যান। বিশ্রাম করুন। আমি আছি।

আহ কি চমৎকার শব্দ- আমি আছি। আমি আছির মত সুন্দর আর কোন শব্দ কি বাংলা ভাষায় আছে? না নেই।

জাহানারা সুস্থ হবার পনের দিনের মাথায় মামুনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল। হাসিনা মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্য করে যতটা হৈচৈ করবেন বলে ভেবে রেখেছিলেন তার কিছুই করতে পারলেন না। একটা কমিউনিটি সেন্টার পর্যন্ত ভাড়া করা গেল না। আলো দিয়ে বাড়ি সাজানো হল না। মেয়েকে নতুন একসেট গয়নাও দিতে পারলেন না। তবু তাঁর মনে কোন অপূর্ণতা রইল না। দীর্ঘদিন পর গভীর আনন্দ বোধ করলেন। তাঁর ভাড়া বাড়ির প্যালাস্তারা ওঠা কুদর্শন একটা কোঠায় বাসর হবে। মেয়েরা ছোটাছুটি করে ঘর সাজাচ্ছে। এক ফাঁকে সেই ঘরও তিনি দেখে এলেন। অপূর্ব লাগল। চোখ ভিজে উঠল।

কি সুন্দর লাগছে জাহানারাকে। তাঁর এই কালো মেয়ের মধ্যে এত রূপ কোথায় লুকিয়ে ছিল? নাকি তাঁর এই মেয়ে রূপবতীই ছিল শুধু তাঁর চোখে পড়েনি? হাসিনার চোখ বারবার ভিজে উঠতে লাগল। তাঁর বড় বোন তাঁর হাত ধরে মেয়ের সামনে থেকে তাঁকে সরিয়ে নিলেন। রাগী গলায় বললেন, আনন্দের দিনে এ রকম কাঁদে কেউ। কাঁদতে কাঁদতে তুই দেখি চোখে ঘা করে ফেলবি।

বাসর রাতে ঘোর বর্ষণ। পৃথিবী ভাসিয়ে নিয়ে যাবার মত বৃষ্টি। খুব আনন্দ করছে সবাই। পাড়ার মেয়েরা বৃষ্টিতে ভিজে হৈচৈ করছে। এ ওকে ধরে কাদা পানিতে মাখামাখি করছে। অকারণে হাসছে। হাসিনা ঘর অন্ধকার করে একা একা তাঁর ঘরে শুয়ে আছেন। সমস্ত দিনের উত্তেজনায় তাঁর হাঁপানীর টান প্রবল হয়েছে। খুব কষ্ট হচ্ছে। হোক কষ্ট। আরো কষ্ট হোক। শুধু মেয়েটা সুখী হোক। আজ রাত হোক তার জীবনের শ্রেষ্ঠতম রাত।

হাসিনার কেন জানি গা ছমছম করতে লাগল। মনে হচ্ছে অন্ধকার ঘরে কে যেন এসে ঢুকেছে। নিঃশব্দে হাঁটছে। উৎসবের দিনে মৃত আত্মীয়-স্বজনরা এসে উপস্থিত হন। তাই নিয়ম। তাঁরাই কি এসেছেন? জাহানারার বাবা তো আসবেই। কে বলবে এই মুহূর্তে এই ঘরেই হয়ত সে আছে। মেয়েকে দেখে ফিরে যাবার মুহূর্তে অসুস্থ স্ত্রীকে দেখতে এসেছে। হাসিনা কাতর গলায় বললেন, কে? কে ওখানে?

কোন জবাব পাওয়া গেল না। কিন্তু হাসিনার মনে হল কেউ-একজন এসে যেন তাঁর পাশে বসল। শব্দহীন স্বরে বলল, আমি। চিনতে পারছ না হাসু?

পারছি। পারব না কেন?

অনেক দিন তো হয়ে গেল, ভয় হচ্ছিল হয়ত চিনতে পারবে না।

হাসিনা ধরা গলায় বললেন, মেয়ের বিয়ে দিয়েছি।

খুব ভাল করছে। একা একা অনেক কষ্ট করলে হাসু।

হাসিনা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, তুমি পাশে ছিলে না এইটাই একমাত্র কষ্ট। এছাড়া অন্য কোন কষ্ট-কষ্টই না। তুমি কেমন আছ?

রাত বাড়ছে। ঝড়বৃষ্টির চমৎকার একটি রাত।

৪৫

মুনা লক্ষ্য করল আজ সারাদিন বকুল মুখ শুকনো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দুপুরে ভালমত খেল না। খানিকটা মুখে দিয়েই উঠে পড়ল। মুনা বলল, কি হয়েছে রে?

বকুল হাসিমুখে বলল, ক্ষিধে নেই। ক্ষিধে হলেই আবার খাব। তুমি আজ অফিসে গেলে না কেন আপা?

আজ শুক্রবার । অফিস বন্ধ।

ও আচ্ছা। আমার কিছু মনে থাকে না।

বকুল উঠে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। হাতে গল্পের বই। পাড়ায় পাবলিক লাইব্রেরী হয়েছে। বাবু তার মেম্বার। রোজ বই নিয়ে আসছে। সাত আট পাতা পড়ে বকুল সে সব বই ফেরত পাঠাচ্ছে। পড়তে ভাল লাগে না। অথচ আগে কোন একটা বই হাতে পেলে শেষ না করে উঠতে পারত না।

আজও পড়তে ভাল লাগছে না। হাই উঠছে। বকুল বই নামিয়ে রাখল। ঘুম ঘুম আসছে। অথচ ঘুমুতে ইচ্ছা করে না। কারো সঙ্গে গল্প করতে পারলে ভাল লাগত। গল্প করার মানুষ নেই।

ঘুমুচ্ছিস নাকি বকুল?

বকুল বিছানায় উঠে বসল। মুনা আপা গম্ভীর মুখে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে।

কিছু বলবে আপা?

তোর কি হয়েছে বল তো?

কি আর হবে কিছু হয়নি।

জহির কি রাগ করে চিঠিতে কিছু লিখেছে?

না তো। বিশ্বাস না হলে তুমি চিঠি পড়ে দেখ আপা। এনে দেই? ড্রয়ারে আছে।

না এনে দিতে হবে না। তোর কি বাচ্চা-কাচ্চা হবে? বল তো ঠিক করে।

www.MurchOna.com

বকুল অবাক হয়ে বলল, বাচ্চা-কাচ্চা হবে কি জন্যে?

মুনা বিরক্ত গলায় বলল, যা জিজ্ঞেস করেছি তার জবাব দে। হ্যাঁ বা না বল।

না।

নেত্রকোনা যেতে ইচ্ছে করছে? জহিরের কাছে?

না।

ইচ্ছা না করলেও যেতে তো হবে। সারা জীবন এখানে পড়ে থাকবি? তোর নিজের ঘর-সংসার আছে না?

কি করে যাই আপা। আমার তো শরীর খারাপ। মাথার ঠিক নেই।

মাথা খুব ঠিক আছে।

আজেবাজে জিনিস যে দেখি।

এখন তো আর দেখছিস না।

ঐখানে গেলেই দেখব।

তাহলে আবার চলে আসবি।

আচ্ছা। তুমি যা বল তাই।

বকুল একটু আগে বন্ধ করা বই আবার মেলে ধরল। রাগে তার গা জ্বলে যাচ্ছে। আপা মাঝে মাঝে এমন সব কথা বলে যে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

মুনা বলল, একটা দিন ঠিক করে বাবুকে নিয়ে চলে যা। বাকের ভাইও সঙ্গে যাবে। নয়ত জহির রাগ করবে। কে জানে হয়ত করেও বসেছে। রাগ না করলে এর মধ্যে এখানে একবার আসত।

রাগ করেনি।

রাগ না করলেই তো ভালই।

মামলায় হার হয়েছে এই জন্যে মনটন খারাপ। আরেকটা কি মামলা দিয়েছে। ঐটাতেও হারবে।

কে বলল হারবে?

আমার মনে হচ্ছে। একবার হারতে শুরু করলে শুধু হারতেই হয়।

তোকে বলল কে?

কেউ বলেনি। আমি জানি। আপা পান খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। বাবুকে পাঠিয়ে একটা পান আনাও তো। ঐ বাড়িতে থেকে থেকে আমার পান খাওয়া অভ্যাস হয়ে গেছে। তুমিও একটা খাও আপা। ঠোঁট লাল হবে। দেখতে সুন্দর লাগবে।

মুনা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ঘর থেকে বেরুল। যতই দিন যাচ্ছে বকুলের ছেলেমানুষী ততই বাড়ছে। মানুষের বয়স বাড়ে বকুলের বয়স কমছে। শরীরও খারাপ হচ্ছে। এই বয়েসী মেয়েদের চোখেমুখে যে উজ্জ্বল আভা থাকে বকুলের তা নেই।

রাতে খেতে বসেও খানিকক্ষণ ভাত নাড়াচাড়া করে বকুল উঠে পড়ল। মুনা বলল, কি হয়েছে রে?

পেট ব্যথা করছে আপা?

পেট ব্যথা করছে?

হুঁ।

www.MurchOna.com

বেশি?

না বেশি না।

দুপুরেও তো খাসনি।

শোবার আগে এক গ্লাস দুধ খাব আপা ওতেই হবে।

মুনা দুধ নিয়ে নিজেই গেল। বকুল বিনা বাক্যে ব্যয়ে দুধ শেষ করে হঠাৎ নিচু গলায় বলল, তুমি যা বলছিলে তাই সত্যি আপা।

আমি কি বলছিলাম?

ঐ যে দুপুরে বললে। বাচ্চা হবার কথা।

সে কি?

এখন কি করব আপা?

কি করবি মানে? করাকরির কি আছে?

বাবুকে মিষ্টি দিয়ে একটা পান আনতে বল তো আপা। খেতে ইচ্ছে করছে। আলাদা করে যেন জর্দা আনে। আমি নিজেই বাবুকে বলতাম কিন্তু এখন ওর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়ে হয়েছে সমস্যা।

বকুল হাসছে। কেমন অদ্ভুত ভয় এবং সংকোচ মেশান হাসি। মুনা এসে বসল বকুলের পাশে। বকুল প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল, রাগ করনি তো আপা?

রাগ করব কেন?

বাচ্চা হচ্ছে যে এই জন্যে।

পাগলের মত কথা বলছিস কেন রে বকুল? তুই কি পাগল হয়ে যাচ্ছিস নাকি?

হ্যাঁ আপা পাগল হয়ে যাচ্ছি। পুরোপুরি যেদিন হব সেদিন বুঝবে। আমাকে একটা পাগলা গারদে রেখে আসতে হবে।

বকুল এবার কাঁদতে শুরু করল। শিশুদের কান্না। সবাইকে জানাতে হবে যে কান্না শুরু হয়েছে। চোখে পানি তেমন থাকবে না ফুঁপানোর শব্দ থাকবে, শরীর বারবার দুলে উঠবে। আশেপাশের সবাই বুঝবে ভয়াবহ কিছু ঘটে গেছে।

কাঁদছিস কেন রে বকুল?

মনের দুঃখে কাঁদছি।

এত কি তোর মনের দুঃখ যে কাঁদতে হবে?

তাহলে যাও মনের আনন্দে কাঁদছি।

মুনা হেসে ফেলল। তার হাসি দেখে বকুলেরও হাসি পেয়ে গেল। অনেক কষ্টে সে হাসি থামিয়ে রাখল। মুনা বলল, কাল ভোরে তোকে একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব তারপর জহিরকে টেলিগ্রাম করব চলে আসতে। বাচ্চা না হওয়া পর্যন্ত তুই থাকবি আমার কাছে।

আমার বুঝি ঘর-সংসার নেই আপা?

একটু আগেই না থাকতে চাচ্ছিলি।

এখন চাচ্ছি না।

বেশ তো জহির এসে নিয়ে যাবে।

মুনা, বকুলের হাত ধরে খানিকক্ষণ বসে রইল। মনার মুখ এখানো হাসি হাসি। বকুল খানিকটা গম্ভীর হয়ে আছে। কিছু একটা বলতে চাচ্ছে কিন্তু বলতে পারছে না।

কিছু বলবি বকুল।

হুঁ।

কি বলবি বলে ফেল।

বাবু যেন কিছু জানতে না পারে আপা।

বাবু জানলে কি?

লজ্জা লাগে আপা।

বকুল, মুনাকে জড়িয়ে ধরল। তার গা কাঁপছে। হয়ত আবার কাঁদছে। কিংবা কে জানে হয়ত আনন্দে হাসছে। বকুলের হাসি কান্নার কোন ঠিকঠিকানা নেই।

বুড়ো ডাক্তার সাহেব খুব আগ্রহ করে বকুলকে অনেক কিছু বললেন, সকালবিকাল হাঁটতে হবে। শারীরিক পরিশ্রম খুব প্রয়োজন এতে রক্তের অক্সিজেন বহন করার ক্ষমতা বাড়ে। শরীর সুস্থ থাকে। সুষম খাদ্যও খুব ইম্পর্টেন্ট। সেই সঙ্গে দরকার মানসিক প্রশান্তি।

তিনি বকুলকে একটা চটি বই দিলেন- মা ও শিশু। বইটির মলাটে একটি শিশুর ছবি যে মার দুধ খাচ্ছে। লজ্জায় লাল হয়ে বকুল বই হাতে নিল। ডাক্তার সাহেব অবাক হয়ে বললেন, তোমার বয়স কত?

ষোল।

এত অল্প! আজকাল তো এ বয়সে মেয়েরা মা হচ্ছে না। তবে মা হবার জন্যে বয়সটা খারাপও না। তুমি কিন্তু খুকী প্রথম বাচ্চার পর খুব সাবধান হবেব। শিশু দিয়ে দেশ ভর্তি করে ফেলার কোন মানে হয় না। এক মাস পরে আবার আসবে।

বকুল মাথা কাত করল। লজ্জায় তার মুখে কথা ফুটছে না। ডাক্তার সাহেব বললেন, একমাস পর যখন আসবে তখন বাচ্চার হার্টবিট তোমাকে শুনিয়ে দেব। আর এক মাস পর থেকেই হার্টবিট করতে শুরু করবে। নিজের বাচ্চার হার্টবিট শোনা একটা চমৎকার অভিজ্ঞতা।

বকুল ফিসফিস করে বলল, কিভাবে শুনব?

খুব সোজা। ঐদিন টের পাবে।

মুনা ডাক্তার সাহেবের কথাবার্তায় বেশ অবাক হচ্ছে। কোন ডাক্তার রুগীর সঙ্গে এত আগ্রহ নিয়ে কথা বলেন না। ইনি বলছেন। এমন না যে এর কাছে রুগী আসে না- অনেকদিন পর একজন রুগী পাওয়া গেছে। ডাক্তার সাহেবের চেম্বার রুগীতে ভর্তি। নম্বর লেখার স্লিপ হাতে নিয়ে সবাই অপেক্ষা করছে।

বকুলের জন্যে এই বুড়ো ডাক্তার এতটা আগ্রহ কেন দেখালেন?

চলে আসবার সময় দরজা পর্যন্ত এগিয়ে মৃদু গলায় বললেন, রিকশায় চলাফেরা করলে সাবধানে করবে যেন ঝাঁকুনি না লাগে। কেমন?

পৃথিবীতে অনেক রহস্য আছে। সেই সব রহস্যের একটা হচ্ছে মানবিক সম্পর্ক। এর কোন ধরাবাধা নিয়ম নেই। হঠাৎ যে কোন একজন মানুষের জন্যে হৃদয় মমতায় উদ্বেলিত হতে পারে।

মুনা, ডাক্তারের ঘর থেকে বেরিয়ে বলল, চল বকুল তোর বাচ্চার জন্যে কিছু একটা কেনা যাক।

বকুল লজ্জিত গলায় বলল, কি কিনবে?

চল নিউ মার্কেটে গিয়ে দেখি কি পাওয়া যায়। আমি তো ছাই জানিও না।

www.MurchOna.com

লজ্জা লাগে যে আপা।

লজ্জার কি আছে? তাছাড়া তোরই যে বাচ্চা তাও তো কেউ বুঝবে না।

নিউ মার্কেট থেকে কিনবে না কিনবে না করেও অনেক কিছু কেনা হয়ে গেল। যাই দেখে তাই বকুলের পছন্দ হয়ে যায়। নিচু গলায় বলল, এটা কিনব আপা, বেবী সোপ। এত দাম চাচ্ছে। থাক লাক্স সাবান দিয়ে গোসল করলেই হবে। এত বাবুয়ানীর দরকার নেই। বকুলের মুখের দিকে তাকিয়ে মুনাকে বাধ্য হয়ে বলতে হয়—কিনে নে।

এই টাওয়াল কিনব আপা? হাত দিয়ে দেখ কত নরম।

পছন্দ হলে নে।

পরে কিনলেও তো হবে। এত আগেভাগে কিনে লাভ কি আপা?

তাহলে পরে কিনব।

কিন্তু পরে যদি না পাওয়া যায়। ভাল জিনিস কিছুই থাকে না।

তাহলে কিনে ফেলাই ভাল।

গভীর সুখ ও গভীর আনন্দে বকুলের চোখ ঝলমল করে। তার দিকে তাকিয়ে মুনার বড় মায়া লাগে। পুঁটলা পুঁটলি সব বকুলের নিজের হাতে। মুনার কাছে দিতে রাজি না। মুনা বলল, তোর কষ্ট হচ্ছে কিছু আমার কাছে দে।

বকুল হাসিমুখে বলল, কষ্ট হচ্ছে না আপা। তাছাড়া পরিশ্রম করার দরকার। ডাক্তার সাহেব তো তাই বললেন।

কিছু খাবি ক্ষিদে পেয়েছে?

হুঁ পেয়েছে? ঝাল কিছু খেতে ইচ্ছ করছে।

চল কিছু খাই।

ঝাল খেলে বাচ্চার আবার ক্ষতি হবে না তো আপা? ডাক্তার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করার দরকার ছিল। বাসায় ফেরার পথে একবার থেমে জিজ্ঞেস করে যাব আপা?

তা করা যেতে পারে।

কাঠের একটা দোলনা বানাতে দিতে হবে। তুমি এ রকম করে হাসছ কেন আপা?

যা আর হাসব না।

তোমার অনেক টাকা খরচ করিয়ে দিলাম।

তা দিলি। কি আর করা।

তুমি আবার মনে মনে আমার উপর রাগ করছ না তো?

করছি।

বকুল হাসল। চমৎকার হাসি। মুনার মনে হল এত সুন্দর করে বকুল এর আগে কখনো হাসেনি। সকাল বেলার রোদ এসে পড়েছে তার মুখে। গায়ে হালকা নীল রঙের একটা শাড়ি। সেই নীল রঙের আভা পড়েছে তার মুখে-চমৎকার ছবি।

জহির বৃহস্পতিবার ভোরে এসে উপস্থিত। তার দিকে তাকিয়ে আঁৎকে উঠতে হয়। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। অনেকদিন চুল কাটা হয়নি বলেই মাথা ভর্তি ঝাকড়া চুল। এই গরমে গায়ে হলুদ রঙের ময়লা একটা কোট। বাসায় পা দিয়েই প্রথম যে কথাটি বলল তা হচ্ছে—বিরাট ভুল হয়ে গেল। নিতান্ত বেকুবের মত কাজ করেছি। ছিঃ ছিঃ।

www.MurchOna.com

বেকুবের মত কাজ আর কিছুই না সঙ্গে সে একটা মাছ নিয়ে এসেছিল। রুই মাছ। ট্রেনে সিটের নিচে রাখা ছিল। নামার সময় মাছ না নিয়েই নেমে এসেছে।

মুনা বলল, এখন আর আফসোস করে কি হবে? মাছ গেছে গেছে। রুই মাছ ঢাকাতেও পাওয়া যায়। তোমার এই অবস্থা কেন? দেবদাসের মত লাগছে।

গালে অ্যালার্জির মত হয়েছে আপা—ব্লেড ছুঁয়ালেই ফুলে উঠে। এই জন্যে দাড়ি কাটা বন্ধ। মন মেজাজও খারাপ।

কেন?

পর পর দুটো মামলায় হেরেছি। তৃতীয় একটা শুরু হয়েছে। এটাতেও মনে হচ্ছে হারব। ঢাকা আসার মূল কারণ হচ্ছে বড় বড় উকিল ধরব।

টেলিগ্রাম পাওনি?

না তো। কিসের টেলিগ্রাম?

ঠিক আছে-পরে শুনবে। যাও মুখ ধোও। দয়া করে কাপড়গুলিও বদলাও। এত ময়লা কাপড় তোমার আছে জানতাম না।

জহির টেলিগ্রামের বিষয়ে কোন রকম আগ্রহ প্রকাশ করল না। গোসল করে পর পর দুকাপ চা খেয়ে চাদর গায়ে ঘুমিয়ে পড়ল। টানা ঘুম। মনে হচ্ছে দীর্ঘদিন সে আরাম করে ঘুমুতে পারছে না।

মুনা অফিসে যাবার আগে বকুলকে বলে গেল- ঘুম ভাঙ্গলেই সব গুছিয়ে বলবি। জহিরের মনটন খুব খারাপ। খবরদার ঝগড়া-টগরা করবি না।

বকুল অবাক হয়ে বলল, শুধু শুধু ঝগড়া করব কেন?

জহির রেগে কিছু বললেও চুপ করে থাকবি।

ওইবা রেগে রেগে কথা বলবে কেন? রাগ করবার মত আমি কি করলাম?

তুই বড়ই বোকা বকুল। এই রকম বোকা হলে তো মুশকিল।

তোমার মত চালাক হলে আপা মুশকিল। চালাক মেয়েরা বিয়ে-টিয়ে কিছুই করতে পারে না একা একা থাকে এবং মনে করে বিরাট একটা কাজ করা হল।

মুনা, অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। কি অদ্ভুত কথা বকুলের। চোখ মুখ শক্ত করে কথা বলছে। আগের বকুলকে এখন আর চেনা যাচ্ছে না। মুনা কিছু বলল না। বাবুকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল। বাজার করে বাবুকে পাঠাবে। ঘরে প্রায় কিছুই নেই। আজও নিশ্চয়ই অফিসে যেতে দেরি হবে।

দুপুর বেলা জহির ঘুম থেকে উঠল। হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসল। খেতে খেতেই বকুলের খবর শুনে সহজ গলায় বলল, ভালই তো। আমি অবশ্যি আগেই সন্দেহ করেছিলাম। ডাক্তারকে দিয়ে কনফার্ম করিয়েছ তো?

হুঁ।

এখন খাওয়া-দাওয়া ঠিক করবে। তোমার এনিমিয়ার ভাব আছে।

নতুন শিশু প্রসঙ্গে এখানেই তার আগ্রহের সমাপ্তি। যেন যা বলার বলা হয়ে গেছে। আর কিছু বলার নেই। নতুন একটি শিশু আসার ঘটনাটা যেন কোন ঘটনাই না। জ্বর বা সর্দি হবার মত একটা ব্যাপার।

বকুল।

বল।

www.MurchOna.com

তোমার ঐ অসুখটা সেরেছে। স্বপ্নটপ্ন কি যেন দেখতে।

সেরেছে।

গুড। আমি ভেবেছিলাম এসে দেখব তোমাকে পাগলা গারদে ট্রান্সফার করা হয়েছে। কিছুক্ষণ পর পর হা হা হি হি করছ।

বকুল কিছু বলল না। ডালের বাটি এগিয়ে দিল। জহির বলল, যন্ত্রণা যখন শুরু হয় চারদিক থেকে এক সঙ্গে শুরু হয়। আটপাড়ার জল মহাল হাতছাড়া হবার উপক্রম হয়েছে।

কেন?

আরে কাগজপত্র কিছু নেই। সরকারী রেকর্ডে গণ্ডগোল। আমি তো এইসব নিয়ে কখনো মাথা ঘামাইনি। মা দেখত। কি করে রেখেছে। এখন আমার মাথায় হাত। পথের ফকির হচ্ছি বুঝলে। স্ট্রীট বেগার। এমন অবস্থা হয়েছে শান্তিমত ঘুমোতে পারি না।

ঘুমোতে পার না কেন?

মা সারাক্ষণ কাঁদে। দরজায় মাথা বাড়ি দেয়। এর মধ্যে ঘুমোব কি করে বল। একদিন আবার পুকুরে ডুবে মরতে গিয়েছিল। বিরাট কেলেংকারি।

এইসব কথা তো কিছু লেখনি।

লেখার মত কোন কথা তো না। চা কর তো বকুল। ভাতটা শেষ করেই চা খেয়ে রওনা হব।

কোথায় রওনা হবে?

তিনজন দেওয়ানী উকিলের এ্যাড্রেস নিয়ে এসেছি। দেখি ব্যাটাদের কাউকে রাজি করান যায় কিনা।

জহির চা পুরো শেষ করল না। দু'চুমুক দিয়ে বের হয়ে গেল। তার ভাবভঙ্গি পুরোপুরি স্বাভাবিক, এ রকম বলা যাবে না। কিছুক্ষণ পরপর বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে। বকুলের বড় মায়া লাগছে। সারাক্ষণ তার ইচ্ছা হচ্ছিল বলে- তুমি যেখানে যাচ্ছ যাও কিন্তু আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। আমি সারাক্ষণ তোমার সঙ্গে থাকব। বলা হল না। লজ্জা লাগতে লাগল।

জহির ফিরল রাত এগারটা দিকে। বিধ্বস্ত চেহারা। বাঁ হাতের কনুইয়ের কাছে অনেকটা কেটে গেছে। হলুদ শার্ট রক্ত জমে কালচে হয়ে গেছে। জহির বিব্রত স্বরে বলল, রিকশা থেকে তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে এই অবস্থা।

বকুল গরম পানিতে হাত ধুইয়ে দিল। ঘরে ডেটল ছিল না। বাবু এক বোতল ডেটল, তুলা, গজ কিনে আনল।

জহির বলল, এ্যাকসিডেন্ট হওয়ায় মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল বুঝলে বকুল। ভাবলাম অযাত্রা। আসলে তা না। বেনী মাধব বাবুকে পেয়ে গেলাম।

বেনী মাধব কে?

খুব নামকরা ল ইয়ার। দিনকে রাত করতে পারে। ঘাগু লোক। কাগজপত্র দেখেই সব বুঝে ফেলল। কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রইল, তারপর বলল দাগ নম্বরে গণ্ডগোল আছে। তখনি বুঝলাম—এ হচ্ছে আসল জিনিস। এর কাছে হেংকি-পেংকি চলবে না।

বকুলের বড় মায়া লাগছে। জহিরের কথা বলার ভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছে সে গভীর জলে পড়েছে উদ্ধারের আশা নেই। ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়কুটো ধরে ও তেমনি ধরেছে বেনী মাধবকে।

www.MurchOna.com

রাতে ঠিকমত খেতেও পারল না। একগাদা ভাত মাখিয়ে দু'এক নলা মুখে দিয়েই বলল—খেতে পারছি না বকুল।

কেন খেতে পারছ না?

বুঝতে পারছি না। খুব ক্ষিধে লেগেছিল। হঠাৎ ক্ষিধেটা মরে গেল।

একটু দুধ দেই। দুধ গুড় মাখিয়ে খাও।

দাও।

দুধ দেয়া গেল না। ঘরে দুধ ছিল না।

বকুলের কেমন জানি কান্না পেতে লাগল। আহা বেচারী দুধ ভাত খাবার জন্যে হাত গুটিয়ে বসে ছিল। বকুল ভেবে রেখেছিল রাত জেগে অনেক গল্প করে জহিরের মনটা সে ভাল করবে। গল্প ছাড়াও তো পুরুষদের অন্যসব দাবীও থাকে সেই সব সে খুব আগ্রহ করেই মেটাবে। ঘুমুবার সময় ঘুমুবে জহিরকে জড়িয়ে ধরে। আহা বেচারা একা একা কত ঝামেলা সহ্য করছে। আর তাকে একা ঝামেলা সহ্য করতে দেবে না। এবার সে নিজেও সঙ্গে যাবে।

জহির বলল, এক কাপ আদা চা খাওয়াবে বকুল। শরীরটা কেমন ঝিম মেরে আছে। কিচ্ছু ভাল লাগছে না।

তুমি বিছানায় শুয়ে থাক। আমি চা বানিয়ে আনছি।

মাথা ধরার ট্যাবলেট থাকলেও একটা নিয়ে এস। মাথাটা কেমন ধরা ধরা মনে হচ্ছে।

বকুল চা নিয়ে এসে দেখে জহির ঘুমুচ্ছে। ক্লান্ত-শ্রান্ত মানুষের ঘুম। বড় বড় করে নিঃশ্বাস ফেলছে। মাথাটা বালিশ থেকে খানিকটা সরে গেছে। বকুলের ঘুম এল না।

জহিরকে জড়িয়ে ধরে সে জেগে রইল। পুরানো কথা মনে পড়তে লাগল। প্রথম যখন পরিচয় হয় জহিরের সঙ্গে -কথা বলতে কেমন ভয় ভয় লাগত আবার ভালও লাগত। জহিরের ফার্মেসীর সামনে দিয়ে যাবার সময় সে হাঁটত মাথা নিচু করে যাতে জহির তাকে দেখতে না পায় অথচ মনে মনে সারাক্ষণ চাইত জহির তাকে দেখে ফেলুক। প্রায় সবদিনই জহির তাকে দেখত। যেদিন দেখত না সেদিন এমন কষ্ট হত চোখে পানি এসে যেত। আবার চোখে পানি আসার জন্যে নিজের উপর রাগ লাগত। কি অদ্ভুত সময় গেছে। ইস এই সময়টা আর ফিরে আসবে না। ভালবাসার মানুষের সঙ্গে বিয়ে না হওয়াটাই বোধ হয় ভাল। বিয়ে হলে মানুষটা থাকে ভালবাসা থাকে না। আর যদি বিয়ে না হয় তাহলে হয়ত বা ভালবাসাটা থাকে, শুধু মানুষটাই থাকে না। মানুষ এবং ভালবাসা এই দুয়ের মধ্যে ভালবাসাই হয়ত বেশি প্রিয়।

বকুল।

কি?

ক'টা বাজে দেখ তো?

জহির বিছানায় উঠে বসল। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে যেন ঠিক বুঝতে পারছে না সে কোথায়। বকুল বাতি জ্বালাল। ঘড়ি দেখল।

ক'টা বাজে?

দেড়টা। চা এনে দেখি তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ-তাই আর জাগাইনি।

ঠান্ডা পানি খাওয়াও তো। গরম লাগছে খুব। জানালা খোলা না?

হ্যাঁ খোলা।

www.MurchOna.com

দমবন্ধ দমবন্ধ লাগছে।

বকুল পানি নিয়ে এসে দেখে জহির সিগারেট ধরিয়েছে। দু'চুমুক পানি খেয়েই সে গ্লাস নামিয়ে রাখল। করুণ গলায় বলল, শরীরটা কেমন যেন লাগছে।

কেমন লাগছে?

বুঝতে পারছি না।

শরীর খারাপ লাগছে তো- সিগারেট টানছ কেন?

জহির সিগারেট ফেলে দিল। বকুল লক্ষ্য করল জহির খুব ঘামছে। সে ক্ষীণ স্বরে বলল, তল পেটে কেমন জানি চিনচিনে ব্যথা হচ্ছে। বমি বমি লাগছে।

আপাকে ডেকে আনব?

উনাকে ডেকে এনে কি হবে? উনি কি করবেন? তুমি বরং চিনির সরবত করে দাও। তৃষ্ণা লাগছে।

বকুল চিনির সরবত করে আনল। দু'চুমুক দিয়ে সরবতের গ্লাস নামিয়ে জহির ক্লান্ত গলায় বলল, বোধ হয় মারা যাচ্ছি।

কি বলছ তুমি? মারা যাবে কেন?

আপাকে ডাক। শরীরটা বেশি খারাপ লাগছে। মনে হচ্ছে স্ট্রোক। আমাকে সোহরাওয়ার্দীতে নিতে বল। আমি নিজে ডাক্তার।

মুনা বাবুকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বাকেরকে খুঁজে বের করতে হবে। জহিরকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। এক একটা মিনিটও এখন মূল্যবান।

বাকের ঘরে ছিল। স্যাণ্ডেল খুঁজে বের করার সময়ও সে নিল না। খালি পায়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। কোথায় যাচ্ছে কি করার জন্যে যাচ্ছে তাও সে জানে কি না কে জানে।

বাকের অসাধ্য সাধন করল। চল্লিশ মিনিটের মাথায় জহিরকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারল। বড় রকমের একটা ঝাপটা সামলান গেল। তবে জহিরের শরীরের বাঁ অংশ অচল হয়ে গেল।

বুকল ক্রমাগত কাঁদছিল। জহির ক্ষীণ স্বরে বলল, কাঁদার কিছু নেই। ঠিক হয়ে যাব। আমি ডাক্তার আমার কথা বিশ্বাস কর।

বকুল কোন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না -সে শুধু দেখছে একজন সুস্থ সবল মানুষ হঠাৎ পা নাড়াতে পারছে না। এটা কেমন করে হয়।

মুনা বলল, এ রকম বিশ্রী করে কাঁদছিস কেন?

বকুল থমথমে গলায় বলল, সুন্দর করে কাঁদাটা কেমন আমি জানি না আপা। তাই বিশ্রী করে কাঁদি। তোমার ভাল না লাগলে তুমি অন্য ঘরে যাও।

জহিরের শরীর যত দ্রুত সারবে ভাবা গিয়েছিল তত দ্রুত সারল না। মাস খানেক পর দেখা গেল ডান পা কিছু কিছু নাড়াতে পারে; বাঁ পায়ের আঙুল নাড়াতে পারে এর বেশি কিছু না।

এভাবে হাসপাতালে পড়ে থাকার কোন মানে হয় না। জহির নেত্রকোনায় ফিরে গেল। সঙ্গে গেল বকুল এবং বাবু।

মা হবার লক্ষণ বকুলের মধ্যে স্পষ্ট হতে শুরু করেছে-বেশি পরিশ্রম করতে পারে না হাঁপিয়ে উঠে। কিন্তু তবু জহিরের সব কাজ নিজের হাতে করতে চায়। তার শাশুড়ির এই জিনিসটা কেন জানি ভাল লাগে না। একদিন তিনি বলেই ফেললেন, আলগা আদর কিন্তু ভাল না বৌমা। বকুল সঙ্গে সঙ্গে বলল, আলগা আদর কাকে বলে মা?

তুমি যা করছ তার নাম আলগা আদর।

এর নাম আলগা আদর কেন?

দু'দিন আগের কথা ভুলে গেছ। দু'দিন আগে তো এক ঘরে ঘুমুতে পর্যন্ত পারতে না।

এখন পারি তাতে অসুবিধা কি?

অসুবিধা কিছুই না। মুখের ধার একটু কমাও তো বউ। এত ধার ভাল না।

বকুলের মুখের ধার কমে না। বরং বেড়েই চলে। বাবু অবাক হয়ে বোনকে দেখে। অবাক হয়ে ভাবে কত দ্রুত একজন মানুষ বদলায়। কত ভাবেই না বদলায়।

বাবুকে এখানকার স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয়েছে। তার কিছুই ভাল লাগে না। ঢাকায় যেতেও ইচ্ছা করে না। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড মাথা ব্যথা হয়। তখন শুধু মরে যেতে ইচ্ছা করে। মরণের কথা ভাবতে তার বড় ভাল লাগে।

জোবেদ আলি শুকনো মুখে অনেকক্ষণ ধরে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। মাথা অন্যদিনের চেয়েও নিচু করে রেখেছে। মনে হচ্ছে পিঠের কাছে একটা কুঁজ বের হয়েছে। তার হাতে একটা আধখাওয়া সিগারেট। সিগারেটে টান দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে থুথু ফেলছে। তার গায়ে হলুদ রঙের চাদর। পরনের পায়জামা ইস্ত্রী করা। তবে গায়ের চাদর বেশ ময়লা।

জলিল মিয়া ব্যাপারটা লক্ষ্য করল। যদি সে তার নিজের দোকান ছাড়া অন্য কিছুই লক্ষ্য করে না। চাদরের হলুদ রঙটাই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। মনে মনে বলল, দুপুরের এই গরমে গায়ে চাদর কেন? অসুখ-বিসুখ নাকি? অসুখ-বিসুখের কথা মনে হবার কারণ হচ্ছে তার নিজেরই আজ জ্বর এবং তার গায়েও হলুদ খদ্দরের চাদর। দোকানে তার আসার কোন ইচ্ছাই ছিল না তবু এসেছে। ক্যাশে বসে ঝিমুচ্ছে। জলিল মিয়া লক্ষ্য করল জোবেদ আলি দু'বার তার দোকানের সামনে দিয়ে হেঁটে গেল। মাথা নিচু করেই আড় চোখে তাকাল তার দিকে। লোকটা কি কাউকে খুঁজছে? কাকে খুঁজবে?

খুঁজুক যাকে ইচ্ছা। তার কি? জলিল মিয়া মাথা ধরার দুটো ট্যাবলেট খেয়ে চোখ বন্ধ করল। কোন কাস্টমার নেই। তিনটার পর থেকে দোকান খা খা করে। এ রকম হলে তো ব্যবসা তুলে ফেলতে হবে। জলিল মিয়া বেশিক্ষণ চোখ বন্ধ করে রাখতে পারল না। একজন এসেছে দশ টাকার ভাংতি নিতে। কর্কশ গলায় বলা যেতে পারে-ভাংতি নাই। কিন্তু বলাটা ঠিক হবে না। এরা হচ্ছে কাস্টমার। এদের সঙ্গে ভদ্র ও বিনয়ী আচরণ করতে হবে। সে দুটা পাঁচ টাকার নোট দিয়ে তেলতেলে ধরনের হাসি হাসল আর ঠিক তখন দোকানে ঢুকল জোবেদ আলি। চিঁচি করে বলল, ভাই সাহেব চা হবে?

জলিল মিয়া হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল। জ্বর চেপে আসছে। কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। শরীর ভাল থাকলে দু একটা টুকটাক কথা বলা যেত যেমন—এতদিন এই অঞ্চলে আছেন, আর আজ প্রথম চা খেতে আসলেন ব্যাপার কি ভাই? গায়ে চাদর যে? অসুখ-বিসুখ নাকি? এই দেখেন আমারো একই অবস্থা। নির্ঘাৎ একশ তিন জ্বর। তবু দোকানে আসতে হয়। উপায় কি ভাই বলেন? একটা বিশ্বাসী লোক নাই। সব চোর।

জোবেদ আলি চায়ে দুটা চুমুক দিয়েই বসে আছে। সিগারেট ধরিয়ে খুঁ-খুঁ কাশছে। কেমন ভয়পাওয়া চোখে তাকাচ্ছে। জলিল মিয়া নিঃসন্দেহ হল এই লোক চা খেতে আসেনি। অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে। থাকুক উদ্দেশ্য। তার তা দিয়ে কোন কাজ নেই। সে ব্যবসা করতে এসেছে ব্যবসা করবে। তার বেশি কোন কিছুতেই কাজ কি?

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

জোবেদ আলি চায়ের দাম দিল চকচকে একটা এক টাকার নোট দিয়ে। এতে জলিল মিয়ার মনটা খানিকটা ভাল হল। কাস্টমাররা তাদের ছেঁড়াখুড়া পচা নোটগুলি তাকে দিয়ে পার পায়।

জলিল মিয়া বলল, ভাল আছেন?

জোবেদ আলি আগের মতই চিঁচিঁ স্বরে বলল, জ্বি ভাল। আপনি বাকের সাহেব কোথায় আছে বলতে পারেন?

জ্বি না।

কোথায় পাওয়া যাবে উনাকে?

জানি না।

জোবেদ আলি খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, খুব দরকার ছিল। যদি বলতে পারেন উপকার হয়।

ইদরিসের ওখানে খোঁজ করেন। ফার্নিচারের দোকান দিয়েছে যে ঐ ইদরিস। দুপুর বেলায় ঐ দোকানের দুতলায় ঘুমায়।

জ্বি আচ্ছা। আপনার এখানে আসবে না?

জানি না। ইনার চলার তো কোন ঠিকঠিকানা নাই।

খুব দরকার ছিল।

শরীর ভাল থাকলে জলিল মিয়া বলত, কি দরকার? শরীর ভাল নেই বলেই সে কিছু বলল না। তাছাড়া জোবেদ আলি মুখের কাছে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। অসুস্থ শরীরের কারণে ধূঁয়া সহ্য হচ্ছে না। নাড়ির ভেতর পাক দিয়ে উঠছে। কিছু বলাও যাচ্ছে না। এরা কাস্টমার ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে হলে এদের খাতির করে চলতে হয়। জোবেদ আলি বলল, আপনার সঙ্গে দেখা হলে একটা খবর দিতে পারবেন?

কি খবর?

জোবেদ আলি বেশ কিছু সময় চুপ করে থেকে বলল, থাক কিছু বলতে হবে না। সে ইদরিসের ফার্নিচারের দোকানে গেল। ইদরিস একটা সোফাসেটে বার্নিস ঘসছে। সে জোবেদ আলিকে অনেক কথাই বলল, যার সারমর্ম হচ্ছে বাকের ভাই ঘুমুচ্ছে তাকে ডাকা যাবে না। ডাকলে খুব রাগ করবে।

খুব দরকার ছিল ভাই।

দুই ঘন্টা পরে আসেন-মাত্র ঘুমাইছে।

আমি না হয় বসি?

ইচ্ছা হইলে বসেন।

জোবেদ আলি আধ ঘন্টার মত বসল, এর মধ্যে সে পাঁচটা সিগারেট খেয়ে ফেলল। ৬ষ্ঠ সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, এক কাপ চা খেয়ে আসি। এর মধ্যে ঘুম ভাঙলে বলবেন আমার কথা। আমার নাম জোবেদ আলি। উনার সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজন।

সন্ধ্যার আগে ঘুম ভাঙবে না আপনার যেখানে ইচ্ছা যান।

জোবেদ আলি চা খেতে গিয়ে আর ফিরল না। রাত নটার দিকে আবার তাকে দেখা গেল বিভিন্ন জায়গায় বাকেরের খোঁজ করছে। তাঁকে আরো চিন্তিত ও বিষণ দেখাচ্ছিল। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও বাকেরের সে কোন হদিস পেল না।

www.MurchOna.com

সন্ধ্যা মেলানোর পর বাকের ঘর থেকে বেরুল। জোবেদ আলি তাকে খোঁজ করছে এই খবরে সে বিশেষ আগ্রহ বোধ করল না। খোঁজ করছে বলেই ব্যস্ত হয়ে ছুটে যেতে হবে নাকি? যার দরকার সে আসবে।

বাকের চা খেতে খেতে ভাবতে লাগল আজ রাতে করার কিছু আছে কি না। অনেক ভেবেও করার মত কিছু পেল না। মুনার সঙ্গে দেখা করা যেত কিন্তু মুনা খুব একটা অন্যায় কাজ করেছে। বাকেরকে কিছু না বলে তার কোন এক মামার বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। মামার বাড়িটা কোথায় তা অবশ্যি সে জানে। কি দরকার আগ বাড়িয়ে যাওয়ার? যে আমাকে চিনে না। আমিও তাকে চিনি না। মরে গেলেও মুনার বাড়ি সে খোঁজে বের করবে না। তার দায়টা কি?

রাত আটটার দিকে সে ইয়াদের বাসায় গেল। পুরানো বন্ধু-বান্ধব সব একেবারে ছেড়ে দেয়া ঠিক না। খোঁজখবর রাখা দরকার। ইয়াদের বাসার ভোল পাল্টেছে। নতুন রঙ করা হয়েছে। দরজার উপর কায়দার একটা কলিং বেল। টিপলেই মিউজিক বাজে। বেশ লম্বা-চওড়া মিউজিক। কলিংবেল টেপার সঙ্গে সঙ্গেই ইয়াদ দরজা খুলে দিল। হাসি মুখে বলল, আরে দোস্ত তুই। বাকেরের মনে হল ইয়াদের হাসিটা আসল নয়, মেকি মাল। তাছাড়া ইয়াদ দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। যেন বাকেরকে ভেতর ঢুকতে দিতে রাজি না।

খোঁজখবর নিতে এলাম। আছিস কেমন?

ভাল। আরেকদিন আয় দোস্ত। আজ একটা ব্যাপার আছে। মানে একটা ঝামেলা।

কি ঝামেলা?

আমার ওয়াইফ বাচ্চার জন্মদিন না কি যেন করছে। শ্বশুর বাড়ির দু'একজনকে বলেছে। মানে.......

আমি থাকলে অসুবিধা কি?

মেয়েদের কারবার তোর ভাল লাগবে না।

অপমানিত বোধ করার মত কথা কিন্তু ইয়াদের ফ্যাকাশে মুখ দেখে বাকেরের মজাই লাগছে। ইয়াদ অপ্রস্তুত গলায় বলল, তুই কাল আয় দোস্ত। ভাত খা আমাদের সাথে।

ঠিক আছে আসব।

সন্ধ্যা বেলা চলে আসিস-এক সঙ্গে ছবি দেখব। ভি সি আর কিনলাম একটা, জি টেন।

ভি সি আরও কিনে ফেলেছিস? বাকি রইল কি?

নিজে কিনি নাই দোস্ত। আমার এক শালা প্রেজেন্ট করেছে। যা মুশকিলে পড়েছি....

মুশকিল কি?

রোজ ছবি আনতে হয়। এমন অভ্যাস হয়েছে দোস্ত-শোয়ার আগে একটা ছবি না দেখলে ভাল লাগে না। বোম্বের লেটেস্ট ছবি সবই পাওয়া যায়। ওদের হলে রিলিজ দেয়ার আগে ঢাকায় চলে আসে।

ভালই তো।

পয়সা যার যায় সেই বুঝে ভাল কি মন্দ। তিনটা ভিডিও ক্লাবের মেম্বার হয়েছি। পঁচিশ টাকা করে ক্যাসেট। জলের মত টাকা যাচ্ছে রে দোস্ত।

তুই ভেতরে যা। তোর বউ বোধ হয় রেগে যাচ্ছে।

www.MurchOna.com

যাচ্ছি। চল তোকে একটা সিগারেট খাওয়াই। ঘরে সিগারেট টোটেলি স্টপড। কোত্থেকে শুনেছে ক্যানসার—মেয়েছেলের কারবার।

ইয়াদ রাস্তা পর্যন্ত এল। দুটা সিগারেট কিনল। বাকেরকে একটা দিয়ে নিজে একটা ধরাল, ফুর্তির ভঙ্গিতে বলল, কাল তোর জন্যে ছবি এনে রাখব আন্ধা-কানুন। মারাত্মক।

বাকের বলল, সিগারেট খাচ্ছিস গন্ধে তোর বউ বুঝে ফেলবে?

বাথরুমে ঢুকে হেভী ওয়াসিং দিব কেউ টের পাবে না। বিয়ে করা বড় যন্ত্রণা রে দোস্ত। ভাল কথা ঐ তিন মেয়েওয়ালা বাড়ির ব্যাপারটার খোঁজ পাওয়া গেছে। তুই যা ভাবছিলি তাই। পাক্কা খবর আছে আমার কাছে।

তাই নাকি?

হাই ক্লাস মেয়েছেলে-শুধু মালদার পার্টির জন্যে। রুই-কাতলাদের জিনিস। তবে দোস্ত একটা রিকোয়েস্ট তুই এদের ঘাঁটাস না। বিপদে পড়বি।

কি বিপদ?

রুই-কাতলা ঘাঁটালে বিপদ হয় না? পাগলামির করবি না। খবরদার। কাল বলব সব কিছু। সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় চলে আসবি।

বাকের ঘড়ি দেখল। মাত্র আটটা দশ। সময় কাটানোই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বারোটার আগে ঘুম আসে না। বারোটা পর্যন্ত সে করবে কি? মুনার খোঁজে যাওয়াটা খুবই উচিত। মামার কাছে থাকলেও তো মেয়েটা একা তাছাড়া আপন মামাও নিশ্চয়ই না। আপন মামা হলে ভাগ্নীর খোঁজখবর করত। এর মধ্যে একবারও তো খোঁজ করতে দেখেনি।

এদিকে বকুলদেরও একটা খবর নেয়া দরকার। জহিরের অবস্থাটা কি। এত বড় রুগী গ্রামে নিয়ে ফেলে রেখেছে বেকুবীর চূড়ান্ত করছে। মুনার সঙ্গে কথা বলে আবার ঢাকা আনার ব্যবস্থা করতে হবে। এই কথাটা বলার জন্যেই মুনার কাছে যাওয়া দরকার। অন্য কিছু না। রাগ করে ঘরে বসে থাকার কোন অর্থ হয় না। রাগ বড় না রুগী বড়?

মুনা খুব সহজ স্বরে বলল, ভেতরে আসুন বাকের ভাই। মুনার গলায় মাফলার জড়ান। মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। চোখ ঈষৎ লাল। বাকের চিন্তিত মুখে বলল, অসুখ নাকি?

হ্যাঁ জ্বর। গতকাল মাত্র কমেছে। এখন আবার শরীর খারাপ লাগছে। আবার জ্বর আসবে কি না কে জানে। এ বাড়িতে এসেই জ্বরে পড়লাম। এই জন্যেই আপনাকে খবর দিতে পারিনি। কিছু মনে করবেন না বাকের ভাই।

আরে কি মুশকিল! মনে করার কি আছে?

এ বাড়ির দোতলার একটা ঘরে মুনা থাকে। মুনা বাকেরকে সরাসরি তার ঘরে নিয়ে গেল। ঘরটা বেশ বড়। মুনার যাবতীয় জিনিসপত্র গাদাগাদি করে রাখা। কিছুই গোছান নেই। বাকের বিস্মিত হয়ে বলল, এই অবস্থা কেন?

টেম্পোরারি থাকার জন্যে আসা তাই কিছুই গুছাইনি। হোস্টেল টোস্টেল কিছু আমার জন্যে পান কি না দেখবেন তো। অবিবাহিত মেয়েদের একা থাকা যে কি সমস্যা।

হুট করে চলে এলে একটা খবর দিলে না।

মামা জোর করে নিয়ে এল। একা একা একটা বাড়িতে থাকি শুনেই মাথা খারাপের মত হয়ে গেল। আমার নিজেরও ভয় ভয় লাগছিল। কাজের মেয়েটা চলে গেল তো। বাকের ভাই আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন বসুন। খাটটায় বসুন। আমি চট করে আসছি।

www.MurchOna.com

চা-টা কিছু খাব না কিন্তু।

চা আনছি আপনাকে বলল কে?

বাড়ি একদম খালি খালি লাগছে। লোকজন নাই।

অনেক লোক। বিয়ের দাওয়াতে গেছে। এগারটার দিকে আসবে।

মুনা নিচে নেমে গেল। বাকের দীর্ঘ সময় একা একা বসে রইল। মেঘ ডাকছে। ঝড়বৃষ্টি শুরু হলে মুশকিল। এতক্ষণ ধরে মুনা নিচে কি করছে কে জানে। একটা সিগারেট খেতে পারলে হত। সিগারেট পকেটে আছে। দেয়াশলাই নেই।

অনেক দেরি করে ফেললাম তাই না বাকের ভাই?

মুনার হাতে ট্রে। ট্রেতে রাতের খাবার।

এসব কি?

ভাত নিয়ে এসেছি। বসে যান।

আরে কি মুশকিল।

কথা বাড়াবেন না তো বসে পড়ুন। আপনার জন্যে আলাদা কিছু করিনি। আমারটাই আপনাকে দিচ্ছি। আমি রাতে কিছু খাব না। জ্বর আসছে।

আবার জ্বর আসছে?

হ্যাঁ আসছে। এই দেখুন কত জ্বর।

মুনা বাকেরকে স্তম্ভিত করে দিয়ে বাকেরের হাত ধরল। সত্যি সত্যি জ্বর এবং অনেক জ্বর। এতটা জ্বর নিয়ে কেউ এমন স্বাভাবিক ভাবে কথা বলছে কি করে কে জানে।

হাত ধরায় লজ্জা পেলেন নাকি বারেক ভাই?

না লজ্জা পাব কেন? জ্বর দেখাবার জন্যে হাত ধরেছ। অন্য কিছু তো না।

মুনা হাসতে হাসতে বলল, তা ঠিক। ভাত নিয়ে বসুন। আপনাকে কেউ তো আদর করে খাওয়ায় না। আদর করে খাইয়ে দি।

বাকেরের চোখ ভিজে উঠল। সে আতংকে কাঠ হয়ে গেল। টপ করে যদি এক ফোঁটা চোখের পানি পড়ে যায় বড় মুশকিল হবে। মুনা দেখে ফেলবে। আর সে যা মেয়ে এই জিনিস দেখলে সর্বনাশ।

বাকের ভাই!

বল।

আপনি কি আমাকে পছন্দ করেন?

বাকেরের অস্বস্তির সীমা রইল না। এইসব আবার কি ধরনের কথা? জ্বরে কি মেয়েটার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? ভাত শেষ করে একজন ডাক্তার নিয়ে আসতে হবে। ডিলে করা ঠিক হবে না।

কথা বলছেন না কেন? আমাকে পছন্দ করেন?

কেন করব না। করি।

কতটুকু পছন্দ— অল্প না অনেকখানি?

অনেক।

আমি কিন্তু আপনাকে পছন্দ করি না বাকের ভাই।

জানি।

www.MurchOna.com

আপনি একজন অপদার্থ মানুষ। অকাজের মানুষ।

জানি।

জানেন তো নিজেকে বদলান না কেন?

বাকের জবাব না দিয়ে ভাত মাখতে লাগল। সে এখন বেশ আরাম পাচ্ছে। চোখের পানি শুকিয়ে গেছে। এ্যাকসিডেন্ট হবার সম্ভাবনা নেই।

নিজেকে বদলান না কেন?

বদলেছি তো।

কিছুই বদলাননি। আগে যেমন এখনো তেমনি আছেন। ভবঘুরের মত চলাফেরা, গুণ্ডামি, বড় বড় কথা। এইসব ছাড়ুন তো।

আচ্ছা ছাড়ব।

আর ছাড়বেন। এই জীবনে ছাড়বেন না; বরং এক কাজ করুন- খুব ভাল, খুব লক্ষী এ রকম একটা মেয়েকে বিয়ে করে ফেলুন। তাতে কাজ হতে পারে। মেয়েরা মানুষ বদলাতে ওস্তাদ।

বাকেরের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। তবু থালা হাতে বসে আছে। মুনা তার সামনে। কি সুন্দর সরল মুখ অথচ কি কঠিন একটা মেয়ে।

বাকের ভাই।

উঁ।

কয়েকদিন জ্বরে খুব কষ্ট পেয়েছি। জ্বরের সময় মনে হত আমার মত একলা এই পৃথিবীতে কেউ নেই। খুব কষ্ট হত।

কি যে কাণ্ড তোমার। একটা খবর দিলে চলে আসতাম না? রাত দিন থাকতাম। খবর দিবে না কিছু না।

জ্বরের সময় আমি আরেকটা জিনিস বুঝতে পারলাম যে আপনাকে আমি খুব পছন্দ করি। আপনার মত বাজে ধরনের একজন মানুষকে এতটা পছন্দ করি ভেবে নিজের উপর খুব রাগ হচ্ছিল।

রাগ হওয়ার কথা।

তারপর মনে হল— আপনার মত ভাল মানুষই বা ক'জন আছে। আপনি যে একজন ভালমানুষ সেটা কি আপনি জানেন?

কি সব কথাবার্তা তুমি বলছ?

সবদিন কি এইসব কথা বলা যায়? হঠাৎ এক আধদিন বলতে ইচ্ছা করে। বাকের ভাই আমি খুব একলা হয়ে পড়েছি। আর পারছি না।

মুনার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। বাকের কি বলবে কিচ্ছু বুঝতে পারল না। কি বললে মুনা খুশি হবে? সে যা করতে বলবে তাই করবে। ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়তে বললে– লাফিয়ে পড়বে।

ঝড়বৃষ্টি আসবে বাসায় চলে যান। আপনার বাসা তো আবার নেই। কোন একটা দোকানে-টোকানে গিয়ে উঠে পড়ুন ঐ কাঠের দোকানেই তো এখন থাকেন?

হ্যাঁ।

আপনাকে এই রকম আর আমি থাকতে দেব না। সুন্দর একটা একতলা বাড়ি ভাড়া করব। সারাদিন যত ইচ্ছা গুণ্ডামি করবেন সন্ধ্যার পর ফিরে আসবেন। রাতে দুজন মুখোমুখি বসে ভাত খাব।

www.MurchOna.com

মুনার গলা ধরে এল। কথা শেষ করতে পারল না। বাকের একটা ঘোরের মধ্যে তার ঘরে ফিরে এল। বৃষ্টি হচ্ছিল— সে পুরোপুরি ভিজে গেছে। কাদায় পানিতে মাখামাখি অথচ কিছুই বুঝতে পারছে না। ভেজা কাপড়েই সে তার বিছানায় বসে আছে। ঘোর কাটল রাত তিনটার দিকে।

পুলিশের বাঁশি বাজছে। ওসি সাহেব দরজায় লাথি দিচ্ছেন। পুলিশ কর্কশ গলায় ডাকছেন— বাকের, এই বাকের।

বাকের দরজা খুলতেই তাকে অ্যারেস্ট করা হল। অভিযোগ গুরুতর। জোবেদ আলি খুন হয়েছে। খুন করার দৃশ্য এবং খুনীর পালিয়ে যাবার দৃশ্য তিনজন দেখে ফেলেছে। তিনজনই বলছে— খুন করেছে বাকের।

বাকেরের এই মামলা দীর্ঘদিন ধরে চলল। ডেটের পর ডেট পড়ে। মামলা পরিচালনা করলেন মুনার সেই পরিচিত উকিল। কখনো তিনি মুনাকে বললেন না যে মামলা টিকবে না। উল্টোটাই বললেন। একবার না অনেকবার বললেন। বলার সময় প্রতিবারই কিছুটা বিষণ্ন হলেন।

ব্যাপারটা কি জানেন- ওরা মামলাটা খুব সুন্দর করে সাজিয়েছে। আমি কোন ফাঁক ধরতে পারিনি। মোটিভ আছে প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষী আছে। মিথ্যা মামলার সাজানোটাই হয় অসাধারণ। এই ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। আমি আপনাকে মিথ্যা কোন আশ্বাস দিতে যাচ্ছি না। মনে হচ্ছে কনভিকশন হয়ে যাবে।

উকিলের মুখ বিষণ্ন দেখা যায়।

বিষণ্ন দেখায় না শুধু বাকেরকে। মুনার সঙ্গে তার যতবারই দেখা হয় সে ততবারই বলে, কোনমতে যদি বের হতে পারি তাহলে সিদ্দিক শালাকে পুঁতে ফেলবে। তবে আমাকে আগেই যদি ঝুলিয়ে দেয় তাহলে তো কিছু করার নেই।

ভয় লাগে না বাকের ভাই। যদি সত্যি সত্যি...

আরে না। ভয় লাগে না।

সত্যি ভয় লাগে না।

রাতের বেলা একটু গা ছমছম করে। রাতের বেলা ফাঁসি দিলে একটা ভয়ের ব্যাপার হত। ফাঁসিটা তো দিনে দেয় তাই ভয়টা থাকে না।

পাগলের মত কথাবার্তা বলছেন বাকের ভাই।

পাগলের মত বলব কেন এটা হচ্ছে ট্রুথ। রাতের বেলা মরা খুবই ভয়ংকর। দিনের মৃত্যু কিছু না। সিদ্দিক শালাকে আমি রাতের বেলা মারব। ওয়ার্ড অব অনার।

মামলা চলতে থাকে।

মুনা অপেক্ষা করে।

ক্লান্তির অপেক্ষা। দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী কিছুতেই যেন আর কাটে না।

আশা ও আনন্দের কথায় ভর্তি করে সুন্দর সুন্দর চিঠি লেখে বকুল। তার ছেলের কথা লেখে, ছেলের দুষ্টামির কথা লেখে, জহির যে ক্রমেক্রমেই সেরে উঠছে সে কথাও লেখে। সে নিজেও সেরে উঠেছে সেই কথাও থাকে।

এখন সে আর পুরানো দুঃস্বপ্ন দেখে না। স্বামীর গায়ে হাত রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমায়। তাকে সাবধান করে দিতে অশরিরী কেউ আর আসে না। কত সুন্দর সুন্দর চিঠি কিন্তু মুনার পড়তে ভাল লাগে না।

www.MurchOna.com

চিঠি লিখে জাহানারা নামের অপরিচিতা একটি মেয়ে। অচেনা একজন কিন্তু বড় চেনা একজন। বড় সুন্দর করে সে লেখে- আপা, আমরা দুজন কিছু কি করতে পারি আপনার জন্যে? আপনার জন্যে ও বড় কষ্ট পাচ্ছে। একটা কিছু করার সুযোগ আপনি ওকে দিন। বাকের সাহেবের মামলা যেদিন কোর্টে উঠে ও সেই সব দিনগুলিতে মামুন কোর্টে উপস্থিত থাকে। লজ্জায় আপনার সামনে যেতে পারে না। একদিন সে বলল, আপনি নাকি খুব কাঁদছিলেন- বলতে বলতে সেও খুব কাঁদল। আপা, আপনি ওকে কিছু করার সুযোগ দিন।

এই মেয়েটির চিঠি পড়তে তার ভাল লাগে। কিন্তু জবাব দিতে ইচ্ছা করে না। বড় আলস্য লাগে। মাঝে মাঝে এমন ক্লান্তি লাগে যে কোর্টে যেতে পর্যন্ত ইচ্ছা করে না। তবু তাকে যেতে হয়। এক কোণে বসে থেকে সে প্রাণপণে চেষ্টা করে হাই গোপন করতে। কোর্ট থেকে বেরুতে বেরুতে কোন কোন দিন তিনটা সাড়ে তিনটা বেজে যায়। ক্ষিধেয় শরীর কেমন করতে থাকে কিন্তু কিছু খেতে ইচ্ছা করে না। ঝিম ধরা দুপুরে সে রাস্তায় একা একা হাঁটে।

হাঁটতে হাঁটতেই কোন কোন দিন হঠাৎ সুখের কোন কল্পনা মাথায় চলে আসে- যেন সে রিকশা করে যাচ্ছে হঠাৎ পথে বাকেরের সঙ্গে দেখা। বাকের তাকে দেখে হাসিমুখে এগিয়ে আসছে। উৎসাহ নিয়ে বাকের বলল— যাচ্ছ কোথায়?

মুনা বলল, তা দিয়ে আপনার দরকার কি?

না কোন দরকার নেই। এম্নি জিজ্ঞেস করলাম।

বলতে বলতে বাকেরের মুখ একটু যেন বিষণ্ণ হয়ে গেল। মুনা বলর, আপনার কোন কাজ না থাকলে আসুন তো আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাব।

বাকের রিকশায় উঠল। আনন্দে তার চোখ ঝিকমিক করছে। বৃষ্টি শুরু হল তখন। তারা হুড তুলল না। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে দুজন এগুচ্ছে। হাওয়ায় মুনার চুল উড়ছে। বাকের বলছে— বাতাসটা খুব ফাইন লাগছে তো। বড় ফাইন।

মুনার কোন কল্পনাই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ঝিম ধরা ক্লান্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে সে ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে। আকাশের রঙ ঘন নীল। সেখানে— সোনালী ডানার চিল চক্রাকারে ওড়ে।

পরিশিষ্ট ঃ ১৯৮২ সনের ১২ই জুন হত্যাপরাধে বাকেরের প্রাণদণ্ড দেয়া হয়। ১৯৮৩ সনের শেষ দিকে তার মার্সিপিটিশন অগ্রাহ্য হয়।

বাকেরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয় ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে ১৯৮৫ সনের ১২ই জানুয়ারি বুধবার ভোর পাঁচটায়।

তার ডেডবডি গ্রহণ করবার জন্যে রোগা, লম্বা, শ্যামলা মত যে মেয়েটি ভোর রাত থেকে দাঁড়িয়ে ছিল তাঁকে জেলার জিজ্ঞেস করেন—

আপনি ডেডবডি নিতে এসেছেন, আপনি মৃতের কে?

মেয়েটি শান্ত গলায় বলল, কেউ না। আমি ওর কেউ না।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com